নাপোলেওঁ বোনাপার্ত ঃ রণনীতি ও কূটনীতি

আবুল কালাম

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৩৯৪
জানুয়ারী ১৯৮৮

বা.এ. ২০৩২

মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০

পাণ্ডুলিপি
সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
মোহাম্মদ ইবরাহিম
পরিচালক, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রাকর
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

মূল্য : সত্তর টাকা মাত্র

Napoleon Bonaparte : Rananeeti O Kutaneeti (Napoleon Bonaparte : Strategy & Diplomacy) written by Abul Kalam. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. January, 1988. Price : Tk. 70·00 only. US Dollar : 5.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার পরম প্রিয় শিক্ষক,
অবিচল দেশপ্রেমিক, সেই প্রিয়দর্শী জ্ঞানসাধক
সহকর্মী শহীদ শ্রী সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য্যের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

	মুখবন্ধ	**দশ-পনেরো**
প্রথম অধ্যায়	**বোনাপার্ত-পূর্ব বিপ্লবী ফ্রান্স**	**১-৮**
	'বিপ্লবের সন্তান'; ফ্রান্সে উপদলীয় কোন্দল; দুর্নীতি-পরায়ণ সরকার; আর্থিক সংকট; 'গ্রাম্যবাদী চক্রান্ত'; ফ্রুক্তিদরের অভ্যুত্থান; সামরিক হস্তক্ষেপ ও বোনাপার্ত	
দ্বিতীয় অধ্যায়	**বোনাপার্তের আবির্ভাব**	**৯-১৯**
	প্রতিভাধর সৈনিক; ঐতিহাসিক ধারা; বোনাপার্তের দ্রুত পদোন্নতি; জোসেফিন ও ইতালীর রণাঙ্গনের অধি-নায়ক; কর্মতৎপর অধিনায়ক ও রণনৈতিক গুণাবলী	
তৃতীয় অধ্যায়	**ইতালীয় রণাঙ্গনের বিজয়ী বীর বোনাপার্ত**	**১৯-৩০**
	সমর পরিকল্পনা; লোদীর যুদ্ধ; সিসালপাইন প্রজাতন্ত্র; লাইগুরীয় প্রজাতন্ত্র; 'ফ্রান্সের আভ্যন্তরীন ঘটনাপ্রবাহ; ফ্রুক্তিদরের অভ্যুত্থান; কাম্পো ফরমিও'র শান্তিচুক্তি; রোম ও এলভেতীয় প্রজাতন্ত্র	
চতুর্থ অধ্যায়	**মিশর অভিযানে বোনাপার্ত**	**৩১-৩৫**
	বোনাপার্তের অভিযান পরিকল্পনা; পিরামিড ও নীল-নদের যুদ্ধ	
পঞ্চম অধ্যায়	**বোনাপার্তের ব্রুমেয়েরের অভ্যুত্থান ও শান্তিপ্রয়াস**	**৩৬-৪২**
	মিশর থেকে স্বদেশ পাড়ি; ব্রুমেয়েরের অভ্যুত্থান; অষ্টম বছরের নতুন সংবিধান; কনস্যুলেট সরকার ও অভ্যন্তরীণ শান্তি	
ষষ্ঠ অধ্যায়	**বোনাপার্ত ও ইউরোপীয় শক্তিসংঘ**	**৪৩-৫০**
	ইউরোপে বোনাপার্তের কৌশলমূলক চাল; মারেঙ্গো ও হোহেনলিন্ডে যুদ্ধ; লুনেভিলে'র শান্তিচুক্তি; বৃটিশ-বিরোধী প্রস্তুতি; কোপেনহেগেন যুদ্ধ ও সশস্ত্র নিরপেক্ষতা অবলম্বন; আমিওঁ শান্তিচুক্তি; আমিওঁ শান্তিচুক্তির মূল্যায়ন	

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায় **বোনাপার্ত : সংস্কার ও পুনর্গঠন** ৫১-৬৮

কেন্দ্রীয় সরকার ; স্থানীয় প্রশাসন ; সেনাবাহিনী ; আর্থ-নীতিক ব্যবস্থা ; সামাজিক ব্যবস্থা ; রাষ্ট্রীয় পদক ; শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য ; জনহিতকর কাজ ; সাংস্কৃতিক জীবন ; ধর্মীয় ব্যবস্থা ; শিক্ষা ব্যবস্থা ; আইন সংস্কার ; বোনাপার্তের আইন-বিধান ; অন্যান্য বিধান ; বিচার বিভাগীয় সংস্কার

অষ্টম অধ্যায় **বোনাপার্ত : সনাতন ঐতিহ্য ও বিপ্লবী নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন** ৬৯-৭৫

স্থিতি ও শৃঙ্খলা ; সাম্য ; কর প্রথায় সমতাবিধান ; প্রতিভার স্বীকৃতি ; ধর্মীয় ব্যবস্থা ; ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পনীতি ; আইন ও বিচার-ব্যবস্থা ; শিক্ষা-ব্যবস্থা ; স্বাধীনতা ও জনগণের সার্বভৌমত্ব

নবম অধ্যায় **রাষ্ট্রনায়ক বোনাপার্ত** ৭৬-৮০

দশম অধ্যায় **বোনাপার্তের আজীবন কনসাল সরকার ও সাম্রাজ্য** ৮১-৯৩

ক. বোনাপার্ত প্রশাসনের রূপান্তর ; আজীবন কনসাল ; সম্রাট নাপোলেওঁ ; বোনাপার্ত সাম্রাজ্য ও ইউরোপ ; খ. যুদ্ধের পুনসূচনা ; নাপোলেওনের অভিলাষ ও প্রত্যয় ; অন্তর্হিত শান্তি ; ইংল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধ আবার কেন শুরু হলো ? যুদ্ধ পুনরায় শুরু হবার আশু কারণ

একাদশ অধ্যায় **বোনাপার্তের সাম্রাজ্য ও তৃতীয় ইউরোপীয় শক্তিসংঘ** ৯৪-১০০

তৃতীয় ইউরোপীয় শক্তিসংঘ ; উল্ম্-এর যুদ্ধ ; ইংল্যান্ড আক্রমণের পরিকল্পনা ; ট্রাফালগারের যুদ্ধ ; অস্টারলিৎসের যুদ্ধ ; প্রেসবুর্গের চুক্তি ও জার্মানীর পুনর্গঠন

দ্বাদশ অধ্যায় **সাফল্যের শিখরে বোনাপার্ত সাম্রাজ্য : টিলসিট** ১০১-১১১

বোনাপার্ত ও প্রুশিয়া ; ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রুশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা ; ফ্রিডল্যান্ড-এর যুদ্ধ, ১৮০৭ ; টিলসিট চুক্তি ; প্রকাশ্য ধারা ; গোপন ধারা ; বোনাপার্তের 'মহা সাম্রাজ্য'

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায় **বোনাপার্ত সাম্রাজ্যের সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন** **১১২-১৩০**

ক. বোনাপার্তের সাফল্যের কারণ: প্রচলিত অরাজকতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা; বোনাপার্তের সামরিক প্রতিভা; কর্মস্পৃহা ও ব্যক্তিত্ব; বোনাপার্তের প্রশাসনিক চিন্তা-চেতনা

খ. বোনাপার্ত সাম্রাজ্যের দুর্বল দিক: ব্যক্তি-প্রতিভার সীমাবদ্ধতা; সামরিকতন্ত্রের ধারা; যুদ্ধের সম্প্রসারিত ধারা; 'মহা বাহিনীর' দুর্বলতা; বোনাপার্ত সাম্রাজ্যের প্রাসঙ্গিক ও প্রথাগত দুর্বলতা; নিশ্চয়তা ও স্থিতির অভাব; জাতীয় ও গণতান্ত্রিক অনুভূতি; প্রজাতন্ত্রী মতবাদের অবজ্ঞা; জোসেফিনের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ; মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা

চতুর্দশ অধ্যায় **বোনাপার্তের মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা** **১৩১-১৫২**

সংজ্ঞাগত রূপ ও পটভূমি; আদর্শ-উদ্দেশ্য; অবরোধ ব্যবস্থার প্রক্রিয়াগত রূপ; বোনাপার্তের গৃহীত অবরোধ পন্থা; বৃটিশ সংসদীয় নির্দেশ; অবরোধ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন পর্যায়; বাধা-প্রতিবন্ধকতা; চূড়ান্ত পরিণতি ও ব্যর্থতা; ফরাসী অর্থনীতির উপর দুর্যোগময় চাপ সৃষ্টি; পোপ ও মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা; পর্তুগাল ও স্পেন: অস্ট্রীয় বিরোধিতা; জারের সঙ্গে মৈত্রীতে ভাঙন; ইংল্যান্ডের ওপর প্রভাব

পঞ্চদশ অধ্যায় **জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া** **১৫৩-১৭৩**

ক. স্পেনীয় বিদ্রোহ ও পেনিনসুলার যুদ্ধ 'স্পেনে শত্রু ভাবাপন্ন' রাজবংশ; স্পেনীয় সিংহাসন নিয়ে চক্রান্ত; স্পেনীয় প্রতিরোধ; বৃটিশ সাহায্য; ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ; পেনিনসুলার যুদ্ধের তাৎপর্য

খ. অস্ট্রীয় অভ্যুত্থান; তিরেনা চুক্তি; ভাগ্রাম-এর যুদ্ধ

গ. প্রুশিয়ার পুনর্জন্ম; আলোকিত প্রস্তুতি; স্টাইন ও হার্ডেনবার্গ

www.pathagar.com

ষোড়শ অধ্যায় **মস্কো অভিযান ও 'মুক্তিযুদ্ধ'** **১৭৪-১৮৮**

রুশ-ফরাসী মৈত্রীতে ভাঙনের কারণ; জারের অভিযোগ; রুশ-ফরাসী ভাঙন; মস্কো অভিযান; বোরোদিনোর যুদ্ধ; বোনাপার্তের মস্কো থেকে পিছু হটা; 'মুক্তিযুদ্ধ'; মিত্রশক্তির সঙ্গে অস্ট্রিয়ার যোগদান; লাইপজিগের যুদ্ধ; পঞ্চম ইউরোপীয় শক্তি সংঘ; ফতেঁনব্লো চুক্তি; প্রথম পারী চুক্তি

সপ্তদশ অধ্যায় **বোনাপার্তের শেষ দুঃসাহসিক অভিযান ও চূড়ান্ত পতন** **১৮৯-১৯৪**

ষষ্ঠ ইউরোপীর শক্তিসংঘ; ওয়াটারলু যুদ্ধ; দ্বিতীয় পারী চুক্তি

অষ্টাদশ অধ্যায় **ইউরোপে বোনাপার্তের অবদান** **১৯৫-২০১**

বোনাপার্তের স্বপ্ন ও আদর্শ; ইউরোপীয় আন্তর্জাতিকতা-বাদ; নতুন ইউরোপের ভিত্তি; ইতালী ও জার্মানীর পুনর্গঠন; জাতীয়তাবাদ; ইউরোপের অন্তর্দ্বন্দ্ব

ঊনবিংশ অধ্যায় **বোনাপার্তের রণনীতি ও কূটনীতি : একটি মূল্যায়ন** **২০২-২০৬**

প্রলম্বিত সংগ্রাম; স্থিতিশীল ও বিপ্লবী সিস্টেমের আন্তক্রিয়া; শূন্যমানভিত্তিক হারজিতের খেলা; কৌশল-মূলক কূট চাল

চিত্রাবলী : **২০৯-২৩২**

মানচিত্র-১ : ইউরোপে বোনাপার্তের সামরিক-রণনৈতিক অভিযান

ক. প্রথম ইতালীর অভিযান ১৭৯৬-১৭৯৭
খ. মিশর অভিযান, ১৭৯৮
গ. দ্বিতীয় ইতালীয় অভিযান, ১৮০০
ঘ. তৃতীয় ইউরোপীয় শক্তি সংঘ
ঙ. চতুর্থ শক্তিসংঘ, ১৮০৬-১৮০৭
চ. স্পেনীয় অভিযান, ১৮০৮-১৮১৩
ছ. পঞ্চম শক্তি সংঘ, ১৮০৯

www.pathagar.com

ঙ. মস্কো অভিযান, ১৮১২
ঝ. চূড়ান্ত অভিযানসমূহ, ১৮১৩-১৮১৪-১৮১৫

মানচিত্র-২ : অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে নাপোলেওনের অভিযান
মানচিত্র-৩ : নাপোলেওনের সাম্রাজ্য, ১৮১৩
মানচিত্র-৪ : ইউরোপে নাপোলেওনের কর্তৃত্ব, ১৮০৬-১৮১৪
মানচিত্র-৫ : সঁ্যা এলেনায় বোনাপার্তের শেষ নির্বাসন
রেখাচিত্র-১ : বোনাপার্ত পরিবারের বংশ-পরিচয়
চিত্র-১ : সম্রাট নাপোলেওঁ বোনাপার্ত (প্রথম)
চিত্র-২ : বোনাপার্তের প্রথম স্ত্রী সম্রাজ্ঞী জোসেফিন
চিত্র-৩ : বোনাপার্তের মা এবং তাঁর ভাই-বোন
চিত্র-৪ : বোনাপার্তের দ্বিতীয় স্ত্রী সম্রাজ্ঞী মারী লুইস এবং তাদের সন্তান (জন্ম ১৮১১)
চিত্র-৫ : সঁ্যা এলেনায় বোনাপার্তের নির্বাসিত জীবন

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী ২৩৩
নির্ঘণ্ট ২৩৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

১৯৭০-এর দশকে 'ফরাসী বিপ্লবের পটভূমি' শীর্ষক আমার লিখিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর থেকে ফরাসী বিপ্লবের একটি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন উপস্থাপন ছিল আমার স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন আংশিকভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয় ১৯৮৬-এর মার্চে যখন এই সিরিজে আমার দ্বিতীয় বই 'ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। বর্তমান বই 'নাপোলেওঁ বোনাপার্ত : রণনীতি ও কূটনীতি' হচ্ছে এ সিরিজে তৃতীয়। এ বই লেখার মাধ্যমে আমার কাঙ্ক্ষিত ফরাসী বিপ্লবের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা সমাপ্ত হলো।

প্রশ্ন হতে পারে, নাপোলেওঁ বোনাপার্তকে ফরাসী বিপ্লবের গতিধারার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নরূপে চিহ্নিত করা কি ঠিক হবে? ফ্রান্সে বিপ্লবী রাজনীতির ধারাপ্রবাহ ও বোনাপার্তের আবির্ভাব—এ দু'য়ের মধ্যে ছেদ টানা খুব কঠিন কাজ। কেননা এটা অজানা নয় যে, বোনাপার্ত ছিলেন 'ফরাসী বিপ্লবের সন্তান'। নিজকে তিনি মনে করতেন বিপ্লবী আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতিভূ বা মূর্ত প্রতীক।

বোনাপার্তের এরূপ দাবি অবশ্য বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। ফরাসী বিপ্লবকে অনেকে দেখে থাকেন 'মহা আতংকের' বিষয়রূপে, বোনাপার্তকে বলা হয় প্রায় বাতিকগ্রস্ত অহংকারী, তাঁকে তুলনা করা হয় হিটলারের সঙ্গে[১]। আবার কেউ কেউ ফরাসী বিপ্লবকে বিপ্লবী মতবাদের এক অনুপম সার্বজনীন অভিজ্ঞতারূপে দেখেন, বোনাপার্তকে 'আলোকিত স্বৈরাচার' বা' এ পর্যায়ের সর্বশেষ ব্যক্তিত্বরূপে অভিহিত করেন—যিনি সার্বজনীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন বটে, কিন্তু হিটলারের মতো গোঁড়া ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন আধুনিক রাষ্ট্রের ভবিষ্যদ্বক্তা ও পথিকৃৎ[২]।

বিতর্কিত হলেও বোনাপার্ত ছিলেন এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর আদর্শ, জীবন-চরিত, উদ্দেশ্য ও অবদান নিয়ে অসংখ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা যেতে পারে। প্রকৃত অর্থে ইতিহাসে যুক্তির অবতারণা অশেষ, নিরন্তর। নাপোলেওঁ বোনাপার্তের মতো অবিস্মরণীয়, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্বের ওপর বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান অর্জন সত্যিই অতি কঠিন কাজ। এরূপ কাজ সুসম্পন্ন করতে হলে সম্ভবত যে-কোন লেখককে ব্যক্তি-মানুষ বোনাপার্ত এবং তাঁর সমসাময়িক কালের ওপর আজীবন সাধনায় নিয়োজিত হতে হবে[৩]। ইতিহাসের একটিমাত্র ব্যক্তিত্ব—তা' তিনি যত আকর্ষণীয় হোন না কেন—বা বিশেষ একটি কালের প্রতি বর্তমান লেখকের

www.pathagar.com

নিরতিশয় অনুরাগ নেই, যদিও আগ্রহ অবশ্যি রয়েছে ইতিহাসের শিক্ষায়। তাই এই গ্রন্থে বোনাপার্তের সার্বিক জীবন-চরিত বা ঐ সময়ের বিস্তর ঘটনা প্রবাহ ও ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয় নি। শুধুমাত্র বোনাপার্তের রণনৈতিক দক্ষতা, সীমাবদ্ধতা ও কূটচালের নিরিখে উনিশ শতকের গোড়ার দিকের প্রথম দেড় দশকের ইউরোপের ইতিহাস মূল্যায়নের প্রয়াস মেলে এতে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ঐ সময়কার ইতিহাস ছিল বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে ফ্রান্সে অবশ্যই, কিন্তু ফরাসী জনজীবনে বোনাপার্তের আবির্ভাবের পূর্বেই সেই বিপ্লবের পরিসর বিস্তৃত হয়, সনাতনপন্থী ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ফ্রান্স। বিপ্লবী ফ্রান্সে বোনাপার্তের আবির্ভাব ঘটে একজন সৈনিক ও অধিনায়ক হিসেবে। সামরিক কর্মকাণ্ড ও রণনীতির ক্ষেত্রে তাঁর কর্মস্পৃহা, নৈপুণ্য ও সাফল্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং একে মূলধন করেই ফরাসী রাজনৈতিক মঞ্চে তিনি অনুপ্রবেশ করেন। তাঁর সামরিক অভিযানসমূহ, তাঁর সংস্কার ও পুনর্গঠন পরিকল্পনা, সনাতনপন্থী ইউরোপের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ-বিগ্রহ একক এবং অবিচ্ছিন্ন কৌশলগত পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই কৌশলগত পরিকল্পনা ছিল বিপ্লবী আদর্শ ও উদ্দেশ্যভিত্তিক। এ পরিকল্পনার লক্ষ্যবস্তু শুধু ফ্রান্সই ছিল না, ছিল সমগ্র ইউরোপও। তাই বোনাপার্তের কর্তৃত্বাধীন বিপ্লবী ফ্রান্সও প্রলম্বিত সংগ্রাম বা দীর্ঘসূত্রী যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে সনাতনপন্থী ইউরোপের সঙ্গে। যুদ্ধের পাশাপাশি চলে কূটনৈতিক আন্তক্রিয়া—যা' ছিল তাঁর কৌশলগত পরিকল্পনারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই বোনাপার্তের নামের ভিত্তিতে উনিশ শতকের গোড়ার দিকের ইতিহাস পর্যালোচনা করা হলেও তা' করা হয়েছে রণনৈতিক ও কূটনৈতিক ফ্রেমের নিরিখে। এক্ষেত্রে লেখক তাঁর নিজস্ব তত্ত্বীয় চিন্তাধারা প্রত্যক্ষভাবে সংযোজন করা থেকে অনেকটা স্বেচ্ছাকৃতভাবে বিরত থেকেছেন, কেননা লেখকের ধারণা, এতেই বোনাপার্তের আপন কৌশলগত চিন্তাধারা এবং সেই নিরিখে তাঁর কৌশলগত কর্মতৎপরতা স্বচ্ছরূপে প্রকাশ পাবে।

এ পর্যায়ে গ্রন্থের সূচীপত্র সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। গ্রন্থের সূচী থেকে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, এতে ঘটনার নিছক সমীক্ষা বা গতানুগতিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বোনাপার্তের জীবন আলেখ্য বা তাঁর কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয় নি। বোনাপার্তের কর্মজীবনের মূলভাগকে গ্রন্থে তিন খণ্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যদিও সূচীপত্র ঠিক সেভাবে বিভক্ত করা হয় নি। বইয়ের প্রথম এবং শেষ দু'অধ্যায়কে বাদ দিয়ে মাঝদিকের অধ্যায়গুলোতে বোনাপার্তের রণনৈতিক ও কূটনৈতিক

www.pathagar.com

কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করা হয়। প্রথম অধ্যায়ে দিরেকতোয়ার প্রশাসনের ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে গ্রন্থে বোনাপার্তের ক্ষমতা গ্রহণের পটভূমি ব্যাখ্যা করার প্রয়াস মেলে। এরপর দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে নবম অধ্যায় পর্যন্ত বোনাপার্তের রণনৈতিক গুণাবলী, কূটনৈতিক প্রয়াস ও রাষ্ট্রনায়কসুলভ ইতিবাচক দিকগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, দশম অধ্যায় থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, বোনাপার্তের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে ক্ষমতা লাভের প্রয়াস, ইউরোপব্যাপী তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় এবং এসব ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করা হয়েছে। গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে, চতুর্দশ অধ্যায় থেকে সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত বোনাপার্ত সাম্রাজ্যের পতনে এবং তাঁর নিজস্ব নির্বাসনে ভূমিকা রেখেছে এমন বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা ও ঘটনা প্রবাহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের শেষ দুই অধ্যায়ে অতীতের অভিজ্ঞতা এবং সমকালের চিন্তাধারার আলোকে ইউরোপে বোনাপার্তের অবদান ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকের আন্তর্জাতিক আন্তক্রিয়ার সার্বিক মূল্যায়ন করার প্রয়াস মেলে।

মুখবন্ধের প্রথম দিকে আমি উল্লেখ করেছি যে, বাংলা ভাষায় ফরাসী বিপ্লবের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা সম্পর্কিত আমার পরিকল্পনা সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এ কাজ করার প্রক্রিয়ায় আমার আগ্রহের পরিসর কালে ক্রমশই আধুনিক ইউরোপ থেকে সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিস্তৃতি লাভ করে। তাই সমকালীন বিশ্ব-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখার পাশাপাশি আমি আধুনিক ইউরোপ সম্পর্কেও বাংলায় কিছু লেখার প্রয়াস অব্যাহত রেখে আসছি। উল্লেখ্য, এই সিরিজে চতুর্থ গ্রন্থ 'ইউরোপীয় রাজনীতি ও কূটনীতি, ১৮১৫-১৮৭১' অতি শীঘ্রই ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বর্তমান গ্রন্থ সহৃদয় ও চিন্তাশীল পাঠকদের নিকট সমাদর লাভ করলে আমি আমার ভবিষ্যৎ কাজে অনুপ্রেরণা পাবো।

গ্রন্থের ভাষা ও ভাবের উন্নয়ন-পরিমার্জনে সহায়তা প্রদানের জন্য আমি প্রফেসর মরহুম মফিজুল্লাহ্ কবীর, প্রফেসর আবু ইমাম, প্রফেসর মোফাখখারুল ইসলাম এবং প্রফেসর এম. মনিরুজ্জামান মিঞার নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

পরিশেষে আরেকটি প্রসঙ্গের অবতারণা না করে পারছি না। বাংলাদেশে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন দুরূহ সময় অবধি আমি মাতৃভাষায় লেখার তাড়না প্রথম অনুভব করি। সম্ভবত ঐ সময়কার আমার ক্রিয়াকর্মেও সেই অনুভূতি প্রকাশ পায়, আর একই কারণে মুক্তিযুদ্ধের সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলোতে পাকিস্তানী জান্তা 'যমদূতের' চিঠি দিয়ে আমাকেসহ ইতিহাস বিভাগের মোট চারজন শিক্ষককে মৃত্যু-হুমকির অশনি সংকেত প্রদান করে। মুক্তিযুদ্ধ শেষ

www.pathagar.com

হবার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আমি ঢাকা ছেড়ে চলে যাই, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ফিরে এসে জানলাম সেই হৃদয়বিদারক কাহিনী—কি করে 'যমদূত' আল্-বদর বাহিনী বাংলার অন্যান্য কৃতি সন্তানদের সঙ্গে আমার বিভাগের আমারই সঙ্গে শত্রুরূপে চিহ্নিত বাকী তিনজন সহকর্মীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এ তিনজন শিক্ষক ছিলেন জনাব গিয়াস-উদ্-দীন আহমদ, ডঃ আবুল খয়ের এবং শ্রী সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য্য—তিন জনই ছিলেন আমার অতি প্রিয় শিক্ষক। এই তিনজন কৃতি শিক্ষকের পবিত্র স্মৃতিকে ধারণ করার উদ্দেশ্যে আমি তিনজনের নামে আমার লিখিত তিনটি বাংলা বই উৎসর্গ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম। আমার প্রথম বই 'ফরাসী বিপ্লবের পটভূমি' এবং পরবর্তী আরেকটি বই 'দর্শন ও তত্ত্ব: রাজনীতি' যথাক্রমে জনাব গিয়াস উদ্-দীন আহমদ ও ডঃ আবুল খয়েরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছিল। শ্রী সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য্যের পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে বর্তমান বইটি উৎসর্গ করার মাধ্যমে আমার পূর্ব পরিকল্পনা সমাপ্ত হয়েছে। আমি আনন্দিত যে, আমার পরিকল্পিত তিনটি বই-ই বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়।

আবুল কালাম

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জানুয়ারী ১৯৮৮

www.pathagar.com

মুখবন্ধ : টীকা

১. Guglielmo Ferrero, **The Reconstruction of Europe : Talleyrand and The Congress of Vienna 1814-1815**. Translated by Theodore R.Jaeckel (New York : W. W. Norton and Co, Inc, 1963), পৃ: vi. ১ ; Pieter Geyl, **Napoleon : For and Against**. Translated from the Dutch by Olive Renier (London : Jonathan Cape, 1968), পৃ: ৯-১৬

২. S. R. Atkins, **From Utrecht to Waterlo : A History of Europe in the Eighteenth Century** (London : Methuen and Co. Ltd, 1965) পৃ: ২৮৮ ; Louis Bergeron, **France Under Napoleon**. Translated by R.R. Palmer (Princeton, N. J ; Princeton University Press, 1981). পৃ: XIV ; J·M. Roberts, **The French Revolution** (Oxford : Oxford University Press, 1981) পৃ: ১৫৯

৩. এই মন্তব্যের জন্য দ্র: Geyl. প্রাগুক্ত. পৃ: ৭

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

বোনাপার্ত-পূর্ব বিপ্লবী ফ্রান্স

ফরাসী বিপ্লবের সূচনা ঘটে ১৭৮৯ সনে। এর পর থেকে ফরাসী রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজ ও সামাজিক সম্প্রদায় ও শ্রেণীসমূহ, অর্থনীতি ও আর্থনীতিক ব্যবস্থা, জনজীবন ও জনমানুষের জীবনযাত্রা প্রভৃতি নিদারুণভাবে আন্দোলিত হয়। বিপ্লব এগিয়ে চলে ধাপে ধাপে, পর্যায়ক্রমে। ১৭৮৯ সনে ফ্রান্স যখন আর্থিক ও রাজনৈতিক সংকটে নিপতিত, রাজা ষোড়শ লুই তখন গণদাবির মুখে 'এস্টেট-'জেনারেল' ('Estates-General') নামক সনাতন প্রতিনিধি সভাটিকে ডাকতে বাধ্য হন।[১] এর পর থেকে ফ্রান্সের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ আপন গতিতে বিপ্লবে মোড় নেয়, উন্মুক্ত হয় বুর্জোয়া বিপ্লবের পথ। বুর্জোয়াদের প্রভাবাধীন প্রথম বিপ্লবী সংসদ, জাতীয় সংবিধান পরিষদ, তার তিন বছর কার্যকালে (১৭৮৯-১৭৯১) ফ্রান্সে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। এ সময়ে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় হলেও ফ্রান্স বৈপ্লবিকভাবে রূপান্তরিত হয়।

কিন্তু ঐ পর্যায়ে বিপ্লবের একটি বড় দুর্বলতা ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করার প্রচেষ্টা। বিপ্লবের বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী শত্রুরাও চক্রান্তে লিপ্ত হয়। ফরাসী রাজসভা, বিশেষ করে রাজ দম্পতি এ জাতীয় চক্রান্তের সঙ্গে বিজড়িত ছিলেন তারও সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। শীঘ্রই এসব কারণে বিপ্লবী শ্রেণী-সমূহ ক্ষিপ্ত হয়। বিপ্লবের গতি হয় ত্বরান্বিত। স্বাভাবিক ভাবেই দ্বিতীয় বিপ্লবী সংসদ, বিধান পরিষদের কার্যকালে (১৭৯১-১৭৯২) বিপ্লবী প্রক্রিয়া আরো প্রসার লাভ করে। রাজা ষোড়শ লুই সিংহাসনচ্যুত হন, প্রবর্তিত হয় নতুন গণমুখী সংবিধান এবং বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

বিপ্লবের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের ভেতর ও বাইরে থেকে অব্যাহত ষড়যন্ত্র, রণ-ক্ষেত্রে বিপ্লবীদের সামরিক বিপর্যয়, ফ্রান্সে সনাতন শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বিদেশী শত্রুর পরিকল্পনা এবং সিংহাসন ফিরিয়ে দেয়ার পরও রাজার বিপ্লব-বিরোধী কর্মকাণ্ড, প্রভৃতির ফলে ফরাসী বিপ্লব শুধু অধিকতর ত্বরান্বিত হয় নি, নতুন গণ বিপ্লবী সংসদ, জাতীয় কনভেনশন রুদ্ররূপও ধারণ করে। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র

www.pathagar.com

ঘোষিত হয়। জাতীয় কনভেনশনের নামে এবং এর থেকে কর্তৃত্ব লাভের মাধ্যমে প্রায় তিন বছরব্যাপী চলে গণ বিপ্লবের পর্যায় (১৭৯২-১৭৯৫)। এ সময়ে পালাক্রমে চলে উগ্র ও চরমপন্থী বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা। এমন কি বছর খানেকব্যাপী (১৭৯৩-১৭৯৪) চলে তথাকথিত 'সন্ত্রাসের রাজত্ব'। এ সবের ফলে ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, অবসান হয় সন্ত্রাসের শাসন।[২]

বিপ্লবের সন্তান

এরপর আপেক্ষিক রক্ষণশীল ধারায় বিপ্লবী শাসন চলে দিরেকতোয়ার আমলে। এই শাসন নামেমাত্র চলে ১৮০৪ অবধি, যদিও এর প্রকৃত কার্যকাল ছিল চার বছরেরও কম (১৭৯৫-১৭৯৯)![৩] এই পর্যায়ে ফ্রান্সে একজন সক্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হন নাপোলেওঁ বোনাপার্ত। ফরাসী রাজনীতি ও জনজীবনে তাঁর আবির্ভাব এক অভাবিত প্রক্রিয়া সূচনা করে, পরিবর্তিত করে ফরাসী বিপ্লবের গতিধারা। কিন্তু বোনাপার্তের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ফরাসী রাজনীতিতে তাঁর অনুপ্রবেশে যতখানি ইন্ধন যুগিয়েছিলো ততখানি সক্রিয় প্ররোচনা তিনি লাভ করেন তৎকালীন ফরাসী আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতা থেকে। প্রকৃত প্রস্তাবে নাপোলেওঁ বোনাপার্ত 'বিপ্লবের উত্তরসূরী বা সন্তানরূপে পরিগণিত হন। এর কারণ শুধুমাত্র এ নয় যে তিনি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ-উদ্দেশ্য দ্বারা সার্বিকভাবে উদ্দীপ্ত হন, সম্ভবত বিপ্লবের গতিধারায় যে সংকটাপন্ন অবস্থা বা ক্রান্তিকালের উদ্ভব হয় সেই অবস্থা থেকে পরিত্রাণকল্পে ফরাসী বিপ্লবী রাজনীতিতে তাঁর হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে পড়ে। বোনাপার্ত মূলত ছিলেন সৈনিক। বিপ্লবী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত রণাঙ্গনের দায়িত্ব বা বিদেশী শত্রুর মোকাবেলা করাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ।

কিন্তু যে-কোন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি সেই দেশের প্রতিরক্ষা বা পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। দিরেকতোয়ার শাসনামলে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পরিলক্ষিত অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও স্থিতিহীনতা বৈদেশিক যুদ্ধের দায়িত্বে নিয়োজিত সৈনিক বোনাপার্তকে রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণের পরিকল্পনায় প্ররোচিত করে। দিরেকতোয়ার সরকারের স্বপক্ষে অবশ্য কেউ কেউ এরূপ বক্তব্য রেখেছেন যে, এ সরকার সম্পর্কে বোনাপার্তের অনুরাগীদের বিরূপ মন্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দিরেকতরদের হেয় প্রতিপন্ন করে বোনাপার্তের ভাবমূর্তি গড়ে তোলা হয়।[৪] বোনাপার্ত স্বয়ং যে অতি উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই; কিন্তু

www.pathagar.com

ফ্রান্সের তৎকালীন বিরাজমান আভ্যন্তরীণ সংকট বোনাপার্তের উচ্চাভিলাষকে আরো ইন্ধন যোগায়।

ফ্রান্সে উপদলীয় কোন্দল

সম্ভবত উপর্যুক্ত বক্তব্য আরো বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। প্রথমত উল্লেখ করতে হয় ফ্রান্সের উপদলীয় রাজনৈতিক কোন্দল প্রসঙ্গ। দিরেকতোয়ার আমলে বিপ্লবী ফ্রান্সের উপদলীয় রাজনৈতিক ধারা শুধু অব্যাহত থাকে নি, বরং উপদলীয় কোন্দল উৎকট রূপও ধারণ করে। দিরেকতোয়ার শাসনের প্রথম দিকে অবশ্যি দিরেকতরবর্গ কিছুটা বিচক্ষণতার পরিচয় রাখেন। কেননা কেবল সক্রিয় ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত দিরেকতোয়ার শাসনযন্ত্র সম্ভবত সচেতন ছিল যে সেই প্রশাসন ফ্রান্সের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব লাভ করে নি, আনুগত্য লাভ করে মাত্র ভোটাধিকারপ্রাপ্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর। সরকারীভাবে ধর্মকে উপেক্ষা করলেও দিরেকতোয়ার সরকার ধর্মীয় উপাসনার অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করে। মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করে আর্থনীতিক স্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়। পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নে তাঁদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও দিবেকতরবর্গ ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন এবং যুদ্ধ পরিচালনায় কাজে সুদক্ষ অধিনায়কদের নিয়োগ করেন।[৫]

তদুপরি, দিরেকতোয়ার শাসকবর্গ আরো সচেতন ছিলেন যে, ফ্রান্সের বিবদমান রাজনৈতিক অঙ্গনে বামপন্থী উগ্র বিপ্লবী ও ডানপন্থী সনাতন রাজতন্ত্রীদের মধ্যে ভারসাম্য বিধান করতে না পারলে তাঁরা নিজেরাই চরম বা উগ্র রাজনীতির শিকার হতে পারেন, দিরেকতোয়ার সরকারের পতন হবে অনিবার্য। তাই প্রথমদিকে ভারসাম্যমূলক নীতি ছিল এ সরকারের বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু অচিরেই দিরেকতোয়ার সরকার দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে, উপদলীয় রাজনৈতিক কোন্দল ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে দিরেকতরদের মধ্যে দু'টো উপদল দেখা দেয়ঃ এর একটি বিপ্লবী মতবাদের অনুরাগী, আর দ্বিতীয়টি সংবিধানপন্থী। বারা (Barras), রাউবেল (Reubel) এবং লা র‍্যাভেলিয়ের (La Revelliere) এর নেতৃত্বে বিপ্লবী দল ছিল সনাতন যাজক ও দেশত্যাগীদের বিরুদ্ধে কঠোর পন্থা ব্যবহারের পক্ষে। তারা আরো চায় অব্যাহত বিপ্লবী যুদ্ধ যাতে সমগ্র ইউরোপে বিপ্লবের শত্রুদের উচ্ছেদ করা যায়। পক্ষান্তরে কার্নো ও (Carnot) ও ল্যাতুর্নয়ের (Letournour) এর নেতৃত্বে আরেক দল ছিল সংবিধানপন্থী। তাঁদের অনেকে ছিলেন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের বিরোধী। সন্ত্রাস ও যুদ্ধের অবসান

www.pathagar.com

ঘটিয়ে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠায় তাঁরা ছিলেন আগ্রহী। অবশ্যি সাংবিধানিক সরকারের প্রকৃতরূপ নিয়ে তাঁদের মধ্যে আরো মতানৈক্য দেখা দেয়। তাঁদের মধ্যে সংস্কারমনা এক অংশ উদারনৈতিক বা সীমিত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কামনা করে এবং এ উদ্দেশ্যে বুরবোঁ রাজবংশের পরিবর্তে তাঁরা সংস্কারমনা ডিউক অব অর্লিয়েঁকে (Duke of Orleans) ফরাসী সিংহাসনের দায়িত্বভার অর্পণ করার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু সংবিধানপন্থীদের মধ্যে কিছু কিছু চরমপন্থীও ছিল যারা সনাতন রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার অনুকূলে কাজ করে।

দুর্নীতিপরায়ণ সরকার

দিরেকতোয়ার সরকার সম্পর্কে দ্বিতীয় প্রসঙ্গ হল যে, এ সরকার শুধু দ্বিধা-বিভক্ত ছিল না, ছিল দুর্নীতিপরায়ণও। দিরেকতর বারাসহ আরো তিনজন প্রথম থেকেই দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন বলে জানা যায়। দিরেকতর নির্বাচনের প্রথাগত কারণেও দুর্নীতি সৃষ্টি হয়। পাঁচজন দিরেকতরের একজনকে প্রতি বছর লটারির মাধ্যমে অবসর গ্রহণ করতে হতো এবং আর তিনি পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হতে পারতেন না। তাই সম্ভাব্য অবসর গ্রহণের পূর্বেই ভাগ্য তৈরীর প্রবণতা দেখা দেয়। এমনকি দিরেকতরদের কেউ কেউ বিদেশী সরকারগুলো থেকেও প্রচুর উৎকোচ গ্রহণ করেন, এরূপ অভিযোগও আসে।[৬] এছাড়া, সরকারের মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীবর্গের মধ্যে সরাসরি ঘুষ উৎকোচ গ্রহণের মাত্রা এরূপ বেড়ে যায় যে এ ব্যাপারে সরকারী তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। এ তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৭৯৯ সনে। এতে সরকার ও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে চরম দুর্নীতি ও অব্যবস্থার বিষয় উল্লেখ করা হয়।

আর্থিক সংকট

তৃতীয়ত, দিরেকতোয়ার সরকারে কোন্দল এবং দুর্নীতি ছাড়া আর্থিক অব্যবস্থাও সংকটের কারণেও এ সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ সময়ে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সংকটের একটি প্রধান কারণ ছিল ফ্রান্সের তৎকালীন কাগুজে মুদ্রা আসাইনা'র (Assignat) দারুণ অবমূল্যায়ন। দ্রুত মুদ্রাস্ফীতির ফলে বিপ্লবী সরকারের প্রবর্তিত কাগুজে মুদ্রা নিছক কাগজেই রূপান্তরিত হতে থাকে। সমস্যার সমাধানে সরকার আরো নতুন মুদ্রা ছাপায়। ফলে সংকট আরো ঘনীভূত হয়। কেননা, এতে মুদ্রার মান কমতে থাকে আরো দ্রুত হারে। সংকটের মোকাবেলায় অবশেষে দিরেকতোয়ার সরকার ১৭৯৬ সনের ফেব্রুয়ারীতে আসাইনা বাতিল করে, প্রবর্তিত হয় মাঁদা তেরিতরিও (mandates territoriaux)। কিন্তু নতুন কাগুজেমুদ্রা প্রচলনে

www.pathagar.com

অবস্থার উন্নতি হয় নি। বছর খানেকের মধ্যে আবার নতুন কাগুজেমুদ্রা বাতিল করে প্রবর্তন করা হয় ধাতুমুদ্রা। এভাবে কাগুজেমুদ্রা দ্বারা ফ্রান্সের আর্থিক অসচ্ছলতা দূরীকরণে বিপ্লবী সরকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায় শেষ হয় বটে, কিন্তু ঐ সময়ে শিল্পোৎপাদন ১৭৮৯ সনের চেয়ে কম ছিল। সরকারের প্রতি জনসমর্থনেও একইরূপ ভাটা পড়ে। তাই এ সরকার ভারসাম্যের আবরণে রাজতন্ত্রীদের ব্যবহার করে প্রজাতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে, রক্ষণশীলদের লেলিয়ে দেয় জাকোবেঁদের বিরুদ্ধে—এভাবে চালিয়ে আসে রাজনৈতিক চক্রান্তমূলক এক অভাবিত লুকোচুরি খেলা।

বস্তুত, ফ্রান্সে মুদ্রা সংকটের আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া ছিল মারাত্মক। সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী, শ্রমজীবী কৃষক, মেহনতী এবং সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সবার জীবন মুদ্রা সংকটের কারণে অতিশয় দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। একদিকে সীমিত আয় অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিসপত্র ছিল সর্বসাধারণের ক্রয়সাধ্যের বাইরে। রাজকোষ কপর্দকশূন্য হবার ফলে দিরেকতোয়ার সরকার নিরুপায় হয়ে জাতীয় ঋণের দু'-তৃতীয়াংশ বাতিল করে। অনেকক্ষেত্রে সরকার বিদেশ থেকে লুটে আনা অর্থের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সরকারের আভ্যন্তরীণ স্থিতি ও বৈদেশিক যুদ্ধ এভাবে হয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

এদিকে সাধারণ মানুষের অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে ধাবিত হয়। ১৭৯৫ সনে ফসল উৎপাদন ভালো না হওয়ার ফলে ফ্রান্সে খাদ্য সংকটও দেখা দেয়। সরকারের সরবরাহকৃত রেশন ব্যাপকভাবে সংকোচিত হয়। স্বাভাবিক কারণে বিক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত ফরাসী জনগণ এরূপ অবস্থার জন্য দায়ী করে দিরেকতোয়ার সরকারকে। বামপন্থী বিপ্লবী দল জাকোবেঁদের গণমুখী নীতি-আদর্শ পুনর্বার ফরাসী সর্বসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। সরকার চড়াও হয় জাকোবেঁদের ওপর। জাকোবেঁদের নেতৃত্বাধীন সম্ভাব্য অভ্যুত্থানের ভয়ে সরকার জাকোবেঁ ক্লাব বন্ধ করে দেয়, বামপন্থী সাংবাদিকদের হয়রান করে, পদচ্যুত করে জাকোবেঁ মতাদর্শে বিশ্বাসী সরকারী চাকুরেদের। এ সব পন্থায় উগ্র বা বামপন্থী ফরাসী বিপ্লবীদের উচ্ছেদ করা যায় নি। বলাবাহুল্য, প্রকাশ্য সমালোচনা, বিদ্রোহ বা বিপ্লবের পথ রুদ্ধ বা কণ্টকাকীর্ণ হবার ফলে বামপন্থী বিপ্লবীর গোপনপন্থা ও ষড়যন্ত্রের পথ ধরে চলে তথাকথিত 'সাম্যবাদী চক্রান্ত' ('Conspiracy of the equals')

'সাম্যবাদী চক্রান্ত'

সাম্যবাদী চক্রান্তের হোতা ছিলেন বাবুফ (Babeuf)। তিনি ছিলেন প্রথম সক্রিয় ফরাসী বিপ্লবী যিনি ফরাসী বিপ্লবের বুর্জোয়া ভাবপ্রবণতা ও প্রভাবের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে সাম্যের আদর্শকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে সমুন্নত করে তুলতে প্রয়াসী হন। বিপ্লবে স্বীকৃত সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা ও সাম্যের অধিকার দু'টোর মধ্যে তিনি স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করেন। সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা, তাঁর দৃষ্টিতে, সাম্যের অধিকার হরণ করে। কেননা বুর্জোয়াদের কাঙ্ক্ষিত সম্পত্তির মালিকানা ও আর্থনীতিক স্বাধীনতা সাধারণ মানুষের সাম্য বা সম-অধিকার ছিনিয়ে নেয়। তাই বাবুফের মতে, ব্যক্তিগতমালিকানা উচ্ছেদ করতে হবে যাতে কেউ কারো শ্রমের ফল কুক্ষিগত করার সুযোগ না পায়, সমাজের সব সম্পদ বণ্টন হয় সমানভাবে। বাবুফ প্রকৃত অর্থে চেয়েছিলেন শ্রম ও শ্রম অর্জিত ধনের বা পুঁজির যৌথ মালিকানা।

বিপ্লবী হিসেবে বাবুফ ছিলেন রুশো, মরেলী ও মাবলী কর্তৃক উপস্থাপিত সাম্যের আদর্শের কঠোর অনুরাগী। বাবুফ কিন্তু নিছক কল্পনাবিলাসী বা আদর্শ-বাদী স্বাপ্নিক বিপ্লবী ছিলেন না, একজন সক্রিয় বিপ্লবী হিসেবে ফ্রান্সে তিনি সাম্যবাদী জীবন দর্শনকে বাস্তবায়িত করতেও তৎপর হন। এ জন্য তিনি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন: গোপনে বিপ্লবকে তিনি সহিংসতার পথে পরিচালিত করতে সক্রিয় হন। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত বিপ্লবী অভ্যুত্থান কমিটিতে আরো ছিলেন বুওনারোতি (Buonarroti), ফেলিক্স লপ্যল্যতিয়ে (Felix Lepeletier), আঁতনে (Antonelle), সিলভঁ মারেশাঁ (Sylvan Marechal), দার্ত' (Dartha) প্রমুখ বিপ্লবীরা। তাদের গুপ্ত সাম্যবাদী পরিকল্পনার পেছনে সমর্থন যোগায় কিছু জঙ্গী বিপ্লবী কর্মী, জনগণকে তাৎক্ষণিকভাবে আন্দোলিত বা উদ্বেলিত করার মতো কোন সুষ্ঠু নীল-নকশা বাবুফের নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদীদের ছিল বলে মনে হয় না।

উল্লেখ্য, সাম্যবাদীদের গোপন বিপ্লবী অভ্যুত্থান কমিটি গঠিত হয় ১৭৯৬ সনের ৩০শে মার্চ। কিন্তু এই কমিটি তার পরিকল্পনা যথার্থভাবে বেশী দিন গোপন রাখতে সমর্থ হয় নি। কেননা দিরেকতোয়ার সরকারের গুপ্তচর সাম্য-বাদীদের সংগঠনে অনুপ্রবেশ করে এবং ১০ মে বাবুফ ও তাঁর সহযোগীদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে বাবুফসহ অনেককে মৃত্যুদণ্ডে প্রাণ দিতে হয়। এ সময়ে জাকোবেঁ-বামপন্থী বিপ্লবীদের এক অভ্যুত্থানের প্রয়াসও দিরেকতোয়ার সরকার দৃঢ় হস্তে দমন করে।

ফ্রুক্তিদরের অভ্যুত্থান

কিন্তু দিরেকতোয়ার সরকারের দমনমূলক নীতি ফ্রান্সে স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা দেয় নি। কেননা বামপন্থী বিপ্লবীদের প্রতি নির্যাতন চালিয়ে সরকার ডানপন্থী

www.pathagar.com

রাজতন্ত্রীদের সমর্থন লাভে প্রয়াসী হয়। এদিকে দিরেকতোয়ার সরকারের আর্থিক অসচ্ছলতা, দুর্বলতা, দুর্নীতি এবং দেশে বিরাজমান অরাজকতার সুযোগে ডানপন্থী দেশত্যাগীরা অনেকে দেশে ফিরে আসে। তারা সনাতন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয় এবং সমগ্র ফ্রান্সে রাজতন্ত্র মনোভাবসম্পন্ন প্রতিক্রিয়াশীল বেড়াজাল সৃষ্টি করে। ১৭৯৭-এর সংবিধানিক ব্যবস্থাধীন নির্বাচন প্রক্রিয়া ও সাংগঠনিক কাঠামো উভয়বিধ ব্যবস্থার সংমিশ্রণে রাজতন্ত্রীরা ক্ষমতা দখল করার জন্য সক্রিয় হয়। তাদের এ পরিকল্পনায় সাহায্য যোগায় দিরেকতর কার্নো, বার্তেলেমী (Barthelemy) ও পাঁচশত পরিষদের নবনির্বাচিত সভাপতি জেনারেল পিশেগ্রু (Pichegru)। এ পর্যায়ে দিরেকতোয়ার সরকারের অস্তিত্ব রক্ষার্থে রেউবল, বারাসহ ভারসাম্যমূলক রাজনীতিতে আস্থাবান মধ্যপন্থীরা ফরাসী সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সাহায্যে তথাকথিত ক্রুক্তিদরের অভ্যুত্থান ঘটান; বার্তেলেমী পিশেগ্রুসহ তাদের রাজতন্ত্রী অনুগামীদের তাঁরা গ্রেপ্তার করে এবং অনেককে নির্বাসনে পাঠান।

সামরিক হস্তক্ষেপ ও বোনাপার্ত

দিরেকতোয়ার সরকার ইতিমধ্যে দেশের অভ্যন্তরে গণসমর্থনও আনুগত্য হারিয়ে বিদেশে একটি আগ্রাসী ও সম্প্রসারণমূলক পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করে। এভাবেই এ সরকার তার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হয়, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় তারা সামরিক বাহিনীর হাতে নিজেদের সমর্পণ করে।[৮] ফ্রান্সের অভ্যন্তরে কোনরূপ পাল্টা ভারসাম্যমূলক শক্তি ছিল না, যে-শক্তি সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণের বিরুদ্ধে বেসামরিক সরকারকে কঠোর মনোভাব গ্রহণে সহায়তা প্রদান করতে পারে।[৯]

তদুপরি সেপ্টেম্বর ১৭৯৭ সনের সামরিক হস্তক্ষেপ ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নতুন ধারার সংযোজন করে। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ভারসাম্যের রাজনীতিতে বিশ্বাসী দিরেকতোরবর্গ কার্যত সামরিকবাহিনীকে ফ্রান্সের রাজনৈতিক অঙ্গনের দিকে আমন্ত্রণ জানায়। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর এই হস্তক্ষেপে দৃষ্টান্ত পরে অনুসরণ করেন সৈনিক নাপোলেওঁ বোনাপার্ত, উন্মুক্ত হয় তাঁর নিজস্ব অভ্যুত্থানের পথ। উপরন্তু, এ সময় ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণী ফরাসী প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থায় নেতৃত্ব প্রদানে একজন উদারনৈতিক সামরিক ব্যক্তিত্বের হস্তক্ষেপ কামনা করে। সার্বিক ডান-অনুভূতি ছিল একজন বিজয়ী অধিনায়ক কর্তৃক একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের অনুকূলে। একদিকে দিরেক-তোয়ার সরকারের দুর্বলতা, চক্রান্তমূলক রাজনীতি এবং সরকার ও প্রশাসনে

www.pathagar.com

অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে বিভিন্ন শ্রেণীর ফরাসী জনমত বোনাপার্তের অনুকূলে এক অভাবিত সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে—রাজনীতিতে 'বিপ্লবের রাজা' রূপে তাঁর আবির্ভাব হয়, যিনি রাজনীতিতে সনাতন শক্তির ভাবমূর্তির সঙ্গে বিপ্লবের নতুন বৈধতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটান।[১০] এভাবে ফ্রান্সে প্রথম সংসদীয় সরকারের বিপর্যয় ও উৎখাত অনিবার্য হয়ে পড়ে।[১১]

টীকা :

১. বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, আবুল কালাম, **ফরাসী বিপ্লবের পটভূমি** (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২).

২. ফরাসী বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ের গভীরতর বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য, আবুল কালাম, **ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস** (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮২).

৩. Madame de staal. উল্লেখিত, Holland Rose, **The Life** of Napoleon. vol. I (London : G. Bell and Sons, Ltd). পৃঃ ৯৬.

৪. J. M. Roberts, **The French Revolution** (Oxford : Oxford University Press, 1981) পৃ: ৭১.

৫. পৃঃ ৭১-৭২.

৬. S. R. Atkins. **From Utrecht to Waterloo : A History of Europe in the Eighteenth Century** (London : Methren and Co., Ltd, 1965) পৃ: ২৭৩.

৭. Alfred Cobban. **A History of Modern France** Vol 1 1715-1799 **Old Regime and Revolution** (Harmondsworth : Penguin Books, Ltd., 1968), পৃঃ ২৫৬-৫৭ আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, Louis R. Gottschalk, **The Era of French Revolution** (1915-1815), (Delhi : Surjeet Pubs., 1979). পৃঃ ২৮১-২৯৯.

৮ D. G. wright. **Napoleon and Europe** (London : Longmans, 1984), পৃ : ৪.

৯. Roberts, প্রাগুক্ত পৃঃ ৭.

১০. Frahgois Furet. **Interpreting the French Revolution.** Translated by Elborg Forster (Camb : University Press, 1978). পৃ: ৭৬-৭৮.

১১. Cobban প্রাগুক্ত. পৃ: ২৫৮-৫৯.

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

বোনাপার্তের আবির্ভাব

১৭৮৯ সনে ফ্রান্সে সূচিত বিপ্লবী প্রক্রিয়ার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী[১] কিন্তু বিপ্লব সূত্রপাত হবার এক দশকের মধ্যেই ফ্রান্সে এমন এক বিপ্লবী রাষ্ট্রের ভিত গড়ে উঠে, যে-রাষ্ট্র সামরিক শক্তির দিক থেকে ছিল ইউরোপের অন্যান্য প্রায় সব শক্তিশালী রাষ্ট্রের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর। এই শক্তির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন নাপোলেওঁ বোনাপার্ত। এরূপ শক্তির ব্যবহার বা মতান্তরে অপব্যবহার, করে বোনাপার্ত সাফল্যের সঙ্গে ইউরোপের সনাতনধর্মী বা ঐতিহ্যগত ভাবধারা-পুষ্ট বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, এমনকি মাঝারী ধরনের রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন করেন, দুর্বল বা হেয় প্রতিপন্ন করেন শক্তিধর প্রায় সব রাষ্ট্রের। এ জাতীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অচিরেই বোনাপার্ত ইউরোপে এক সুবিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন, প্রাধান্য বিস্তার করেন সমগ্র মহাদেশে।[২]

প্রতিভাধর সৈনিক

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত মূলত ছিলেন একজন সৈনিক, যদিও সামরিক জীবনে খুব অল্পকালের মধ্যেই তিনি এক অনন্যসাধারণ ও উচ্চাভিলাষী অধিনায়ক-রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর প্রতিভা ও মর্যাদা অচিরেই অনেকের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দিরেকতোয়ার আমলেই এই অসামান্য অধিনায়কের ওপর ইতালীয় রণাঙ্গনে বিপ্লবী ফ্রান্সের বিদেশী শত্রুকে পরাভূত করার মহা-দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই বিপ্লবী অধিনায়ক শুধু ইতালীয় রণক্ষেত্রেই তাঁর অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন নি, কালে তিনি সমগ্র ইউরোপ মহাদেশেও বিপ্লবী ফ্রান্সের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। পারীর রাজনৈতিক মঞ্চে এই শক্তিমান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ফরাসী বিপ্লব-নাটকে আরেকটি অঙ্কের সংযোজন করে। তাঁর মাধ্যমে বিপ্লব পূর্ণরূপ লাভ করে: আবার বিপ্লবে পরস্পরবিরোধীরূপও ধারণ করে, কেননা নাপোলেওঁ বোনাপার্ত ছিলেন একই সঙ্গে বিপ্লবী আদর্শের প্রতিভূ, আর বিপ্লবের বিশৃঙ্খল প্রবণতার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলার প্রতীক। খুব সম্ভব যে অসাধারণ মেধা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তিনি মহিমান্বিত ছিলেন তাতে তাঁর মতো প্রতিভা যে কোন অবস্থায় উচ্চাসনে আসীন হতেন। তাঁর ইচ্ছাশক্তি ও সাহসিকতা, তাঁর

www.pathagar.com

অভাবিত কর্মস্পৃহা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা, ক্ষিপ্র অন্তঃদৃষ্টি ও অনমনীয় সংকল্প— এ সব কিছু তাঁর মধ্যে বহুমুখী প্রতিভার সমন্বয় ঘটায়, আর তাই তিনি হন এক মহান সৈনিক-রাষ্ট্রনায়ক।

ঐতিহাসিক ধারা

কিন্তু নাপোলেওঁর ক্ষমতা লাভ উনিশ শতক বিশ্বরাজনীতিতে একজন সুযোগ্য ব্যক্তিত্বের একটি উচ্চাসন অধিকার করার ইতিহাস মাত্র নয়। এতে ইতিহাসের এক অতি সাধারণ ধারাও প্রতিফলিত হয়। এই ধারায় ইতিহাসের এক অমোঘ সত্য সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয়। যে-কোন দেশে কিছুকালের অরাজকতা ও বিপ্লবী শূন্যতার পর প্রতিষ্ঠিত হয় বলিষ্ঠ, বা প্রায়শ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শাসন। ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। রোমে শতাব্দীর অরাজকতা ও বিপ্লবের পর আবির্ভাব ঘটে জুলিয়াস সিজারের (Julius Caeser)। ইংল্যান্ডে পিউরিটান বিপ্লবের (Puritan Revolution) পর অলিভার ক্রমওয়েল (Oliver Cromwell) চাপিয়ে দেন স্বৈরশাসন ও সামরিকতন্ত্র। একই দেশে রোজেজ যুদ্ধের (War of Roses) পর স্থাপিত হয় টিউডোর নৃপতিদের স্বেচ্ছাচারী শাসন, আর খোদ ফ্রান্সেই ইতিপূর্বে সুদীর্ঘ কালব্যাপী ধর্মকলহ ও গৃহযুদ্ধ চলার পর বুরবোঁ রাজবংশের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব হচ্ছে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। এর থেকে এ সত্য অনেকখানি ধরা দেয় যে, জনগণ যখন সাংবিধানিক পদ্ধতি বা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে তাদের প্রার্থিত শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয় তখন তারা ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের আধিপত্য মেনে নেয়। ১৭৮৯ সন থেকে ফ্রান্সকে অনেক বিশৃঙ্খলা, সহিংসতা ও স্থিতিহীনতার সম্মুখীন হতে হয়। উত্তরোত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিতর্কে ফ্রান্স অনেকটা শ্রান্ত হয়ে ওঠে। হিংসাত্মক প্রক্রিয়ায় রাজতন্ত্র উৎখাত হয় ফ্রান্সে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রজাতন্ত্রকে উদ্ধার করা হয়। রোবস্পিয়েরের উত্থানের মূলে কাজ করে সহিংস প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটে। এটা সত্য যে এযাবৎ ১৭৮৯ সনের উদ্দীপনাময় আশা-আকাঙ্ক্ষার বেশ কিছু অংশ অর্জন করা সম্ভব হয়। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ বিপ্লবীদের কোন্দল, দলাদলি ও ব্যক্তিগত ষড়যন্ত্র-চক্রান্তে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এমনকি বিপ্লবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় অনেকে। এমনি সময় ফরাসী জাতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের আবির্ভাব ঘটে। ফরাসী জনজীবনে বিপ্লব চলাকালে যে অপরিসীম কর্মশক্তি ও প্রাণ-চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় তিনি চান এসব নিয়ন্ত্রণ করতে; চান এসবকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে। কিন্তু বোনাপার্ত

www.pathagar.com

শুধু এতেও তৃপ্ত হতেও চান নি। তিনি আরো চান ফরাসী জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণাঙ্গ রূপদান করতে, চান ফরাসী জাতীয় জীবনকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে তুলতে, জাতীয় গৌরব সূর্যকে উজ্জ্বলতর ও জাতীয় আদর্শকে মহিমান্বিত করতে। এভাবে যে বিপ্লবী আন্দোলনে গভীর ভাবাবেগের ধারা পরিলক্ষিত হয়, এমনকি যাতে সূচিত হয়েছিল মুক্তি অভিযানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এক ব্যাপকতর সংগ্রাম, অবশেষে সেই আন্দোলন একজন সৈনিকের একনায়কভিত্তিক শাসনে রূপান্তরিত হয়।[৩] উল্লেখ্য, রুশো তার 'সমাজ-সংস্থা' (*Contract Sociale*) শীর্ষক গ্রন্থে পরোক্ষভাবে এরূপ এক সম্ভাবনার বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান করেন,[৪] আর বার্কও বিপ্লব সম্পর্কিত তাঁর গ্রন্থে প্রায় একইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেন।[৫]

বোনাপার্তের দ্রুত পদোন্নতি

নাপোলেওঁ বোনাপার্তের জন্ম হয় ১৭৬৯ সনে কর্সিকায় (Corsica)। কর্সিকা হচ্ছে একটি দ্বীপ। পূর্বে এই দ্বীপ জেনোয়ার (Genoa) অধীন ছিল, কিন্তু বোনাপার্তের জন্মের বছরখানেক পূর্বে ফ্রান্স এই দ্বীপটি কিনে নেয় জেনোয়ার কাছ থেকে এবং একে ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। বোনাপার্ত শিক্ষালাভ করেন ব্রিটেন ও পারীর সামরিক স্কুলে। যুবক শিক্ষানবীশ অবস্থাতেই বোনাপার্ত যে প্রতিভাদীপ্ত কর্মশীলতা, প্রভুত্বব্যঞ্জক মেজাজ ও নেতৃসুলভ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেন এতে তাঁর সতীর্থ ও শিক্ষক সবাই মুগ্ধ হন। 'এই ছেলে যেন স্ফটিক পাথরে গড়া অথচ ভেতরটা এর মনে হয় আগ্নেয়গিরির মতো,' তাঁর এক শিক্ষক বোনাপার্তে সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেন।[৬] সত্যিকার অর্থে বোনাপার্ত ছিলেন এক অপূর্ব সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব, মার্জিত রুচিসম্পন্ন। তাঁর চরিত্রে তাঁর পিতৃ পরিবার, মাতৃবংশ ও মাতৃভূমি কর্সিকার বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষত্বের অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটে। পিতা কার্লো বোনাপার্তের (Carlo Bonaparte) চরিত্রে কর্সিকার গৌরব ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে সংযোগ ঘটে ফ্লোরেন্সের নৈপুণ্য ও নমনীয়তার; আর তাঁর মা লেতিসিয়া'র (Letizia) বংশে ছিল পরিণামদর্শী ভাবধারা ও দুর্দান্ত সাহসিকতার ঐতিহ্য। এসবের সঙ্গে সংযোগ ঘটে তাঁর জন্মভূমি কর্সিকার রুক্ষতর শীলা ও পর্বতমালার অনমনীয়তা এবং দৃঢ়তা। সংযোজিত হয় জলাধারাবেষ্টিত স্বকীয়তা, নির্ভীকতা, এর শান্ত ও অটল প্রকৃতি। উপর্যুক্ত সব বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের অভাবিত সমন্বয় ঘটে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের চরিত্রে, যেন তিনি ছিলেন সব কিছুর মূর্ত প্রতীক।

১৭৮৫ সনে নাপোলেঁও বোনাপার্ত প্রথম ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনীতে সাব-লেফটেন্যান্ট পদে নিযুক্ত হন। ঐ সময় হতে তিনি বহুমুখী কর্মকাণ্ডে আগ্রহ প্রদর্শন

www.pathagar.com

করেন। সৈনিক হিসেবে মহান ফ্রেডেরিকের অভিযানের কলা-কৌশল শুধু তিনি অধ্যয়ন করেন নি, মানব ইতিহাসের নতুন ও পুরনো সভ্য দেশগুলোর সংবিধান শাসনতন্ত্র ও অধ্যয়ন করেন। এসবের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিকল্পনাও করেন তিনি। কখনো স্বপ্ন দেখেন বীর সুলভ ব্যক্তিগত স্বপ্ন বাস্তবায়নের, কখনো বা কর্সিকার স্বাধীনতার।[৭] এ সব সত্ত্বেও তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল ইতিহাসও অঙ্ক শাস্ত্র পাঠে, আনন্দ লাভ করতেন তিনি প্লুটার্ক (Plutarch) থেকে প্লেটোর (Plato) মতো সব দার্শনিকদের দর্শন পাঠে, ভলতেয়ার (Voltaire) ও মন্তেসকুইর (Montesguieau) আদর্শের আলোচনায় কিংবা মাবলী (Mably) রুশো (Rousseau) ও র‍্যানালের (Raynal) মতবাদের যথার্থতা নিরূপণে। অঙ্কশাস্ত্র, ইতিহাস ও দর্শন সবকিছুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর সমাজ পরিবর্তনে যাঁরা চরমপন্থা অবলম্বন করার কথা বলেন তাঁদের প্রতি অনুরাগী হন।[৮] যেমন, রুশোর প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁরই আদর্শের অনুকরণে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তিনি উদ্দীপ্ত হন। তিনি ছিলেন এক অভাবিত স্মৃতিশক্তি ও নাটকীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। রাজনীতি ও কূটনীতি উভয়েই ছিল তাঁর পারদর্শিতা। গতানুগতিক ধর্ম, নৈতিকতা বা অনুভূতিগত বন্ধনের কোন বালাই ছিল না তাঁর, অথচ বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে তিনি যে-কোন পন্থা বা পদ্ধতি অবলম্বনে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। তিনি শুধু উচ্চাভিলাষী ছিলেন না, ছিলেন স্বার্থপর ও আত্মম্ভরী। স্বীয় যোগ্যতায় ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। বিশ্বখ্যাতি লাভে তিনি শুধু মশগুল থাকতেন না, তিনি এর পরিকল্পনায়ও রত থাকতেন সর্বদা। এক কথায়, বিশ্বখ্যাতি লাভ ছিল তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা। বোনাপার্ত মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, তিনি হচ্ছেন 'যুগ মানব'—যুগকে পরিবর্তন করার দায়িত্ব নিয়তি তাঁর ওপর অর্পণ করে।[৯] সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেন, বলেন অসাম্য অবসানের কথা। কিন্তু সনাতন ধর্ম এবং ঐতিহ্যগত আইন যে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে তা সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। সনাতনপন্থী রাজকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে কিশোরে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন,[১০] কিন্তু তিনি এরূপ অনমনীয় ছিলেন যে, কোন তত্ত্বীয় বা আদর্শগত ভাবপ্রবণতা তাঁর উচ্চাভিলাষে অর্জনের পথে বাধা-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না।

ফ্রান্সে বিপ্লবী অভ্যুত্থান যখন শুরু হয় নাপোলেওঁ বোনাপার্ত তখন একে স্বাগত জানান। ১৭৮৯-৯১ সনের ফ্রান্সের প্রথম বিপ্লবী পরিষদ,—জাতীয় সংবিধান পরিষদ,—যেহেতু কর্সিকাকে একটি ফরাসী দেপার্তমো হিসেবে পূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রদান করে সেহেতু তিনি তাঁর মাতৃভূমির স্বাধীনতা লাভের

www.pathagar.com

সংগ্রামী পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, কর্সিকার জাতীয় নেতা পাওলীর (Paoli) নেতৃত্বে বোনাপার্তও ঐ দ্বীপভূমির স্বাধীনতা লাভে সক্রিয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। কিছুকাল পর অবশ্যি তিনি স্বয়ং কর্সিকার একটি অভ্যুত্থান দমন করেন। এরপর থেকে তিনি তাঁর স্থানীয় সংকীর্ণ দেশাত্মবোধ পরিত্যাগ করে বৃহত্তর ফরাসী দেশপ্রেমের আদর্শ বাস্তবায়নে নিজকে উৎসর্গ করেন।

বিপ্লবী পরিষদ জাতীয় কনভেনশন যখন ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে বোনাপার্ত তখন এর এক উৎসাহী অনুরাগী হিসেবে কাজ করেন, রূপান্তরিত হন খাঁটি জাকোবাঁ্য সমর্থক হিসেবে। এজন্য তিনি 'ক্ষুদে রোবস্পিয়ের' নামেও অভিহিত হন। প্রকৃতপক্ষে, রোবস্পিয়েরের সঙ্গে তিনি সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখেন।[১১] তুলোঁ'তে গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসার হিসেবে তিনি যে অবদান রাখেন তার ফলেই রোবস্পিয়েরের অনুগামীদের পতনের পর বোনাপার্তের মৃত্যু হয় নি এবং পরে তিনি মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু বোনাপার্তের মতো একজন প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বকে বেশি দিন অবহেলা করা চলেনা। কিছু কাল পরেই তিনি ফরাসী সরকারের যুদ্ধ দফতরে নিয়োজিত হয়। ১৭৯৫ সনে পারী জনতার অভ্যুত্থান নস্যাৎ করে জাতীয় কনভেনশনের মর্যাদা সংরক্ষণের মাধ্যমে তিনি শুধু ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতি তাঁর নিদারুণ আনুগত্য প্রদর্শন করেন নি, আইন শৃঙ্খলার সমর্থক এবং হিতৈষী হিসেবেও সুখ্যাতি অর্জন করেন। খুব শীঘ্রি এজন্য বিপ্লবী সরকার কর্তৃক তিনি পুরস্কৃত হন।

জোসেফিন ও ইতালীয় রণাঙ্গনের অধিনায়কত্ব

বস্তুত, এমনি সময়ে কার্নোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় যুবক-সৈনিক নাপোলেঁও বোনাপার্তের সামরিক গুণাবলীর প্রতি। কার্নোর দৃষ্টিতে, একমাত্র বোনাপার্ত ছিলেন তাঁর নিজস্ব কৌশলগত অভিযান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যথার্থ উপযুক্ত সামরিক ব্যক্তিত্ব। কার্নোর উদ্যোগেই বোনাপার্ত ইতালী রণাঙ্গনের ফরাসী বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণের প্রায় একই সময়ে বোনোপার্তের জীবনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। এ সময় রূপসী জোসেফিন দ্য বোয়ারনের (Josephine de Beauharnnais) সঙ্গে তিনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। এই অনিন্দ্যসুন্দরী মহিলা মূলত ছিলেন ভিকঁত দ্য বোয়ারনে (Vicomte de Beaurannais) নামক পূর্বতন এক বিপ্লবীর বিধবা। উল্লেখ্য, এই বিপ্লবী নেতা ১৭৯১ সনে কিছু কালের জন্য ফরাসী জাতীয় সংবিধান পরিষদের সভাপতি হিসেবে কাজ করেন। সাম্প্রতিককালে অবশ্যি তাঁর পরমাসুন্দরী

www.pathagar.com

বিধবা দিরেকতর বারা'র (Barras) সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। ১৭৯৬ সনের মার্চে বোনাপার্তের সঙ্গে জোসেফিনের বিয়ে হয় সত্যি, কিন্তু এই বিয়ের পর যে নতুন সামাজিক প্রতিপত্তি তিনি লাভ করেন তার সঙ্গে তাঁর ইতালীয় রণাঙ্গনের অধিনায়কত্ব অর্জনের সম্পর্ক ছিল কিনা সন্দেহ। বরং বলা যেতে পারে যে, বোনাপার্তের এ সম্মান লাভ ছিল তার সামরিক যোগ্যতারই স্বীকৃতি।[১২] এ সম্পর্কে তৎকালীন অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কাহিনী শোনা যায়। তথ্য আরোপ করা হয় যে, বোনাপার্তে ইতালীয় বাহিনীর অধিনায়কত্ব লাভ করেন অনেকটা যৌতুক হিসেবে। যৌতুক আসে দিরেকতর বারা'র প্রভাবের ফলে। কিন্তু অন্য দু'জন দিরেকতর কার্নো ও লা রেবাইয়ে (Lay Reveillere) এরূপ তথ্যের সত্যতা অস্বীকার করেন[১৩]

এ প্রসঙ্গে এও প্রণিধানযোগ্য যে, নাপোলেওঁ স্বয়ং জোসেফিনের রূপ ও সৌন্দর্যে অত্যন্ত অভিভূত হন এবং এই রূপসী রমণীর গভীর প্রেমে আকৃষ্ট হন। মার্তিনিকে'র ধনী ও অভিজাত পরিবারের এই মহিলা অবশ্যই বোনাপার্তকে অধিকতর আত্ম-প্রত্যয়ী করেন এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।[১৪] এছাড়া আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, ফ্রান্সের তৎকালীন শাসক দিরেকতর-বর্গ নিজেরাই চাচ্ছিলেন ফরাসী রাজনৈতিক চিত্রপটের কেন্দ্রস্থল থেকে বোনা-পার্তের মতো একজন উচ্চাভিলাষী, সুযোগ্য ও স্বাধীনচেতা যুবকের সম্ভাব্য বিপজ্জনক উপস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পেতে।[১৫] বস্তুত, অনুগ্রহ বা আনুকূল্যের মাধ্যমে বোনাপার্ত আদৌ কিছু অর্জন করেছিলেন কিনা সন্দেহ। ক্ষমতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তিনি ফরাসী জাতীয় জীবনের পুরোভাগে আপন আসন লাভ সুনিশ্চিত করেন।[১৬] তিনি এরূপ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন যে, যে-কোন সময় যে-কোন পেশায় নিয়োজিত হলে তিনি সাফল্য লাভ করতে পারতেন।[১৭]

কর্মতৎপর অধিনায়ক ও রণনৈতিক গুণাবলী

১৭৯৬ সনের ১১ মার্চ দু'দিন মধু-চন্দ্রিমা উদ্‌যাপনের পর বোনোপার্ত ইতালীয় রণাঙ্গনে তাঁর নতুন দায়িত্বভার গ্রহণের উদ্দেশ্যে পারী ত্যাগ করেন। এই অভিযান থেকে বোনাপার্তের জীবনের বাস্তব অধ্যায় সূচিত হয়। ইতালীয় অভিযান বোনাপার্তের জীবনের একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এর কারণ, এই রণাঙ্গনে তাঁর অভাবিত সামরিক প্রতিভার প্রথম স্বাক্ষর রাখেন। প্রথম বারের মতো এই খাটো, কৃশ যুবক মাত্র সাতাশ বছর বয়সে অধিনায়কত্ব লাভ করেন ইতালীয় রণাঙ্গনে। এই রণাঙ্গনেই একের পর এক বিজয় সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে তিনি তাঁর

www.pathagar.com

অভাবিত সাহসিকতা, ত্বরিৎধর্মী সিদ্ধান্ত ও কর্মমুখর ব্যস্ততা প্রদর্শন করেন। এখানেই তিনি পরিচয় রাখেন তাঁর তারুণ্যসুলভ শৌর্য বীর্য, উৎসুক্য ও আন্তরিকতার। তাঁরা কর্মচাঞ্চল্য সত্যিকার অর্থে ছিল প্রেরণা-উদ্দীপক। এই বিপ্লবী বীর বিজয়ীর ভাবাবেগকে হতাশার পীড়ন তখনো স্পর্শ করতে পারে নি। বরং সর্বক্ষেত্রে বোনাপার্তে তাঁর কৌশলগত নৈপুণ্যের প্রমাণ রাখেন। অপেক্ষাকৃত নতুন রণবিদ্যার জ্ঞানের শাখা গোলন্দাজ বিজ্ঞানে তিনি তাঁর পুরো দখলের স্বাক্ষর রাখেন। এছাড়া সার্বিকভাবে তিনি যে বহুমুখী অসীম কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করেন তাতে তাঁর প্রতিপক্ষ শুধু হতবাক হয় নি, তাদের ধ্যান-ধারণা এবং পরিকল্পনাও নস্যাৎ হয়।

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত যে কতখানি কর্মতৎপর ছিলেন তাঁর একদিনের কাজের তালিকা থেকে এর প্রমাণ মিলবে। উল্লেখ করা হয় যে, ফ্রান্স থেকে ইতালীয় রণাঙ্গনে আগমনের মাত্র তৃতীয় দিনে ১১০ জন শ্রমিককে তিনি পাঠান একটি রাস্তা তৈরীর কাজে, একটি ব্রিগেডের বিদ্রোহ দমন করেন, দু' ডিভিশন গোলন্দাজ সৈন্যের আবাসস্থানের ব্যবস্থা করেন, অশ্ব চুরির এক মামলার নিষ্পত্তিতে আদেশ-নির্দেশ দান করেন, দু'জন স্থানীয় সমর নায়কের কর্মপন্থা সম্পর্কে তাঁদের জিজ্ঞাস্য বিষয়াদির উত্তর দেন, আঁতিবের (Antibes) জাতীয় রক্ষী বাহিনীকে রণপ্রস্তুতি নেয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়ে পাঠান একজন স্থানীয় অধিনায়ককে, বিদ্রোহে রত ব্রিগেডে নিযুক্তি প্রদানের জন্য একজন যোগ্যতম অফিসার বাছাই করার জন্য আরেকটি নির্দেশও দান করেন, সামরিক পরিষদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন, সৈন্যদের তদারক করেন এবং সেই দিনের সামরিক নির্দেশাবলীও জারী করেন। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও রণপ্রান্তরের প্রতিটি বিশ্রামস্থল থেকে প্রেয়সী জোসেফিনের কাছে অন্ততঃপক্ষে একটি পত্র লিখে বোনাপার্ত স্ত্রীকে তাঁর প্রেমভাবাবেগজনিত ভালোবাসা নিবেদনও করতেন।[১৮]

বোনাপার্তের সৈন্যেরা এ সময়ে ছিল নিতান্ত শোচনীয় বস্ত্রে আবৃত প্রায়-চেতনহীন, নিষ্ক্রিয় এবং অর্ধভুক্ত। এই নিষ্প্রাণ অকর্মণ্য সৈন্যদের উদ্দেশ্যে তার প্রথম প্রেরণা-উদ্দীপক ভাষণে তিনি বলেন, 'প্রিয় সৈন্যেরা আমার। আমি জানি তোমরা অনাবৃত ও অনাহারক্লিষ্ট। তোমাদের প্রতি সরকারের দায়-দায়িত্ব অনেক, কিন্তু সরকার তা পালনে সমর্থ হয় নি। তোমাদের ধৈর্য ও তোমাদের সাহসিকতা প্রশংসনীয় কিন্তু এতে তোমাদের বিজয়ের গৌরব বা মর্যাদা অর্জন সম্ভব হবে না তা আমি জানি। তবু আমি তোমাদের বিশ্বের সবচাইতে উর্বর ভূমির দিকে বিজয় অভিযানে নেতৃত্ব দান করতে পারি। এই অভিযানে তোমরা পাবে সম্মান, গৌরব ও ঐশ্বর্য। ইতালীয় রণপ্রান্তরের সৈন্যেরা আমার। তোমরা কি বীরত্ব

www.pathagar.com

বা নিষ্ঠা প্রদর্শনে পেছ পা হবে'?[১৯] এ ধরনের জ্বালাময়ী ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে বোনাপার্ত তাঁর সৈন্যদের উদ্দীপ্ত করেন, নিষ্ক্রিয়-নিষ্প্রাণ সৈন্যদের তিনি অন্তরঙ্গতার আমেজে মাতিয়ে তোলেন, তাঁর সাহস ভরসায় তারা রোমাঞ্চিত হয়, তারা উজ্জীবিত হয় তাঁর স্পন্দন শক্তিতে।

অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে বোনাপার্ত অংশত সনাতন আমলের ফরাসী রণনীতিবিদ গুইবার্তের (Guibert) চিন্তাধারা বাস্তবায়নের প্রয়াসী হন; অবশ্য তাঁর নিজস্ব প্রতিভার চাপও প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।[২০] অংশত তিনি প্রভাবিত হন প্রুশিয়ার প্রখ্যাত মহান ফ্রেডেরিকের সমর অভিযান পরিকল্পনা দ্বারা, যে পরিকল্পনায় ব্যক্তি-প্রতিভার চাপ শুধু সুস্পষ্টই নয়, অভিযানের প্রতিটি বিশদ-দিক এবং পরিকল্পনার সতর্কতা সঙ্গে বহুকাল পূর্বেই অগ্রিমভাবে প্রণীতও হয়ে থাকে। সর্বোপরি, বোনাপার্ত ছিলেন একজন বিপ্লবী সৈনিক অস্ত্র-শস্ত্র ও রণ-কৌশলে তাঁর প্রশিক্ষণ হয়েছিল বিপ্লবী বাহিনীর ক্যাডেট হিসেবে।[২১]

বোনাপার্তের সমর পরিকল্পনায় বিশাল রসদ সরবরাহকারী রেলগাড়ীসহ সংগঠিত মহাবাহিনীর সমাবেশ করার ঐতিহ্যের তেমন গুরুত্ব ছিল না। এ জাতীয় রণচাল অনেকটা সেকেলেরূপে বিবেচিত হয়। এর পরিবর্তে অভিযান চলাকালে ডিভিশন-এর ভিত্তিতে সেনাবাহিনীকে বিভক্ত করা সম্ভব হয় যাতে এই বাহিনী আক্রান্ত-দেশে খোরপোষ লাভ করতে পারে, কিন্তু আক্রান্ত হলে প্রয়োজন মতো অতিদ্রুত একত্রীভূতও হতে পারে। 'সংমিশ্রিত বাহিনীর' ব্যবহারে তার নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে; পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে তিনি সৈন্যদের সারি সারি করে বা সংঘবদ্ধভাবে ব্যবহার করতেন। আঘাত হানার কাজে তিনি ভারী অশ্বারোহী রসদ বাহিনী নিয়োগ করতেন, আর হালকা অশ্বারোহী বাহিনী নিয়োগ করতেন পর্যবেক্ষণ ও পলায়নমুখী বাহিনীকে অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে।[২২] অবশ্য বোনাপার্তের নতুন নতুন রণনীতির পুরোভাগে প্রতিরক্ষার চেয়ে আক্রমণের ওপরই জোর দেয়া হয়। আক্রমণমুখী অভিযানে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। শত্রু পক্ষের যোগাযোগস্থল ও চারপাশ ঘিরে আঘাত হানা ছিল তাঁর রণনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যাতে রণাঙ্গনের ক্রান্তিকালে গোলাবারুদ ও জনশক্তি উভয় দিক থেকে শত্রুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন সম্ভব হয়।[২৩] তাঁর রণনীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল যুদ্ধ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নম-নীয়তা। এর অর্থ ছিল এরূপ: যে-কোন সমর পরিকল্পনার অধিনায়কের দুই বা ততোধিক বিকল্প ব্যবস্থা রাখা, যাতে প্রয়োজন মতো একটি থেকে অন্য রণাঙ্গনে দ্রুত সৈন্য সমাবেশ করা চলে। সৈনিক জীবনে ও সমর অভিযান চলাকালে বোনা-পার্ত উপর্যুক্ত রণনৈতিক উপাদানের ওপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেন।[২৪]

www.pathagar.com

বোনাপার্তের রণনৈতিক গুণাবলীর মধ্যে আরো উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে যুদ্ধকে একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা—যে প্রক্রিয়ায় রণক্ষেত্রে অভিযান, শত্রু বাহিনীর সঙ্গে প্রকৃত সংঘর্ষ এবং বিপর্যস্ত শত্রুকে বিতাড়িত করে সর্বশান্ত করার প্রয়াস চলে। শত্রুর মোতায়েনে দুর্বল স্থান অনুসন্ধান করে দ্রুত সেই স্থানে আঘাত হানার মতো পারদর্শিতা তাঁর চেয়ে আর কোন সমসাময়িক অধিনায়ক দেখাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। একটি যুদ্ধের সামগ্রিক চিত্র সামনে রেখে তিনি নৈপুণ্যের সঙ্গে 'পূর্ব পরিকল্পিত স্থানে এমনভাবে উপস্থিত হতেন যার ফলে প্রতিপক্ষের ওপর সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব লাভ তাঁর পক্ষে কঠিন হতো না। তদুপরি, তিনি শুধু শত্রু বাহিনী নির্মূল করে ক্ষান্ত হন নি, শত্রুর রাষ্ট্রীয় কাঠামো নিশ্চিহ্ন করতেও তিনি প্রয়াসী হন'।[২৫] এভাবে শত্রুকে তিনি চান সমূলে উৎখাত করতে।

ইতালীয় রণাঙ্গনের অধিনায়কত্ব গ্রহণের পর পরই নাপোলেওঁ বোনাপার্ত চার ধরনের রণকৌশল কার্যকর করার নির্দেশ দান করেন: 'পৃথক পৃথক হয়ে রসদ সংগ্রহ করতে হবে; লড়াইয়ে হতে হবে সংঘবদ্ধ; রণ-সাফল্য সুনিশ্চিত সাধনকল্পে সামরিক কর্তৃত্বে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে; সময় সাফল্যের চাবিকাঠি।'[২৬] বোনাপার্তের সাফল্য শুধু এ জাতীয় রণকৌশলে নিহিত ছিল না, তাঁর ব্যক্তিত্বে আরো অনেক গুণেরও সমাবেশ ঘটে। রাত্রে ঘুমের প্রাক্কালে তিনি সৈন্যদলগুলোর নাম, এমনকি যাদের সমন্বয়ে এসব সৈন্যদল গঠিত হয় সে সব ব্যক্তি বিশেষের অনেকের নাম স্মরণ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তেন। এসব তাঁর স্মৃতিপটে জমা থাকতো। তাঁর এই অভ্যেস প্রয়োজন বা সময়মতো সৈন্যদের নামধরে চিনতে বা উৎসাহ প্রদানে সাহায্য করতো। তিনি তাঁর অধস্তনদের সঙ্গে সহকর্মী-সুলভ সুরে আলাপ-আলোচনা করতেন। এতে সাধারণ সৈনিকরা উৎফুল্ল হতো, পুলকবোধ করতো এবং সৈনিক হিসেবে তারা তাদের অধিনায়কের সঙ্গে এক অসাধারণ উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত একই বন্ধনে আবদ্ধ—এ জাতীয় অনুভূতি তাঁদের মনে জাগতো।[২৭] এক কথায়, তিনি জানতেন কি করে সৈন্যদের আপন করে নিতে হয় এবং সৈন্যরাও তাঁকে যেন অনেকটা পূজো করতো।[২৮] এসব কালজয়ী গুণাবলীর সমাবেশ বোনাপার্তের চরিত্রে হয় বলেই তিনি ইতিহাসের এক মহান সমর নায়ক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

www.pathagar.com

টীকা :

১. কালাম, **ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস**, সপ্তম অধ্যায় দ্র:

২. Guglielueo Ferrero, **The Reconstruction of Europe : Talleyrand and the Congress of Vienna 1814-1815.** Translated by Theodore R. Jaeckel (New york : W. W. Norton and Co, Inc., 1963). পৃ: v.

৩. A. J Grant and Horold Temperly, **Europe in The Nineteenth and Twentieth Centuries** (London : Longmans, 1963), পৃ: ৬০

৪. নাপোলেওঁ বোনাপার্তের জন্মভূমি কর্সিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে মুগ্ধ হয়ে ফরাসী দার্শনিক রুশো এক সময় লিখেছিলেন, আমার কেন যেন আশঙ্কা হচ্ছে যে এই দ্বীপ [কর্সিকা] সমগ্র ইউরোপকে হতবাক করবে। বোনাপার্ত রুশোর সেই আশঙ্কা বাস্তবে রূপায়িত করেন সমগ্র ইউরোপ ব্যাপী তাঁর সংগ্রামশীল কর্ম-কাণ্ডের মাধ্যমে। রুশোর বক্তব্য উল্লেখিত, Will and Ariel Durant, **Rousseau and Revolution : A History of Civilization in France, England and Germany from 1756 and in the remainder of Europe 1715 to 1789** (New york : Simon and Schuster, 1967), পৃ: ২০৪

৫. ফরাসী বিপ্লবের কট্টর সমালোচক বৃটিশ চিন্তাবিদ এডমান্ড বার্ক ফ্রান্সের উত্তাল বিপ্লবী তরঙ্গের স্থিতি বিধানে এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি লিখেন, বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে 'কর্তৃত্বের অভাব যেহেতু অত্যন্ত প্রকটরূপে দেখা দেবে, আসবে স্থিতিহীনতা, সেহেতু ঘটবে একজন জনপ্রিয় অধিনায়কের; সেই অধিনায়ক জানবেন কি কৌশলে সৈন্যদের আনুগত্য লাভ করা যায় ... আকর্ষণ করা যায় সবার দৃষ্টি। সেনাবাহিনী ব্যক্তিগত কারণে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে। কিন্তু এরূপ অবস্থা যখন সৃষ্টি হবে, সেনাবাহিনীতে যখন এই ব্যক্তি তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন তখন তিনি হবেন তোমাদের প্রভু, এই প্রভু (পদের দিক থেকে) হবেন তোমাদের রাজা, তিনি-ই হবেন তোমাদের প্রজাতন্ত্রের ভাগ্য-নিয়ন্তা'। এডবার্কের **Reflections on the Revolution** শীর্ষক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, Grant and Temperley, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬০ (টীকা)।

৬. উল্লেখিত, Ketelbey, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯০

৭. 'আমার দেশের এক সর্বনাশা মুহূর্তে আমার জন্ম হয়। ত্রিশ হাজার ফরাসী সৈন্য আমাদের উপকূল অঞ্চলে ন্যাক্কারজনক হামলায় জড়িত হয়। রক্তের ঢেউতে আমাদের স্বাধীনতার সিংহাসন হারিয়ে যায়। এসব চিত্রই সতত দৃশ্যমান হয় আমার চোখে।' ফরাসী বিপ্লবের প্রথম দিকে এ জাতীয়

www.pathagar.com

ভাবাবেগযুক্ত ভাষণ বোনাপার্তের লেখনীতে প্রকাশ পায়। এতে কর্সিকার তৎকালীন অবস্থা শুধু ব্যক্ত হয় নি, এতে প্রতিফলিত হয় তাঁর যৌবনের ব্যাকুলতা এবং আকুল কামনাও। দ্রঃ Rose, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২

৮. Geyl, **Napoleon For and Against** পৃঃ 80

৯. Cariton J H. Hayes, **Modern Europe to 1870** (New York : The Macmillan Company, 1958), পৃঃ ৫৩৫

১০. Geyl, প্রাগুক্ত, পৃঃ 80-৪১

১১. রোবস্পিয়ের স্বয়ং তুলোতে উপস্থিত ছিলেন একজন গোলন্দাজ অধিনায়ক হিসেবে বোনাপার্ত যে অসামান্য প্রতিভা প্রদর্শন করেন তিনি তার প্রশংসা করেন। পুরস্কার হিসেবে বোনাপার্ত লাভ করেন ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নয়ন। উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক বন্ধুত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়। আরো ব্যাখ্যার জন্য দ্রঃ, D. G. Wright **Napoleon and Europe** পৃঃ ৩-৪ ; S. R Atkins, **From Utrecht to Waterloo, A History of Europe in the Eighteenth Century** (London : Methuen and Co., Ltd, 1965), পৃঃ ২৩৯

১২. J. A. R. Marriott, **The Re-making of Modern Europe** (London : Methuen and Co., Ltd, 1916), পৃঃ ৫২

১৩. Rose, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮

১৪. Atkins, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৯

১৫. Ketelbey, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২

১৬. Rose, প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৮

১৭. Wright, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১

১৮. Ketelbey, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪

১৯. উদ্ধৃতি, Leo Gersley, **The French Revolution and Nopoleon** (Bombay : Surjel Publishing House 1968), পৃঃ ৩২৬

২০. Cobban, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪-৫৫

২১. Wright, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭

২২. ঐ, পৃঃ ৫-৬

২৩. ঐ, পৃঃ ৫, ৮, আরো দ্রঃ, Atkins প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪০

২৪. Atkins, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪০

২৫. Wright, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮

২৬. Rose, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯

২৭. Hayes, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩৫

২৮. Atkins, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪০

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ইতালীয় রণাঙ্গনের বিজয়ী বীর বোনাপার্ত

সমর পরিকল্পনা

ইতালীয় রণাঙ্গনে সমর পরিকল্পনার মূল প্রণেতা ছিলেন কার্নো। তাঁর সামরিক অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জার্মান রণপ্রান্তরে বিপ্লবীদের অভিযানের সঙ্গে সংযোগসাধন। বস্তুত বিপ্লবীদের মৌলিক সমরাভিযান পরিকল্পনায় ইতালীয় বাহিনীকে অপেক্ষাকৃত গৌণ ভূমিকা প্রদান করা হয়। বিপ্লবী সামরিক বাহিনীর গতিবিধি পরিচালনা ও এর প্রধান ভূমিকা ন্যস্ত হয় রাইন নদীর উপ-কূলভাগস্থ দু'টো ফরাসী বাহিনীর ওপর। এ দুটো বাহিনীর দায়িত্ব অর্পিত হয় জুরদোঁ (Jourdon) ও মোরো'র (Moreau) ওপর। পরিকল্পনা অনুযায়ী কথা ছিল যে, এই দু'টো বাহিনী ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে ভিয়েনা অভিমুখী হবে; এ দু'টোর একটি অগ্রসর হবে মেইন নদীর (Main River) পাশ ধরে, আরেকটি এগুবে দানিয়ুব নদীর (Danube) পাশ ধরে। পরিকল্পিত কৌশলগত ফ্রেমে বোনাপার্তের দায়িত্ব ছিল উত্তর ইতালীতে আক্রমণ চালানো এবং সেখান থেকে সীমান্তে অগ্র-সর হয়ে অস্ট্রীয়দের ঘিরে ফেলার দায়িত্ব ছিল তাঁর বাহিনীর। এভাবে সার্বিক সামরিক ও কৌশলগত পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল সব দিক থেকে একই সঙ্গে ভিয়েনার ওপর আঘাত হানা যাতে অস্ট্রীয় বাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ থেকে সরে পড়বে, আর বিজয়ী ফ্রান্স প্রুশিয়াকে রাইন নদীর প্রান্তস্থ এলাকা ফ্রান্সের কাছে ছেড়ে দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে শান্তি চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করবে। এই সামরিক ফ্রেম সামগ্রিক অর্থে চমৎকার বিবেচিত হয় বটে, কিন্তু এর বাস্তবায়নের জন্য যথার্থ দক্ষতার প্রয়োজন ছিল এবং একমাত্র বোনাপার্তের ইতালীয় রণপ্রান্তর ছাড়া অন্যত্র বিপ্লবী সমর নায়করা আশাব্যঞ্জক দক্ষতার প্রমাণ রাখতে পারেন-নি। (দ্রঃ মানচিত্র, ১ (ক)।

ইউরোপীয় রণপ্রান্তরের উত্তরাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলীয় রণক্ষেত্রে বিপ্লবী বাহিনীর দুই অধিনায়ক জুরদোঁ ও মোরো একজন সুদক্ষ রণনায়ক কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। প্রতিপক্ষের এই প্রথম সারির মর্যাদাসম্পন্ন সেনাধ্যক্ষ ছিলেন আর্চ ডিউক চার্লস (Archduke Charles)। তাঁর অধীন সৈন্য ছিল লাখ খানেকের মতো। জুরদোঁ, কোলোন (Cologne) ও ডুসেলডর্ফ (Dusseldorf) রাইন অতিক্রম করে প্যালোটিনেটে

www.pathagar.com

(Palatinate) অনুপ্রবেশ করেন, কিন্তু দু' দু'বার তিনি আর্চ ডিউকের হাতে পরাভূত হন এবং পরিশেষে ফরাসী সীমানা পুনরুদ্ধার করেই অধিকতর বিপর্যস্ত পরিস্থিতি পরিহার করা শ্রেয় মনে করেন। মোরো তাঁর ওপর অর্পিত রণাঙ্গনের কৌশলগত রূপরেখা বাস্তবায়নে বাভারিয়ার (Bavaria) দিকে ধাবিত হন এবং মিউনিখ (Munich) অবধি অগ্রসর হন, কিন্তু তাঁর পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত সহ-অধিনায়কের বিপর্যয়ের মুখে স্বাভাবিকভাবেই একাকী তিনি বিজয়ী প্রতিপক্ষ আর্চ-ডিউকের বাহিনীর সম্মুখীন হতে দ্বিধাগ্রস্ত হন। রাইন অঞ্চল প্রান্তে ফিরে আসা ছাড়া তাঁর আর কোন গত্যন্তর ছিল না। তবে পিছু হঠাকালে পর পর বেশ কিছু বীরোচিত হামলার মাধ্যমে ১৭৯৬ সনের ডিসেম্বরে তিনি স্ট্রসবুর্গ (Strausbourg) পুনর্দখল করেন।

মোরো ও জুরদোঁ'র অধীন উত্তরাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলীয় রণপ্রান্তরের এই ছিল অবস্থা। বোনাপার্তের অধীন ইতালীয় অভিযানের অবস্থা কিন্তু ভিন্নতর ছিল। তাঁর রণনীতি ছিল একই সঙ্গে সামরিক ও রাজনৈতিক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি নিজকে ইতালীয় জনগণের মুক্তিদাতারূপে উপস্থাপিত করেন, ইতালীয় জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবন দানের ওয়াদাও করেন। সামরিক-কৌশলগত দিকেও তিনি পরম নৈপুণ্যের পরিচয় দান করেন। শত্রু বাহিনীর সংখ্যাগত প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও এরূপ চাল ও রণকৌশল উদ্ভাবন করেন যে, প্রতিপক্ষের বাহিনী বিভিন্ন প্রান্তরে অবস্থান নিতে বাধ্য হয় এবং সমগ্র ফরাসী বাহিনীর মোকাবেলায় তারা তাদের সৈন্যদের শুধুমাত্র একাংশ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। এই রণকৌশল ছিল অনেকটা আধুনিক গেরিলা রণকৌশলের অনুরূপ—শত্রুপক্ষকে বিভিন্ন রণপ্রান্তরে ব্যতিব্যস্ত রাখা এবং বিশেষ বিশেষ প্রান্তরে অতর্কিত হামলা চালানো। নাপোলেওঁ বোনাপার্ত ইতালীয় অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণকালে ফরাসী বাহিনী সাভোনায় (Savona) অবস্থান করছিল। এই যুদ্ধক্ষেত্র ছিল ইতালীয় আল্‌প্‌স পর্বতমালার পশ্চিম প্রান্তে। এখানে ফরাসী সৈন্যরা শত্রুপক্ষের যুক্ত-বাহিনীর মুখোমুখী হয় এবং এখানে তারা পর্বতমালার ওপ্রান্তে যাবার নিরর্থক প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। বোনাপার্তের সামরিক পরিকল্পনার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল শত্রু-পক্ষের যুক্ত বাহিনীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। উল্লেখ্য, এই বাহিনীতে ছিল সার্ডিনীয় (Sardinian) ও অস্ট্রীয় সৈন্যরা। বোনাপার্ত এই সময় ত্বরিৎবেগ, অবিচল সাহসিকতা, আন্তরিকতা, চিত্তাকর্ষক রণকৌশল ও আপন বীরত্বের প্রমাণ রাখেন। আল্‌প্‌স পর্বতমালা অতিক্রমকালে এবং গিরিপথের অভ্যন্তরে ও ওপারে যুদ্ধ করে (১৭৯৬ সনের ১২-২৫ এপ্রিল) তিনি শুধু আপন কৃতিত্বের পরিচয় রাখেন নি, প্রতিপক্ষের যুক্ত বাহিনীকে পৃথক হয়ে বিভিন্ন পথে পিছু

www.pathagar.com

হঠতেও তিনি বাধ্য করেন। একটি দুর্দান্ত শত্রুর হামলার মুখে নিজের ক্ষুদ্র রাজ্যকে সর্বনাশগ্রস্ত হতে দেখে সার্ডিনিয়ার রাজা পরিশেষে নিরুপায় হয়ে চেরাসকো'তে (Cherasco) যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হন (২৮ এপ্রিল)। এই চুক্তির শর্তমতে সার্ডিনিয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে, সেভয় (Savoy) ও নিস (Nice) ফ্রান্সের কাছে হস্তান্তর করে এবং বোনাপার্তকে কনি, টর্টোনা ও আলেস্যান্দ্রিয়া (Fortresses of Coni, Tortona and Alessandria) দুর্গসমূহ অধিকার করার সুযোগ প্রদান করে। এভাবে নাপোলেওঁনের ইতালী অভিযানের এক পক্ষকাল অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই সার্ডিনিয়াকে শত্রুপক্ষের যুক্তবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়।

লোদীর যুদ্ধ

ইতালীয় অভিযানের শুরুতে সার্ডিনীয়দের নিষ্ক্রিয় করার পর বোনাপার্ত অস্ট্রীয়দের ওপর নজর দেন এবং দুর্দান্ত প্রতাপ সহকারে আদ্দা নদীর (Adda River) উপরস্থ লোদী (Lodi) সেতু ধরে অগ্রগামী হন। ১৫ মে তিনি বিজয়ী বেশে লোম্বার্ডীর (Lombardy) রাজধানী মিলানে (Milan) অনুপ্রবেশ করেন। এখানে তিনি একজন বিজয়ী 'রোমীয় সেনাধিনায়কের' মতো করতালি ও পুষ্পবৃষ্টি সহকারে সম্বর্ধিত হন। পরবর্তীকালে সঁ্যা এলেনায় (St. Helena) নাপোলেওঁ স্বয়ং আপন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে লোদী যুদ্ধ তাঁর জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এক নব দিগন্ত উন্মোচিত করে। 'লোদী যুদ্ধের দিন সন্ধ্যায় অনুভব করতে পারলাম যে আমি একজন শ্রেষ্ঠ শক্তিমান ব্যক্তিত্ব। মহানও বৃহত্তর দায়িত্ব কর্তব্য সম্পাদনে আমার ভাবনা চিন্তায় এতোদিন যা' উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত স্বপ্নমাত্র ছিল তা সম্পন্ন করার বাস্তব সম্ভাবনায় আমি এখন সম্মোহিত হলাম।'[১] প্রকৃতপক্ষে, এই সময় এই যুবক সেনাধিনায়ক তাঁর কৌশলগত পরিকল্পনার দূর-দর্শিতা ও বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। মিলানে এসে তিনি শুধু মিলান-বাসীদের অস্ট্রীয় আধিপত্য থেকে মুক্তিদানের ওয়াদা করেন নি, তিনি তাদের শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতাও প্রদান করেন, এমনকি গঠন করেন তাদের পরিষদ ও জাতীয় রক্ষী বাহিনী। অবশ্যি একই সঙ্গে তিনি তাদের ওপর ২০ মিলিয়ন ফ্রাঁ করের বোঝা চাপিয়ে দেন এবং গাড়ী বোঝাই তাদের শিল্পকর্ম ও মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ফ্রান্সে পাচার করেন।

লোম্বার্ডী দখলের পর বোনাপার্ত মান্তুয়া (Mantua) দুর্গ অবরোধ করেন। ইতালীতে এটা ছিল অস্ট্রীয়দের সবচাইতে সুদৃঢ় দুর্গ। প্রায় চারিধারে দুর্গম হ্রদ ও জলধারায় পরিবেষ্টিত এই দুর্গের প্রতিরক্ষায় শক্তিশালী গোলন্দাজ বাহিনী

www.pathagar.com

নিয়োজিত ছিল। এই দুর্গকে অবরোধমুক্ত করতে অস্ট্রীয় বাহিনী ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেননা মান্তুয়ার পতনের অর্থ হবে ইতালীতে অস্ট্রীয় ক্ষমতার পতন। বোনাপার্তও অনমনীয় ভাবসহকারে তাঁর অবরোধ বজায় রেখে চলেন। কিন্তু তবু অন্ততঃপক্ষে চারবার বিভিন্ন সময়ে বেপরোয়া অস্ট্রীয় বাহিনীর প্রতিরোধ আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে তাঁকে মান্তুয়ার অবরোধ শিথিল করতে বাধ্য হতে হয়। বার বার প্রতিপক্ষ বাহিনীকে তাঁর হাতে পরাভূত হতে হয়। পরিশেষে রিভোলী ও লা-ফেভোরেটা (Rivoli and La Favorata) প্রান্তরের সেরা বিজয় মুকুট লাভ করেন বোনাপার্ত (জানুয়ারী ১৭৯৭)। অস্ট্রীয় বাহিনী নিদারুণভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়, মন্তুয়া দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে, আর এই দুর্গের প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ বোনাপার্তের কাছে আত্মসমর্পণ করে (২ ফেব্রুয়ারী ১৭৯৭)।

ফরাসী বাহিনীর ব্যাপক সাফল্যে শংকিত হয়ে অন্যান্য শক্তি বিজয়ী ফরাসী সেনাধিনায়ক বোনাপার্তের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনে এগিয়ে আসে। ইতালীতে যেসব শক্তি এ জাতীয় ভয়ের তাগিদে বা তাড়নায় বোনাপার্তের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে তাদের মধ্যে ছিল পার্মা ও মডেনার ডিউকদ্বয় (Dukes of Parma and Modena) এবং নেপ্‌ল্‌সের রাজা। কেননা ফ্রান্সের উত্তরোত্তর বিজয় সাফল্য-জনিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এদের জন্য আর গত্যন্তর ছিল না।

সিসালপাইন প্রজাতন্ত্র

এরপর মাত্র পক্ষকালব্যাপী অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে নাপোলেওঁ বোনাপার্ত ইতালীতে পোপের নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রসমূহের চরম দুর্বলতা উন্মোচন করেন, প্রমাণ করেন পোপের পার্থিব ক্ষমতার অসারতা। ফরাসীদের আক্রমণের মুখে আর দাঁড়াতে না পেরে পোপের বাহিনী বোনাপার্তের কাছে আত্মসমর্পণ করে। দু'পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত তলেন্তিনো (Tolentino) শান্তি চুক্তির (ফেব্রুয়ারী ১৭৯৭ সন) মাধ্যমে পোপ তাঁর নিয়ন্ত্রিত বন্দরসমূহ ইংলিশ বা প্রতিপক্ষ বাহিনীর যুদ্ধ জাহাজগুলোর জন্য বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন, রাজী হন ফ্রান্সকে ৩০ মিলিয়ন ফ্রাঁ ক্ষতিপূরণ দিতে, ফরাসীদের হাতে অনেক ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্ম ও মূল্যবান পাণ্ডুলিপি তুলে দেন, আভিনো'র (Avignon) ওপর সব দাবি প্রত্যাহার করেন এবং পোপের প্রতিনিধি কর্তৃক প্রশাসিত এলাকা বোলো'না, ফেরারা ও রোমা'না (Legtions of Bologna, Ferrara and the Romagna) ফ্রান্সের কাছে হস্তান্তর করেন। শীঘ্রই এসব জেলাসমূহকে অস্ট্রীয় লোম্বার্ডী ও মডেনার সঙ্গে সংযুক্ত করে ফরাসীদের নিয়ন্ত্রণাধীন একত্রিত একটি রাষ্ট্র গঠন করা হয়। এই

www.pathagar.com

নতুন রাষ্ট্রের নাম দেয়া হয় সিসালপাইন (Cisalpine) প্রজাতন্ত্র। জনপ্রিয় সমর্থনের ভিত্তিতে গঠিত এই প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্য একটি প্রতিনিধি পরিষদ নির্বাচিত হয়। বিপ্লবী ফ্রান্সের অনুকরণে এই পরিষদ এক হুকুম নামায় সামাজিক সাম্য ঘোষণা করে অবসান করে সামন্ত প্রথাজনিত দায় বোঝা এবং একটি জাতীয় রক্ষী বাহিনীও গঠন করে। বোনাপার্তের নব-গঠিত এই প্রজাতন্ত্র ভাবী ঐক্যবদ্ধ ইতালীয় রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

১৭৯৭ সনের বসন্তকালে বোনাপার্ত অস্ট্রীদের বিরুদ্ধে পুনরায় তাঁর অভিযান শুরু করেন। শীঘ্রই তিনি প্রতিপক্ষ বাহিনীকে কোর্নিক ও নোরিক আলপ্‌স পর্বতমালার (Cornic and Noric Alps) ওপারে বিতাড়িত করেন এবং এপ্রিল মাসে ভিয়েনা থেকে ১০০ মাইলের ভেতর অবধি অগ্রসর হন। অগ্রবর্তী স্থান লিওবেন (Leoben) থেকে শত্রুপক্ষের প্রতি একটি সম্ভাব্য শান্তিচুক্তির প্রাথমিক শর্তাবলী নিয়ে প্রেরণ করেন। এসব শর্তাবলী নিয়ে প্রায় দু'মাস উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলে। অবশেষে ১৭৭৯ সনের ১৭ অক্টোবর ক্যাম্পো ফরমিও-তে (Campo Formio) অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। অস্ট্রীয়দের এতো দীর্ঘায়িত আলোচনা চালাবার কারণ ছিল এই যে তারা বোনাপার্তের কাজে পরাজয় স্বীকার করতে অনিচ্ছুক ছিল। একই সঙ্গে পারীর ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে অস্ট্রিয়া এরূপ আশায় যে সেখানে রাজতন্ত্রবাদীরা একটি প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লব সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে, কিন্তু পরিশেষে এরূপ প্রত্যাশায় অস্ট্রীয়দের ব্যর্থ মনোরথ হতে হয়।

লাইগুরীয় প্রজাতন্ত্র

অস্ট্রীয়দেব সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী শান্তি আলোচনায় ব্যাপৃত থাকলেও সামরিক কৌশলগত ক্ষেত্রে বোনাপার্ত কিন্তু এই ছয় মাস নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। ১৭৯৭ সনের মে মাসের দিকে তিনি তথাকথিত 'ভেনেসীর প্রজাতন্ত্রের' (Venetian Republic) সঙ্গে বিবাদ সৃষ্টি করেন। কেননা ফ্রান্স ও অস্ট্রীয়ার লড়াইয়ে ভেনেশিয়া এতোদিন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। ভেনেশীয় জনগণকে 'মুক্তিদানের' ওয়াদা করে তিনি এখানকার কায়েমী শাসকগোষ্ঠীকে উৎখাত করেন এবং খোদ ভেনিস নগরসহ ভেনিসের অধীন গ্রীক উপকূলের অদূরবর্তী আইওনিয়ান দ্বীপমালাও (Ionian islands) দখল করেন। বোনাপার্তের কৌশলগত অভিসন্ধির এ সময়কার আরেক ভাগ্যাহত শিকার ছিল 'জেনোয়া প্রজাতন্ত্র' (Republic of Genoa)। ভেনিসের মতো এখানকার কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠীকেও উৎখাত করা হয় এবং এর নতুন নাম দেয়া হয় লাইগুরীয় প্রজাতন্ত্র (Ligurian Republic)

www.pathagar.com

একেও নামেমাত্র গণতান্ত্রিক রূপ দেয়া হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানকার প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ছিল ফরাসীদের অধীন।

১৭৯৬-১৭৯৭ সনের ইতালীয় অভিযান সম্ভবত বোনাপার্তের জীবনের সবচেয়ে সাফল্যজনক অধ্যায়। সমসাময়িকীদের দৃষ্টিতে, এ সাফল্য ছিল অনেকটা অলৌকিক। মাত্র বছর খানেকের মধ্যে প্রায় ডজন খানেক বিজয়-সাফল্যের ঘোষণায় ফরাসী জনমনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।[২] বিদেশে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে বোনাপার্তের এই ইতালী বিজয়ের বছরটি যেন ছিল ঘোর অমানিশার কাল, কিন্তু ফ্রান্সে বোনাপার্ত নাম মুখে মুখে সমাদর লাভ করে।[৩]

ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ঘটনা প্রবাহ

ইতালীয় অভিযানে সামরিক-কৌশলগত ক্রিয়াকর্ম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকলেও বোনাপার্ত ফ্রান্সে আভ্যন্তরীণ ঘটনাপ্রবাহের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। তিনি যথার্থ অবহিত ছিলেন যে, পারীতে দিরেকতোয়ার সরকার তখনো নানা-ভাবে বিপর্যস্ত। দিরেকতরবর্গ নিজেরা যেমন ছিলেন অনুপযুক্ত ও লোভী স্বভাবের তেমনি তারা সম্মুখীন হন আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কোন্দলের। অকপট উগ্রপন্থীরা যেমন দিরেকতোয়ার ব্যবস্থার বিরোধিতা করে চলে তেমনি গোঁড়া প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীও এদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। রাষ্ট্রের কোষাগারও আবার শূন্য হয়ে ওঠে। দেশের অভ্যন্তরে দিরেকতরবর্গের উৎকোচ গ্রহণ ও অমিতব্যয়িতার সঙ্গে যোগ হয় সর্বমোট দশ লাখ ফরাসী সৈন্যের আর্থিক দায় মেটানোর কঠিন কাজ। বিপ্লবী সরকার মূলত কাগজের নোট, তথাকথিত 'আসাইনা' (Assigna) ছেড়েছিল সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে। ১৭৯৬ সন অবধি এই নোট প্রচলিত থাকে, যদিও এটা প্রায় সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন হয়ে পড়ে এবং অবশেষে এই নোট পরিত্যক্ত হয়। ১৭৯৭ সনে ফ্রান্স তার কোষাগার আংশিকভাবে দেউলিয়া ঘোষণা করে, ঋণজনিত সুদ আপাতত বন্ধ করে দেয়া হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ১৭৮০ দশকের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় পুনর্বার।

দিরেকতরবর্গের শাসনামলে ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা শুধু অসচ্ছল হয় নি, রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বিপজ্জনক রূপ ধারণ করে। এই সময় পিসেগ্রু (Pichegru) নামক এক প্রাক্তন সেনাধিনায়ককে 'পাঁচ শত সভ্যের প্রতিনিধি পরিষদের' (Council of Five Hundred) সভাপতি নির্বাচিত করা হয়, যদিও রাজতন্ত্রের অনুগামী হিসেবে তাঁকে অনেকে সন্দেহ করে। এছাড়া, ল্যতুরন'র (Letcurneur) পরিবর্তে নতুন দিরেকতর নির্বাচিত হন বার্থেলেমী (Barthelemy)।

www.pathagar.com

তিনি প্রকাশ্যে রাজতন্ত্রের প্রতি সমর্থন দান করেন। পরিষদগুলোতেও নতুন নির্বাচনের ফলে রাজতন্ত্রপন্থী বা উদারপন্থী ও জাকোবঁ্যা দল-বিরোধী শক্তিসমূহের ক্ষমতা দৃঢ়তর হয়। এতে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা জটিল আকার ধারণ করে; দেশব্যাপী যে আংশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এতে সরকার বিরোধী দল বিজয় লাভ করে। তবু সরকার ক্ষমতা ছাড়তে একেবারে নারাজ ছিল। অনেকেই এরূপ ধারণা পোষণ করে যে, সারা দেশে বিপ্লব-বিরোধী প্রতিক্রিয়ার ঝড় দেখা দিতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে, এমনকি সামরিক ক্ষেত্রে বৈদেশিক শত্রু অস্ট্রীয় সরকার ফ্রান্সের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করার ব্যাপারে গড়িমসি করে চলছিল এই আশায় যে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে রাজতন্ত্রবাদীরা একটি 'বিপ্লব' সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে।

অবশ্যি অস্ট্রিয়ার কূটনৈতিক গড়িমসি সত্ত্বেও এতে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না যে, ইতালীয় রণপ্রান্তরে ফরাসী সেনাধিনায়কের সঙ্গে সামরিক-কৌশল-গত প্রতিযোগিতার খেলায় তারা হেরে যায়। বোনাপার্তের ব্যক্তিগত খ্যাতি ইতিমধ্যে তাঁকে ফ্রান্সের সবচেয়ে জনবরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। জনগণ তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়। সরকার তাঁর জনপ্রিয়তায় শঙ্কিত হয় যদিও তাঁকে তোষামোদে করে চলে। সব রাজনৈতিক মতবাদের প্রবক্তা ও অনুগামীরা কিংবা বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিকল্পনা প্রণেতা ও চক্রান্তকারীরা বোনাপার্তকে তাদের নিজ নিজ দলে ভিঁড়াতে চায়। তৎকালীন সরকারের প্রতি আস্থা হ্রাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে বোনাপার্তের প্রতি উত্তরোত্তর আস্থা বৃদ্ধি পায়। ঐ সময়কার বিরাজমান পরিস্থিতি ও অনুভূতি সম্পর্কে বোনাপার্ত স্বয়ং সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। কিন্তু বোনাপার্ত অন্যের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করার মতো ব্যক্তিত্ব ছিলেন না।

১৭৯৭ সনের মে মাসের দিকে তিনি লিখেছেন, 'তোমরা কি মনে কর ইতালীয় রণাঙ্গনে যে বিজয়ের গৌরব আমি লাভ করেছি সেই গৌরবে আমি ভূষিত করবো দিরেকতোয়ার সরকারের ক্ষুদে আইনজ্ঞদের—কার্নো কিংবা বারা'র মতো লোকদের?.... প্রকৃতপক্ষে, বোনাপার্ত নিজকে একটি পতনোন্মুখ প্রজাতন্ত্রের অধীনস্থ কর্মচারী মাত্ররূপে দেখেন নি, দেখেন একজন স্বতন্ত্রমনা বিজয়ী হিসেবে। এমনকি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে চুক্তির সংলাপ বা শান্তি আলোচনা চলাকালেও তিনি একইরূপ স্বাধীনচেতা বা স্বতন্ত্রমনা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। ইতালীতে বোনাপার্ত প্রদর্শন করেন যে, যুদ্ধজয়ের পর একজন অধিনায়ক কিভাবে তাঁকে দেয়া নির্দেশ অমান্য করতে পারে।

www.pathagar.com

ফ্রুক্তিদোরের অভ্যুত্থান

ফ্রান্সের অভ্যন্তরে রাজতন্ত্রপন্থীদের প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের ফলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার প্রতিকারকল্পে দিরেকতর বারা ও ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য পদস্থ সহকর্মীরা ইতালীয় রণাঙ্গনের বিজেতা নাপোলেওঁ বোনাপার্তকে ডেকে পাঠান। কিন্তু বোনাপার্ত পরিস্থিতির মূল্যায়ন করেন তাঁর নিজেস্ব চিন্তা-ধারার আলোকে। ঐ সময়ে দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ না করাই শ্রেয় মনে করেন। কেননা তাঁর স্বার্থ সম্প্রসারণের পক্ষে সেটা উপযুক্ত সময় ছিল না। অবশ্যি তিনি প্রত্যক্ষভাবে বিজড়িত না হলেও তাঁর এক বিশ্বস্থ সহযোগী ওজোরোকে (Augerau) পারীতে পাঠান তাঁর নির্দেশাবলী কার্যকর করার জন্য। 'সব রাজতন্ত্রবাদীদের হত্যা করার জন্য আমি এসেছি,' পারীতে সৈন্য সহকারে এসে ওজেরো বলেন। বোনাপার্তের দূতের আগমন মাত্রই ১৮ই ফ্রুক্তিদোরের অভ্যুত্থান (Coup d' Etat of Fructidor) কার্যকর হয় (৪ ডিসেম্বর ১৭৯৭ সন)। পিসেগ্রুসহ পরিষদের ৫৩ জন সদস্যকে গ্রেফতার করে নির্বাসিত করা হয়। উদারপন্থী কার্নো ও বার্থালেমীকেও একই ধরনের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ারী দেয়া হয়। ফলে তাঁরা পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পান। এভাবে প্রজাতন্ত্রের অনুরাগী দিরেকতরবর্গের কর্তৃত্ব সাময়িকভাবে পুন প্রতিষ্ঠিত হয়।

এসব ঘটনা প্রবাহের পর দিরেকতরবর্গের নির্দেশে ১৫৪টি নির্বাচনী এলাকার ফলাফল বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভিন্ন মতাবলম্বী ও দেশ-ত্যাগীদের পুরনো বিপ্লবী ধারায় কঠোর হাতে দমন করা হয়। অস্ট্রীয় সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্যে এবং পরিকল্পনার সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীলদের অনুমিত যোগসূত্র ও উদ্দেশ্যমূলক অভিসন্ধি তাদের মারাত্মক দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে বোনাপার্তের অনুগামী ও সমর্থনকারীরা ফ্রান্সে জাকোবাঁদের পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে এবং বিদেশী প্রতিপক্ষের ওপর একটি সন্ধির শর্তাবলী দৃঢ়ভাবে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়। এরূপ উদ্ভূত অনুকূল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ১৭৯৭ সনের ১৭ অক্টোবর কাম্পো-ফরমিও শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

কাম্পো ফরমিও'র শান্তি চুক্তি

কাম্পো ফরমিও'র শান্তি চুক্তিতে প্রকাশ্য ও গুপ্ত—এই দু'ধরনের ধারা ছিল। প্রকাশ্য ধারা বলে সম্পূর্ণ বেলজিয়াম ফ্রান্সের করতলগত হয়। ভেনেসীর প্রজাতন্ত্রকে ভাগ করে আদ্রিজ'র (Adridge) পূর্ব প্রান্তস্থ মহাদেশীয় ভেনেসিয়া ইস্ত্রিয়া ও দালমাতিয়া (Venetia, Istria and Dalmatia) ফ্রান্সকে দেয়া হয়। আইওনিওন দ্বীপমালা ও ভেনেসীয় নৌবহরসমূহের অধিকারও লাভ করে ফ্রান্স। উপরন্তু,

www.pathagar.com

অস্ট্রিয়া বোনাপার্তের সৃষ্ট সিসালপাইন প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি প্রদান করে। উল্লেখ্য এই প্রজাতন্ত্রে লোম্বার্ডী, ভেনেসিয়ার পশ্চিমাংশ এবং পোপ প্রশাসিত এলাকাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়াও অস্ট্রিয়া ক্ষমতাচ্যুত মডেনার ডিউককে ব্রীজগো (Breisgoan) প্রদান করে। পরিশেষে, রেস্তাতে (Restatt) একটি সম্মেলন ডাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বলা হয় যে, ঐ সম্মেলনে ফরাসী ও পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ জার্মানীর বিষয়াদি নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এসব প্রকাশ্য ধারা ছাড়া কাম্পো-ফরমিও চুক্তিতে কিছু গুপ্ত ধারাও সংযোজিত হয়। একটি ধারায় অস্ট্রীয় সম্রাট পূর্ব দিকে রাইন নদী অবধি ফরাসী সীমানা সম্প্রসারণে স্বীকৃতি প্রদানের ওয়াদা করেন। সাল্‌সবুর্গ ও বাভারিয়ার (Salburg and Bavaria) এক অংশ দিয়ে অস্ট্রিয়ার ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে বলে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় পক্ষ এরূপও সম্মত হয় যে, জার্মানীর বিষয়াদী বোঝাপড়া কালে অস্ট্রিয়ার ঘৃণ্য প্রতিযোগী পক্ষ প্রুশিয়াকে কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ প্রদান করা হবে না।

এ জাতীয় ধারা সম্বলিত কাম্পো-ফরমিও শান্তিচুক্তি শুধু বোনাপার্তের বিজয় সুনিশ্চিত করে নি, একই সঙ্গে এ চুক্তি অস্ট্রিয়াকেও সত্যিকার অর্থে তুষ্ট করে।[৮] এই চুক্তি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল অনেক কারণে। প্রথমত, এই চুক্তির ফলে ফরাসী বিরোধী প্রথম মহা ইউরোপীয় শক্তি-সংঘ প্রায় বিলীন হয়। ফ্রান্সের ক্রমবর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে একমাত্র ইংল্যান্ড সংগ্রামে নিয়ত থাকে। দ্বিতীয়ত, এতে প্রথম বারের মতো বোনাপার্তের কূটনৈতিক প্রতিভার পরিচয় মেলে। সমর কৌশলের মতো কূটনৈতিক কলা-কৌশলেও তিনি প্রায় সমরূপ নৈপুণ্যের প্রমাণ রাখেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একদিকে ইউরোপের ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রসমূহকে গ্রাস করার সুযোগ প্রদান করে তিনি সুকৌশলে বিপক্ষীয় শত্রুকে তোষণ করেন: অন্যদিকে, আক্রমণ ও প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের যথার্থ অনুকূল 'বৈজ্ঞানিক সীমানা' ও 'প্রাকৃতিক সীমানা'ও তিনি ফ্রান্সের জন্য লাভ করেন। এই সীমানায় রাইন আলপ্‌স পর্বতমালা ও পীরেনীজ (Pyrenees) পার্বত্য এলাকা এসব অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে ফরাসী ভৌগলিক সীমানা সুসংহত রূপ লাভ করে। তৃতীয়ত এই চুক্তির ফলে উত্তর ইতালীর ওপর অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব খর্ব হয়। যদিও ভেনেশিয়ায় তখনো অস্ট্রিয়ার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থেকে যায় তা সত্ত্বেও ভেনেশিয়া সত্যিকার অর্থে ছিল প্রায় সম্পূর্ণ ফ্রান্সের আয়ত্তাধীন। চতুর্থত, এই চুক্তি ও পরবর্তী কালে স্বাক্ষরিত বেসেল (Basel) চুক্তির ফলে জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার অবস্থা বিপদসংকুল হয়ে ওঠে। কেননা এসব চুক্তির ভিত্তিতে যাজকীয় কর্তৃত্বাধীন সীমানাসমূহ রাজনৈতিক কর্তৃত্বে নেয়া সম্ভব হয় এবং দক্ষিণ ও পূর্ব জার্মানীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

www.pathagar.com

রাষ্ট্রসমূহকে গ্রাস করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। অথচ ইতিপূর্বে পবিত্র রোম সাম্রাজ্যে অস্ট্রিয়ার অবস্থান ও কর্তৃত্বের সত্যিকার ভিত্তি ছিল এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের যাজক, শাসক শ্রেণী ও জার্মান রাজপুত্রবর্গ। পরিশেষে, এই চুক্তিতে ফ্রান্সের সম্প্রসারণমূলক বহির্মুখী নীতির প্রতিফলন ঘটে। কেননা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ফ্রান্স শুধু রাইন সীমান্ত এলাকা অবধি সব স্থান দখল করে নি, জার্মানী ও ইতালীতেও তার পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। প্রকৃতপক্ষে, এ প্রসঙ্গে বিপ্লবী নেতা সিয়েজ তাঁর মন্তব্যে বিজ্ঞতার পরিচয় রাখেন। তিনি বলেন, 'এই চুক্তি শান্তি সুনিশ্চিত করে নি; এতে আরেকটি নতুন যুদ্ধের ডাক দেয়া হয় মাত্র'।[৯] এটা বলা ভুল হবে না যে, কাম্পো-ফরমিও ছিল একটি সাম্রাজ্যবাদী শান্তি চুক্তি। বিশেষ করে ফ্রান্সের প্রতিবেশী দেশগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে বলা চলে, মুক্তি ও সাম্যের বাণী নিয়ে ১৭৯২ সনে যে মহান বিপ্লবের নামে এই বিপ্লবী অভিযান শুরু হয়েছিল এ চুক্তির ফলে ফ্রান্সের বাইরে তার প্রায় সমাপ্তি ঘটে।

তবু সম্ভবত এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, কাম্পো-ফরমিও চুক্তিতে বোনাপার্ত অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবে অস্ট্রিয়ার প্রতি সদয় আচরণ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল বৃহত্তর। কাম্পো-ফরমিও চুক্তিকে তিনি একটি চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে দেখেন নি, দেখেছেন তাঁর অগ্রযাত্রা পথে একটি মাত্র পদক্ষেপ হিসেবে। তাঁর কৌশলগত নীতির একটি মূল লক্ষ্য ছিল আইওনিয়ান দ্বীপমালার অধিকার লাভ। কেননা এই দ্বীপমালার অধিকার লাভ করে ফ্রান্স মিশরের দিকে একধাপ অগ্রগামী হয়, আর মিশরকে তিনি মনে করতেন ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে চাবিকাঠি হিসেবে। ১৭৯৭ সনের আগস্টে তিনি লিখেন, 'বাস্তবিক পক্ষে ইংল্যান্ডকে ধ্বংস করতে হলে আমাদের অবশ্যি মিশরে প্রভুত্ব স্থাপন করতে হবে।'[১১]

রোম ও এলভেতীয় প্রজাতন্ত্র

বৃহত্তর বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং ইংরেজ শত্রুর মোকাবেলার উদ্দেশ্যও প্রস্তুতির বিষয় সামনে রেখেই বোনাপার্ত মহাদেশীয় ইউরোপে ফরাসী অবস্থান আরো সুদৃঢ় করতে তৎপর হন। রোমে কিছুটা ফরাসী বিরোধী গোলাযোগ দেখা দেয় ১৭৯৮ সনের প্রথম দিকে। এতে একজন ফরাসী সেনাপতিকে হত্যা করা হয়। এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বোনাপার্তের ফরাসী বাহিনী রোম নগরী দখল করে (ফেব্রুয়ারী ১৭৯৮ সন) ফরাসী বাহিনীর আবির্ভাবের পর পরই রোম প্রজাতন্ত্র (Roman Republic) প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পোপকে 'সসম্মানে'

www.pathagar.com

কারারুদ্ধ করা হয়। এর পরের পালা আসে সুইজারল্যান্ড ফেডারেশনের। এই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহ এ সময় আভ্যন্তরীণ কলহে লিপ্ত ছিল। চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী ঐ সময়েও সুইজারল্যান্ডের অধিবাসীরা ইউরোপীয় যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে নিজেদের দূরে রাখতে উৎকণ্ঠিত ছিল বটে, কিন্তু ফরাসী চক্রান্তের মুখে তাদের এসব প্রচেষ্টা নিরর্থক হয়। ১৭৯৮ সনের প্রথম দিকেই সুইজারল্যান্ড ফরাসী বাহিনীর আক্রমণের শিকার হয় এবং বিজিত এই দেশে একটি 'সমরূপ গণতান্ত্রিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক এলভেতীয় প্রজাতন্ত্র' (Helvetian Republic) প্রতিষ্ঠা করা হয়। কার্যত কিন্তু এই নতুন প্রজাতন্ত্র ছিল ঘনিষ্ঠভাবে ফ্রান্সের উপর নির্ভরশীল।

টীকা :

১. উল্লেখিত, **New Cambridge Modern History**, vol. IX (Camb. : Cambridge University Press, 1968), পৃ. ৩০৯
২. Atkins, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০
৩. H. A. L. Fisher, **A History of Europe** (London : Edward Arnold (Publishers), Ltd., 1965), পৃ. ৮২৫
৪. Hayes, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৯
৫. উল্লেখিত, Marriott, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৬. Roberts, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
৭. Fisher, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৫
৮. উল্লেখিত, Marriott, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
৯. উদ্ধৃত, Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩
১০. ঐ,
১১. উল্লেখিত, Marriott, প্রাগুক্ত, প. ৫৬

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

মিশর অভিযানে বোনাপার্ত

ইতালীয় রণাঙ্গন বিজয়ী বীর হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন নেপোলেওঁ বোনাপার্ত। এই অভিযান চলাকালে তিনি অস্ট্রিয়াকে পরাভূত ও হেয় প্রতিপন্ন করেন। এরপর তাঁর সামনে মাত্র আরেকটি শত্রুই বাকী থাকে, সেই অনমনীয় শত্রু ছিল ইংল্যান্ড—'সেই দুর্দান্ত জলদস্যু যে সারা বিশ্বের সমুদ্রভাগে উত্যক্ত করে বেড়াচ্ছে।' এই শক্তিমান শত্রুকে ঘায়েল করার কঠোর প্রচেষ্টা চলে পুরো ১৭৯৭ সন ব্যাপী। বোনাপার্ত স্বয়ং এসময় ইতালীয় রণ-প্রান্তরে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। ইংল্যান্ডের জন্য এটা ছিল নিতান্তই এক ক্রান্তিকাল। ইউরোপে তখন তার কোন মিত্র ছিল না। আয়ারল্যান্ডে বিদ্রোহ ছিল সমাসন্ন, বৃটিশ রণপোতে বিদ্রোহ দেখা দেয়, সেই দেশে খাদ্যের ঘাটতি ঘটে, এমনকি আর্থিক সংকটও দেখা দেয়; তদুপরি, টিপু সুলতানের সংগে ফরাসীদের যোগসাজসের ফলে ভারতে বৃটিশদের কর্তৃত্বের প্রতি হুমকি দেখা দেয়। সমুদ্রে বৃটিশ ক্ষমতা খর্ব করার জন্য ফরাসী দিরেকতরবর্গ ইতিমধ্যেই স্পেন ও হল্যান্ডের রণপোত বহরগুলোকেও নিয়োজিত করে।

কিন্তু সবদিকে সংকট সত্ত্বেও ফ্রান্সের পক্ষে ইংল্যান্ডকে ঘায়েল করা সহজ ছিল না। বরং ঐ সময়ে যেকোন নৌশক্তি ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অর্থ ছিল, নিজ দেশে ও তার অধীন ঔপনিবেশিক এলাকাসমূহকে বৃটিশ নৌ বাহিনীর আক্রমণের মুখে ঠেলে দেয়া। প্রকৃতপক্ষে এ যাবৎ সব ফরাসী চক্রান্ত ও পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, যদিও ওলন্দাজ ও স্পেনীয় রণপোতবহরসমূহ ফরাসীদের কৌশলগত শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এর কারণ বৃটিশ নৌবাহিনীর অব্যাহত দাপট। উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে স্পেনের যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে স্পেনকে বৃটিশ নৌবহরের আক্রমণের মুখে ত্রিনিদাদ (Trinidad) হারাতে হয়। সেন্ট ভিনসেন্ট অন্তরীপে (Cape St. Vinent) স্পেনীয় নৌবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়। অক্টোবরের দিকে কেম্পারডাউনে (Camperdown) ওলন্দাজদেরও একইরূপ পরিণতির শিকার হতে হয়। কেপ্ কলোনী (Cape Colony) মালাক্কা, (Malacca) শ্রীলংকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের (West Indies) অংশ বিশেষসহ অনেক ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক এলাকা বৃটিশদের করতলগত হয়। ১৭৯৭ সনের ডিসেম্বরে ফরাসী সেনাপতি ওশ (Hoche) আয়ারল্যান্ডে অবতরণ করতে গিয়ে

www.pathagar.com

ব্যর্থ হন। এভাবে বৃটেনের বিরুদ্ধে বহুমুখী ফরাসী সামরিক তৎপরতা ও ঘটনা প্রবাহে বৃটেন প্রভাবিত হয় বটে, কিন্তু বৃটিশ বিরোধী প্রথম ইউরোপীয় অভিযান আপাতত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফরাসীদের চক্রান্তের মুখে সারা ইউরোপ বিপর্যস্ত হয় বটে, কিন্তু ইংল্যান্ড এ অবধি মোটামুটি নিরাপদ থাকে।

বোনাপার্তের অভিযান পরিকল্পনা

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের প্রথম কৌশলগত পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার পর সেই দেশকে মোকাবেলা করার দায়িত্ব অর্পিত হয় ইতালীয় রণ-প্রান্তরের বিজয়ী বীর নাপোলেওঁ বোনাপার্তের ওপর। বৃটিশদের দুর্দমনীয় নৌশক্তির দাপট হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আরেকটি উৎকৃষ্টতর পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বোনাপার্ত সক্রিয় হন। তিনি বিশ্বাস করতেন: 'ইংল্যান্ড যে জয় করবে ইউরোপ হবে তার পদানত।' তাঁর কৌশল-পদ্ধতি যথার্থই শুধু নিপুণ ছিল না, ছিল ব্যাপক। তিনি জানতেন যে, ইংল্যান্ড শুধুমাত্র একটি দ্বীপভূমি নয়, এ হচ্ছে একটি বিশ্বশক্তি—যে শক্তির কাছে বিশ্ব-বাণিজ্যের বিষয় হচ্ছে বাঁচা-মরার ব্যাপার। আলেকজান্ডারের দৃষ্টান্তের অনুকরণে তিনি প্রথম মিশর বিজয়ে সংকল্পবদ্ধ হন। এড্রিয়টিক সাগর (Adriatic sea) থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে তিনি পতনোন্মুখ তুর্কী সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করতে মনস্থ হন। একই সঙ্গে তিনি ভূমধ্য-সাগরস্থ এলাকায় ইংল্যান্ডের বাণিজ্য বিনষ্ট করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং স্থলপথে অগ্রাভিযান পরিচালনা করে ইংরেজদের কর্তৃত্ব থেকে ভারতবর্ষ ছিনিয়ে নিতেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন।

এ ধরনের বিশদ ও বিস্তৃত কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নে বোনাপার্ত প্রবৃত্ত হন অতি উচ্চাভিলাষী মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার কারণে। উল্লেখ্য, শৈশবকাল থেকে প্রাচ্যের প্রতি বোনাপার্তের বিশেষ এক মোহ ছিল। তদুপরি, বোনাপার্ত অনুধাবন করতে পারেন যে, 'কোন কিছুই পারীতে অধিককালের জন্য স্মরণ রাখা হয় না। আমাকে যদি কিছুকাল নিষ্ক্রিয় থাকতে হয় তাহলে আমার জীবন-নাটকের যবনিকা পতন ঘটবে।'[২] একজন দিরেকতর হবার মতো বয়স-গাম্ভীর্য তাঁর হয় নি। সেই সময় দাইরেকতোয়ার সরকার উৎখাত করার মতো সাধ্যও তাঁর ছিল কিনা সন্দেহ। ১৭৯৮ সনের প্রথম দিকে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগীর কাছে তাঁর এরূপ গোপন অভিলাষ ব্যক্ত করেন,, 'আমার তখনকার গৌরব ছিল নিতান্ত গতানুগতিক। [আমার অভিলাষ সাধনে] এই ক্ষুদ্র ইউরোপ নিতান্তই একটি পরিমিত স্থান মাত্র। প্রাচ্যেই শুধু যশস্বী হওয়া সম্ভব।"[৩]

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য, নাপোলেওঁ বোনাপার্তের তৎকালীন জনপ্রিয়তা অনেকের হিংসা ও উৎকণ্ঠার উদ্রেক ঘটায়। ফরাসী রাজধানীতে তাঁর উপস্থিতি তৎকালীন দিরেকতোয়ার সরকারের কর্তৃত্বকে ম্লান করে এবং দিরেকতরদের গাত্রদাহ সঞ্চার করে। ইতিপূর্বে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের আর কোন সেনাধিপতি দেশ-বিদেশে এতখানি আদর-অভ্যর্থনা বা সম্মান লাভ করেন নি। দিরেকতরবর্গ বোনাপার্তের মিশর অভিযানের পরিকল্পনায় সত্যিকার খুশী হন। কেননা এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে হলে এই জনপ্রিয় অধিনায়ককে ফরাসী রাজনীতির ক্ষমতাকেন্দ্র, পারী, ছাড়তে হবে। এমনকি যেতে হবে ইউরোপ ছেড়ে বহু দূরে; লুক্সেমবুর্গে একজন জাতীয় বীর হিসেবে যে গণ-সম্বর্ধনা বোনাপার্ত লাভ করেন তা' কেউ বিস্মৃত হয় নি। ১৭৯৮ সনের ১৮ মে বোনাপার্ত একটি মহা অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করে মিশর অভিমুখে তুলোঁ ত্যাগ করেন। (দ্রঃ মানচিত্র-১ খ)। এই অভিযানে ৪০০ জাহাজ বোঝাই ছিল ৩৮,০০০ সৈন্য; এতে আরো ছিলেন অনেক জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তি, ছিলেন বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ। বোনাপার্তের অভিযানের কৌশলগত পরিকল্পনার বহুমুখী উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় এখানেই। বলা সমীচীন যে, চিরাচরিত ধারা অনুকরণে তিনি নিছক সামরিক অভিযানে আস্থাবান ছিলেন না, তাঁর অভিযান ছিল সর্বমুখী এবং তাঁর অভিযানের বাহিনী ছিল সর্বগুণসমন্বিত।

পিরামিড ও নীলনদের যুদ্ধ

মিশর অভিমুখে রওয়ানা হলেও নাপোলেওঁ বোনাপার্ত পথিমধ্যে সেন্ট জনের নাইটদের (Knights of st. John) কর্তৃত্ব থেকে মাল্টা দখল করেন, সুকৌশলে নেলসনের নেতৃত্বাধীন ইংলিশ রণপোতবহর এড়িয়ে যান এবং ১৭৯৮ সনের জুলাইতে আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করেন। জুলাই মাস অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই তিনি পিরামিডের যুদ্ধে (Battle of the Pyramids) প্রখ্যাত তুর্কী বাহিনী 'মাম্লুক'দের (Mamelukes) খতম করেন। এই যুদ্ধের পূর্বে চার হাজার বছরের স্মৃতি বিজড়িত মিশরের পুরনো সভ্যতার ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর সৈন্যদের অনুপ্রেরণা যোগাতে সচেষ্ট হন: 'চল্লিশ শতকের [সভ্যতার গৌরব] চেয়ে আছে তোমাদের দিকে[৪]।' এরূপ মহাগৌরব লাভের উৎসাহে অনুপ্রাণিত সৈন্যদের নিয়ে তিনি কায়রো জয় করেন, আর মনে হয় যে, সমগ্র নীলনদ উপত্যকা তাঁর করায়ত্তে আসার পথে।

ইতিমধ্যে বোনাপার্ত মিশরে ফরাসী বিজয়ী অবস্থান সুনিশ্চিত করার মানসে সেই দেশের ধন-সম্পদ উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্মের প্রশংসা করেন[৫]। কায়রোর দেওয়ানের উদ্দেশ্যে তিনি তোষণমূলক ভাষা

www.pathagar.com

ব্যবহার করেন। একই সঙ্গে পবিত্র কোরান শরীফ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, নাস্তিকতাবাদী ফ্রান্স খ্রীস্টান ধর্মমত থেকে দূরে সরে এসে প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মের অনুসারী হয়। এমনকি তিনি বুঝাতে চান যে, তিনি নিজেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। হাস্যকর হলেও এটা সত্য যে মিশরে ফরাসী বাহিনীর জন্য একটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনার কথাও তিনি বলেন। তিনি আরো বোঝাতে চান যে, ফরাসী বাহিনীর সৈন্যদের খতনা করার কাজ সম্পন্ন হলে এবং মদ্যপান অভ্যেস নিরোধ করা হলে তারা ইসলামের মূলমন্ত্র আল্লাহ ও তার নবীকে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করবে[৬]।

কিন্তু হঠাৎ ঘটনাপ্রবাহ ভিন্ন পথে মোড় নেয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বোনাপার্ত তাঁর প্রতিপক্ষ বৃটিশ নৌবাহিনীর সঙ্গে কোন সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নি। বোনাপার্ত বৃটিশ বাহিনীকে এড়িয়ে এলেও নেল্‌সন ও বৃটিশ রণপোতবহর ফরাসী নৌবাহিনীর গতিপথ অনুসরণ করে চলে এবং নীলনদের যুদ্ধে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই ফরাসী রণপোতগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে। এর ফলে ইউরোপের সঙ্গে মিশরে অবস্থানরত বোনাপার্তের নেতৃত্বাধীন ফরাসী নৌবাহিনীর যোগাযোগ ছিন্ন হয়। এভাবে বোনাপার্ত শুধু তাঁর রণপোত থেকে বঞ্চিত হন নি, তিনি বিচ্ছিন্ন হন তাঁর মূল ঘাঁটি থেকে। নেলসনের এই বিরাট বিজয়-সাফল্য বোনাপার্তের মিশর অবস্থান এরূপ মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয় যে, তাঁর স্থলে অন্য কেউ হলে অনেকটা হতাশাগ্রস্ত হতেন।

কিন্তু নাপোলেওঁ বোনাপার্ত ছিলেন ভিন্ন ধাঁচের ব্যক্তিত্ব। বিপর্যয়ের মুহূর্তেও তিনি অভাবিত প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। বিজয় ও সাফল্য লাভ কালে যে নৈপুণ্য তিনি প্রদর্শন করতেন বিপর্যস্ত পরিস্থিতির পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটেও তিনি তাল সামলিয়ে আপন উদ্দেশ্য সাধনের অদ্ভুত ক্ষমতার প্রমাণ রাখেন। যে কয়েক সপ্তাহ তিনি ফ্রান্স থেকে খবরের প্রতীক্ষায় থাকেন ঐ সময় তিনি মিশরে এরূপ বহুমুখী বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ক্রিয়াকর্মে ব্যাপৃত হন যে, এই ক্ষেত্রে তাঁর অমূল্য অবদানের জন্য তঁকে আধুনিক মিয়রতত্ত্বের সবচাইতে বড় পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সম্মান দেয়া হয়[৭]।

তুরস্ক ইতিমধ্যে নেলসনের বিজয়ে উৎসাহিত হয়ে ফরাসীদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়। স্বাভাবিকভাবেই তুর্কীরা পুনর্বার মিশর জয়ের আশা রাখে। তুরস্কের উদ্দেশ্য বানচাল করার মানসে বোনাপার্ত সিরিয়া আক্রমণ করেন। এক প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে তিনি জাফ্‌ফা (Jaffa) দখল করেন (মার্চ ১৭৯৯)। পরে তিনি আকর্‌ (Acre) অবরোধ করেন এবং মাউন্ট টাবোরে (Mount Tabor)

www.pathagar.com

তুর্কীদের মারাত্মকভাবে পরাজিত করেন। বোনাপার্তের পক্ষে আকুর জয় কিন্তু সম্ভব হয় নি। তাই তিনি মিশরে ফিরে যান। বোনাপার্তকে মিশর থেকেও বিতাড়িত করতে তুর্কীরা সংকল্পবদ্ধ হয়। কিন্তু শেষাবধি বোনাপার্ত আবুকীর উপসাগরে (Aboukir Bay) অবতরণকারী একটি তুর্কী বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হন।

কিন্তু তুর্কীদের বিরুদ্ধে বোনাপার্তের এই বিজয় ছিল অনেকটা নিরর্থক। কেননা শীঘ্রই তিনি জানতে পারেন যে, মিশরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকাকালে ইউরোপে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আরেকটি শক্তিসংঘ গঠিত হয়, ফ্রান্সকে হারাতে হয় ইতালী এবং দিরেক্তোয়ার প্রশাসন অনেকটা নিষ্ক্রিয়, ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। ফ্রান্স থেকে আসা এসব দুঃসংবাদে তাঁর মধ্যে এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে একটি কার্যকর হস্তক্ষেপ করার সময় এসেছে, আর খোদ পারীতে এই আঘাত হানতে হবে। মিশর অভিযানের পূর্বে বোনাপার্ত তাঁর ভাইকে লিখেন, 'ফ্রান্সে আমার প্রয়োজন হলে আমি দেশে ফিরে আসবো[৮]'। বোনাপার্তের মতে, বিভিন্ন রণাঙ্গনে ফ্রান্সের এই বিপর্যয়ের দিনে তাঁর দেশে ফিরে যাওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যে ফরাসী অবস্থানও তিনি ছাড়তে চান নি। তিনি বলেন, 'এসব এলাকায় আমাদের থাকতে হবে অবশ্যি; এসব অঞ্চল আমাদের কর্তৃত্বাধীন রেখে দিগ্বিজয়ীদের মতো আমরাও হবো মহান[৯]।'

টীকা:

১. উল্লেখিত, Ketelbey. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯
২. উদ্ধৃত, New Cambrige Modern History, vol. Ix. পৃঃ ৩১০
৩. উদ্ধৃত, Gershoy. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৫
৪. উল্লেখিত, Ketelbey, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০
৫. Rose, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০
৬. Ketelley, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০
৭. ঐ
৮. ঐ.
৯. উদ্ধৃত, Gottschalk, প্রাগুক্ত, পঃ ২৯৭

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

বোনাপার্তের ব্রুমেয়েরের অভ্যুত্থান ও শান্তি প্রয়াস

মিশর থেকে স্বদেশ পাড়ি

ইতালীয় অভিযানের অভাবিত সাফল্যের পর মিশর অভিযান বোনাপার্তের জীবনে আরেক অধ্যায় সংযোজন করে। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে মিশর অভিযানকে একটি ব্যর্থ অভিযানরূপে পরিগণিত করা যেতে পারে, কিন্তু এই অভিযানের প্রাসঙ্গিক ফলাফল বোনাপার্তের জন্য যথার্থই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। আদি সভ্যতার ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত এই দেশে অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে বোনাপার্ত স্বয়ং অনেক নতুন গৌরব লাভের কৃতিত্ব দাবি করেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর সামরিক ইস্তেহারে তিনি রণপ্রান্তরে তাঁর পরাজয়ের ঘটনাসমূহ চেপে যান বা খাটো করে দেখান, আর বিজয়ের ঘটনাবলী উচ্ছ্বসিত ভাষায় বা অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরেন। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বোনাপার্তের মিশর অভিযানের মতো দুঃসাহসিক পরিকল্পনা কল্পনাবিলাসী ফরাসীদের মানসপটে এক নিদারুণ প্রভাব ফেলে। পক্ষান্তরে, পারীর নিষ্ক্রিয় দিরেকতোয়ার প্রশাসনের নিস্পন্দ, গতানুগতিক মন্দা শাসনের ধারা সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয়। ফরাসী জাতির ভাবাবেগে পরিলক্ষিত এরূপ বৈপরীত্য চেতনার সদ্ব্যবহার করতে বোনাপার্ত কালক্ষয় করেন নি[১]।

শীঘ্রই নাপোলেওঁ বোনাপার্ত ব্যর্থ ভাগ্যান্বেষীর মতো বৃটিশ রণপোতবহরের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে ফ্রান্সে ফিরে আসেন। মিশরে ফরাসী বাহিনীর পরিচালনার ভার তিনি তাঁর সহযোগী ক্লিবারকে (Kleber) দিয়ে আসেন। ক্লিবারের নিকট মিশরের অধিনায়কত্ব হস্তান্তরের প্রাক্কালে বোনাপার্ত তাঁর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে এরূপ বার্তা রাখেন 'জরুরী অবস্থার কারণে, দেশের স্বার্থ, এর গৌরব ও এর প্রতি আনুগত্যের কারণে আমাকে শত্রুপক্ষের রণতরী বাহিনীর অভ্যন্তর দিয়ে ইউরোপে ফিরে যেতে হচ্ছে'[২]।

মিশরে এই ফরাসী বাহিনী আরো দু'বছরের মতো শত্রুর বিরুদ্ধে মুখোমুখী অভিযানে লিপ্ত থাকে, কিন্তু শেষাবধি তারা বৃটিশদের হাতে পরাজিত হয় এবং ফরাসীদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল তারা পরে বৃটিশ জাহাজে ফিরে আসে।

এসব হচ্ছে পরের ইতিহাস। ১৭৯৯ সনের অক্টোবরের মাঝামাঝি বোনাপার্ত যখন পারীতে পৌঁছেন ফরাসী জনগণ তখন তাঁকে বিজয়ী বীর হিসেবেই

www.pathagar.com

প্রাণচালা সম্বর্ধনা সহকারে গ্রহণ করে। দিরেকতোয়ার শাসন ইতিমধ্যে তার জনপ্রিয়তা ফ্রান্সে প্রায় সম্পূর্ণরূপে হারায়। সমসাময়িকীদের দৃষ্টিতে, বোনাপার্ত শুধু ইতালী জয় করেন নি, তিনি হারান অস্ট্রিয়াকে, শান্তি চুক্তি চালিয়ে দেন ইউরোপ মহাদেশে, বিজয়ের গৌরব লাভ করেন প্রাচ্যেও। বিজয়ী বীর হিসেবে শুধু নয়, শান্তি সংস্থাপক হিসেবেও বোনাপার্ত স্বদেশে খ্যাতি অর্জন করেন।[৩]

আতংকগ্রস্ত দিরেকতরবর্গের কাছে ফ্রান্সে বোনাপার্তের উপস্থিতি বাস্তবিক পক্ষে অনভিপ্রেত ছিল; কিন্তু ফরাসী জনগণ তাঁর আগমন বার্তায় উৎফুল্ল হয়ে একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করে[৪]। তাঁর সমর্থনে এরূপ অনুকূল জনমতের সুযোগ নিয়ে ১৭৯৯ সনের ৯ তারিখে নাপোলেওঁ বোনাপার্ত এক অভ্যুত্থান ঘটান। আঠারো ব্রুমেয়েরের (বিপ্লবী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী) এই অভ্যুত্থান বোনাপার্ত ঘটান একেবারে সঠিক মুহূর্তে ক্ষণিকের এক আঘাতেই বোনাপার্ত ফ্রান্সে তাঁর প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

ব্রুমেয়েরের অভ্যুত্থান

নাপোলেওঁ বোনাপার্তের ফ্রান্সে পুনরায় আবির্ভাব ঘটে যথার্থ শুভ সময়ে। সুদীর্ঘকাল অবধি তিনি যে পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ভাবছিলেন এই মুহূর্তে তারই অনুকূলে সবকিছু প্রস্তুত বলে তাঁর কাছে ধরা দেয়। ফ্রান্স থেকে তাঁর অনুপস্থিত থাকাকালে ফরাসী সরকারের কার্যনির্বাহী ও বিধান প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ সরাসরি একে অপরের সংগে বিরোধে লিপ্ত হয়। দিরেকতোয়ার প্রশাসন উত্তরোত্তর শুধু জনপ্রিয়তা হারায় নি, তাদের অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, এদের ব্যর্থতার অনেকের মধ্যে ঘৃণার সঞ্চার হয়। এমতাবস্থায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ফরাসী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার বিধান করতে পারেন এরূপ যে কোন সরকারকে জনগণ স্বাগত জানাবে[৫]। দেশকে বাম ও ডানপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে উদ্ধার করার প্রকাশ্য ওয়াদা করেন বোনাপার্ত[৬], আর এভাবে প্রচলিত প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত সর্বশ্রেণীর জনমতকে তাঁর পেছনে সংঘবদ্ধ করে বোনাপার্ত দিরেক-তোয়ার সরকারকে উৎখাত করার কাজে হাত দেন।

ফ্রান্সের নির্বাচিত ও প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করার ব্যাপারে যে চক্রান্তের পরিকল্পনা তিনি প্রণয়ন করেন এবং উদ্দেশ্য সাধনে যেসব সহযোগীদের সঙ্গে হাত মিলান এর থেকে বোনাপার্তের কৌশলমূলক চাতুর্যের পরিচয় মেলে। বোনা-পার্তের সহযোগীদের মধ্যে বিশেষ করে সিয়ে (Abbe Sieyes) ও তালেঁরা'র (Tallyrand) নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা দু-জনেই ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের অগ্রপথিক।

www.pathagar.com

সিয়ে এ সময়ে স্বয়ং ছিলেন একজন নির্বাচিত দিরেকতর, আর তালেঁরা ছিলেন পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী। ফ্রান্সে একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে এক-নায়কত্ব প্রবর্তনের সূচনা হিসেবে এই ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়নকে একটি কলংকজনক অধ্যায় বলা যেতে পারে। একেবারে বিনা আড়ম্বরেও দ্বিধাহীনচিত্তে দিরেক-তোয়ার সরকারকে উৎখাত করা হয়। পাঁচ শ' সদস্যের পরিষদকে প্রথমে বন্দুকের নলের মুখে বিতাড়িত করা হয়, কিন্তু পরে পরিষদের ঐ মাসের সভাপতি বোনাপার্তের কনিষ্ঠ সহোদর লুসিঁও'র (Lucien) সহায়তায় আইনসিদ্ধ সরকারকে উৎখাত করার ব্যাপারে চক্রান্তকারীদের ইচ্ছা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রধান প্রতিনিধি পরিষদও অভ্যুত্থানের বাস্তবতা মেনে নেয়। পরিশেষে সরকারের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা সাময়িকভাবে সিয়ে, রোজে দুকো (Rodar Ducos) ও বোনাপার্তের হাতে ন্যস্ত হয়। এভাবে ফ্রান্সে দিরেকতোয়ার শাসিত প্রজাতন্ত্র-ভিত্তিক সরকারকে উচ্ছেদ করে বোনাপার্ত ও তাঁর সহযোগীরা ক্ষমতা লাভ করেন।

ফরাসী জনমত এরূপ ষড়যন্ত্র বা চক্রান্তের রাজনীতিতে তেমন একটা দুঃখিত হয় বলে মনে হয় না। বরং বলা যেতে পারে যে, ব্রুমেয়েরের অভ্যুত্থান প্রায় সার্বজনীন সমর্থন লাভ করে। রাজতন্ত্রপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল, উদারপন্থী ও প্রজা-তন্ত্রের অনুরাগী নির্বিশেষে সবাই দিরেকতোয়ার সরকারকে উৎখাত করার মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ বিভিন্ন, এমনকি বিপরীতমুখী, স্বার্থ-সংলগ্ন বিষয় চরিতার্থ করার সম্ভাবনায় আশান্বিত হয়। রাজতন্ত্রপন্থীরা এই অভ্যুত্থানকে বুরবোঁ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে একটি বিশেষ পদক্ষেপরূপে ধরে নেয়। উদার প্রজাতন্ত্রবাদীরা তাদের নিজস্ব ভাবাবেগ বা আসক্তি অনুযায়ী ধারণা করে যে, বোনাপার্তের অভ্যুত্থান 'মুক্তি' আদায়ের পথ সুগম করবে, যে মুক্তির কথা বিপ্লব চলাকালে বার বার প্রতিধ্বনিত হয় মৌখিকভাবে কিন্তু বাস্তবে সর্বদা ফরাসী জনমানুষ হয় প্রবঞ্চিত।

ব্রুমেয়েরের অভ্যুত্থান সম্পর্কে ফরাসী সর্বসাধারণ কিন্তু অধিকতর অন্তঃদৃষ্টির পরিচয় দান করে। এই অভ্যুত্থানকে তারা দেখে এমন এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের বিজয় হিসেবে যিনি ফ্রান্সে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবেন। এসব বিভিন্নতর আশা ও অভিলাষ কতখানি বাস্তবায়িত হয় বা ব্যর্থ হয়ে যায় ইতিহাস তা' বিচার করবে, কিন্তু ঐ সময়ে ব্রুমেয়ের অভ্যুত্থানের সুফল বোনাপার্ত এককভাবে করায়ত্ব করেন। রক্ষণশীল বৃটিশ চিন্তাবিদ দার্শনিক বার্ক (Edmund Burke) ফ্রান্সে এক-নায়ক ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন অবশেষে তা অক্ষরে অক্ষরে সুস্পষ্টভাবে বাস্তবায়িত হতে চলে। বিপ্লবের এই শেষ পর্বে এভাবে আবির্ভাব ঘটে এমন এক জনপ্রিয় সেনানায়কের যিনি যথার্থই ছিলেন তেজস্বী

www.pathagar.com

ও দক্ষ পরিচালন ক্ষমতার অধিকারী এবং যিনি জানতেন কি করে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়[৭]।

অষ্টম বছরের নতুন সংবিধান

ফ্রান্সের অভ্যন্তরে বোনাপার্ত তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় করার মানসে একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। বিপ্লবী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এই সংবিধান অষ্টম বছরের সংবিধান নামে পরিচিত হয়। ব্রুমেয়ের অভ্যুত্থানকালীন অন্তর্বর্তী ব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হয়। নতুন সংবিধানের মুখ্য প্রণেতা ছিলেন সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ সিয়ে, যদিও বোনাপার্ত নিজেও এতে কিছু কিছু সংযোজন করেন। এই নতুন সংবিধানকে একটি নীতিবাগীশ মস্তিষ্কের 'উদ্ভট পরিকল্পনা'-রূপে আখ্যায়িত করা হয়। এর ভিত্তি ছিল দু'টো সহজ নীতি 'নিম্নস্তর থেকে আস্থাভাজন হতে হবে; ক্ষমতা ন্যস্ত হবে উপরের স্তর থেকে'[৮]। বোনাপার্তের সামরিক একনায়কত্ব গণতান্ত্রিক রূপরেখার অন্তরালে আবৃত থাকে। কেননা নতুন সংবিধানে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি মৌখিক সৌজন্য প্রদর্শন করা হয়, যদিও বাস্তবিকপক্ষে প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়। 'বিপ্লবের কল্পিত পর্যায় আমরা পেরিয়ে এসেছি, এখন বিপ্লবের ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলছি আমরা', বোনাপার্ত বলেন[৯]। প্রকৃতপক্ষে বোনাপার্ত বিপ্লবকে দু'টো সুস্পষ্ট পর্যায়ে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন: একটি হচ্ছে তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বাবধি পর্যায় যখন বিপ্লবের মাধ্যমে ফরাসী জাতির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সনাতন প্রশাসন-জনিত অতীতের আবর্জনা থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ অর্জন, আর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ফ্রান্সে তাঁর কর্তৃত্ব লাভের পর থেকে। এই পর্যায়ে সনাতন ব্যবস্থার, সদ্য ধ্বংসস্তূপ থেকে স্থিতিশীল, মঙ্গলকর উপাদানসমূহ উদ্ধার করে এ সবের সঙ্গে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চলে নতুন বিপ্লবী ব্যবস্থার। প্রকৃতপক্ষে, ১৭৮৯ সনে উচ্ছেদ-কৃত অনেক পুরনো আইন ও প্রশাসনিক পদ্ধতি পরবর্তী কয়েক বছরে আবার প্রবর্তিত হয়, যেভাবে কিছু কিছু বিলুপ্ত নদী ভিন্নতর প্রান্তরে ও পরিবেশে পুনরায় জন্মলাভ করে[১০]। বোনাপার্তের সার্বিক প্রয়াসের উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী সুফলসমূহ সুসংহত করা আর এর সাময়িক বাড়াবাড়ি প্রবণতা বা অতিরঞ্জিত ব্যবস্থাদি পরিহার করে বিপ্লবী ফ্রান্সের কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত করা।

কনস্যুলেট সরকার ও আভ্যন্তরীণ শান্তি

ফ্রান্সের নতুন সরকার, কনস্যুলেট সরকার (Consulate Government,) তিন-জন কন্সাল সহকারে গঠিত ছিল। কিন্তু সেনাধিনায়ক বোনাপার্ত স্বয়ং ছিলেন

www.pathagar.com

তাঁদের মধ্যে প্রথম কন্‌সাল ও সর্বেসর্বা। বোনাপার্ত অন্যদের মনোনয়ন দান করেন। কনসালরা ৮০ সদস্যের একটি সিনেট নিযুক্ত করে আজীবনকালের জন্যে এবং এই সিনেট যে কোন সাংবিধানিক বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। জনগণের নির্বাচিত তালিকাসমূহ থেকে কন্‌সালরা একটি ট্রাইব্যুনেট (Tribunate) ও একটি বিধান সভা (Legislative body) মনোনীত করেন। বিধান ব্যবস্থা নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা হতো ট্রাইব্যুনেটে, কিন্তু এর ওপর ভোট প্রদান করা হতো বিধান সভায়। আইনবিধি প্রণয়নের প্রস্তাব শুধুমাত্র প্রথম কন্‌সাল করতে পারতেন এবং এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতো তাঁরই মনোনীত একটি রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of State)। রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি ছিলেন প্রথম কন্‌সাল স্বয়ং। 'আদর্শ-নীতিমালা প্রয়োগের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে একমাত্র যা' কিছু সত্য ও বাস্তবানুগ তার ওপর। আমাদের পক্ষে কল্পনাপ্রবণ বা অনুমান-প্রয়াসী হওয়া সঠিক হবে না[১১]।' এরূপ অবিস্মরণীয় উক্তি করেন বোনাপার্ত তাঁর রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রথম দিকের কোন এক অধিবেশনে। এ জাতীয় মন্তব্য অন্ততঃপক্ষে কনস্যুলেট আমলের নীতিগত উদ্দেশ্যের পরিচয় বহন করে।

সরকারের প্রথম কন্‌সাল ছাড়া বোনাপার্ত ফরাসী সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়কও ছিলেন। তিনি স্থানীয় প্রশাসনের তদারকী করতেন, বৈদেশিক সম্পর্কিত বিষয়াদি ও কূটনৈতিক বিভাগও নিয়ন্ত্রণ করতেন। দেশের পদস্থ কর্মচারীদের মনোনীত করার ক্ষমতা তাঁর হাতে ন্যস্ত হয়, এবং এসব কর্মচারী, এমনকি বিচারকদের পর্যন্ত একমাত্র তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হতো। তবু 'অগাস্টাসের (Augustus) অধীন রোমের মতো ফ্রান্সকে তখনো প্রজাতন্ত্র বলা হতো[১২]।' নতুন একনায়ক-ভিত্তিক প্রশাসন গণভোটের মাধ্যমে প্রায় একচেটিয়া জন-সমর্থন লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে, বোনাপার্তের কনস্যুলেট সরকার ছিল প্রাক্তন রাজবংশের স্বৈরতন্ত্রী ভাবধারাপুষ্ট, যদিও এতে বিশেষ একটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বোনাপার্তের স্বৈরশাসন ছিল যোগ্যতাভিত্তিক[১৩]। এতে জন সমর্থন ছিল। বিশেষাধিকার-অব্যাহতির স্থান এতে ছিল না—এতে বিশেষাধিকারের ভিত্তি ছিল প্রতিভা। সামরিক শিক্ষাসুলভ ও নিয়মতান্ত্রিক ধারায় বোনাপার্ত এমন একটি সরকার সংগঠনে বদ্ধপরিকর হন যাতে জাতি তাঁর আদেশ-নির্দেশের ডাকে দ্রুত সাড়া দান করে বা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। এক কথায়, এ সরকারের ভিত্তি ছিল একনায়কতন্ত্র, অন্য কিছু নয়। তা সত্ত্বেও ফরাসী জাতি এরূপ শাসনকে উৎসাহ সহকারে গ্রহণ করে। অন্ততঃপক্ষে তাঁর সরকারের প্রথম কয়েক বছর বোনাপার্ত সঠিকভাবে দাবি করতে পারতেন যে, তিনি জনগণের ইচ্ছার দ্বারা

www.pathagar.com

পরিচালিত আর তার প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াভিত্তিক বা তার সাম্রাজ্য ছিল গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্য মাত্র[১৪]।

ক্ষমতা লাভের পর পরই বোনাপার্ত ফ্রান্সের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। একদিকে তিনি সচেষ্ট হন আভ্যন্তরীণ কোন্দল পরিহার করতে, অন্যদিকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীসমূহের স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান করে তিনি চেয়েছেন তার নিজস্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে। প্রকৃতপক্ষে বোনাপার্ত তার ক্ষমতা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। তিনি শুধু শৃঙ্খলা বিধানে বদ্ধপরিকর হন নি, সনাতন শাসনের সামাজিক ও আর্থনীতিক অপব্যবহার ও অভিশাপ আবার যেন ফ্রান্সকে গ্রাস না করতে পারে সেই নিশ্চয়তা বিধানেও তিনি প্রয়াসী হন। এসব বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধনে একদিকে যেমন তিনি লা ভ্যন্দে (La Vandee) ও ব্রীতানীর (Brittany) বিদ্রোহীদের অবশেষসমূহকে কঠোর হস্তে দমন করেন, তেমনি তিনি প্রায় সব রাজনৈতিক অপরাধীদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং কতিপয় ঘৃণ্য অভিজাত দেশত্যাগী ছাড়া বাদবাকী সবাইকে স্বদেশে ফিরে আসার সুযোগ প্রদান করেন। এমনকি তিনি পুরোহিতদের প্রকাশ্যে ধর্মীয় উপাসনা পালন করার অনুমতি দান করেন। এর প্রতিদানে পুরোহিতদের কাছ থেকে তিনি শুধুমাত্র রাজনৈতিক আনুগত্যের ওয়াদা আদায় করেন। এছাড়াও যেসব স্থানে বিপ্লবী আইন বিরোধী যাজকদের ধর্মীয় কার্যক্রম প্রতিপালন বা পৌরহিত্য করার কর্তৃত্বের বিরোধিতা করা হতো না সে সব স্থানে বোনাপার্ত এদের ক্ষমতা বা অধিকার ফিরিয়ে দেন।

টীকা :

১. Gershoy, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৪৪
২. উদ্ধৃত, Jean Tulard, **Napoleon The Myth of the Savior.** Translated by Teresa Waugh (London : Methuen and Co. Ltd., 1977), পৃ. ৭০
৩. ঐ পৃঃ ৭৪
৪. Ketelbey, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
৫. Rose, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২
৬. Louis Bergenon, **France Under Napoleon.** Translated by R.R. Palmer (Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1981), পৃ. ২২
৭. Marriott, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
৮. Rose, প্রাগুক্ত পৃ. ১২০
৯. উল্লেখিত Marriott, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

www.pathagar.com

১০. Alexis de Tocqueville; **The Old Regime and the French Revolution.** Translated from the French by Stuart Gilbert (New York; Doubleday and Company, 1955), পৃ. X

১১. উল্লেখিত Rose, প্রাগুক্ত পৃ. ২৬৬

১২. Philip Van Ness Myers, **A Short History of Ancient, Medieval and Modern Times** (Boston Ginn. 1922) পৃ. ২৯৯

১৩. Ketelbey, প্রাগুক্ত পৃ. ১০৩

১৪. Gershoy, প্রাগুক্ত. পৃ. ৩৫৩

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

বোনাপার্ত ও ইউরোপীয় শক্তিসংঘ ঃ ইউরোপে বোনাপার্তের কৌশলমূলক চাল

ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বোনাপার্ত তাঁর আপন অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর বৃহত্তর ইউরোপীয় রাজনৈতিক-কৌশলগত অঙ্গনে তিনি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হন। ১৭৯৮–১৭৯৯ সনের শীতকালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একটি নতুন শক্তিসংঘ গঠিত হয়। এই শক্তিসংঘের বিশেষ উদ্যোক্তা ছিলেন তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট (William Pitt)। এতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে বৃটেন, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া, যদিও তুরস্ক, নেপল্‌স ও পর্তুগালও এই শক্তিসংঘে যোগদান করে। একমাত্র প্রুশিয়া এই সব নবগঠিত ফ্রান্সবিরোধী ইউরোপীয় জোট থেকে আপন দূরত্ব বজায় রেখে চলে। সামরিক অভিযান সূচিত হয় দক্ষিণ ইতালীতে। অস্ট্রিয়া ও রুশ যুক্তবাহিনী ইতিমধ্যে মন্তুয়া ও আলেক-জান্দ্রিয়া দখল করে। নেপল্‌সের রাজা ফার্ডিনান্ড (Ferdinand) সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত রোম প্রজাতন্ত্র উৎখাত করেন এবং পোপকে ভ্যাটিকানে ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানান। একইভাবে, ডিউক অব ইয়র্কের (Duke of York) অধীন যুক্ত ইঙ্গ-রুশ বাহিনী হল্যান্ড আক্রমণ করে এবং সুভারফের (Suvaroff) অধীন আরেকটি রুশ বাহিনী নোভী (Novi) নামক স্থানে ফরাসীদের পরাজিত করে এবং জেনোয়ার দিকে বিতাড়িত করে। উল্লেখ্য, এই সময় জেনোয়া ছিল নাপোলেওঁ বোনাপার্তের ইতালীতে বিজিত স্থানগুলোর মধ্যে একমাত্র ফ্রান্সের দখলীকৃত এলাকা।

কিন্তু বোনাপার্তের মিশর থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই ফরাসী বাহিনী ইউরোপীয় শক্তিসংঘের অগ্রাভিযান রোধ করে সার্ডিনিয়া পিড্‌মন্টের রাজা চতুর্থ চার্লস ইম্যানুয়েলকে (King Charles Emmanuel IV of Sandinia-Piedmont) তিউরিন (Turin)থেকে বিতাড়িত করা হয়, বাধ্য করা হয় তাঁকে ইতালীয় ভূখণ্ড ছেড়ে সার্ডি-নিয়া দ্বীপে আশ্রয় নিতে। নেপল্‌সের রাজা ফার্ডিনান্ড বিতাড়িত হন পোলার্মোতে (Polermo); রোম প্রজাতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দক্ষিণ ইতালীকে পার্থিনোপীয় প্রজাতন্ত্র (Parthenopean Republic) হিসেবে সংগঠিত করা হয় (১৭৯৯ সনের জানুয়ারী)। সেপ্টেম্বরে মাসেনা (Massena) জুরিখে রুশদের পরাজিত করে এবং সুইজারল্যান্ডের অভ্যন্তর দিয়ে সুভারফকে পিছু হঠাতে বাধ্য

www.pathagar.com

করে। অক্টোবরে ডিউক অফ ইয়র্ক ব্রুনের (Bruno) কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন এবং পরিশেষে আলকামারের (Alkamar) সন্ধিতে স্বাক্ষর করে তাঁর সৈন্য-সামন্ত প্রত্যাহার করতে রাজী হন। এতে ফরাসী বাহিনীর সম্মুখে বৃটিশ বাহিনীর অযোগ্যতার পরিচয় মেলে। এরপর রাশিয়ার জার পল আর স্থল অভিযানে অংশ গ্রহণ না করাটাই শ্রেয় মনে করেন এবং ভূমধ্যসাগর এলাকায় তাঁর বাহিনীর গতিবিধি সীমাবদ্ধ রাখেন।

ফরাসী বাহিনীর অগ্রাভিযান ও সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব বিরোধী ইউরোপীয় শক্তিসংঘের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ বা অন্তঃকলহ চলতে থাকে। বোনাপার্ত শত্রুপক্ষের অন্তঃকলহে ইন্ধন যোগাতে চান নি, শুধু চেয়েছেন কালক্ষেপণ করতে এবং একই সঙ্গে নিজকে তিনি যুদ্ধরত বিশ্বের শান্তিস্থাপক-ত্রাণকর্তা হিসেবে উপস্থাপিত করতেও তৎপর হন। এসব বহুবিধ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে ১৭৯৯ সনে ডিসেম্বরে ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ (George III) ও অষ্ট্রীয় সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিসকে (Francis II) চিঠি লিখে প্রকাশ্যভাবে তাঁর শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। বৃটিশ পররাষ্ট্র দফতর বোনাপার্তকে একজন ক্ষমতা-লিপ্সু ভাগ্যান্বেষীরূপে বিবেচনা করে। তাই এ জাতীয় অভিলাষ প্রয়াসী ব্যক্তি-মানুষ ও চরিত্রের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে কোনরূপ বোঝাপড়ায় যেতে ইংল্যান্ড অনীহার ভাব ব্যক্ত করে। বোনাপার্তের শান্তি-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবার ফলে সারা ফ্রান্সে দ্রুত রণস্পৃহা ও জঙ্গী উদ্দীপনা জেগে ওঠে এবং স্বাভাবিকভাবেই বোনাপার্ত এই দেশপ্রেমজনিত আনুগত্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন।

মারেঙ্গো ও হোহেনলিন্ডে যুদ্ধ

প্রকৃতপক্ষে, বোনাপার্ত ইউরোপে তাঁর ক্ষমতা সুসংহত করার জন্যে সামরিক সাফল্য ও যুদ্ধ বিজয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বোনাপার্ত তাঁর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে এক ঘোষণায় বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র আমাদের নিজ সীমান্তের প্রতিরক্ষা নয়, শত্রুপক্ষের সীমানায়ও আমাদের আঘাত হানতে হবে।'[১] বোনাপার্তের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের পেছনে তিনি যথার্থ যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। তাঁর মতে, প্রতিপক্ষ তাঁর শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, আর এতে যুদ্ধের দায়-দায়িত্ব তিনি শত্রুপক্ষের ওপর চাপিয়ে দিতে পারেন। এর পর থেকে বোনাপার্ত স্বয়ং আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে রণ-পরিকল্পনা জোরদার করেন। এ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তিনি কার্নো'র সাহায্য লাভ করেন। কেননা কার্নো পুনর্বার যুদ্ধ দফতরের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরই সাহায্যে বোনাপার্ত সেনাবাহিনীর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, সংগঠিত করেন এ বাহিনীকে, নাটকীয়

www.pathagar.com

সামরিক দায়িত্ব পালনে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বোনাপার্তের এ সময়ের সামরিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় শুধু দুঃসাহসিকতার পরিচয় মিলবে না, যে ধৈর্য ও নৈপুণ্যের সঙ্গে এ পরিকল্পনা তিনি বিশদভাবে বাস্তবায়ন করেন এতেও হতবাক হতে হয়। পুনর্বার তিনি তাঁর সৈন্যদের ইতালীয় উপত্যকার দিকে অভিযান পরিকল্পনায় নেতৃত্ব প্রদান করেন। ইতালীর দিকে তিনি অগ্রসর হন আল্পস পর্বতমালার পাশ ঘুরে নয়, অগ্রসর হন এ পর্বতমালার ওপর দিয়ে—বিখ্যাত সেন্ট বার্নাড গিরিপথ (St. Bernard Pass) ধরে (দ্রঃ মানচিত্র ১ (গ))। যানবাহন, যোগাযোগ ও পরিবহণের অনেক দুঃসাধ্য বাধা-প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এভাবে বোনাপার্ত এগিয়ে চলেন এক অভাবিত সামরিক অভিযান বাস্তবায়নের কাজে দুঃসাহসিকতা ও ত্বরিৎ কর্মতৎপরতার দিক থেকে যে অভিযান যথার্থ-ই ছিল অভিনব। জুন ১,৮০০ সালে মারেঙ্গো (Marengo) প্রান্তরের চরম বিজয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর এই অভিযান পরিকল্পনা ঈপ্সিত সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছে। সন্নিকটে ছিল অস্ট্রীয় প্রতিরক্ষা ব্যূহ। এ ব্যূহ সম্পূর্ণ ভেঙে যায়, সৈন্যরা করে আত্মসমর্পন। ফলে অন্যান্য প্রান্তরেও অস্ট্রীয় বাহিনী আতংকিত হয়ে দ্রুত পালিয়ে যায় পার্শ্ববর্তী আশ্রয় শিবিরে। পর পরই অস্ট্রীয় বাহিনী মন্তুয়ায় সরে যায়, আর মিনসিও'র (Mincio) পশ্চিম পাশ ধরে সমগ্র ইতালী বোনাপার্তের কর্তৃত্বে আসে।

এটা বলা অমূলক হবে না যে, ফরাসী বিরোধী দ্বিতীয় ইউরোপীয় শক্তিসংঘের যুদ্ধে ইতালীয় রণপ্রান্তরে অস্ট্রিয়া যে বিজয় সাফল্যের মুখ দেখেছিল মারেঙ্গো যুদ্ধে পরাজয় বরণ ফলে অস্ট্রিয়াকে সব হারাতে হয়। উল্লেখ্য, ফরাসী বাহিনীর সাফল্য শুধু ইতালীয় প্রান্তরে সীমাবদ্ধ ছিল না। এ সাফল্যে পরিপূরক হিসেবে দক্ষিণ জার্মানীর হোহেনলিন্ডেনে (Hohenlinden) মোরো'র (Moreau) নেতৃত্বে আরেকটি ফরাসী বাহিনীও বিজয় গৌরব অর্জন করে (দ্রঃ মানচিত্র ২)। এ বাহিনী এমন কি ভিয়েনার ৭১ মাইল কাছাকাছি অগ্রসর হয়। অস্ট্রিয়া পুনর্বার বোনাপার্তের অনেকটা হাতের মুঠোয় এসে পড়ে এবং ফেব্রুয়ারী ১৮০১ সালে অস্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ লুনেভিলের শান্তিচুক্তি (Peace of Luneville) সম্পাদনে বাধ্য হয়।

লুনেভিলের শান্তিচুক্তি

লুনেভিলের শান্তিচুক্তি কার্যত কাম্পো-ফরমিও চুক্তির শর্তসমূহ পুনরুল্লেখ করে। কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছিল সত্য, কিন্তু সেসবও ছিল অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে। পুনর্বার অস্ট্রিয়া বোনাপার্তের বিঘোষিত বাটাভীয়, লাইগুরীয়, এলভেতিক, এবং সিসালপাইন প্রজাতন্ত্রসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করে। রাইন নদীর পূর্ব তীর ও বেলজিয়ামের উপর ফরাসী কর্তৃত্বও অস্ট্রিয়া মেনে নেয়। সম্রাট ফ্রান্সিস বাধ্য

www.pathagar.com

হন উত্তর ইতালীতে আদ্দিত্তকে সীমারেখা হিসেবে গ্রহণ করতে। একই সঙ্গে তিনি বুরবোঁ বংশোদ্ভূত পারমার ডিউকের নিকট তুস্কানী হস্তান্তর করেন। উল্লেখ্য, এ ব্যবস্থার ফলে পরবর্তীকালে পারমার ডিউকের দেশ এট্রুরিয়া (Etruria) রাজ্য হিসেবে স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করে। কাম্পো ফরমিও ও লুনেভিল শান্তি চুক্তির মধ্যে সম্ভবত আরেকটি পার্থক্য তুলে ধরা যেতে পারে: প্রথম চুক্তিটি ছিল পতনোন্মুখ প্রজাতন্ত্রের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন অধিনায়ক ও কূটনীতিবিদের বিজয়ের ফসল মাত্র, আর দ্বিতীয়টি ছিল স্বয়ং ফরাসী শাসকের কাঙ্ক্ষিত মহাদেশীয় ও উপনিবেশবাদী বিশাল অভিলাষ বাস্তবায়নের অংশ বিশেষ[২]।

বৃটিশ বিরোধী প্রস্তুতি

বোনাপার্ত এরূপ সাফল্যে পরিতৃপ্ত হবার মতো ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। তাঁর উপর্যুক্ত সাফল্য ছিল ব্যাপকতর কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তব রূপদানের প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। দায়িত্ব আর সুযোগ তিনি যত লাভ করেন ততই প্রসারিত হতে থাকে তাঁর বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গী। লুনেভিল শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর বোনাপার্তের গতিশীল কল্পনা ও অভিলাষ ইউরোপীয় শক্তিসংঘ ভেঙে দেয়া বা অস্ট্রিয়ার মতো একটি শক্তিকে পরাজিত করার মতো বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। ইতিমধ্যেই তিনি এমন একটি পরিকল্পনা নিয়ে এতোখানি জড়িয়ে পড়েন যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে তিনি স্বয়ং বিপন্ন হন। এর বাস্তবায়নে ফ্রান্সকে নিয়োজিত করতে হয় তার সর্বশক্তি। এই পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে একটি ঐক্যজোট গড়ে তোলা, আর এই জোটের সমন্বিত শক্তি তিনি প্রয়োগ করতে চান এমন একটি চরম শত্রুর বিরুদ্ধে, যে শত্রুকে তিনি ইউরোপ মহাদেশের মূলভূমিতে মোকাবেলা করার সুযোগ পান নি। এই শত্রুকে তিনি সমুদ্রে ঘায়েল করতেও ব্যর্থ হন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বোনাপার্তের প্রতিপক্ষ বা এই মহাশত্রু ছিল গ্রেট বৃটেন।

এ সময় বোনাপার্ত নেপল্‌স্‌-এর সঙ্গে একটি শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করেন। এ চুক্তির শর্তমতে নেপল্‌স্‌ এর রাজা ফার্ডিনান্ড তাঁর বন্দরসমূহে বৃটিশ ও তুর্কী জাহাজ-রণতরীর অনুপ্রবেশ বন্ধ রাখতে সম্মত হন। শুধু তাই নয়, রাজা ফার্ডিনান্ড স্টেটো ডেই প্রেসিডি বা তুস্কানীর সমুদ্র তীরবর্তী জেলাসমূহ ফ্রান্সের নিকট সমর্পণ করেন। পরবর্তীতে এসব জেলার সংযোজনে এন্ট্রুরিয়া রাজ্য সম্প্রসারিত রূপ পরিগ্রহ করে। এ সময়ে স্পেনের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করে ফ্রান্স আরো লাভ করে লুইজিয়ানা (Louisiana)। পরবর্তীকালে এই এলাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের নিকট থেকে ক্রয় করে।

www.pathagar.com

ইউরোপের বাইরে ফ্রান্সের আরো প্রতিযোগিতা চলে গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে বোনাপার্ত ফরাসী কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চান পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ সান ডোমিঙ্গোতে (San Domingo)। এছাড়া, তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও ফরাসী স্বার্থের বন্ধন গড়ে তোলে এই অঞ্চলেও বৃটিশ বিরোধী উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস পান। বোনাপার্ত এমনকি অস্ট্রেলিয়ায়ও একটি রাজনৈতিক বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী দল প্রেরণ করেন।

কোপেনহেগেন যুদ্ধ ও সশস্ত্র নিরপেক্ষতা অবলম্বন

বোনাপার্তের বহুমুখী সামরিক ও কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে বিশ্বমঞ্চে বৃটেন পুনর্বার অনেকটা একঘরে হয়ে পড়ে। গ্রেট বৃটেনকে একাই আবার ফ্রান্সের সম্মুখীন হতে হয়। কেননা ইউরোপের শক্তিসংঘ থেকে রাশিয়ার জারকে প্রভাবিত করে দূরে সরিয়ে নিতে বোনাপার্তের পক্ষে খুব একটা বেগ পেতে হয় নি। জার পল শুধু ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন না, ছিলেন অতি তোষামোদপ্রিয়। বোনাপার্ত শুধু রাশিয়াকে শক্তিসংঘ থেকে কেটে পড়তে প্ররোচিত করেন নি, তোষামোদ ও কূটনৈতিক চাতুর্য ব্যবহার করে তিনি সাফল্যের সঙ্গে জারকে গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে একটি 'সশস্ত্র নিরপেক্ষ জোট' ('Armed Neutrality') গঠনে ইন্ধন যোগান (ডিসেম্বর ১৮০০ সাল)। এই জোটে রাশিয়া ছাড়া আরো বিজড়িত হয় প্রুশিয়া, সুইডেন ও ডেনমার্ক। এই 'সশস্ত্র নিরপেক্ষ জোট' তাদের উপর ব্যাপক তল্লাশী অধিকার সম্পর্কিত বৃটিশ নৌবাহিনীর দাবির বিরোধিতা করে।

প্রথম দিকে এই জোট সৃষ্টি হয় রাশিয়ার জারের মাল্টা লাভের অভিলাষ থেকে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ মাল্টা অধিকার করায় জারকে স্বাভাবিকভাবেই আশাহত হতে হয়। গ্রেট বৃটেন 'সশস্ত্র নিরপেক্ষ জোটের' দৃষ্টিভঙ্গির মোকাবেলা করে দু'ভাবে। প্রথমত, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের কিছু কিছু কঠোর দাবি প্রত্যাহার করে নেয়: যেমন, যে-কোন অবস্থায় শত্রুর সঙ্গে ব্যবসায় রত যে-কোন জাহাজ থেকে লোহা, কাঠ ও শস্যাদি বাজেয়াপ্ত করা হবে—এ জাতীয় ঘোষণা এ সময় অনেকটা শিথিল ভাবে প্রয়োগ করে। দ্বিতীয়ত, কোপেনহেগেনের যুদ্ধে (১৮০১ সালে) বৃটেন ডেনমার্কের নৌবহর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে। উপরন্তু, মার্চ ১৮০১ সনে একটি প্রাসাদ চক্রের ষড়যন্ত্রের ফলে জার পলের গুপ্তহত্যার পর ইংরেজদের স্বার্থের অনুকূলে মস্কোর দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটে। কেননা, তাঁর উত্তরসূরী প্রথম আলেকজান্ডার ছিলেন ভিন্নতর ভাবধারা ও মেজাজসম্পন্ন। বিশেষ করে তিনি ছিলেন ঘোর ফরাসী বিরোধী। ফলে বোনাপার্তের পক্ষে রাশিয়াকে গ্রেট বৃটেনের বিপক্ষে ব্যবহার করা কঠিন হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

আমিওঁ'র শান্তিচুক্তি

১৮০১ সনের মধ্যে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সকে ঘিরে ইউরোপীয় রণক্ষেত্রে এক অভাবিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বৃটিশ নৌবাহিনী জলাশয় ও সমুদ্রে প্রভুত্ব স্থাপন করে, বিজয় গৌরব লাভ করে বাল্টিক (Baltic) ও ভূমধ্যসাগরে (Mediterranean), এমন কি এর থেকে সুদূর প্রান্তে ওলন্দাজদের পরাজিত করে বৃটেন শ্রীলংকা ও উত্তমাশা অন্তরীপ অধিকার করে, স্পেনের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয় ত্রিনিদাদ। পক্ষান্তরে, ইউরোপ মহাদেশের স্থলভাগে ফ্রান্স ও একইরূপ অজেয় শক্তির রূপ পরিগ্রহ করে। একটি জলশক্তি ও অপরটি স্থলশক্তি হিসেবে খ্যাতিলাভ করে। দু'পক্ষই শান্তি কামনা করে এবং ২৫ মার্চ ১৮০২ সনে আমিয়াঁয় একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির এক পক্ষে ছিল গ্রেট বৃটেন, আর অন্যপক্ষে ছিল ফ্রান্স, স্পেন ও বাটাভীয় প্রজাতন্ত্র। এটা বলা অমূলক হবে না যে, এ চুক্তির ফলে উভয় পক্ষ স্বস্তি লাভ করে, যদিও সম্ভবত গর্ববোধ করার মতো কোন পক্ষের বিশেষ কারণ ছিল না[৩]।

উপর্যুক্ত চুক্তির শর্ত মতে, গ্রেট বৃটেন যুদ্ধ চলাকালে যেসব উপনিবেশ দখল করে সেসব প্রায় সবই ফিরিয়ে দেয়। বাদ পড়ে শুধু স্পেনের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া ত্রিনিদাদ এবং ওলন্দাজদের কাছ থেকে নেয়া শ্রীলংকা। দ্বিতীয়ত, অগ্রিম নোটিশ প্রদানের তিন মাসের ভেতর গ্রেট বৃটেন মাল্টা থেকে তার হাত গুটিয়ে নেবে এবং বৃহৎ শক্তিসমূহের কর্তৃত্বাধীনে এই দ্বীপটি ফিরিয়ে দেয়া হবে সেন্ট জন-এর নাইটদের (Kinights of St-John) হাতে। তৃতীয়ত, তুর্কী সাম্রাজ্য ও পর্তুগালের অধিকার ও সীমানাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার অঙ্গীকার করা হয়। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল পর্তুগীজ সীমানা। ফ্রান্স এতে তার কর্তৃত্ব বজায় রাখে। পরিশেষে, যুদ্ধরত পক্ষসমূহ পারস্পরিকভাবে যুদ্ধবন্দী বিনিময় করে। এ ছাড়াও ফ্রান্স এবং গ্রেট বৃটেন পরস্পরের সঙ্গে শান্তি ও সম্প্রীতিভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

আমিওঁ শান্তি চুক্তির মূল্যায়ন

আমিওঁ শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হবার পর ইউরোপ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। শান্তিচুক্তির খবরে এমনকি ইংল্যান্ডেও পরম আনন্দ ও প্রফুল্লতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। দশ বছরের যুদ্ধে ধ্বংস ও রক্তক্ষয়ের পর মনে হয় যেন ইউরোপে শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু এরূপ অনুভূতি বা ভাবাবেগ ছিল নিতান্তই সাময়িক। বাস্তবে এ ছিল নিছক যুদ্ধ-বিরতি মাত্র। বোনাপার্ত যেমন তাঁর প্রাচ্য সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা

www.pathagar.com

বাদ দেন নি, ইংল্যান্ডও তেমনি মহাদেশে ফরাসী আধিপত্য মেনে নিতে পারে নি। শান্তিচুক্তির দলিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর বৃটিশ রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গ অনেকটা নির্বাক হন। খুব শীঘ্রি বৃটিশ পার্লামেন্টের অভ্যন্তর ও বাইরের থেকে দেয়া বক্তব্য ও মন্তব্যে যে সমালোচনা ও হতাশার ভাব পরিস্ফুট হয় তাতে স্থিতিশীল শান্তির পথে অশুভ ভাব পরিলক্ষিত হয়। সমুদ্র পারাপারে অবস্থিত ইংরেজদের বিজিত-প্রায় সব এলাকাসমূহ হস্তান্তর করায় উৎকট দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ বৃটিশ নাগরিক মাত্রই বেশ ক্ষুব্ধ হয়। ইউরোপ মহাদেশের স্থলভাগস্থ দেশসমূহের সঙ্গে ইংরেজ ব্যবসায়িক স্বার্থের অনুকূলে বৃটিশ শান্তি আলোচকেরা চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়ায় বৃটিশ ব্যবসায়িক গোষ্ঠী অত্যন্ত বিচলিত হয়। শান্তিচুক্তির ফলে বৃটেনে অনেকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির আশা রাখে। কিন্তু সেই অভিলাষ সিদ্ধি যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এতে আরো তিক্ততা সঞ্চার হয়। এর অবশ্য কারণ ছিল। কেননা আমিওঁ শান্তিচুক্তিতে রাইন নদীর প্রান্ত এলাকা, ইতালীয় রাষ্ট্রসমূহ, বেলজিয়ামের প্রদেশসমূহ, সেভয় বা সুইজারল্যান্ড সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয় নি। প্রকৃতপক্ষে, বোনাপার্ত এসব এলাকা বা দেশ সম্পর্কে আলোচনা করতে নারাজ ছিলেন। তার এই অস্বীকৃতির কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, ইতিপূর্বে লুনেভিলের চুক্তিতে ঐ সব এলাকা বা দেশ সম্পর্কে যথার্থ বিধান রাখা হয়[৫]। এসব বহুবিধ কারণে সমালোচনা ও অভিযোগের ঝড় এসে পড়ে বৃটিশ সরকারের উপর, কিন্তু ঐ পর্যায়ে শান্তি চুক্তিতে, যথোপযোগী মৌলিক পরিবর্তন সাধন ছিল অনেকটা সুদূরপরাহত।

নিঃসন্দেহে আমিওঁ চুক্তির ফলে ফ্রান্স সবচাইতে বেশী লাভবান হয়। হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও রাইনের পূর্বপ্রান্তসহ সমগ্র অঞ্চল ফরাসী কর্তৃত্বে আসে। ইতালীতেও ফ্রান্সের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ নবসৃষ্ট প্রজাতন্ত্রসমূহের স্বাধীনতা প্রদানের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে কোনরূপ নিশ্চয়তা দিতে হয় নি। এভাবে বৃটিশ শান্তি আলোচকরা যথার্থ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া মহাদেশীয় ইউরোপ বোনাপার্তের নিকট সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে অনেকটা ফাঁকা বা মুক্তাঙ্গন হিসেবে ছেড়ে দেয়। প্রায় দশ বছর অবধি যুদ্ধ করার পর ইংল্যান্ড লাভ করে মাত্র দু'টি দ্বীপ আর ফ্রান্স ইউরোপের সবচাইতে প্রতাপশালী রাষ্ট্রে পরিগণিত হয়। ফরাসী কূটনীতিক তালেরাঁ যথার্থ-ই লিখেছেন, 'এটা মোটেই অতিরঞ্জিত করে বলা হবে না যে, সামরিক আধিপত্যের কারণে আমিওঁ শান্তিচুক্তি সম্পাদনকালে ফ্রান্স বিদেশে এরূপ দৌরাত্ম্য ও গৌরব, প্রভাব ও প্রতিপত্তি কায়েম করে যা' যে-কোন অতি উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি তাঁর দেশের জন্য কামনা করতে পারতো ··· দিরেক্তোয়ার শাসকবর্গের [অশুভ] কর্তৃত্বের ফলে আড়াই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে

www.pathagar.com

ফ্রান্সকে এক চরম অপমানজনক পর্যায়ে নিমজ্জিত হতে হয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভ করে ফ্রান্স ইউরোপের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসনে অধিষ্ঠিত হয়[৬]।'

উল্লেখ্য, সুদীর্ঘকালব্যাপী বিপ্লবী ও নাপোলেওঁর আমলে যুদ্ধ চলাকালে দু'টি বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে সম্পাদিত আমিয়াঁ-ই ছিল একমাত্র শান্তি চুক্তি। স্পষ্টত, এ চুক্তি ছিল ফ্রান্সের অনুকূলে, যদিও এটা ছিল একটি নিছক যুদ্ধ বিরতি' মাত্র। ফ্রান্স এ সময় বিজয়ী হয় সত্য, কিন্তু এক সমাসন্ন যুদ্ধের দামামার মাঝেই ইউরোপ লাভ করে তার ক্ষণিকের শান্তির আমেজ। বলা বাহুল্য, আমিয়াঁয় অনেক বিষয় অমীমাংসিত থাকে। বোনাপার্তের সম্প্রসারণমূলক ক্রিয়া-কলাপের ফলে শান্তি চুক্তির পরেও আরো নতুন প্রশ্ন দেখা দেয়। এসবের ফল-শ্রুতিতে ফ্রান্স ও ইউরোপকে আবার শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়[৭]।

টীকা :

১. উল্লেখিত, Gershoy. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬০
২. Ketelbey, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫
৩. ঐ, পৃঃ ১০৬
৪. Geyl. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০
৫. Gershoy. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৫
৬. উল্লেখিত, ঐ,
৭. ঐ, পঃ ৩৬৫-৩৬৬

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

বোনাপার্ত: সংস্কার ও পুনর্গঠন

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত ছিলেন বিপ্লবের অগ্নিপুরুষ। ফরাসী বিপ্লবের প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা তাঁর সংস্পর্শে আসার পর ফ্রান্স ও ইউরোপ উভয়ে বিপ্লবী যুদ্ধের মশালে পরিণত হয়। কিন্তু অস্ট্রিয়া ও গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের পর বোনাপার্ত তাঁর অভাবিত কর্মশক্তিকে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করার সুযোগ লাভ করেন। এই গঠনমূলক প্রয়াস চলে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের কাজে। প্রকৃতপক্ষে, বোনাপার্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সঙ্গে শান্তি কামনা করেন সাময়িককালের জন্য যাতে ফ্রান্সে বিপ্লবের ভিত সুদৃঢ় করা যায়; সুসংহত হয় তাঁর নিজ কর্তৃত্ব। এরূপ ব্যাপকতর দায়িত্ব সম্পাদনে তিনি শুধু নিজকে বিপ্লবের উত্তরসূরী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান নি, তিনি তাঁর পরিচয়ও রাখেন বিপ্লবে বিমুখ জনমতের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট বা কাঙ্ক্ষিত সন্তানরূপে। নিজকে তিনি মনে করতেন 'যুগ মানবরূপে', আর তাঁর কর্মমুখর ও অবিশ্রান্ত জীবন তিনি ব্যয় করেন ফ্রান্সে এক নতুন আদর্শগত ভাবধারা সঞ্চার করার কাজে।

বোনাপার্ত ফ্রান্সের আর্থ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহকে পুনর্গঠিত করেন, গড়ে তোলেন নতুন এক ফরাসী সামাজিক কাঠামো। পরবর্তীতে তাঁর পতনের পর পরই তাঁর অনেক কাজ নিশ্চিহ্ন হয়। তাঁর অনেক কর্মকাণ্ড অবিবেচিত, পরিকল্পনাপ্রসূত বা ক্ষণস্থায়ী কৌশল ও নীতিমালাভিত্তিক বলে মনে হতে পারে এবং বিপক্ষীয় শত্রুবর্গ তাদের বিজয়মুহূর্তে এসব বাতিল করা সত্ত্বেও তাঁর ক্রিয়াকর্মের অবশিষ্টাংশে এরূপ অপরিমেয় স্থিতিশীল রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান যে, ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের যে কোন আধুনিক শাসকের সাফল্যের সঙ্গে তিনি হবেন অতুলনীয়।

তাঁর নিজ কথায়, বোনাপার্ত চেয়েছিলেন বিপ্লবের রোমান্টিক পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটাতে, বিপ্লবীদের অপরিকল্পিত স্বাপ্নিক ধ্যান ভাঙাতে, বিপ্লবের ক্ষত সারাতে এবং বিপ্লবের বাড়াবাড়ি প্রবণতা সংশোধন করতে। সর্বোপরি, তিনি চেয়েছিলেন বিপ্লবের বিজয় সুসংহত করতে। ঐ পর্যায়ে ফ্রান্সের প্রয়োজন ছিল এরূপ যে, একমাত্র উচ্চতম ক্ষমতাসম্পন্ন দক্ষ প্রশাসনের মাধ্যমে এর মোকাবেলা করা

www.pathagar.com

সম্ভব। বোনাপার্ত ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে দশ বছরব্যাপী ফ্রান্সে চলে এক ধরনের বিপ্লবী বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা। রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ব্যাহত হয় শিক্ষা, দেশের সমগ্র জনহিতৈষী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন ভেঙ্গে পড়ে। তৎকালীন এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, পঁয়তাল্লিশটির মতো দেপার্তমেঁ (Department) প্রায়-নিরন্তর গৃহযুদ্ধের পর্যায়ে নিপতিত হয়। যাজক সম্প্রদায়ের অধিকাংশই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহে লিপ্ত হয়। সবাই আইনের শাসনকে অবজ্ঞা করতো। ব্যবসায়িক আস্থা ও লেনদেন অন্তর্হিত হয় এবং রাষ্ট্র আংশিক দেউলিয়া অবস্থা ঘোষণা করে। বিপ্লবী সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ফরাসী জনজীবন থেকে জ্ঞান-প্রতিভা ও নৈতিকতা প্রায় সবই তিরোহিত হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার

অস্ট্রিয়া ও ইংল্যান্ডের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পর অনতিবিলম্বে বোনাপার্ত ফরাসী সরকারের কর্তৃত্ব যথাযথভাবে পুনর্গঠিত করেন। বিপ্লবী বিশৃঙ্খলা ও সহিংসতার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলায় তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বস্তুত, বোনাপার্তের আমলে ফ্রান্সে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গড়ে তোলার দিক থেকে তাঁর অবদান ছিল সবচাইতে স্থিতিশীল ও গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজে বিপ্লবী 'অষ্টম বর্ষের সংবিধান'কে তিনি এমনিভাবে পরিবর্তন করেন যাতে বোনাপার্ত স্বয়ং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। ফলে পুরনো অনুগত সিনেট, দুর্বল আইন পরিষদ এবং পতনোন্মুখ বিজ্ঞ পরিষদ, ট্রাইবুনেট (Tribunate) এসব বোনাপার্তের শাসনযন্ত্রের বাহ্যিক ভূষণে রূপান্তরিত হয়। এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব রাতারাতি হয় নি। বিপ্লবী প্রশাসন ব্যবস্থার বিলোপ প্রক্রিয়া চলে ধীরে, অথচ সুনিশ্চিত ধারায়। কালে অবশ্যি এসব প্রশাসনিক যন্ত্র নিরর্থক সম্মতি-ব্যঞ্জক কণ্ঠস্বরের রূপপরিগ্রহ করে—যে-পর্যন্ত এই কণ্ঠস্বর জনশূন্য মরুভূমির প্রতিধ্বনির মতো বিলীন না হয়[১]।

এটা বলা চলে যে, বোনাপার্ত তাঁর নিজের উদ্দেশ্য সাধনে একনায়কভিত্তিক ক্ষমতা অপরিহার্য বলে মনে করেন, কিন্তু তাঁর এরূপ ক্ষমতা গ্রহণের পেছনে ফ্রান্সের যুক্তিযুক্ত প্রয়োজনের তাগিদও ছিল। কেননা বোনাপার্তের ব্যবস্থার অনুকূলে সাবলীল ও সময়োপযোগী জনসমর্থনও মেলে। বোনাপার্ত যে একনায়ক-তান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তন করেন তা ছিল গণভোটভিত্তিক। নাপোলেওঁর সরকারকে এমনকি স্বৈরতন্ত্রী সরকারও বলা চলে। তবু এটা বলা সমীচীন হবে যে, বোনা-পার্তের স্বেচ্ছাচারতন্ত্র ছিল নিয়মতান্ত্রিক ও বিজ্ঞানসম্মত—এ ছিল সভ্যতার

www.pathagar.com

ভাবধারাপুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, বিপ্লবী অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে তিনি স্থিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

বোনাপার্তের প্রশাসনযন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু ছিল প্রথম কন্‌সাল (First Consul)। প্রথম কন্‌সালকে সাহায্য করে একটি রাষ্ট্রীয় সংসদ (Council of State)। এর ওপর ন্যস্ত হয় আইনবিধি প্রণয়নের প্রক্রিয়া সূচনা করার দায়িত্ব। এর আরো দায়িত্ব ছিল প্রশাসনিক মামলা বা আবেদন-নিবেদন পুনর্বিবেচনা করা। রাষ্ট্রীয় সংসদে মনোনীত ব্যক্তিবর্গ তাঁদের কার্য সম্পাদনে শুধুমাত্র যোগ্যতার সুনাম ও খ্যাতির কারণেই মনোনীত হতেন। তাঁদের আলাপ-আলোচনার প্রক্রিয়া চলতো গোপনে। দল নির্বিশেষে তাঁদের বাছাই করা হতো। এসবের ফলশ্রুতিতে তাঁদের পক্ষে ফরাসী সরকারের বৃহত্তর সমস্যাবলী ধীর-স্থির, ভাবাবেগমুক্ত ও প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত বিচার-বুদ্ধি সহকারে যথাযথ সমাধান লাভে বিবেচনা করার সুযোগ মেলে। বোনাপার্তের একজন সংসদ-সদস্য পরবর্তীতে এ সম্পর্কে লিখে যান এরূপ: 'রাষ্ট্রীয় সংসদ ছিল সরকারের মেরুদণ্ডস্বরূপ, ফ্রান্সের অপ্রতিদ্বন্দ্বি কণ্ঠস্বর, আইনের দিশারী, সম্রাটের আত্মাস্বরূপ ও ফ্রান্সের সজীব প্রাণের ভাণ্ডার[২]।' কন্‌সাল সরকারের অন্যান্য প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন স্বাধীনতা থেকে স্বৈরতন্ত্রে উত্তরণ হওয়ার আবরণ হিসেবে কাজ করে।

স্থানীয় প্রশাসন

স্বৈরশাসন বা রাষ্ট্রের সর্বময় সত্ত্বা ছিল ফরাসী রাজনীতির সনাতন ঐতিহ্য। কিন্তু সনাতন শাসনকালে ফরাসী কেন্দ্রীয় সরকার ছিল জটিল বাধা-প্রতিবন্ধকতা-পূর্ণ। পূর্বে সব ধরনের বাধাবিঘ্নের ফলে সরকারী কাজ ব্যাহত হতো। বোনাপার্ত এই প্রশাসনযন্ত্রের সংস্কার সাধন করেন। স্থানীয় প্রশাসন ও তিনি পুনর্গঠিত করেন কেন্দ্রীকৃত ও স্বৈরতন্ত্রী ভাবধারার ভিত্তিতে। প্রথম বিপ্লবী পরিষদসমূহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক ভৌগলিক বিভাগগুলো তিনি সংরক্ষণ করেন। কিন্তু প্রতিটি ভৌগলিক বিভাগে যেসব নির্বাচিত সংসদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেসবের স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধিকারভিত্তিক ব্যবস্থার তিনি পরিসমাপ্তি ঘটান। দেপার্তমেঁ পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করে প্রিফেক্ট (Prefect), আরোঁদিজমেঁ (Arrondisement বা অধুনা বিলুপ্ত জেলা) পর্যায়ে উপ-প্রিফেক্ট (Sub Prefect) এবং কম্যুন পর্যায়ে ছিল মেয়র (Mayor)। তারা সবাই কেন্দ্রীয় সরকারকর্তৃক নিযুক্ত হতো, জবাবদিহিও করতো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। প্রিফেক্টকে সহায়তা করার জন্য একটি উপদেষ্টা সংসদ (Council of Prefecture)

www.pathagar.com

ও একটি সাধারণ সংসদ (General Council) প্রতিষ্ঠিত হয়। একইভাবে উপ-প্রিফেক্টকে সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে একটি জেলা সংসদ (District Council) এবং মেয়রের সাহায্যকল্পে একটি মিউনিসিপ্যাল সংসদ (Municipal Council) গঠন করা হয়।

এছাড়া আরো উল্লেখ্য যে. প্রথম কন্‌সাল শুধু সব প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করতেন না, সংসদ সদস্যরাও তাঁর কাছ থেকেই নিয়োগপত্র লাভ করতেন। স্থানীয় সংসদসমূহের ক্ষমতা ছিল অনেকটা উপদেষ্টামূলক এবং তাদের কাজও ছিল সীমিত। তারা স্থানীয় পর্যায়ের বাজেট অনুমোদন করতো, স্থানীয় দাবি-দাওয়া তুলে ধরতো বা খাজানা কর নির্ধারণে সহায়তা করতো। এতে প্রশাসনের মৌলিক ধারা ব্যাহত হতো না। কেননা, তারা সবাই ছিল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক-ই নিযুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত আইনে বলা হয় তারা কত সময়ব্যাপী বা কি পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা বা বিতর্ক করতে পারবে। উপরন্তু, এটা অবিদিত ছিল না যে, তাদের মৌলিক দায়িত্ব ছিল প্রশাসন প্রক্রিয়া সহজতর করা, রাজধানী প্যারী থেকে পরিচালিত শক্তিসম্পন্ন প্রশাসনযন্ত্রকে খর্ব বা হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে. দক্ষতা, শ্রমশীলতা, নিষ্ঠা ও সততায় বোনাপার্ত স্বয়ং উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি সর্বত্র একইরূপ দৃষ্টান্তের অনুকরণ দাবি করেন এবং স্বয়ং ফরাসী প্রশাসন ব্যবস্থার সর্বপ্রান্তে একইরূপ আদর্শের অনুরপ্রেরণা যোগান।

সেনাবাহিনী

বোনাপার্তের সরকার ছিল প্রধানত সামরিক সরকার। স্বাভাবিকভাবেই সেনা-বাহিনী এ সরকারের বিশেষ নজর লাভ করে। মোটামুটিভাবে, এ বাহিনীর গঠন প্রকৃতি ও আকৃতি জাতীয় কনভেনশন ও দিরেক্‌তোয়ার আমলের মতই ছিল। তবে তিনি রাজকীয় প্রহরা বাহিনীর (Imperial Guards) মতো কিছু বিশেষ বাছাই করা সৈন্যদল সৃষ্টি করেন এবং সৈন্যদের মনোবল উঁচু রাখার উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ ভূষণ ও সম্মান বিতরণ করেন[৩]। সৈন্য সংগ্রহ ছিল বাধ্যবাধকতা-ভিত্তিক। নব-নিযুক্ত সৈন্যদের পাঠানো হতো প্রবীণ বাহিনীর সঙ্গে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য এবং সবাইকে উচ্চতম পর্যায়ে পদোন্নতির সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু নব-নিযুক্ত বুর্জোয়াদের কমিশন লাভ বা উচ্চতর পদে সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে বোনাপার্ত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পদাতিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ দানের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সঁ্যা কেরার বিশেষ সামরিক স্কুল (Ecole special militaire de

www.pathagar.com

St. Cyr). আর গোলন্দাজ ও প্রকৌশল বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণদানের জন্য পলিটেকনিক স্কুলকে (Ecole Polytechnique) ক্রমান্বয়ে সামরিক রূপদান করেন[৪]।

আর্থনীতিক ব্যবস্থা

ফরাসী আর্থনীতিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে গিয়ে বোনাপার্ত প্রথমত বেশ কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পদ সৃষ্টি করেন। এসব পদের মধ্যে রাষ্ট্র-কর্তৃক নিযুক্ত প্রত্যক্ষ কর আদায়ের জন্য স্থায়ী কর সংগ্রাহকও অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য, পূর্বে স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহ কর আদায় করতো; এতে যোগ্যতা ও দায়িত্বের অভাব বেশ পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রের রাজস্ব প্রথা সার্বিকভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান নীতির ভিত্তিতে করা হয়। মোটামুটিভাবে শ্রেণী নির্বিশেষে জনগণের কর প্রদানের ক্ষমতা অনুযায়ী কর নির্ধারিত হয়। নিসন্দেহে বোনাপার্ত স্থানীয় সংসদসমূহকে করধার্য করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেন, কিন্তু এর ফলে রাজকোষ ও করদাতারা সমরূপে লাভবান হয়। বিশেষ করে কৃষকদের অপেক্ষাকৃত কম কর দিতে হয়, অথচ সরকার অধিকতর কর লাভ করে।

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত রক্ষণশীল গ্রেট বৃটেনকে মনে করতেন বিপ্লবী ফ্রান্সের চিরন্তন শত্রু। তাই তিনি ফরাসী অর্থনীতিকে বৃটিশ অর্থনীতির প্রতিযোগী হিসেবে দাঁড় করাতে চান। এ উদ্দেশ্যে তিনি ফরাসী মুদ্রা ও লেনদেন প্রথার যথাযথ মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করেন। ২৮ মার্চ ১৮০৩ সনে গৃহীত আইনে ১২৫ বছরের জন্য তিনি ফ্রান্সের আর্থিক সনদ নির্ধারণ করেন[৫]। এ ছাড়াও তিনি মুদ্রাস্ফীতি রোধ-কল্পে ফটকা বাজারের ভাব-লক্ষণ সংশোধন করেন, স্টক এক্সচেঞ্জ নিয়ন্ত্রণ করেন, ঠিকাদারদের অধিকতর মুনাফা প্রবণতা ও জনহিতকর কাজে প্রবঞ্চণামূলক প্রচেষ্টা বিলোপ করতে তৎপর হন। ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড-এর (Bank of England) অনুরূপ ফ্রান্সে তিনি ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮০০ সনে প্রতিষ্ঠা করেন ব্যাংক দ্য ফ্রান্স (Banque de France)। এর কাজ ছিল আর্থিক ও মুদ্রা-বাজার সহজ এবং নিয়ম-মাফিক নিয়ন্ত্রিত করা, আর্থিক সংকটে নিমজ্জিত কোম্পানীগুলোকে উদার ঋণ প্রদান করে সংকট নিরসন করা। ১৪ এপ্রিল ১৮০৩-এর এক আইনে একে ১৫ বছরের জন্য ব্যাংক নোট প্রচলনের দায়িত্ব প্রদান করে। এতে বিপ্লবকালের আসাইনা'র স্মৃতি চূড়ান্তভাবে বিলীন হয়[৬]। এর ফলে রাষ্ট্রের সব প্রয়োজনীয় তহবিলের অগ্রিম নিশ্চয়তা প্রদান করে এই কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট সরবরাহের

www.pathagar.com

মাধ্যমে। অন্যদিকে পারীর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ব্যাংকের নিশ্চয়তা সম্বলিত হুন্ডি বা পরিবহণ বিলপত্র লাভ করে।

সামাজিক ব্যবস্থা

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত সম্ভবত ফরাসী জনগণকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেন—একথা সত্যি হতে পারে, কিন্তু ফ্রান্সে তিনি সামাজিক সাম্যের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। বস্তুত, তিনি এক ঘোষণায় বলেন, 'ফরাসী জনগণ চায় সাম্য, স্বাধীনতা নয়[৭]।' তিনি কোনরূপ শ্রেণী ভেদাভেদের স্বীকৃতি দেন নি। অন্যদিকে এটা বলা চলে যে, ফরাসী বিপ্লবের সবচাইতে বড় অবদান ছিল সামাজিক সাম্য নীতি এবং তিনি এর নিশ্চয়তা বিধান করেন।

এ প্রসঙ্গে অবশ্য বোনাপার্তের বিরুদ্ধে কখনো অভিযোগ আনা হয় যে, পরবর্তীতে, ১৮০৮ সনে, তিনি এরূপ এক রাজকীয় অভিজাততন্ত্রের সৃষ্টি করেন যে-ব্যবস্থায় শুধু উত্তরাধিকারভিত্তিক উপাধি বা পদের সৃষ্টি হয় নি, একইরূপ স্বত্বভিত্তিক জমিদারী ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়। উল্লেখ্য, এ বছর তিনি প্রিন্স, ডিউক, কাউন্ট, বারো, নাইট প্রভৃতি পদ নিয়মিত শ্রেণীবিন্যাস আকারে প্রতিষ্ঠা করেন। এসব পদ উত্তরাধিকারভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে যদি পদের মর্যাদা অনুসারে আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা যায়[৮]। এ জাতীয় পদের সৃষ্টির ফলে বিপ্লবী নীতি সামাজিক সাম্য দারুণভাবে লঙ্ঘিত হয় এরূপ অভিযোগ একেবারে অমূলক নয়।

তবে বোনাপার্ত তাঁর নতুন রাজকীয় আভিজাত্যের সপক্ষে এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, সনাতন ভাবধারাপূর্ণ জন্মগত অধিকারকে স্বীকৃতি না দিয়ে [মেধা বা প্রতিভার ভিত্তিতে] কেউ যদি পদ বা ভূষণ লাভ করে এতে সাম্য নীতির লঙ্ঘন হয় না, কেননা জন্মগত অধিকার একটি পরিত্যক্ত ধারণা[৯]। বোনাপার্ত আরো মনে করেন যে, সনাতন শাসন আমলের অভিজাতদের মান-সমূহ নিশ্চিহ্ন করার জন্যই এই নতুন পদ সৃষ্টি আবশ্যক হয়। প্রকৃতপক্ষে, বোনাপার্ত শুধু সামাজিক সাম্যের নিশ্চয়তা বিধান করেন নি, জিম্মি আইনের (Law of hostage) মতো নিষ্ঠুর ব্যবস্থা বিলোপ করে তিনি সামাজিক আস্থা পুন-প্রতিষ্ঠিত করেন।

রাষ্ট্রীয় পদক

বোনাপার্ত ফরাসীদের সম্মানসূচক উপাধি খেতাবে আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন, পুরস্কৃত করতে চেয়েছেন তাঁদের যাঁরা রাষ্ট্রে জনহিতকর কাজ সম্পন্ন করেন।

www.pathagar.com

এ উদ্দেশ্যেই তিনি নতুন অভিজাত সৃষ্টি করেন. সৃষ্টি করেন আরো নতুন উপাধি বা খেতাব প্রথা—তথাকথিত লিজোঁ দ্য অনার (Legion de honore)। জন্ম, পদ বা ধর্ম নির্বিশেষে শুধুমাত্র মেধা বা প্রতিভার ভিত্তিতে এসব নতুন অভিজাত ও খেতাবপ্রাপ্তদের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণীভুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিভাকে ভিত্তি করে যদি গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দেয়া হয়ে থাকে তাহলে নাপোলেওঁর কর্তৃত্বাধীন ফরাসী রাষ্ট্রকে যথার্থই গণতান্ত্রিক বলা চলে। রাজনীতি, সরকারী প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, শিল্পকলা, সঙ্গীত বা সাহিত্যে কেউ মেধা বা নৈপুণ্য প্রদর্শন করলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে এই বহুবাঞ্ছিত লিজোঁ দ্য অনার খেতাবে ভূষিত করা হতো। কেননা, বোনাপার্ত জানতেন যে, খেতাব-পদকে মানুষ অতি সহজেই প্রলুব্ধ হয়[১০]।

বোনাপার্ত কিন্তু কোন বিশেষ পরিসরে তাঁর সংস্কারমুখী পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ রাখেন নি। বেশ কিছু ডিক্রি জারী করে তিনি ফরাসী জীবনের প্রায় সব দিক নিয়ন্ত্রিত করেন। শিল্প, কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য ও জনহিতকর কাজ চারু-শিল্পকলা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি, সংবাদপত্র, নাটক ও রঙ্গালয়, ধর্ম, শিক্ষা, আইন ও বিচার বিভাগ —কিছুই তাঁর নজর এড়ায় নি।

শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য

ফরাসী জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়ন সাধনকল্পে বোনাপার্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। বিপ্লবকালের অবাস্তব অর্থনীতির পরিবর্তে স্বর্ণের ভিত্তিতে তিনি স্থিতিশীল মুদ্রা প্রবর্তন করেন। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থিতি আসে এবং তিনি ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করেন। এ ছাড়াও তিনি বাণিজ্যিক লেনদেন ও আর্থিক বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করেন, বণিক সমিতি গঠনেও সহায়তা করেন। বহু শিল্পোৎপাদন খাত, হালকা শিল্প বা ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নকল্পে তিনি উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করেন। ফরাসী স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে তিনি বিদেশী উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর ব্যাপক শুল্ককর ধার্য করেন। একই সঙ্গে কারিগরি স্কুল, পুরস্কার, ঋণ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি নতুন নতুন কৌশল ও প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনে উৎসাহ প্রদান করেন। নতুন নতুন বস্ত্রকল ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়, পাশ করা হয় নতুন নতুন কারখানা বিধি। কৃষি খাতের উন্নয়নকল্পে বেলজিয়াম ও ইংল্যান্ড থেকে ধার করা নতুন নতুন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

এভাবে সামাজিক সাম্যের পাশাপাশি আর্থিক সমৃদ্ধি লাভের ফলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণে অনেকে তেমন একটা বিচলিত হয় নি। প্রকৃতপক্ষে, আর্থিক

www.pathagar.com

ইহজাগতিক উন্নতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে বোনাপার্তকে যথার্থ-ই ফরাসী বিপ্লবের উত্তরসূরী বলা চলে[১১]। এসব খাতে তাঁর সংস্কারকার্য্যের একমাত্র দুর্বলতা ছিল যে, মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক ধার্য অনেক ক্রেতাদের ওপর বাড়তি মূল্যের চাপ সৃষ্টি করে। অবশ্য শিল্প খাতের নিয়ন্ত্রণের ফলে যেমন এ খাতের উন্নয়ন ঘটতে পারে, তেমনি এর ব্যাঘাত ও সৃষ্টি হতে পারে, বিশেষ করে শিল্পজাত দ্রব্যের মান কমতে পারে, বাড়তে পারে চোরাকারবার, ব্যাহত হয় স্বাভাবিক ব্যবসায়িক যোগাযোগ।

জনহিতকর কাজ

জনহিতকর কাজের ক্ষেত্রেও বোনাপার্ত নিজেকে একজন অতি উৎসাহী পৃষ্ঠ-পোষকরূপে প্রমাণিত করেন। জনকল্যাণমূলক কাজ করে তিনি ফ্রান্সকে স্থায়ী-ভাবে একটি সুন্দর ও ঐশ্বর্যশালী দেশে পরিণত করেন। এসব কাজের মধ্যে ছিল খাল খনন, পুল ও রাস্তাঘাট নির্মাণ। এসবের মাধ্যমে ফ্রান্সে এক অতি সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক ফ্রান্স যেসব জমকালো রাজপথের অধিকারী এসবের বেশীর ভাগ তৈরী হয় বোনাপার্তের আমলে। ফ্রান্সে তিনি ২২৯টি প্রশস্ত সামরিক রাস্তা তৈরী করেন। আজো ফ্রান্সে এসব যোগাযোগের প্রধান উপায়। এসব রাস্তা ও রাজপথের মধ্যে ত্রিশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এগুলো শুরু হয় ফ্রান্সের রাজধানী পারীতে, আর বিস্তৃত হয় সারা দেশের আনাচে-কানাচে। তিনি বহু খাল সংস্কার করেন, বাঁধ জোরদার করেন, এবং জলাভূমি নিষ্কাশন করেন। এছাড়াও, দেশের প্রধান প্রধান সমুদ্রবন্দর ও পোতাশ্রয়সমূহ তিনি সংরক্ষিত ও সম্প্রসারিত করেন। উল্লেখ্য, এসব সমুদ্রবন্দর ও পোতাশ্রয়সমূহ নৌযোগাযোগ ও বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ উভয়বিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আসন্ন সংগ্রামেও এগুলো সামরিক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বোনাপার্তের আমলে সর্ব-সাধারণ মানুষকে সাহায্য করাও একটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বরূপে বিবেচিত হয়। জনগণের কল্যাণ সাধনে তিনি হাসপাতাল ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ করেন[১২]।

সাংস্কৃতিক জীবন

জনহিতকর কাজের মতো ফরাসী সাংস্কৃতিক জীবনেও বোনাপার্তের অবদান ছিল অপরিসীম। সৌন্দর্যের গুণগ্রাহী হিসেবে তিনি অতি উৎসাহ সহকারে জীবনের বহু বাঞ্ছিত অনুপম শিল্প ও চারুকলার মত মার্জিত সাজ-সজ্জার প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় প্রাসাদসমূহের সংস্কার সাধন করেন, সজ্জিত করেন পুনরায়। ফ্রান্সের রাজধানী পারীকে তিনি সাজিয়ে তোলেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান শহর-নগরকেও তিনি সম্ভাব্য সব ধরনের স্মৃতিসৌধ ও

www.pathagar.com

ইমারত দ্বারা ভরিয়ে তোলেন। শীঘ্রই পারী একটি প্রমোদ নগরীতে পরিণত হয়, রূপান্তরিত হয় ইউরোপের সৌন্দর্য-শিল্পের প্রাণ কেন্দ্ররূপে। এ সবের ফলে ফরাসী-দের গৌরব ও সৌন্দর্যবোধ উষ্ণ অনুপ্রেরণার আমেজ লাভ করে। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন জাদুঘর, প্রদর্শনশালা, সম্পূর্ণ করেন লাভর (Lovre) এবং বিজিত দেশসমূহ থেকে তুলে আনা অনেক অমূল্য সম্ভারে এগুলোকে পরিপূর্ণ করেন।

সাংস্কৃতিক জীবনের কোনদিক নাপোলেওঁর নজর এড়ায় নি। তিনি সাহিত্য ও শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহ প্রদান করেন। এটা তিনি করেন যথার্থ রীতি-বদ্ধভাবে। 'দশ দশ জন সেরা চারুকলাবিদ, ভাস্কর, সুরকার, গীতিকার, সঙ্গীতকার, স্থপতি ও অন্যান্য শিল্পী যাঁদের মেধা-প্রতিভা স্বীকৃতি লাভের যোগ্য'[১৩] এঁদের সবার তালিকা প্রস্তুত করা হয়। চারুকলাবিদ ও শিল্পীদের ফরাসী বিজয়-গৌরব সমারোহ থেকে অনুপ্রেরণা লাভে প্ররোচিত করা হয়। ফরাসী ইতিহাসের সূত্র থেকে কবি-সাহিত্যিকদের অনুপ্রেরণা লাভেও তিনি উৎসাহিত করেন।

কিন্তু সনাতন শাসন আমলের বুরবোঁ শাসকদের মতো বোনাপার্ত ও শিল্পকলাকে তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থেদ্ধারের কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্য, সংবাদপত্র প্রভৃতিতে বোনাপার্ত স্বাধীন-চেতনা সন্নিবিষ্ট ভাবধারার দারুন বিরোধিতা করেন। সংবাদপত্রের ওপর তিনি কঠোর সেন্সর-প্রথা প্রবর্তন করেন এবং প্রয়োজনে যে-কোন সংবাদপত্র বন্ধ করতে তিনি কুন্ঠা বোধ করেন নি। ফ্রান্সের প্রচার মাধ্যমসমূহে তিনি এরূপ কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন যে, ট্রাফালগার (Trafalgar) যুদ্ধে নাপোলওঁর নৌবাহিনী মারাত্মকভাবে পরাজিত হওয়াসত্ত্বেও কোন ফরাসী সংবাদপত্র আদৌ এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করে নি। একমাত্র নাপোলেওঁ সাম্রাজ্যের পতনের পর, প্রায় আট বছর পরে এ প্রসঙ্গে খবর পরিবেশিত হয়[১৪]। প্রতিটি বই-পুস্তক প্রকাশিত হবার পূর্বে সরকারীভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হতো। এমনকি নাট্যমঞ্চ-রঙ্গালয়সমূহও কঠোর নিয়ন্ত্রণের সম্মুখীন হতো।

ধর্মীয় ব্যবস্থা

ফরাসী সংস্কৃতির মতো ধর্মের ক্ষেত্রেও বোনাপার্তের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট। বোনাপার্তের নিজস্ব কোন সুস্পষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাসের বালাই ছিল না। তিনি সম্ভবত নাস্তিক কিংবা অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন না, কিন্তু 'ওহি' বা আধ্যাত্মিক প্রত্যাদেশেও তিনি আস্থাবান ছিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে কোন সুনির্দিষ্ট ধর্মমতের অনুরাগী না হলেও তিনি বিশেষভাবে অনুভব করেন যে, ফ্রান্স মূলত একটি ক্যাথলিক ধর্মপ্রধান দেশ। তাঁর এই মৌলিক চেতনা তাঁকে একটি বাস্তবভিত্তিক ধর্মীয় নীতি গ্রহণে

www.pathagar.com

উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর ধর্মীয় নীতি প্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং বলেন, 'আমাকে পোপের ভক্ত বলা হয়ে থাকে। আসলে তা সঠিক নয়। মিশরে আমি ছিলাম মোহাম্মদের [দঃ] অনুগামী। জনগণের কল্যাণার্থে এখানে [ফ্রান্সে] আমি হবো ক্যাথলিক। প্রকৃতপক্ষে, আমার কোন ধর্মীয় বিশ্বাসের বালাই নেই।'[১৫]

তবু বোনাপার্তের মনোভাবে এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় পরিলক্ষিত হয় যে, ধর্মের প্রয়োজন মানুষের রয়েছে, আর এ ধর্ম সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।'[১৬] তাই তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'ধর্মহীনরাষ্ট্র কম্পাসবিহীন জাহাজের মতো।'[১৭] চার্চের সঙ্গে সমঝোতা শুধু সর্বসাধারণের জন্য হিতকর হবে না, তাঁর নিজস্ব নীতি বাস্তবায়নের সপক্ষেও অনুকূল হবে। বিপ্লবের ফলে ফরাসী রাষ্ট্র ও ক্যাথলিক ধর্মের মধ্যে যে বাদানুবাদ ঘটে ও ক্ষতের সৃষ্টি হয় দু'য়ের সম্পর্কে, যে তার কারণ তিনি বোঝার প্রয়াস পান। প্রথম বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক ১৭৯১ সনে প্রণীত যাজকদের দেওয়ানী সংবিধানের (Civil Constitution of the Clergy) ফলে চার্চের ব্যাপক কর্তৃত্বের হানি ঘটে এবং অনেক দিক থেকে ক্যাথলিকদের চেতনাবোধে আঘাত হানা হয়। দ্বিতীয়ত, ১৭৯৫ সনের দিকে চার্চকে ফরাসী রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা হয়। এ ছিল এমন এক অদৃষ্টপূর্ব পদক্ষেপ যা' গ্রহণের পূর্বে বাস্তবতাভিত্তিক যুক্তিতর্কের বিষয়াদি বিবেচিত হয় নি, কিংবা এতে ফরাসী জনমনের সুচিন্তিত আন্তরিক গভীর আগ্রহ ও সাধারণ ফরাসী জাতীয় ভাবধারা প্রতিফলিত হয় নি। তৃতীয়ত ফরাসী সরকার বিপ্লবের পর থেকে পুরোহিতদের বেতন দেয়া বন্ধ রাখে। এর ফলে অনেক ধর্মীয় কম্যুনে নিয়মিত ধর্মীয় প্রার্থনা ও উপাসনা অনুষ্ঠান আয়োজন হতো না।

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত এসব অব্যবস্থা সংশোধন করার প্রয়াস পান, সচেষ্ট হন যাতে রক্ষণশীল কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করা যায়। তিনি চান ক্যাথলিকদের তুষ্ট করতে, চান এদের তাঁর স্বৈরশাসনের মিত্রে রূপান্তর করতে। এসব বহুবিধ কারণে তিনি চার্চের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনে সংকল্পবদ্ধ হন। পোপের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ১৬ জুলাই ১৮০১ সনে তিনি যে চুক্তি স্বাক্ষর করেন, একে বলা হয় কোঁকোর্দা (Concordat বা Pactum Concordatum)। এর ফলে চার্চের সঙ্গে মতদ্বৈধ দূর হয়। চার্চের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তির ফলে বিপ্লবের ভূমি জাতীয়করণব্যবস্থা প্রয়োজনীয় অনুমোদন লাভ করে এবং চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বলাবাহুল্য, এ জাতীয় চুক্তিতে সমঝোতা পৌঁছার লক্ষ্যে উভয় পক্ষকে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। প্রতি বছর কতজন ধর্মযাজক পদ লাভ করে রাষ্ট্র তা' নির্ধারণ করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠ্যসূচী তদারক করার ক্ষমতাও

www.pathagar.com

রাষ্ট্র গ্রহণ করে। চার্চ পরিষদের সম্মেলনের জন্য রাষ্ট্রের অনুমতি প্রয়োজন হয় এবং পোপের 'ফতোয়া' বা হুকুমনামাও গৃহীত হবে রাষ্ট্রের মাধ্যমে। সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্যাথেড্রেল ও চার্চ বা গির্জা, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হয়, যদিও এসবের পরিচালনা বা দেখাশুনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় বিশপদের ওপর। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্র ক্যাথলিক ধর্ম 'সংখ্যাগরিষ্ঠ ফরাসী জনগণের ধর্মরূপে' স্বীকৃতি প্রদান করে। পুরোহিতদের অনূঢ়াবস্থা (Celibacy) বা অবিবাহিত থাকার মতো বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে। বিশপদের অভিষেক কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যাপারে পোপের কর্তৃত্বও রাষ্ট্র মেনে নেয়। ধর্মীয় আইন পুনপ্রতিষ্ঠা লাভ করে।

অবশ্য উপর্যুক্ত অনেক স্বীকৃত নীতিমালা বোনাপার্ত পরে তেমন কঠোরভাবে মেনে চলেন নি। তবু চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে এমন একটি কার্যকর মৈত্রী ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় যার ফলে সব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাকোবেঁ দলের পক্ষ থেকে বোনাপার্তের ধর্মীয় বিধান কোঁকোর্দো'র কঠোর সমালোচনা করা হয়, একে বলা হয় 'একটি অতি অপূর্ব কৌতুকজনক চুক্তি'। কেউ কেউ অবশ্য 'আধ্যাত্মিক উপাসনার প্রতিষ্ঠাতা' হিসেবে তাঁর উচ্ছসিত প্রশংসাও করেন[১৮]। বোনাপার্তের এক মন্ত্রী এর প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেন, 'বিপ্লবের নৈপুণ্য ও সার্থকতা সংরক্ষণে কোঁকোর্দা ছিল সবচাইতে চমৎকার বিজয় এবং নিসন্দেহে এটা বলা চলে যে, এ বিজয় অন্যান্য সাফল্যের পথও উন্মুক্ত করে[১৯]।

শিক্ষাব্যবস্থা

ধর্মীয় সমঝোতা সাধনের মাধ্যমে বোনাপার্ত আত্মাকে পরিতৃপ্ত করেন। এর পর মনকে গড়ে তুলতে তিনি সক্রিয় হন। এ কর্তব্য পালনে তিনি ফ্রান্সে একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হন। যে উদ্দেশ্য সাধনে তিনি পোপের সঙ্গে ধর্মীয় চুক্তি সম্পাদন করেন ঠিক একই কারণে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে হাত দেন। কেননা তিনি জানতেন যে, শিক্ষাই হচ্ছে আনুগত্য লাভের যথার্থ বাহন এবং একমাত্র যথাযথ প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে ফরাসী যুবকদের তাঁর প্রশাসনের প্রতি অনুরাগী করে তোলা যাবে। বোনাপার্ত বলেন, 'আমি এমন একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সম্প্রদায় চাচ্ছি—যে সম্প্রদায় হবে সর্বদা প্রাণবন্ত, যার মাধ্যমে সব সংগঠন-প্রতিষ্ঠান ও ভাবধারা হবে উজ্জীবিত[২০]।' তিনি শুধুমাত্র নৈতিকতার কারণে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন নি, শিক্ষাকে তিনি চেয়েছেন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে। তাঁর মতে, এর

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সরকারের সমর্থনে নতুন ও পুরনো যুগ নির্বিশেষে সব ফরাসী জনমানুষকে সমাবেশ করা—বয়বৃদ্ধদের তাদের সন্তানদের মাধ্যমে, আর ছোট-দের তাদের মাতা-পিতার মাধ্যমে প্রভাবিত করে একরূপ লোকহিতকর কর্তৃত্ব স্থাপন করা[২১]।'

উল্লেখ্য, তথাকথিত 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' চলাকালে জাতীয় কনভেনশন একটি চমৎকার জাতীয় শিক্ষা নীতি গ্রহণ করে, কিন্তু ঐ শিক্ষা নীতি ফ্রান্সে কখনো গভীরভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। তাই একটি সুষ্ঠু জনশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন বোনাপার্ত এবং এ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে তিনি তাঁর ব্যাপক ক্ষমতা ব্যবহার করেন। বিপ্লবী শিক্ষা ব্যবস্থার যথাযথ সংস্কার সাধন করে তিনি তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন এবং ১ মে ১৮০২ নতুন সংশোধিত শিক্ষা পরিকল্পনা আইনে পরিণত হয়।

বোনাপার্ত প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ ছিল নিতান্ত তুচ্ছ। প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা বা তদারকীর দায়িত্ব কম্যুন-সমূহের স্বেচ্ছাধীন কর্তৃত্বের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তর থেকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছিল বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। মাধ্যমিক বা গ্রামার (Grammar) স্কুলসমূহ জাতীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো। এসব স্কুলে ফরাসী ভাষা, লাতিন ও সাধারণ বিজ্ঞানে বিশেষ প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে লীসে (Lycees) বা উচচ মাধ্যমিক স্কুল খোলা হয়। সামরিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে এসব স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এ সব স্কুলের শিক্ষকদের নিয়োজিত করেন। সরকারের পক্ষ থেকে এ জাতীয় স্কুল-সমূহের বিশদ নীতিমালা নির্ধারণ করে দেয়া হয়, সরকার-ই পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষা বছর ও কাল নির্ধারণ করে। সরকারী পর্যবেক্ষকরা উপযুক্ত সরকারী আদেশ ও নীতিমালা বা বিধি-নিষেধ বলবৎ করে। প্রতিটি লীস-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ছিল সম্পূর্ণ সামরিক কায়দায় আয়োজিত। সামরিক বাজনার মাধ্যমে শিক্ষাদান শুরু ও শেষ হতো। ছাত্রদের তাদের হলে বা হোস্টেলে নির্দিষ্ট সামরিক সাজ-পোশাক পরিধান করতে হতো। সব ছাত্র-ই সামরিক শিক্ষা লাভ করতো অবসরপ্রাপ্ত এক একজন পদস্থ সামরিক অফিসারের কাছ থেকে।

লীস-এর থেকে পাশ করার পর ছাত্রদের রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে (Imperial University) ভর্তির সুযোগ দেয়া হতো। এই রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোন একটি বিশেষ স্থানে অবস্থিত ছিল না। বরং এ বিশ্ববিদ্যালয় বিস্তৃত ছিল সারাদেশে। ফ্রান্সের বিভিন্ন নগরীতে অবস্থিত সতেরটি একাডেমী নিয়ে গঠিত হয় এ

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো দায়িত্ব ছিল ফ্রান্সের কর্তৃত্বাধীন সব দেশের শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্থাসমূহের তদারকী করা। এ ছাড়াও, এর আরো কাজ ছিল দেশের নাগরিকদের এমনি আদর্শ ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করা যাতে তারা নিজ নিজ 'ধর্ম, প্রশাসন, পিতৃভূমি ও পরিবারের প্রতি অনুরক্ত থাকে[২২]।' বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ছিল রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত।

রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বোনাপার্ত আরো কিছু বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ সবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল কারিগরী স্কুল, সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ স্কুল। পারীতে তিনি একটি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ স্কুলও স্থাপন করেন। তদুপরি, ১৭৯৫ সনে উচ্চতর গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রখ্যাত ফরাসী ইনস্টিটিউটও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও চারুকলা, অঙ্ক ও সাহিত্যের মতো বিষয়াদি অধ্যয়নে সাহায্য, সমর্থন বা উৎসাহ যোগাতে দ্বিধা করেন নি, কিন্তু নৈতিকতা ও রাজনৈতিক শাখা সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধ্যয়নও অনুশীলন ছিল তাঁর অভিরুচির বিরুদ্ধে[২৩]। কালে এমন কি রাজনীতি ও নৈতিকতা আদর্শ বিজড়িত বিষয়াদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ করতে তিনি সংকোচ বোধ করেন নি।

এ পর্যায়ে সম্ভবত এরূপ বলা সমীচীন হবে যে, বোনাপার্তের শিক্ষাব্যবস্থা কখনো ব্যাপক সাফল্য লাভে সমর্থ হয় নি। শিক্ষা ব্যবস্থায় তাঁর সাফল্যের মৌলিক দিক ছিল ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও সংস্কারমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রচলন। তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও সমর্থনপুষ্ট ছিল, আর এ ব্যবস্থা উন্মুক্ত ছিল শ্রেণী-ধর্ম-নির্বিশেষে দেশের সর্ব সাধারণ নাগরিকদের জন্য। অবশ্য নীতিগতভাবে সঠিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হলেও প্রধানত উচ্চশ্রেণীসমূহ তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার সুফল ভোগ করে।

আইন সংস্কার

বোনাপার্ত ছিলেন ফরাসী 'বিপ্লবের সন্তান' বা উত্তরসূরী। কেন না তিনি-ই বিপ্লবকে নতুন দিকে পরিচালিত করেন। এরূপ বক্তব্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য তাঁর আইন সংস্কার বা বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে। বোনাপার্ত আইনজ্ঞ ছিলেন না। তাই তিনি খোলা মন বা অনেকটা সাধারণ মানুষের মতো সাধারণ মন সহকারে বিষয়টি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সনাতন শাসন আমলের সবচাইতে খারাপ দিকসমূহের একটি ছিল সমরূপ আইন-বিধির অভাব। এই অভাব পূরণে বোনাপার্তের অবদান ছিল বেশ চিত্তাকর্ষক।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ফিশারের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেন, 'ফরাসী আইনের বিধিবদ্ধ করা যদিও সম্ভবত একটি অতি স্থায়ী অবদান-রূপে বিবেচিত, এটা দৃঢ়ভাবে বলা চলে যে এটাই নাপোলেওঁর কর্মস্পৃহার সবচাইতে আশ্চর্যতম অভিব্যক্তি নয়। কেন না এ ছিল [তাঁর] একটি অভিলাষের বাস্তবায়ন - আইনের দিক থেকে তিনি ফ্রান্সকে ঐক্যবদ্ধ দেখতে চেয়েছিলেন যেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে একইরূপ ওজন-বাটখারা, একই পরিমাপ, একই আইন[২৪]।' এরূপ অভিলাষ সাধনে তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই চারজন খ্যাতনামা আইনবিদকে নিয়ে একটি কমিশন গঠন করেন এবং আইন-বিধি সংস্কারের কাজ তাঁদের হাতে ন্যস্ত করেন। আবশ্য এ বিশাল কাজে বিপ্লবী পরিষদগুলো, জাতীয় সংবিধান পরিষদ ও কনভেনশনের আমলে সংস্কারে হাত দেয়া হয়। এদেরই শুরু করা কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন বোনাপার্ত। অন্তরালে থেকে তিনি আইন সংস্কারের কাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন বা এ কাজ সম্পূর্ণ করায় তাড়না দেন এমন নয়। বরং তাঁর গঠিত আইন কমিশনের অনেক বৈঠকে তিনি স্বয়ং সভাপতিত্ব করেন এবং প্রায়শ তাঁর হস্তক্ষেপে কমিশনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশেষ পর্যায়ে পর্যালোচনার পর আইন কমিশনের প্রণীত খসড়াটির প্রতিটি ধারা পুনর্বার রাষ্ট্রীয় সংসদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে আলোচিত হয় এবং পরিশেষে অনুমোদন লাভ করে।

বোনাপার্তের আইন বিধান

বোনাপার্তের উদ্যোগে সর্বমোট পাঁচটি আইন-বিধান গৃহীত হয়: দেওয়ানী বিধান (the Civil Code), দেওয়ানী পদ্ধতি সম্পর্কিত বিধান (the Code of Civil Procedure), ফৌজদারী পদ্ধতি ও আইনসংক্রান্ত বিধান (the Code of Criminal Procedure and Penal law), দণ্ড বিধান (the Penal Code) এবং বাণিজ্যিক বিধান (the Commercial Code)। এসব বিধানের মধ্যে সবচাইতে স্থায়ী হচ্ছে তথা-কথিত 'দেওয়ানী বিধান' যেটা 'নাপোলেওঁর বিধান' (Code Napoleon) নামেও পরিচিত ছিল। একে 'ফরাসী বিপ্লবের উইল' ও বলা হয়ে থাকে। শুধুমাত্র 'দেওয়ানী বিধানের' জন্য রোমক আইন-প্রণেতা জাস্টিনিয়ানের (Justinian) নামের সঙ্গে ইতিহাসের একজন সুমহান আইনদাতা হিসেবে বোনাপার্তের নামও সংযুক্ত হয়।

বোনাপার্তের দেওয়ানী বিধান যথার্থই ফ্রান্সকে আইনের দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ করে যে ঐক্যবদ্ধরূপ ছিল ফ্রান্সের সুদীর্ঘকালের অভিলাষ। 'বিপ্লবের সার কথা ও সংশোধন' দু'টোই এতে মেলে[২৫]। পরবর্তীকালে সাঁ এলেনায় (St. Helena) নির্বাসিত জীবনযাপনকালে নাপোলেওঁ স্বয়ং বলেন, 'আমার প্রকৃত

www.pathagar.com

গৌরব নিহিত আমার বিজিত চল্লিশটি যুদ্ধে নয়... যা চিরকাল অম্লান থাকবে, হবে চিরস্থায়ী তা' হচ্ছে আমার দেওয়ানী বিধান"[২৬]। এই বিধানে সংযোজিত ২২৮১টি ধারায় আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে ফরাসী জীবনের সার্বিক দিক নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্ব, বিয়ে-তালাক, মা-বাপ, ছেলেমেয়ে অভিভাবক ও প্রতিপাল্যদের পারস্পরিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার প্রভৃতি সম্পর্কে এতে নিয়ম ও আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই বিধানে দেওয়ানী আইন ধর্মীয় প্রভাব-মুক্ত রাখা হয়। কেননা, রাষ্ট্র তার ধর্ম-নিরপেক্ষরূপ অব্যাহত রাখে। এতে বিপ্লবী নীতি, সাম্য, বলবৎ থাকে। কেননা জনগণের সামাজিক স্বাধীনতা ও সাম্যের নিশ্চয়তা এতে দেয়া হয়। ভূমি-ব্যবস্থা ও উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিষয়াদিতে সাম্যের ভিত্তিতে আইন বিধিবদ্ধ করে বোনাপার্তের দেওয়ানী বিধান বিপ্লবী নীতিমালার সাধারণ ভাবধারা অনুসরণ করে।

দেওয়ানী বিধানের অবশ্য আরেক দিকও রয়েছে। এতে বোনাপার্তের প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক মতামতের পরিচয় মেলে। বোনাপার্ত ছিলেন কর্তৃত্বের পক্ষে এবং কর্তৃত্বের অনুকূলে তিনি তাঁর প্রভাব প্রয়োগ করেন। পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি কর্তৃত্বের অনুকূলে তাঁর প্রভাব ব্যবহার করেন—রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকবে নাগরিকদের ওপর, পরিবারে স্ত্রী ও সন্তানাদি নির্বিশেষে সবার ওপর কর্তৃত্ব থাকবে পিতার। নারীদের অধীন করে রাখার পক্ষে তিনি জোর অভিমত ব্যক্ত করেন। আদম ও হাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'হাওয়ার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ছিল আদমকে মেনে চলা। সব ভাষায় এই নৈতিক বাণী লিখিত রয়েছে"[২৭]। নাপোলেওনের বিধানে তালাকের অনুমতি দেয়া হয় বটে, কিন্তু এ অনুমতি ছিল অনেক বিধি-নিষেধ ও শর্ত সাপেক্ষ। এই বিধান অনুযায়ী পিতা তাঁর সন্তানদের এমনকি অন্তরীণ রাখতে পারতেন। বিপ্লবী আইন-বিধির তুলনায় নাপোলেওনের বিধান ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। অথচ সনাতন শাসন আমলের তুলনায় এ বিধান বিপ্লবী। এর বড় গুণ হচ্ছে এর প্রশংসনীয় সংক্ষিপ্ত ও স্বচ্ছরূপ। এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে বিপ্লবী আইন-বিধিসমূহ নিয়মতান্ত্রিক ও রীতিবদ্ধ ধারায় মানুষের সুগভীর ও সচেতন অনুভূতি এবং আইনগত ঐতিহ্যের সুষম প্রয়োগ। এই বিধানের সাধারণ নীতিমালার প্রতি আবেদন ছিল সার্বজনীন। এর প্রতিটি ধারা ছিল সবার কাছে বোধগম্য।

উপরন্তু, নাপোলেওনের বিভিন্ন দোষত্রুটি সত্ত্বেও ইউরোপের পূর্বেকার যে-কোন দেওয়ানী বিধানের চাইতে এটি নিঃসন্দেহে ছিল অধিকতর প্রগতিশীল। নাপোলেওনের বাহিনী তাদের ইউরোপ অভিযানকালে যে-যে দেশে এই বিধান

www.pathagar.com

প্রবর্তন করে, কিংবা যেসব দেশে বা এলাকায় পরবর্তীতে এই বিধান পৌঁছে—যেমন, মিশর, কানাডা লুইসিয়ানা, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, জাপান—সর্বত্র এ বিধান ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ বহন করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, নাপোলেওনের বিধান রোমান আইনের অনুরূপ সার্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে। ১৭৮৯ সনের গণতান্ত্রিক আদর্শ ও উদ্দেশ্য পরিবর্ধনে এ বিধান একটি স্থায়ী উপাদান হিসেবে কাজ করে। খোদ ফ্রান্সে এ বিধান পুনর্বার এটাই প্রমাণ করে যে, প্রণালীবদ্ধভাবে নতুন ও পুরনো ফ্রান্সের মধ্যে সমন্বয় বিধানে বোনাপার্ত বদ্ধ-পরিকর ছিলেন।[২৮]

অন্যান্য বিধান

বোনাপার্তের প্রণীত ও প্রবর্তিত অন্যান্য বিধান দেওয়ানী বিধানের মতো তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তাঁর দেওয়ানী পদ্ধতি সম্পর্কিত বিধান প্রধানত সনাতন শাসন আমলের পদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। ফৌজদারী পদ্ধতিসংক্রান্ত বিধান মোটামুটিভাবে ইংরেজদের পদ্ধতিগত ধারা অনুসরণ করে। দণ্ড বিধানে বিপ্লব চলাকালে প্রবর্তিত পরিবর্তিত ধারাসমূহ সংরক্ষিত হয়। বাণিজ্যসংক্রান্ত বিধানে সম্ভবত কিছুটা অভিনবত্ব ছিল। ফলে এটা মডেলরূপে ইউরোপের বহুদেশ গ্রহণ করে। এমন কি বেলজিয়াম ও ইতালীতে আজকাল বোনাপার্ত প্রবর্তিত বাণিজিক বিধান কার্যকর রয়েছে[২৯]। সার্বিকভাবে এরূপ বলা চলে যে, বোনাপার্তের আইন সংস্কার সম্বলিত বিধানসমূহ প্রথমবারের মতো ফ্রান্সে আইনগত ঐক্য সাধনের ক্ষেত্রে সবচাইতে ব্যাপকতর প্রয়াস। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এসবের ভাব ও ভাষা ছিল স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট, প্রভাব ছিল সভ্যতা ও রুচিশীল আমেজে সিক্ত; রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিপ্লবী নীতি-আদর্শের বিজয়ের এসব ছিল প্রকৃত বাহন।

বিচার বিভাগীয় সংস্কার

আইন সংস্কার ও বিধান প্রণয়নের পাশাপাশি বোনাপার্ত ফরাসী বিচার বিভাগও পুনর্গঠন করেন। ১৮ মার্চ ১৮০০-এ বিঘোষিত আইনে বিচার বিভাগ পুনর্গঠনের বিধান পাশ করা হয়। এই আইনে প্রশাসনিক ব্যবস্থার অনুকরণে পুনর্বার কেন্দ্রী-করণ নীতি গৃহীত হয়। বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার প্রথম দফায় প্রতিটি জেলায় এক একটি দেওয়ানী আদালত (Civil court) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি দুই কিংবা তিন দেপার্ত-মোঁ'র জন্য একটি করে আপিল আদালত (Court of Appeal) গঠন করা হয় এবং সারা দেশের জন্য সর্বমোট ২৯টি আপিল আদালত গঠিত হয়। এ ছাড়া, প্রতিটি

www.pathagar.com

দেপার্তমেঁ'র জন্য একটি ফৌজদারী আদালত (Criminal court) এবং আপিল রদ মামলা পরিচালনার জন্য একটি উচ্চতম ক্ষমতাসম্পন্ন আদালতও (Supreme court of cassation) প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিচার বিভাগীয় কাঠামোর নিম্ন পর্যায়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত বা সালিশ (Justices of the peace) এবং উচ্চতম পর্যায়ের আপিল আদালতের বিচারপতি ছাড়া আর বাদবাকী সব বিচারক প্রথম কন্সাল কর্তৃক মনোনীত হতেন। প্রতিটি আদালতে একজন করে সরকারী কমিশনার সংশ্লিষ্ট থাকতেন। তাঁদের কাজ ছিল সরকারকে প্রতিনিধিত্ব করা এবং পদ্ধতিগত দিক তদারক করা[৩০]। কনস্যুলেট সরকার ও পরবর্তীতে সাম্রাজ্যের অধীন বোনাপার্তের শাসন আমলে ফ্রান্সে আরো কিছু কিছু অস্বাভাবিক ভাবধারা কার্যক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। পুলিশদের হাতে অনেকটা সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত হয়, সর্বত্রই তাদের উপস্থিতি বিরাজ করে। প্রচলিত আদালত-সমূহের এখতিয়ারের তোয়াক্কা না করে অনেক সময় বিশেষ বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়, স্বেচ্ছাচারমূলক গ্রেফতার করা হতো যখন তখন এবং প্রায়শ অন্তরীণও করা হতো[৩১]।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটাই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হবে যে, নাপোলেও বোনাপার্তের সংস্কার ও পুনর্গঠন কর্মপন্থা ছিল বহুমুখী। যুদ্ধক্ষেত্রে শত ব্যস্ততার মাঝেও ফ্রান্সে তিনি গঠনমূলক উন্নয়ন ও প্রাচুর্য্যের এক অদম্য স্পৃহা গড়ে তোলেন, সৃষ্টি করেন একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা, প্রবর্তন করেন একটি অভিনব শিক্ষা প্রথা, সাম্যের জন্য এক পরম ভাবাবেগও সঞ্চার করেন, প্রণয়ন করেন আইন-বিধান এবং একটি বিচার বিভাগীয় সাংগঠনিক কাঠামোও প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিভিন্নমুখী সংস্কারমূলক ব্যবস্থায় শুধু তাঁর অভাবিত কর্মস্পৃহার পরিচয় মেলে না, এর প্রতিটি কাজই ছিল স্ফটিক পাথরের মতো স্বচ্ছ। যুগ যুগ ধরে বোনা-পার্তের সংস্কারমুখী কর্মচাঞ্চল্য ও এ ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিমুগ্ধ ফরাসী জনমানুষকে গর্ব ও আনন্দ দান করে, তাঁর প্রতিভার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয় ফ্রান্স।

টীকা :

১. Geoffrey Bruun, **Europe and the French Imperium 1799-1814** (New York: Harper and Row, 1965), পৃ. ৬৫

২. উদ্ধৃত ঐ, পৃঃ ৬৬

৩. Wright, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭

৪. Godechot in **New Cambridge Modern History**, Vol. IX, পৃঃ ২৯৮

www.pathagar.com

৫. ঐ
৬. Geyl, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১
৭. উল্লেখিত, Hayes, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩৭
৮. Atkins, প্রাগুক্ত. পৃঃ ২৮৭
৯. Markham in **New Cambridge Modern History**, vol IX, পৃঃ ৩২১
১০. উল্লেখিত, Rose, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৭
১১. ঐ পৃঃ ১২৭
১২. Godechot in **New Cambridge Modern History**, Vol IX, পৃঃ ২৯৮
১৩. Ketelbey, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭
১৪ Edward McNall, **Western Civilizations : Their History and Culture** (New York : Norton, 1941), পৃঃ ৬০৭
১৫. উদ্ধৃত, Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৬
১৬. Markham in **New Cambrige Mordern History**, Vol, IX, পৃঃ ৩২২
১৭. উল্লেখিত, Grant and Temperley, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫
১৮. Rose, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮১—২৮২
১৯. উল্লেখিত, ঐ পৃঃ ২৮২
২০. উদ্ধৃত, Rose, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৬
২১. উল্লেখিত, Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬৪
২২. John Roach in **New Cambridge Modern History**, Vol. IX, পৃঃ ১৯৯
২৩. Grant and Temperley, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯
২৪. Fisher in **Cambridge Modern History**, Vol. IX, (Camb : Cambridge University Press, 1967). পৃঃ ১৪৮
২৫. Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫৬
২৬. উল্লেখিত, Robert Ergang, **Europe : From Renaissance to Waterloo** (Boston : Heath, 1954), পৃঃ ১৯
২৭. উল্লেখিত, Grant and Temperley, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭
২৮. Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫৬—৪৫৭
২৯. ঐ. পৃঃ ৪৫৭
৩০. ঐ. পৃঃ ৩৫৪
৩১. Godechot in **New Cambridge Modern History**, Vol. Ix. পৃঃ ২৯৭

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

বোনাপার্ত ঃ সনাতন ঐতিহ্য ও বিপ্লবী নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি 'সনাতন শাসনকে সংগঠিত করেন', 'বিপ্লবকে করেন সুসংহত'[১]। অথবা বলা হয় যে, তিনি ফ্রান্সে নতুন সনাতন মুখী সরকারের মুখবন্ধ রচনা করেন, স্থৈতিক রূপদান করেন বিপ্লবকে[২]। আপাতদৃষ্টিতে বোনাপার্ত সম্পর্কে উপস্থাপিত এই দুটি বক্তব্য পরস্পর বা স্ব-বিরোধী বলে মনে হবে। কেননা বিপ্লব প্রকৃত অর্থে চেয়েছে সনাতন ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে। কিন্তু তবু বলা চলে যে, উপর্যুক্ত দু'টো বক্তব্যই সত্য। বস্তুত, দু'টো বক্তব্য একই অবিচ্ছিন্ন ধারায় সম্পৃক্ত। দু'টো বক্তব্যের মধ্যে যেসব মৌলিক ফরাসী জাতীয় ভাবধারা প্রতিফলিত হয় বোনাপার্তের আদর্শ, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ও কর্মপন্থায় উভয় ভাবধারাই সন্নিবিষ্ট হয়। অন্য কথায়, তিনি বিপ্লবী নীতি ও সনাতন শাসনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। এর প্রথমটি হচ্ছে, ফ্রান্সের সাম্প্রতিক কালের অভিজ্ঞতা, আর দ্বিতীয়টি ফরাসী ঐতিহ্য—ফ্রান্সের ইতিহাসের অঙ্গ। বোনাপার্ত দু'টোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন। বিষয়টি সম্ভবত আরো বিশদ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

প্রকৃতপক্ষে, বোনাপার্তের সংস্কারাবলী বা কর্মপন্থা অংশত ছিল সনাতন শাসন আমলের সূত্র থেকে ধার করা, অংশত ছিল বিপ্লবী অভিজ্ঞতাজনিত প্রক্রিয়ার ফসল। বিপ্লবী কর্মপন্থার আবশ্যকীয় বিশেষ বিশেষ দিকগুলো তিনি সংরক্ষণ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন বিপ্লবী ঐক্যের বিমূর্ত প্রতীক। তাঁর মতে, তাঁর আবির্ভাব ঘটে, 'বিপ্লবের রোমান্টিক ভাবাবেগের অবসান ঘটাতে' এবং এই কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে তিনি পুরনো ও নতুন ফ্রান্সের প্রতিভূ বা ঐক্য সংস্থাপকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

স্থিতি ও শৃঙ্খলা

ফরাসী বিপ্লব প্রথম দিকে ছিল শৃঙ্খলা ও সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি আন্দোলন-স্বরূপ। সম্ভবত শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ছিল বিপ্লবীদের উদ্দেশাবলীর মধ্যে একটি মৌলিক অভিলাষ। কেননা বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের প্রণেতা ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণী,

www.pathagar.com

আর ফরাসী সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খল অবস্থায় এরা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। ১৭৮৯ সনে মধ্যবিত্তশ্রেণী শুধু ফরাসী প্রশাসনিক ব্যবস্থার নিম্নস্তরসমূহে শৃঙ্খলা কামনা করে নি, রাষ্ট্রের সর্বত্র তারা চায় শৃঙ্খলাও। সনাতন শাসন আমলে ফ্রান্সের প্রশাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত ছিল বটে, যদিও এটা ছিল অসংবদ্ধ ও অযোগ্য। ১৭৯০ সনে এরূপ ব্যবস্থার প্রতিবিধানকল্পে বিপ্লবী পরিষদ, জাতীয় সংবিধান পরিষদ, এক অভাবিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে। বিপ্লবী পরিষদের সদস্যবর্গ বিশ্বাস করতেন মানুষের, নৈতিকতাভিত্তিক 'প্রকৃতিগত রাষ্ট্রের'। অতীতের ভ্রান্তিপ্রসূত ঐতিহ্যকে রাতারাতি ভেঙে চুরমার করতে এঁরা ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আর তাই তাঁরা সনাতন ফরাসী রাষ্ট্রের পুরানো প্রদেশসমূহ ভেঙে দেয়, প্রতিষ্ঠা করে নির্বাচিত সংসদসহ ৮৫টি নতুন দেপার্তমোঁ (Department)। দেপার্তমোঁ ও জেলাসমূহ আবার ভাগ করা হয় স্বায়ত্তশাসিত প্রায় ৪০,০০০ কম্যুনে। একটি স্বৈরতন্ত্র-ভাবধারাপুষ্ট কেন্দ্রীভূত প্রশাসনকে এভাবে রাতারাতি পরিবর্তন করা হয়। সম্ভবত এতে যথেষ্ট বিচক্ষণতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। কেননা স্বৈরতন্ত্র ভাবধারাপুষ্ট কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র অরাজকতায় রূপান্তরিত হয়: সনাতন শাসন আমলের চাইতেও এই অরাজকতা ছিল ভয়াবহ। এর পর ফ্রান্স যখন আক্রমণের সম্মুখীন হয় জাতীয় কনভেনশন তখন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। এটা করা হয় পরবর্তীতে একটি ডিক্রী জারী করে। আরো পরে, 'সন্ত্রাস' আমলে, কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা সন্দেহাতীত রূপে পূর্ণতা লাভ করে।

অবশ্য, বিকেন্দ্রীকরণ থেকে কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় ফিরে আসার বিষয়টা কখনো প্রকাশ্যে স্বীকার করা হয় নি। তবু এটা অনস্বীকার্য যে, ফরাসী সরকার ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ক্রমশ সনাতন ছাঁচে কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় ফিরে যায়। বোনাপার্ত এই ধারা সম্পূর্ণ করেন। নিঃসন্দেহে প্রিফেক্টরা এঁতদাঁদের কাজ অব্যাহত রাখে, রাষ্ট্রীয় সংসদ রাজকীয় সংসদের স্থান দখল করে[৩]। তিনি স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত দু'টো মৌলিক বিপ্লবী নীতি পরিহার করেন: এর একটি সর্বসাধারণের ভোটাধিকার যার মাধ্যমে স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ নির্বাচিত হতো, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে স্থানীয় জনমত যাচাইয়ের ভিত্তিতে জাতীয় আইন-বিধি প্রণয়ন। বিপ্লবী পরিষদসমূহ যেসব প্রশাসনিক ভৌগলিক কাঠামো সৃষ্টি করে এসব তিনি বহাল রাখেন বটে, কিন্তু নির্বাচিত সংসদভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন তিনি নিশ্চিহ্ন করেন[৪]। দেপার্তমোঁ ও অন্যান্য স্থানীয় পর্যায়ের সব সরকারী কর্মকর্তা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতো, জবাবদিহিও করতো কেন্দ্রের কাছে। ক্ষমতার উৎস নিম্ন পর্যায়ের জনগণ ছিল না, ক্ষমতা উদ্ভূত হতো ওপর থেকে। এভাবে রীতিবদ্ধভাবে বোনাপার্ত সনাতন শাসনকে সংগঠিত করেন। 'বিপ্লব? আমিই বিপ্লব',

www.pathagar.com

বলেন তিনি। বস্তুত, তাঁর রাজনৈতিক অবদানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তাঁকে বিপ্লব বলা যথার্থ মনে হবে। তাঁর মধ্যে এবং তাঁর-ই মাধ্যমে বিপ্লব এক মহান সুশৃঙ্খলরূপ ধারণ করে।

সাম্য

ফরাসী বিপ্লবের আরেকটি সুমহান দিক হচ্ছে সাম্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। কৃষকদের কাছে এটা বেশ অর্থবহ ছিল। কেননা এর অন্তর্নিহিত কথা ছিল সামন্তপ্রথার অবসান, আর কৃষকদের শোষণ বিলোপ। সামন্তপ্রথা পর্বেই বিলুপ্ত হয় এবং চার বছরের মধ্যে এ প্রথার সলিল-সমাধি ঘটে। এর সঙ্গে আরো নিশ্চিহ্ন হয় সনাতন শাসন আমলের অগণিত অসম বিধি-ব্যবস্থা।

সামন্ত প্রথার অবসানের ফলশ্রুতিতে ভূমি মালিকানায় বিপুল পরিবর্তন ঘটে। যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ভূ-সম্পত্তি অতি দ্রুত হস্তান্তরিত হয়। বিশেষত এসবের স্বত্বলাভ করে কৃষক ও মধ্যবিত্তশ্রেণী। কৃষকদের সম্পত্তি লাভের বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এটা বিপ্লবের পূর্ব-পরিকল্পিত লক্ষ্য ছিল না বটে, কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা সামন্ত প্রথার বিলোপজনিত অতি স্বাভাবিক পরিণতিরূপে বিবেচিত। উল্লেখ্য, সামন্তপ্রথার অবসান ও বিত্তহীন কৃষকদের মাঝে ভূমি বণ্টন —এ দু'টি বিষয় ছিল ফরাসী বিপ্লবের মৌলিক সাফল্যের বিষয়। বোনাপার্ত শুধু এসব অনুমোদন করেন নি, এসবের স্থায়িত্বও বিধান করেন।

করপ্রথায় সমতা বিধান

সামাজিক সাম্যের নিশ্চয়তা বিধানের পর বিপ্লব চেয়েছে কর প্রথায় সাম্য প্রবর্তনে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সনাতন শাসন আমলে যেসব সামাজিক সম্প্রদায় বা শ্রেণী কর প্রদানে অধিকতর সমর্থ ছিল তাদের-ই অব্যাহতি দেয়া হয়। বিপ্লবী ব্যবস্থায় তাই সবাইকে নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী কর দেয়ার বিধান করা হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা কখনো তেমন একটা কার্যকর হয় নি। এর প্রধান কারণ ছিল, করধার্য ও কর আদায় যারা করতো তারা সবাই নির্বাচিত হতো। যোগ্যতার কোন বালাই ছিল না। এক্ষেত্রেও বোনাপার্ত শুধু বিপ্লবী কর-ব্যবস্থা অনুমোদন করেন নি, সাফল্যের সঙ্গে এই ব্যবস্থা বাস্তবায়নে কার্যকর পন্থা ও গ্রহণ করেন।

প্রতিভার স্বীকৃতি

সামন্তপ্রথার অবসানের ফলে শোষক সম্প্রদায় তাদের বিশেষাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, বিশেষভাবে লাভবান হয় কৃষকশ্রেণী। করপ্রথায় সমতা বিধানের

www.pathagar.com

ফলেও কৃষকেরা অনুরূপভাবে লাভবান হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত লোকজনের কাছে এরূপ সাম্যের অর্থ ছিল নিতান্ত-ই সামাজিক স্তরসমূহ ভেঙে সমান করে দেয়া মাত্র এবং এরূপ সমতা বিধানের ফলশ্রুতিকে দরিদ্রতম জনসমষ্টির ভাগ্য উন্নয়নে সাহায্য হয়। কিন্তু সমাজে প্রতিভাব স্বীকৃতির বিধান রাখা হয় নি। বোনাপার্ত নিতান্ত সামাজিক সাম্য অনুমোদন করেন নি, সাম্যের পাশাপাশি তিনি প্রতিভার স্বীকৃতিও প্রদান করেন। 'জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বীকৃতি'—এরূপ শ্লোগান গ্রহণ করে সাম্য প্রতিষ্ঠায় বোনাপার্ত ভারসাম্য আনেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো উল্লেখ করেন, 'আমার প্রশাসনে সব মানুষ সমান।' তাঁর পদক বা খেতাব ব্যবস্থা সামাজিক সাম্য নীতিব লঙ্ঘন এরূপ মনে করা সঠিক হবে না। কেননা, সামাজিক সাম্য নীতির অর্থ হচ্ছে জন্মগত কারণে কাউকে প্রবঞ্চিত করা অনুচিত এবং বিশেষাধিকার নয়, একমাত্র প্রতিভাই যোগ্যতার বাহন। বোনাপার্ত সাম্য ও প্রতিভা দু'টোর মধ্যে যথার্থ যোগসূত্র স্থাপন করেন।

ধর্মীয় ব্যবস্থা

ধর্মীয় বিষয়াদিতেও বোনাপার্ত বিপ্লবকে সুসংহত করেন। ধর্মীয় দ্বন্দ্বের অবসান ছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক শান্তি নিশ্চিত করা অসম্ভব হতো। বোনাপার্ত শুধু ধর্মীয় শান্তির বিধান করেন নি, চার্চকে তিনি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেন[৫]। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তিনি কোন অর্থে ধার্মিক ছিলেন না। কিন্তু তিনি জনগণের ধর্মীয় অনুভূতি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন। ধর্ম ছিল তাঁর কাছে একটি যথার্থ রাজনৈতিক বাহন, জাতির একটি কাল্পনিক লক্ষ্যবস্তু, একরূপ সামাজিক বন্ধন, একটি বিস্ফোরণ নিবারক যন্ত্রস্বরূপ। ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি মনে করেন যে, একটি ধর্মের প্রতি জনগণের আসক্তি থাকতে হবে এবং এই ধর্মের ওপর সরকারের কর্তৃত্ব থাকবে। বিপ্লব চলাকালে কার্যত ফ্রান্সে অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ: ফ্রান্সের ধর্ম ছিল সরকারের শত্রুপক্ষের নিয়ন্ত্রণে। তাই তিনি ১৮০১ সনে ধর্মীয় চুক্তি সম্পাদন করে পোপের সঙ্গে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করেন। এই চুক্তির মাধ্যমে পুরোহিতদের কৌমার্যব্রত অধিকার ফিরিয়ে দেন। পোপকে বিশপদের অভিষেক কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। ধর্মীয় বিধি-নিষেধও ফ্রান্সে পুনঃপ্রবর্তনের অনুমতি প্রদান করেন। (বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দ্রঃ, পৃঃ ৫৯-৬১)। এটা সুনিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, এ জাতীয় ধারা গ্রহণের মাধ্যমে তিনি সনাতন ঐতিহ্যে ফিরে যান। কিন্তু একই সঙ্গে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত বেতনভাতা ও বিপ্লবী ভূমি-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তিনি পোপকেও বাধ্য করেন। এ জাতীয় ধারায় বিপ্লব যথার্থই স্বীকৃতি লাভ করে।

www.pathagar.com

ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পনীতি

ফরাসী ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে বিপ্লব চলাকালে অবাধ (Laissez faire) নীতি প্রবর্তন করা হয়। জাতীয় সংবিধান পরিষদ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বাধা-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সব শুল্ক চিহ্নিত করে এসবের অবসান ঘটায়। একই সঙ্গে, পরিষদ একটি ডিক্রী জারী করে সব শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে। এরপর থেকে শ্রমিকরা নিজস্বভাবে বা মালিক পক্ষের হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত হতে পারতো। এই আইনের মাধ্যমে অবশ্য অবাধ শিল্প প্রতিযোগিতা সূচিত হয় বটে, কিন্তু অবাধ শিল্প প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনকল্পে যেসব সতর্কতামূলক বিধি-ব্যবস্থা প্রয়োজন সেসব গৃহীত হয় নি। এক্ষেত্রে-ই বোনাপার্তের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি একচেটিয়া অধিকারভিত্তিক ব্যবসায়িক গিল্ডসমূহকে পুনরুজ্জীবিতই করেন নি; পক্ষান্তরে, বিদেশী প্রতিযোগিতার কবল থেকে তিনি ফরাসী জাতীয় শিল্পসমূহকে সংরক্ষণমূলক সমর্থনও প্রদান করেন। শুধু তাই নয়, ফ্রান্সের শিল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের ধর্মঘট নিয়ন্ত্রণ করারও প্রয়াস পান। এমনকি শ্রমিক সংগঠন সমূহের উগ্রপন্থী কর্মপন্থার বিরুদ্ধেও আইন প্রণয়ন করেন[৬]। এ জাতীয় বিধি-নিষেধ ছিল সনাতন শাসন আমলের ছাঁচে গড়া।

আইন ও বিচার ব্যবস্থা

আইন ও বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বোনাপার্তের সংস্কার সমভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধু বিভিন্ন স্তরের বিচার-আদালত সৃষ্টি করেন নি, প্রশাসনিক মামলা বা বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সংসদকে আপিল এখতিয়ারও প্রদান করেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তাঁর সবচাইতে অভিনব সংস্কার ছিল পঞ্চবিধানের প্রবর্তন (Five codes, দ্রঃ পৃঃ ৬৪-৬৬)। এগুলোর মধ্যে শুধু দেওয়ানী বিধান প্রণীত হয় কনস্যুলেট সরকারের আমলে এবং একমাত্র এ বিধান-ই সময় ও ভাবধারার দিক থেকে বিপ্লবী আইন-কানুনের কাছাকাছি ছিল। বাদবাকী বিধানসমূহ প্রণীত হয় বোনাপার্তের রাজকীয় স্বৈর-শাসন আমলে। স্বাভাবিক কারণেই এসবে বিপ্লবী নীতিমালা তেমন একটা প্রতিফলিত হয় নি। তবু সার্বিকভাবে এটা বলা সমীচীন হবে যে, বিপ্লবী পরিষদসমূহের গণতান্ত্রিক আদর্শ ও ফরাসী রাজতন্ত্রের ব্যবহারিক ঐতিহ্যের মধ্যে তিনি সুচিন্তিত সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পান। পঞ্চবিধানের ভাবধারা থেকে সম্ভবত এরূপও বলা যেতে পারে যে, এসবের মাধ্যমে বোনাপার্ত চেয়েছেন ফ্রান্সের পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে তার স্মরণাতীত কালের ঐতিহ্যকে বিজ্ঞোচিত ছাঁচে নতুনভাবে প্রয়োগ করতে।

www.pathagar.com

শিক্ষা ব্যবস্থা

সনাতন শাসন আমলে শিক্ষা শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থে ব্যবহার হতো। বিপ্লবী পরিষদসমূহ ফ্রান্সে একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার মানসে ব্যাপকতর পরিকল্পনা গ্রহণ করে, কিন্তু এর বাস্তবায়নে তাদের পক্ষে কতিপয় প্রাথমিক পদক্ষেপ নেয়া ছাড়া তেমন কিছু করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এক্ষেত্রেও বোনাপার্ত তার অসীম কর্মস্পৃহা ও ইচ্ছাশক্তির পরিচয় রাখেন, তাঁর চিন্তাধারার বাস্তব রূপদান করেন, যদিও তাঁর অন্যান্য সংস্কারমূলক ব্যবস্থার মতো শিক্ষার ক্ষেত্রেও কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলাভিত্তিক কেন্দ্রীয়করণ ও কর্তৃত্বের অনুকূলে পরিবর্তনের ভাব পরিলক্ষিত হয়। উপরন্তু, তাঁর নিয়ন্ত্রণমূলক শিক্ষা পরিকল্পনা উচ্চতর শ্রেণী-সমূহের প্রয়োজনের সীমিত স্বার্থ অর্জনে ব্যবহৃত হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে তিনি উপেক্ষাই করেছেন বলা চলে, কেননা এই শিক্ষা সাধারণ মানুষের স্বতঃপ্রবৃত্ত উদ্যোগের ওপর তিনি ছেড়ে দেন। এ প্রসঙ্গে এটা বলা অমূলক হবে না যে, স্বৈরতন্ত্র ভাবধারাপুষ্ট যে-কোন সরকার সর্বসাধারণের শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে থাকে। সম্ভবত বোনপার্তের পক্ষেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। তবু বোনাপার্তের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ফরাসী সনাতন ঐতিহ্যের তুলনায় ব্যতিক্রমধর্মী। কেননা তাঁর সমগ্র পরিকল্পনা ছিল প্রতিভাভিত্তিক ও সুবিন্যস্ত জন্মাধিকারের কোন স্থান এতে ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই এরূপ ব্যবস্থা বিপ্লবী নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

স্বাধীনতা ও জনগণের সার্বভৌমত্ব

বোনাপার্ত সম্ভবত উদ্দেশ্যমূলকভাবে ফরাসী বিপ্লবের একটি অতি মূল্যবান নীতি অবজ্ঞা করেন—এই নীতি হচ্ছে জনগণের সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণ। অবশ্য ফরাসী জনগণ এই নীতি সংরক্ষণে তেমন সতত প্রবল আগ্রহ প্রদর্শন করেছে এরূপ বলা চলে না। প্রথম বিপ্লবী পরিষদ, জাতীয় সংবিধান পরিষদ আমলের মধ্যবিত্ত সরকার কর্তৃক চিহ্নিত তথাকথিত 'নিষ্ক্রিয় নাগরিকেরা' (Passive citizens) বেশ কিছুকাল অবধি তাদের ভোটাধিকার ব্যবহার করার অভিলাষ খুব একটা দেখায় নি। এমন কি 'সক্রিয় নাগরিকদের' ('active citizens') গড়ে মাত্র শতকরা এগারোজন ভোটাভুটিতে অংশ নেয়। সার্বজনীন ভোটাধিকার নীতি পরে গৃহীত হলেও দিরেক্তোয়ার আমলে গৃহীত সংবিধানে পুনরায় ভোটাধিকার সীমিত করা হয়। সার্বিকভাবে ফরাসী জাতি এ জাতীয় পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় খুব একটা উদ্বিগ্ন হয়েছিল বলে মনে হয় না। পরবর্তীতে বোনাপার্ত অবশ্য গণভোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাহ্যত সার্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

www.pathagar.com

বোনাপার্ত সার্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থার প্রতি বাহ্যত সম্মান প্রদর্শন করেন বটে, কিন্তু কার্যত তিনি নির্বাচন ব্যবস্থা বিনাশ করেন। তিনি শুধু রাজনৈতিক স্বাধিকার হরণ করেন নি, ফরাসী রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে তিনি সহনশীলতা উৎখাত করে মৃত সমতুল্য নিশ্চল সাম্যের ধারাও প্রবর্তন করেন। কিন্তু ঐ পর্যায়ে এই ধারা সম্ভবত ফ্রান্সের প্রাপ্য ছিল। বিপ্লবী ফ্রান্সকে যে বিজয় গৌরবে তিনি গৌরবান্বিত করেন রাজনৈতিক সাম্য থেকে ফরাসী জনমানুষকে প্রবঞ্চিত রেখে বিপ্লব যেন তার প্রতিমূল্য দান করে।

আর স্বাধীনতা ? স্বাধীনতা বা স্বাধীকার লাভে ফ্রান্স যথার্থ অভিলাষী ছিল কিনা সন্দেহ। যদি এই স্বাধীনতা লাভে ফরাসী জনগণ অভিলাষী হতো এ ছিল তখন অতি দুষ্প্রাপ্য বস্তু। ১৭৯২-১৮১৫ সনের মধ্যে ফ্রান্স অনেকটা অবিরত ধারায় ইউরোপীয় সংঘর্ষে বিজড়িত থাকে। যুদ্ধরত কোন দেশে কখনো কি স্বাধীনতার বীজ বৃক্ষরাজি শোভিত বাগানের রূপ পরিগ্রহ করে? ঐ সময়ের ফ্রান্সের মতো বিপ্লবী আদর্শে উদ্দীপ্ত একটি দেশ, যে-দেশ মহাদেশীয় দ্বন্দ্বে বিজড়িত ছিল,সেই দেশে 'স্বাধীনতা'র মতো নীতি প্রসার লাভ করবে কি করে ?

প্রকৃতপক্ষে, নাপোলেওঁ বোনাপার্তের প্রশাসনকালে সামাজিক সাম্যের নিশ্চয়তা বিধান করা হলেও সামাজিক স্বাধীনতার অস্তিত্ব ছিল না, এবং প্রত্যয় বা ধারণা হিসেবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল একইভাবে অজানা। তবু বোনাপার্ত বিপ্লবের বীরপুরুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন, তিনি ছিলেন এর যথার্থ উত্তরসূরী। পরবর্তীতে তিনি যে সাম্রাজ্যের অধিপতি হন তার সম্প্রসারণবাদী ক্রিয়াকর্মের কারণে তাঁকে বিপ্লবের বীরপুরুষরূপে অভিহিত করা হয় নি, সাম্রাজ্যের মাধ্যমে সমগ্র ইউরোপে বিপ্লবের অনুকূলে তিনি যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং এর চূড়ান্ত ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথ প্রসারিত করেন সেই কারণে তাঁকে বিপ্লবের বীরপুরুষরূপে আখ্যায়িত করা হয়।

টীকা:

১. Ketelbey, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৮
২. Geyl, প্রাগুক্ত. পৃ: ৯১
৩. ঐ পৃ: ৯১
৪. Gershov, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫৩
৫. Geyl, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৪
৬. Gershov, প্রাগুক্ত. পৃ: ৩৫৯

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

রাষ্ট্রনায়ক বোনাপার্ত

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত সম্পর্কে বলা হয় যে, সৈনিক ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁকে সমভাবে মহান বলা চলে। এরূপ বক্তব্য কতখানি যুক্তিযুক্ত?

বোনাপার্তের সপক্ষে এরূপ যুক্তি উপস্থাপন করা যেতে পারে যে, কঠিন যুদ্ধ প্রক্রিয়ার অবিরাম ধারায় রত থাকার ফলে তিনি তাঁর চিন্তা-চেতনাজনিত সব আদর্শের পূর্ণ বাস্তবরূপ দিতে পারেন নি, কিংবা তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতি সর্বদা সামরিক প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ জাতীয় যুক্তি খণ্ডনে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করা যেতে পারে।

প্রথমত, যে ইউরোপীয় পরিস্থিতি নাপোলেওঁ বোনাপার্তের চিন্তা-চেতনা-জনিত আদর্শ বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে বলে দাবি করা হয় তা' ছিল প্রধানত বোনাপার্তের নিজস্ব সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, খোদ ফ্রান্সে তাঁর ক্ষমতা সর্বদাই ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত ছিল সামরিক যশ প্রতি-পত্তি ও বিজয়ের সঙ্গে।

দ্বিতীয়ত, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, ফরাসী জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বোনাপার্ত ব্যাপক ও বিভিন্নমুখী সংস্কার প্রবর্তন করেন। কিন্তু এসব সংস্কারের পেছনে গঠনমূলক আদর্শ ও উদ্দেশ্য কতখানি ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা চলে। তার সমগ্র সংস্কার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সামরিক ও আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াসরূপে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটাও বলা যেতে পারে যে, তার সংস্কারমূলক কর্মপন্থা ছিল নেতিবাচক, এমনকি নৈরাজ্য-বাদী ভাবধারাপুষ্ট— বিনাশমূলক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত।

তৃতীয়ত, বোনাপার্তের সংস্কারমূলক পরিকল্পনার মৌলিকত্ব ছিল অতি নগণ্য। কেননা, অংশত বিপ্লব তাঁর সংস্কারের পথ উন্মুক্ত করে, আর অংশত তিনি ধার করেন সনাতন ফরাসী রাজকীয় ঐতিহ্য। এক বিশ্লেষক তাই পরিহাসভরে উল্লেখ করেন, 'কোলবেরের (Colbert) সংস্কারমূলক কর্মপন্থার সঙ্গে তাঁর [বোনাপার্তের] পরিকল্পনার বেশ মিল ছিল বটে, কিন্তু এতে অভিনবত্বের অভাব ছিল; খুব একটা যুগোপযোগীও একে বলা চলে না'।[১]

চতুর্থত, তাঁর সব কর্মকান্ডে এটা প্রতীয়মান হবে যে, তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করেন নি। 'স্বাধীনতা' বিপ্লবের সেই সুমহান

www.pathagar.com

প্রথম নীতিবাক্য তাঁর উদ্দেশ্যমূলক অবজ্ঞার শিকার হয়। তাঁর বোলচাল এরূপ সাক্ষ্য বহন করে যে, স্বাধীনতাকে তিনি রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা, স্থিতি ও যোগ্যতার পরিপন্থী হিসেবে দেখতেন।

বোনাপার্ত সম্পর্কে আরো বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ছিলেন এমন একজন বিজয়ীবেশ বীর যাঁর কর্তৃত্বাধীন বসবাস করা ছিল দায়, কেননা, মিত্রকে পোষ্যে রূপান্তরিত করা ছিল তাঁর সহজাত অভ্যাস বা ন্যূনপক্ষে তিনি পুরো সম্পর্কটাকে তাঁর নিছক স্বার্থের কাজেই ব্যবহার করতেন'[২]। তোকভিলের মতে, বোনাপার্ত 'একজন মহাপুরুষ হয়েও ছিলেন নীতিজ্ঞান বিবর্জিত'[৩]। মাদাম দ্য স্তেল বলেন, 'তিনি [নাপোলেওঁ] ঘৃণা করেন না, জানেন না ভালোবাসতেও। তাঁর কাছে নিজ স্বার্থ ছাড়া আর বাদবাকী সবকিছুই অবান্তর—তাঁর উদারতার প্রাচুর্য ছিল বটে, কিন্তু শাস্তি প্রদানেও তাঁর অদ্ভুত ঘৃণা প্রকাশ পায়'[৪]। প্রগতি ও সভ্যতার নামে সুললিত শব্দগুচ্ছ তিনি ব্যবহার করতেন তাঁর বিজয়ের সাধ মেটাতে, এবং পরিশেষে, যে ইউরোপ তাঁর থেকে স্থিতি ও শান্তি কামনা করে তারই নাম করে তিনি ইংল্যান্ডকে চিহ্নিত করেন সর্বব্যাপী শান্তি বিনষ্টকারী ও শত্রুরূপে[৫]।

এভাবে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের সংস্কারমূলক কর্মপন্থা ও তাঁর কর্মময় জীবনের সমালোচনা করা হয়ে থাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু অভিনবত্ব বা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি রাষ্ট্রনায়কোচিত গুণাবলীর প্রশংসা লাভ করেন নি। এমনকি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি যে কার্যকর পন্থা অবলম্বন করেন, লাভ করেন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতাপূর্ণ সমর্থন তার জন্য তিনি রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন—সম্ভবত এরূপও বলা সঠিক হবে না। রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর খ্যাতির মূল কারণ হচ্ছে তাঁর অসীম কর্মস্পৃহা এবং তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তি, আর যে চুলচেরা মনোযোগ সহকারে তিনি তাঁর কর্মপন্থাও পরিকল্পনার খুঁটিনাটি দিক বাস্তবায়ন করেন তাও প্রশংসার দাবি রাখে। এসব দিক থেকে ফরাসী জাতির কাছে তিনি ছিলেন একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাদের সতত অনুপ্রেরণার উৎস। নাপোলেওঁ বোনাপার্তের রাষ্ট্রনায়কোচিত মাহাত্ম্যের পরিচয় মিলবে এখানেই।

এছাড়া, বোনাপার্তের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে কিংবা তাঁর ব্যবস্থায় যা পরবর্তীতে কঠোর, এমনকি নিপীড়নমূলক বলে মনে হয় ঐ সময়ে কিন্তু তা' বিবেচিত হয় শক্তির উৎসরূপে, তাঁর ব্যবস্থা অনেকের কাছে মডেলস্বরূপ, ছিল অতুলনীয় আধুনিকতার প্রতীক[৬]। বিপ্লবকে তিনি সুসংহত করেন, একই সঙ্গে একটি 'নতুন সনাতন শাসনের' মুখবন্ধও তিনি রচনা করেন। তাঁর নিজস্ব সামাজিক পরিচয় এবং বিপ্লবে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা এই উভয়বিধ উপাদান নাপোলেওনের

www.pathagar.com

ব্যবস্থার ভিত্তি গঠনে কাজ করে। বোনাপার্ত স্বয়ং ছিলেন সনাতন শাসনের এক দরিদ্র অভিজাত বংশোদ্ভূত এবং তাঁর প্রশাসনের অনেকেই ছিলেন সনাতন রাজতন্ত্রের কর্মচারী। তবু সুদীর্ঘ দশ বছরের 'বিপ্লবে ফ্রান্সে যথার্থই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটে। এসবকে উপেক্ষা করাও ছিল কঠিন। ফলে সনাতন ঐতিহ্য ও সাম্প্রতিক বিপ্লবী অভিজ্ঞতা এ'দুয়ের মধ্যে তিনি সমন্বয় ঘটান। এভাবে, হিপোলিত তেইনের ভাষায়, জন্মলাভ করে 'সমকালের ফ্রান্স'[৭]। স্বয়ং বিপ্লবী হয়েও তিনি বারংবার উচ্চারণ করেন যে, বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটেছে'[৮]। একই সঙ্গে এরূপ অভিমতও তিনি ব্যক্ত করেন যে, সনাতন শাসনের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে হলে এর আকর্ষণীয় দিকগুলো ধার করতে হবে[৯]। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক শ্রেণী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসে তিনি ফরাসীদের জন্য এমন এক সামঞ্জস্য-পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলেন যা স্থায়ী প্রভাব ফেলে, আজো যা' রয়েছে অম্লান। এতে সমরূপত্ব, প্রতিসাম্য ও যোগ্যতার প্রতি তাঁর আগ্রহ বা নিষ্ঠার ভাবই শুধু প্রতিফলিত হয় নি, একটি যুক্তিযুক্ত সংগঠনের মাধ্যমে একক মন কিভাবে বহু দূরের মানুষের নিকট তাঁর নিজস্ব গভীর ভাবাবেগ বা স্পন্দনের আবেগ সৃষ্টি করেন সেই নিদর্শনও মেলে[১০]। 'আমার নীতি হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমানুষের ইচ্ছানুযায়ী তাদের শাসন করা। আমার মতে, তাতেই জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি মেলে', বলেন বোনাপার্ত[১১]। সত্যিকার অর্থে বোনাপার্ত ফ্রান্সে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি সামাজিক এবং প্রশাসনিক স্থিতি-শীলতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। তাঁর পরে ফ্রান্সে বহু সরকারের উত্থান পতন হয়, কিন্তু উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে বোনাপার্তের প্রবর্তিত সংস্কার ও ব্যবস্থা থাকে অপরিবর্তিত[১২]।

এখানে আরো একটি তাত্ত্বিক বিষয়েরও অবতারণা করা যেতে পারে। ফরাসী বিপ্লবের অভ্যুত্থানের দশ বছর পর বোনাপার্ত ফ্রান্সে একটি গণতন্ত্রভিত্তিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হন। এতেও ফ্রান্সের সনাতন ঐতিহ্য এবং সাম্প্রতিক বিপ্লবী বাস্তবতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়। প্রশ্ন হতে পারে— এরূপ অসম্ভব কাজ তিনি কি করে সম্ভব করেন? বিপ্লব হচ্ছে শক্তির ভাবমূর্তি সম্বলিত অংশীদারিত্বের ধ্যান-ধারণাভিত্তিক এমন এক যৌথ প্রতীক বা সমষ্টিগত প্রক্রিয়া, যাতে ঐতিহ্যিক বা ধারাবাহিকতার বন্ধন ভেঙে দেয়া হয়, জাগে বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের প্রবণতা, কিন্তু এতে ভিন্নতর পর্যায়ে হলেও স্বৈরতন্ত্রী ঐতিহ্যেরই প্রতিফলন ঘটে। এভাবে বিপ্লবের পর থেকে একটি নতুন কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক শক্তিকে কেন্দ্র করে ফরাসী সমাজে গড়ে ওঠে একটি নতুন রাজনৈতিক বৈধতার ভাব, কালে বিপ্লবের বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের প্রবণতা থেকে সন্ত্রাসভিত্তিক সরকারের ভিতও গড়ে ওঠে। বোনাপার্ত

www.pathagar.com

বিপ্লবের সেই বিশুদ্ধ, অথচ সহিংস প্রবণতার পরিসমাপ্তি ঘটাতে সক্ষম হন। কেননা, তিনি ছিলেন স্বয়ং গণভোটভিত্তিক বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক[১৩]। বোনাপার্ত হয়তো ১৭৮৯ সনের সার্বিক নীতিমালায় বিশুদ্ধতার মূর্ত প্রতীকরূপে নিজকে উপস্থাপিত করতে পারতেন না, কিন্তু বিপ্লব থেকেই তিনি লাভ করেন আদর্শিক অনুপ্রেরণা ও প্রত্যয়; তাঁর একনায়কত্ব ও দিগবিজয়ী নেশার পেছনে সেই অনুপ্রেরণা ও প্রত্যয়ই কাজ করে। ফলে নতুন আইন বিধির মাধ্যমে তাঁর পক্ষে সনাতন সমাজের প্রতিরোধের অবশেষ উচ্ছেদ করার প্রয়াস চালানো সম্ভব হয়, সম্ভব হয় রাষ্ট্রে তাঁর ক্ষমতা জোরদার করার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় প্রশাসন গড়ে তোলা[১৪]।

উপর্যুক্ত বক্তব্য নাপোলেওঁ বোনাপার্তের জীবনী লেখক হল্যান্ড রোজ-এর (Holland Rose) অভিমতের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। বোনাপার্তের জীবনের পরবর্তী কয়েক বছরের দারুণ ব্যর্থতা সত্ত্বেও রোজ মনে করেন, নাপোলেওঁ ছিলেন 'সরকারী প্রশাসন, উদ্যমশীল কর্মস্পৃহা ও রণকলাকৌশলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সব কিছুতে সর্বমহান। তাঁর মাহাত্ম্যের পরিচয় মিলবে শুধুমাত্র তাঁর সুচিন্তিত কর্মপন্থাসমূহের স্থায়ী সাফল্যবিধানকল্পে সক্রিয় ভূমিকা অব্যাহত রাখাতে নয়, তাঁর মাহাত্ম্যের অধিকতর পরিচয় মিলবে এসব কর্মপন্থার প্রতিটির প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করায়— যে শক্তি দুর্দম ঝড়ের বাধাকেও অতিক্রম করতে পারে, শিলাস্তম্ভের অনুরূপ বাধা-প্রতিবন্ধকতাকেও ভেঙে চুরমার করে দিতে পারে। এমনকি তাঁর কর্মময় জীবনের শেষাংশেও তিনি এরূপ একটি কর্মশীল মহত্ত্বের ধারার সুস্পষ্ট ছাপ রাখেন যা' একটি নিষ্প্রভ জাতির শ্রমকঠোর ব্যক্তিত্বের কাছেও অচিন্তনীয় ছিল। মোটামুটিভাবে, মানব সমাজ উচ্চতম সম্মানের আসন দান করে তথাকথিত বিচক্ষণ, দূরদর্শী মানুষ বা সাধারণ গুণবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বকে নয়, যে সাধারণ ব্যক্তি-মানুষ পেছনে কোন ব্যর্থতার গ্লানি রেখে যেতে চায় না; 'এরূপ মর্যাদায় ঐ মহাপ্রাণই অলংকৃত হন যিনি শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় রাখেন দুঃসাহসমূলক কর্মকাণ্ডে, ভাবনা-চিন্তা বাস্তবায়নে মহাশক্তি প্রদর্শন করেন, এমনকি নিজ ও অন্য সবার সর্বনাশা পরিস্থিতির মুখেও লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। নাপোলেওঁ ছিলেন এরূপ এক অত্যাশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন এরূপ এক সুমহান পুরুষ যিনি ফরাসী বিপ্লবকে নিয়ন্ত্রণ করেন, ফরাসী জনজীবনকে নতুন ছাঁচে গড়ে তোলেন, যিনি ইতালী, সুইজারল্যান্ড ও জার্মানীতে একটি বিস্তীর্ণ ও গভীর নতুন জীবনের আস্বাদ রেখে যান, যিনি ক্রুসেডারদের (Crusades) পর পাশ্চাত্য জগতকে প্রাচ্যের দিকে সর্বাধিক আন্দোলিত করে

www.pathagar.com

তোলেন এবং পরিশেষে যিনি অগণিত মানুষের আকুল আকাঙ্ক্ষা ও দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করেন দক্ষিণ আটলান্টিকে অবস্থিত সেই জলবেষ্টিত [কর্সিকা নামক] শিলাদ্বীপটির দিকে। এটা অবধারিত যে, এই সুমহান পুরুষ মানব-সভ্যতার ইতিহাসে যেসব ব্যক্তিত্ব অমরত্ব লাভ করেছেন তিনি সেসব মহাপুরুষদের সঙ্গে প্রথম সারিতে স্থান লাভ করবেন[১৫]।

টীকা :

১. Grant and Temperley, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২
২. Geyl, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬
৩. উদ্ধৃত John Mc Manners, **Lectures on European History 1789-1914, Men, Machines and Freedom** (Oxford Black well, 1966), পৃঃ ৭৮
৪. উদ্ধৃত, ঐ
৫. Geyl, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬
৬. Louis Bergeron, **France Under Napoleon.** Translated by R. R. Palmer (Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1981), পৃঃ xiii
৭. Geyl, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১-৯২
৮. ঐ, পৃঃ ৭৩
৯. Bengeron, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯
১০. ঐ, পৃঃ xiii
১১. উদ্ধৃত, ঐ
১২. Geyl, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২
১৩. Francsois Furet, **Interpreting the French Revolution.** Translated by Elberg Forster (Camb. : Cambridge University Press, 1978), পৃঃ ৭৮
১৪. Geyl, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯
১৫. Rose, প্রাগুক্ত, Vol. II, পৃঃ ৫৭৪

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

বোনাপার্তের আজীবন কনসাল সরকার ও সাম্রাজ্য

ক. বোনাপার্ত প্রশাসনের রূপান্তর

ফরাসী রাজনৈতিক মঞ্চে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের আবির্ভাবের প্রথমাবধি তিনি একনায়কভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন। পরবর্তীকালে কনসাল সরকারের সংবিধান সংশোধিত হয়, বোনাপার্ত স্বয়ং প্রায় সম্রাটের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন—শুধু নামটি তখনো গ্রহণ করেন নি। সম্রাট পদবী অবশ্য পেতে খুব একটা দেরী হয় নি। কি করে বোনাপার্ত এ পদ লাভ করেন তা' ঔৎসুক্যের বিষয়। ইতিপূর্বেই প্রথম কনসাল হিসেবে তিনি তাঁর অসাধারণ সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি ফ্রান্স-বিরোধী দ্বিতীয় ইউরোপীয় শক্তি-সংঘের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটান অতি দ্রুত, বিপ্লবী ফ্রান্সকে তিনি বিজয়ের গৌরব দান করেন এবং পরবর্তীতে তিনি পর পর যেসব শান্তিচুক্তি করেন সেসবও তাঁকে কৃতিত্বের অধিকারী করে, কাম্পো ফরমিওঁ, লুনেভিল এবং আমিওঁ চুক্তিসমূহ তাঁকে শান্তির মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করে[১]। (দ্রঃ ৩য়—৬ষ্ঠ অধ্যায়)।

তদুপরি ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ উন্নয়নে তিনি যে কর্মস্পৃহা প্রদর্শন করেন এবং ব্যাপকধর্মী সংস্কারমূলক কর্মপন্থা বাস্তবায়ন করেন এতে ফরাসী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী—যেমন বুর্জোয়া ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, শহুরে মেহনতী শ্রেণী, সাধারণ কৃষক ও অনেক ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক—তার সরকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এগিয়ে আসে তার সমর্থনে। উপরন্তু, কিছুকাল পর, মে ১৮০৩'তে আমিওঁ শান্তিচুক্তি ভেঙ্গে যায়, নতুনভাবে যুদ্ধ শুরু হয়, প্রথমে গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে এবং পরে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তর ইউরোপীয় মৈত্রী জোট গঠিত হয়। এই যুদ্ধ ও মৈত্রী জোট ব্যক্তিগতভাবে বোনাপার্তের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতি হুমকি প্রদর্শন করে বলে মনে হয়। ফরাসী বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রতি এ জাতীয় হুমকি ও আক্রমণের মোকাবেলায় ফরাসী জনগণের সমাদৃত নেতার পেছনে তাদের আন্তরিকতাপূর্ণ সমর্থন দৃঢ়তর হবে এ ছিল অবধারিত।

তবু সর্বশ্রেণীর ফরাসী জনসাধারণ বোনাপার্তের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল এরূপ বলা সঠিক হবে না। বিশেষ করে দুই ধরনের মতবাদসম্পন্ন ফরাসী

www.pathagar.com

রাজনৈতিক গোষ্ঠী তখনো বোনাপার্তের একনায়কভিত্তিক শাসনের বিরোধিতা করে চলে। এদের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় জাকোবাঁ্য দলের। এরা কিছুতেই মানতো না যে বিপ্লবের পরিসমাপ্তি হয়। অন্য দিকে ছিল রাজতন্ত্রের অনুরাগী দল। এরা বিপ্লবের সাফল্য নস্যাৎকল্পে সর্বদাই তৎপর ছিল। এই দু'দলের সব ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করার জন্য বোনাপার্ত ফুশে (Fouche) নামক এক প্রাক্তন জাকোবাঁ্য কর্মীকে নিয়োগ করেন। দুষ্টবুদ্ধির জন্য ফুশে-এর কুখ্যাতি ছিল। ফুশে-এর নেতৃত্বে বোনাপার্তের গুপ্ত পুলিশ বাহিনী দুটি চরমপন্থী বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করেন বা গা ঢাকা দিতে বাধ্য করেন।

আজীবন কনসাল

১৮০২ সনে নাপোলেওঁ বোনাপার্ত একটি সার্বজনীন গণভোটের মাধ্যমে আজীবন কনসাল নির্বাচিত হন। এমনকি তাঁকে তাঁর উত্তরসূরী মনোনীত করার ক্ষমতাও দেয়া হয়। এরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হবার ফলে বোনাপার্ত রাজকীয় সিংহাসন লাভের কাছাকাছি এগিয়ে চলেন। বোনাপার্তবাদ, অনেকটা সিজারবাদের (Caesarism) অনুরূপ জনসম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই নতুন রাজ নৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভের পেছনে আরো কারণ ছিল আত্মসমর্পনের প্রবণতা - একটি মহান ব্যক্তিত্বের প্রবল ইচ্ছা বা বাসনার নিকট ফরাসী জনমানুষ আত্মসমর্পণ করে[২]।

বোনাপার্তের আজীবন কনসাল পদ মাত্র দু'বছর স্থায়ী হয়। এই দু'বছরকাল বোনাপার্ত ফরাসী জাতীয় রাজনীতি তাঁর নিজ স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করার প্রয়াস পান। ফ্রান্সে তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁর রাজনৈতিক অভিলাষ ও ভাবধারা সম্পর্কে কেউ যে প্রশ্ন তুলে নি, এমন নয়। এ পর্যায়েও কিছু কিছু জাকোবাঁ্য কর্মী ছিল যারা বোনাপার্তের শাসন মেনে নেয় নি, যদিও তারা আর তেমন সক্রিয় ছিল না। এছাড়া ছিল আরো কিছু কিছু সনাতনপন্থী রাজতন্ত্রী, কিন্তু এদের প্রভাবে বা প্রতিপত্তি ছিল না বললেই চলে। এই দু'দল ভিন্নমতাবলম্বী ছাড়া আর বাদবাকী সব সামাজিক শ্রেণী বোনাপার্তের স্তুতিমুখর ছিল। কেননা এসব শ্রেণীভুক্ত জনমানুষ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বোনাপার্তকে দেখে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার প্রাচীররূপে।

বোনাপার্তের অনুকূলে ফরাসী সাধারণ মানুষের অনুভূতি সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁর জীবনের ওপর বেশ হুমকি আসে। ফেব্রুয়ারী ১৮০৪ সনে রাজতন্ত্রীরা তাঁর বিরুদ্ধে এক বিশেষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বোনাপার্তের জীবন-নাশের উদ্দেশ্যে যেসব চক্র কাজ করে এই ষড়যন্ত্রমূলক চক্রই ছিল এসবের সবচাইতে বেশী উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এ চক্র ধরা পড়ে এবং প্রতিটি সদস্য অতি

www.pathagar.com

দ্রুত যথাযথ শাস্তি লাভ করে। এই চক্রের নেতা জর্জ কাদোদাঁল (George Cadondal) ছিলেন ভোঁদে-বাসী একজন রাজতন্ত্রী। বোনাপার্তকে হত্যা করার শপথ করেন তিনি। এই চক্রের ষড়যন্ত্রীদের উৎখাত করতে গিয়ে বোনাপার্ত তাঁর বৃহত্তর শত্রুদের নামও এর সঙ্গে জড়ান — এঁদের মধ্যে ছিলেন পিশেগ্রু (Pichegru) নামক বিপ্লবী অধিনায়ক যাঁর রাজতন্ত্রী সহানুভূতি ছিল। আরো ছিলেন মোরো (Moreau), যিনি বোনাপার্তের পর সুযোগ্য ফরাসী সমরাধিনায়ক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। মোরো সত্বর আমেরিকায় নির্বাসিত হন, আর পিশেগ্রু বন্দী অবস্থায় মারা যান। এ মৃত্যুতে বোনাপার্তের হাত ছিল বলে সন্দেহ করা হয়।

বোনাপার্ত শুধু ষড়যন্ত্রকারীদের উৎখাত করে ক্ষান্ত হন নি, তিনি সম্ভাব্য সব শত্রুদের চিহ্নিত করে তাদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করারও প্রয়াস পান। রাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সন্ত্রাসমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বোনাপার্ত জার্মান মাটিতে দ্যুক দ্য অঁগিওঁ (Duc d' Englien) নামক একজন বুরবোঁ যুবক রাজপুত্রকে ধরে স্বেচ্ছাচারমূলক-ভাবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। সামগ্রিকভাবে, বোনাপার্ত বিরোধী ষড়যন্ত্রের চাঞ্চল্য-কর ঘটনাবলী, ষড়যন্ত্রের বিচার এবং ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তি প্রদান—এসব-ই তিনি নিরলসভাবে তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পুরোদমে ব্যবহার করেন। এ অভিলাষ ছিল তাঁর উত্তরাধিকারভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা। এ সময় বোনাপার্তের সমর্থনে দেশব্যাপী জনমতও গড়ে ওঠে। এই জনমত ছিল অংশত যথার্থ স্বতঃস্ফূর্ত, অংশত ছিল বোনাপার্ত সরকার কর্তৃক সুকৌশলে প্ররোচনার মাধ্যমে সংগঠিত। তাঁর রাজনৈতিক তাঁবেদারেরা এই সুযোগে সতর্কতার সঙ্গে বোনাপার্ত সরকারকে সুদৃঢ় করার মানসে একটি অগ্রিম পরি-কল্পনা উপস্থাপন করে। ষড়যন্ত্রের ওপর দিয়ে তারা দেশব্যাপী আবেদন-নিবেদন, দরখাস্ত প্রভৃতি পাঠিয়ে বোনাপার্তকে রাজবংশ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায় যাতে 'ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হয়।'

সম্রাট নাপোলেওঁ

উপর্যুক্ত পরিকল্পনা ও আয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সিনেট ছিল ফরাসী প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের অভিভাবকস্বরূপ। এখান থেকেই আইনত প্রস্তাব (senatus consultum) পাশ করা হয় বোনাপার্তকে 'ফরাসীদের সম্রাট' পদে ভূষিত করে এই সিনেটে গৃহীত হয় সরকারী নির্দেশনামা (৪ মে, ১৮০৪)। বলা হয়, গৌরব, কৃতজ্ঞতা, উৎসর্গ, যুক্তি, রাষ্ট্রের স্বার্থ-সব কিছুর সমাবেশ ঘটে নাপোলেওঁকে উত্তরাধিকারভিত্তিক সম্রাট ঘোষণায়।'[৩] কনসাল সর-কারের সংবিধান এ সময় পরিবর্তন করে আরেকটি নতুন শাসনতান্ত্রিক দলিল প্রবর্তিত

www.pathagar.com

হয়। একে বলা হয় 'বারো বর্ষের সংবিধান'। এর প্রথম ছত্রেই এরূপ লিখিত হয়: 'ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সরকার ন্যস্ত হলো একজন সম্রাটের ওপর—এ সম্রাট হলেন নাপোলেওঁ বোনাপার্ত, প্রজাতন্ত্রের বর্তমান প্রথম কনসাল। এখন থেকে তিনি হলেন ফরাসীদের সম্রাট।'[৪] (দ্র: চিত্র-১)। সিনেটে পাশকৃত এই প্রস্তাব পুনর্বার গণভোটে অনুমোদন লাভ করে। ২ ডিসেম্বর ১৮০৪ এক মহা জাঁকালো অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে মধ্যযুগীয় খ্যাতিসম্পন্ন নোতার দাম-এর কাথেড্র্যাল-এ (Cathedral de Notre Dame) পোপ সপ্তম পায়াস-এর (Pope Pius vii) উপস্থিতিতে নাপোলেওঁ বোনাপার্ত সম্রাটের পদে অলংকৃত হন। পোপকে অবশ্য আনা হয় তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানের পবিত্রতা ও ভাব-গাম্ভীর্য বৃদ্ধিকল্পে। বোনাপার্ত কিন্তু স্বয়ং আপন হাতে তাঁর মাথার মুকুট পরেন। এতে পোপের শ্রেষ্ঠত্বের সম্ভাব্য স্বীকৃতি তিনি পরিহার করেন। নিজে সম্রাটের মুকুট পরার পর স্ত্রী জোসেফিনকেও তিনি সম্রাজ্ঞীর মুকুটে অলংকৃত করেন।

নাপোলেওঁ সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হবার পর তাঁর অন্য দু'জন সহযোগী বা কনসালের পদও পরিবর্তিত হয়। এই দু'জনের একজন হন আর্চ-চ্যান্সেলর (Arch Chancellor), এবং আরেক জন হন আর্চ-ট্রেজারার (Arch-Treasurer)। নাপোলেওঁ'র সব আত্মীয়-স্বজন নতুন সাম্রাজ্যের' 'মহা সম্মানিত রাজন্যবর্গে'র ('Royal diginitaries') পদবী লাভ করে। প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারের জন্য না হলেও বোনাপার্তের ভাই জোসেফ সিংহাসন লাভ করবেন। বিপ্লবী অধিনায়কদের যাঁরা নতুন সাম্রাজ্যের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় আস্থা স্থাপন করেন তাঁরা এ সাম্রাজ্যের মার্শালরূপে (Marshall) পদোন্নতি লাভ করেন। বিপ্লবী দিনপঞ্জী ক্রমশ বিলুপ্ত হয় এবং বিপ্লবী পদবী 'নাগরিক'---এর স্থলে 'জনাব' বা 'monsieur' ব্যবহৃত হয়[৫]।

খোদ ফ্রান্সে পরিবর্তনের অনুকরণে প্রতিবেশী দেশসমূহেও পরিবর্তন ঘটে। এসব দেশে ফরাসী প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবী ভাবধারা ও ফরাসী বিপ্লবী বাহিনী প্রবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু প্রতিটি দেশে এখন রাজতন্ত্রী ভাবধারাভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বোনাপার্ত পরিবারের সদস্যবর্গের জন্য রাজপদ সৃষ্টি করা হয়। তাঁর ভাই লুই-এর (Louis) সিংহাসন লাভ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তথাকথিত বাটাভীয় প্রজাতন্ত্রকে (Batavian Republic) হল্যান্ড রাজ্যে (Kingdom of Holland) রূপান্তরিত করা হয়। জোসেফ, (Joseph) তাঁর আরেক ভাই-এর জন্য পার্থিনোপিয়ান প্রজাতন্ত্রকে নেপল্‌স রাজ্যে (Kingdom of Naples) রূপান্তরিত করা হয়। সিসালপাইন প্রজাতন্ত্র (Cisalpine Republic) ইতালীয় রাজ্যে (Kingdom of Italy) পরিণত হয়। নাপোলেওঁ স্বয়ং এই রাজ্যের রাজার পদ গ্রহণ করেন এবং তাঁর সৎ ছেলে ইউজিন (Eugene Beauharnais) এই রাজ্যে ভাইসরয় নিযুক্ত হন।

www.pathagar.com

বোনাপার্তের আরেক ছোট ভাই জেরোম-এর (Jerome) জন্য পরবর্তীতে হানোফার, প্রুশিয়া ও জার্মানীর উত্তর-পশ্চিম অংশসহকারে গঠিত হয় ওয়েস্ট ফালিয়া রাজ্য (Kingdom of Westphalia)। (দ্রঃ রেখাচিত্র ১ ও চিত্র ৩)।

বোনাপার্তের দৃষ্টিকোণ থেকে, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হয় নি। কেননা তিনি স্বয়ং ছিলেন বিপ্লবের প্রতিভূ। এ প্রসঙ্গে বোনাপার্তের পূর্বে উল্লেখিত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা যায়: 'বিপ্লব? আমি-ই বিপ্লব।' জনগণের সার্বভৌমত্বের নীতির প্রতি তখনো তাঁর সরকারের স্বীকৃতি অব্যাহত থাকে। বিপ্লবের সামাজিক সাম্যজনিত বিজয়ও সুসংহত ছিল। সরকারী অফিস আদালতের দেয়ালে প্রাণমাতানো বিপ্লবী বাণী 'স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী' তখনো আলোকচ্ছটা বিকিরণ করে চলে। বিপ্লবী ত্রিরং (Revolutionary Tricolour) জাতীয় পতাকাও থাকে অপরিবর্তিত[৬]।

বোনাপার্ত সাম্রাজ্য ও ইউরোপ

ফ্রান্সের বাহ্যিক রূপ বা আবরণ যা-ই হোক না কেন বাস্তব সত্য কারোর অজানা ছিল না। এই বাস্তবতার মধ্যমনি ছিলেন কর্সিকার সেই ভাগ্যানুসন্ধানী, যিনি এক সময় তাঁর ক্ষুদ্র দ্বীপকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেন, কিন্তু এখন তিনি বিশাল ফরাসী সাম্রাজ্যের অধিপতি হন, ভূষিত হন 'ফরাসীদের সম্রাট'রূপে। মাত্র চার বছরের মধ্যে বোনাপার্ত যথার্থরূপে বিপ্লবের রোমান্টিক পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটান এবং ফ্রান্সে তাঁর নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। প্রশ্ন দেখা দেয়—ইউরোপীয় রাজা ও নৃপতিবর্গ তাঁর পদবীর স্বীকৃতি দেবে কি না। বোনাপার্ত যখন ফ্রান্সে এরূপ পরিবর্তন ঘটান ইংল্যান্ড তখন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। তাই নতুন ফরাসী সম্রাটের উদ্দেশ্যে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কোন অভিনন্দন বার্তা পাঠাবে না—এ ছিল অতি স্বাভাবিক। সুইডেনের রাজা চতুর্থ গাস্টোভাস (Gustovas IV) ঘৃণাভরে তাঁকে 'মিস্টার নাপোলেওঁ বোনাপার্ত' রূপে সম্বোধন করেন[৭]। রাশিয়া কিংবা তুরস্কও বোনাপার্তের নতুন উপাধি'র প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করে নি। আনুষ্ঠানিক অভিনন্দনসূচক পত্র অতিসত্বর অবশ্য বোনাপার্ত লাভ করেন ফরাসী তাঁবেদার প্রজাতন্ত্রসমূহ থেকে, পান স্পেন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জার্মান রাজপুত্রদের। প্রুশিয়ার রাজ-পরিবারও তাঁকে অভিনন্দন জানায়। পরিশেষে, অস্ট্রীয় সরকার কয়েকমাস এ বিষয় নিয়ে দরকষাকষি ও কূটচাল করে বোনাপার্তের রাজকীয় সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত ও ইউরোপের সম্পর্কে একরূপ অস্বাভাবিক ধারা পরিলক্ষিত হয়। যতদিন ফ্রান্স ছিল বিপ্লবী প্রজাতন্ত্র এবং বোনাপার্ত ছিলেন এর

www.pathagar.com

চালক-শক্তিস্বরূপ, এটা বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে রক্ষণশীল ও রাজতন্ত্রী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগোষ্ঠী তাঁকে ইউরোপীয় রাষ্ট্র-সমাজচ্যুত করে রাখবে। কিন্তু তাঁর অবস্থার এমনি পরিহাস যে, এখন আনুষ্ঠানিকভাবে ফরাসী সিংহাসনে সম্রাট-রূপে অধিষ্ঠিত হবার পরও ইউরোপীয় সম্রাট ও রাজন্যমহল তাঁকে স্বাগত জানাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। বরং নাপোলেওঁ'র ধাঁচে গঠিত সাম্রাজ্য প্রজাতন্ত্রের চাইতেও অধিকতর আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ কেন হলো? এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার পেছনে অনেক কারণ বিদ্যমান।

প্রথমত, স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন যে-কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের নবলব্ধ মর্যাদার অন্তর্নিহিত ভাব বোঝা কঠিন নয়। কেননা তাঁর সাম্রাজ্যের রূপ ছিল ভিন্নতর—এটা চিরাচরিত বা সনাতনধর্মী সাম্রাজ্য ছিল না। বোনাপার্তের সাম্রাজ্য, ইউরোপীয় রাষ্ট্রনায়কদের দৃষ্টিতে, ছিল সামরিক স্বৈরতন্ত্র-ভিত্তিক। এই সাম্রাজ্য নাপোলেওঁ বোনাপার্তের মতো অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা, ইচ্ছাশক্তি, প্রতিভা ও বহুমুখী মেধাসম্পন্ন ক্ষণজন্মা পুরুষের নেতৃত্বে অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে, ইউরোপ বাধ্য হবে তাঁর একক রাজকীয় আধিপত্য মেনে নিতে। এরূপ সম্ভাব্য পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই সনাতন ইউরোপীয় শাসনগোষ্ঠী স্বাগত জানাতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, বোনাপার্ত সম্রাট হলেন সম্প্রতি, বংশগত অধিকার বা উত্তরাধিকারী-প্রাপ্ত সূত্রে নয়। তাই ইউরোপীয় রাজন্যমহল তাঁর সম্রাট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের বিষয়টাকে মনে প্রাণে সম্পূর্ণ অবৈধরূপে দেখে এবং তাঁকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাগত জানিয়ে তাঁরা অবৈধতাকে বৈধতার রূপ দিতে চায় নি। বরং তৎকালীন অনেক ইউরোপীয় শাসক বোনাপার্তকে 'অবৈধ দখলকারী সম্রাটরূপে' দেখেন, যিনি ফ্রান্সের বৈধ বুরবোঁ শাসকদের স্থলে বলপূর্বক সম্রাটের পদ দখল করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

তৃতীয়ত, বোনাপার্ত এমন সব আদর্শগত ভাবধারা, চিন্তা-চেতনা ও নীতিমালায় আস্থাবান ছিলেন যা' সরাসরি ইউরোপীয় রাজকীয় শাসকদের স্বার্থের পরিপন্থী। সনাতন ইউরোপীয় শাসকবর্গ ও বোনাপার্তের ক্ষমতা বা মৈত্রীসূত্র থেকে তাঁদের পারস্পরিক স্বার্থজনিত সংঘাতের পরিচয় মিলবে। ইউরোপের সর্বত্র সম্রাট ও রাজন্যবর্গ ছিলেন সামন্তপ্রভু, জমিদার, অভিজাত ও বিশপদের সঙ্গে অভিন্ন মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ, কিন্তু বোনাপার্তের সম্রাট উপাধি গ্রহণের ভিত্তি ছিল বুর্জোয়াদের সমর্থন, আর সম্ভবত এর পেছনে ফরাসী সর্বসাধারণ জনমানুষেরও অস্পষ্ট অনুমোদন ছিল। সনাতনপন্থী এক সমালোচক তাই রুষ্টভরে মন্তব্য করেন,

www.pathagar.com

এর ফলে [বোনাপার্তের ক্ষমতা গ্রহণ] বিপ্লবকে শুধু ব্যক্তির স্বার্থে উৎসর্গ করা হয় নি, সেই ব্যক্তিটিকে পবিত্রও করা হয়; একই সঙ্গে আইন বহির্ভূত শাসনের জন্য বৈধতা লাভের প্রচেষ্টা, আর এতে প্রতিষ্ঠিত বৈধ অধিকার শুধু লঙ্ঘন করা হয় নি, সনাতন ইউরোপীয় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ভয়াবহ হুমকিও প্রদর্শন করা হয়... বিপ্লব যেন যথার্থরূপে তার পরিকল্পিত শক্তিশালী বিজয়ী অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে।'[৮]

খ. যুদ্ধের পুনঃসূচনা (নাপোলেওঁ'র অভিলাষ ও প্রত্যয়)

ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে, বোনাপার্তের কনসাল সরকারের কার্যকাল (১৭৯৯-১৮০৪) সুদৃঢ় ছিল বলা চলে। কেননা এই কার্যকাল ছিল শান্তিনীতিপ্রসূত। এরপর সূচিত হয় সাম্রাজ্যের দশক (১৮০৪-১৮১৪)। এ দশকের রূপ ছিল ভিন্নতর। এ সময় যুদ্ধ চলে অব্যাহত ধারায়। এটা বলার আর অবকাশ নেই যে, ইতিমধ্যে তিনি ফ্রান্সে বিরোধীপক্ষীয় শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করেন, সুনিশ্চিত করেন ফরাসী জাতির আনুগত্য। এছাড়া একটি অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত জাতীয়তাবাদী ফরাসী সশস্ত্র বাহিনী ছিল তাঁর ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য সদা প্রস্তুত। এসব বহুবিধ সুযোগ ও সামর্থের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার প্রয়াস পান বোনাপার্ত। বিদেশে বিজয়-অভিযান ও গৌরব লাভের প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যে ছিল সহজাত। ফ্রান্সে তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন, সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন হবার বাসনা তিনি রাখেন ইউরোপে[৯]।

এভাবে উচ্চ অভিলাষই নাপোলেওঁ বোনাপার্তের সব কর্মকাণ্ডে ব্যাপকতর প্রভাব রাখে—এ ছিল এক অভাবিত রোমান্টিক অভিলাষ, গৌরব ও ক্ষমতা লাভের ক্রমবর্ধমান অভিলাষ, যশস্বী হবার অশেষ তৃষ্ণা যা' তাঁকে অমরত্ব লাভে প্রয়াসী করে। এছাড়াও, সনাতন ইউরোপীয় রাজতন্ত্রী সমাজে তাঁকে দেখা হয় একজন ভুঁইফোঁড় সামরিক সম্রাট হিসেবে, আর তিনি স্পষ্টত দেখতে পান ইউরোপে তাঁর অবস্থা কতখানি অনিশ্চিত। সম্ভবত তিনি অনুভব করেন যে, একমাত্র সামরিক বিজয় এবং ফরাসী জাতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তাঁর অবস্থা সুনিশ্চিত করবে। তিনি আরো এরূপ ধারণা পোষণ করতেন যে, বৃহৎ শক্তিসমূহ সম্ভবত তাঁর সরকারকে

www.pathagar.com

ইউরোপীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার স্থায়ী অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করবে না। উপর্যুক্ত কারণে বোনাপার্ত এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ফ্রান্সকে ইউরোপে তার সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থান সংরক্ষণ করতে হবে। অন্যথায়, তিনি অনুভব করেন, তাঁর দেশকে পুরো ভরাডুবির সম্মুখীন হতে হবে।

সিংহাসন ও শক্তির অভিলাষ ছাড়া বোনাপার্তের আরো অভিলাষ ছিল। এ অভিলাষ ছিল আদর্শগত প্রত্যয়জনিত। ইউরোপীয় ক্ষুদ্ররাষ্ট্রসমূহের অবস্থার কথা ভেবে বোনাপার্ত যথার্থ মনে করেন যে, একজন জন্মগত অধিকারভিত্তিক প্রশাসক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্বকে তার সঞ্চিত জরাজীর্ণ আবর্জনারূপ প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন থেকে মুক্ত করা। কেননা তাঁর মধ্যে এরূপ এক দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, তিনি হচ্ছেন বিপ্লবের আশ্চর্য প্রদীপস্বরূপ, যেমনি শার্লামান (Charlemagne) নিজকে দেখতেন খ্রীস্টান ধর্মের পৃষ্ঠপোষণকারী বীরপুরুষ হিসেবে[১০]। পরিশেষে, বোনাপার্তের আরেকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল—এ স্থির লক্ষ্য ছিল ইংল্যান্ডকে ঘিরে। তিনি কঠোরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, যে-পর্যন্ত তিনি ইংল্যান্ডের উপনিবেশবাদী ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য না ভেঙে দেন, বাধ্য করেন বৃটিশদের তাদের নৌ ও সামুদ্রিক আইন-বিধি পরিবর্তন করতে সে পর্যন্ত ফ্রান্সে তাঁর শাসন ও কর্তৃত্বের ভিত দুর্বল থেকে যাবে।

অন্তর্হিত শান্তি

ইউরোপীয় রাজা ও রাজন্যবর্গের দৃষ্টিভঙ্গী এবং স্বয়ং বোনাপার্তের অভিলাষ ও প্রত্যয়ের আলোকে এটা বলা সমীচীন হবে যে, ইউরোপে আবার যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। নাপোলেওঁ বোনাপার্তের ইতিহাস এখন থেকে প্রায় বারো বছরের মতো বিশ্ব-মানবতার ইতিহাসে রূপান্তরিত হয়। আমিওঁ শান্তিচুক্তি ছিল একমাত্র উল্লেখযোগ্য শান্তিচুক্তি যার পর ইউরোপের বিভিন্ন জাতি কিছুকাল স্বস্তির বিশ্বাস ফেলে, স্বাগত জানায় যথার্থ শান্তির সম্ভাবনাকে। অনেকে ভেবেছিল যে, বিপ্লবী বিশৃঙ্খলাজনিত পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে, ইউরোপ হয়তো স্থিতিশীলতার আমেজ লাভ করবে, মহাদেশে শান্তিপূর্ণ বিবর্তন ঘটবে। কিন্তু এরূপ আশা ছিল নিরর্থক। কেননা আমিওঁ শান্তিচুক্তি দু'বছরেরও কম স্থায়ী হয়। অচিরেই যুদ্ধ শুরু হয় পুনর্বার। এ যুদ্ধ চলে তীব্রতর পর্যায়ে, চলে দীর্ঘতর কালব্যাপী, আর ওয়াটারলু যুদ্ধের (Battle of Waterloo) শেষ অবধি এই যুদ্ধের সত্যিকার পরিসমাপ্তি ঘটে নি।

www.pathagar.com

ইংল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধ আবার কেন শুরু হলো?

ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে পুনর্বার যুদ্ধ শুরু হয় মে ১৮০৩-এ। এ ঘটনাকে শতাব্দীর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু কেন শান্তি আবার ভঙ্গ হলো, কেন যুদ্ধ শুরু হলো পুনর্বার? এর কারণ ছিল বহুবিধ।

প্রথমত, আমিওঁ শান্তিচুক্তি এর মৌল প্রকৃতিগত দিক থেকে একটি স্বল্পকালীন স্থায়ী চুক্তিরূপে পরিকল্পিত ছিল, পরিশ্রান্ত ইউরোপের পক্ষে এ যেন ছিল বিশ্রাম বা দম নেয়ার ব্যাপার মাত্র। তার মানে, এই চুক্তি সম্পাদিত হবার পেছনে মৌলিক কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, দীর্ঘকালব্যাপী লড়াইয়ের ফলে যুদ্ধরত উভয় পক্ষ রণক্লান্ত হয়ে পড়ে, দু'পক্ষের কোন পক্ষ অপরকে বিষমরূপে মার দিতে পারে নি। বস্তুত, নৌশক্তি পরীক্ষা ও সামুদ্রিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড অপরাজেয় থাকে; স্থলভাগ বা মহাদেশে ফ্রান্স তার প্রভুত্ব অব্যাহত রাখে। ইউরোপের মতো দ্বন্দ্বমুখর মহাদেশে কি করে দু'টো বৃহৎ শক্তির মধ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হতে পারে যেখানে উভয় পক্ষ একে অপরের সম্পর্কে তখনো গভীরভাবে সন্দিহান কিংবা যেক্ষেত্রে উভয়ের যথার্থ শান্তি স্পৃহার অভাব ছিল?

দ্বিতীয়ত, বৃটিশ উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে যুদ্ধাবস্থার অবসান উপকারের চাইতে সম্ভবত অধিকতর ক্ষতিকারক হয়। গ্রেট বৃটেনে আমিওঁ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর-কালে এরূপ এক প্রত্যাশার সঞ্চার হয় যে, দ্বি-পাক্ষিক শান্তির ফলে ফ্রান্সের সঙ্গে সরাসরি ব্যবসা বাণিজ্য চলবে, কিন্তু কালে সে আশা নিরর্থক বলে প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে, শুধু ফ্রান্সে নয়, ফরাসী প্রভাব-বলয় এলাকাসমূহে বৃটিশ বাণিজ্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক লিও জার্গোয়ের (Leo Gershoy) মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেন, 'আমিওঁ শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বৃটিশ স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতি যদিও শোচনীয় ছিল, পরবর্তীতে এ অবস্থা আরো দ্বিগুণ শোচনীয় হয়ে পড়ে। ইংরেজরা তিক্তভাবে এরূপ উপসংহার গ্রহণ করে যে, নাপোলেওঁ তাদের উন্নততর শিল্প-ব্যবস্থা ধ্বংস করতে প্রয়াসী এবং ইংরেজ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দেখতে পেল যে যুদ্ধের চাইতেও শান্তির ফলে তাদের অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।'[১১] প্রকৃতপক্ষে, লন্ডনের ব্যবসায়িক শ্রেণীসমূহে শান্তিচুক্তি উত্তরকালে বৃটেনের বাণিজ্যিক স্বার্থহানির ফলে ক্রুদ্ধ হয়।

তৃতীয়ত, শান্তিচুক্তি ভেঙে যাওয়া এবং দু'পক্ষের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদের পেছনে 'শক্তিসাম্য' নীতি কাজ করে এরূপও বলা যেতে পারে[১২]। বস্তুত, বৃটিশ ব্যবসায়ীক মহলে যে হতাশা অনুভূত হয় তা কার্যত ভীতিতে রূপান্তর লাভ করে তখনি যখন নাপোলেওঁ তাঁর কর্ম কাণ্ডের মাধ্যমে স্পষ্টত জানিয়ে দেন যে দ্বি-পাক্ষিক শান্তিস্থাপন মানে ফ্রান্সের হাত গুটানো নয়; বরং ফ্রান্স ইউরোপে তার

www.pathagar.com

সম্প্রসারণমূলক তৎপরতা অব্যাহত রাখবে। তালেরাঁ'র দৃষ্টিকোণ থেকে, আমিওঁ শান্তিচুক্তির পর প্রথমবারের মতো বোনাপার্তের গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপে অনমনীয় ভাব পরিলক্ষিত হয়, যে অনমনীয়তা তাঁর পরবর্তী প্রতিটি সাফল্য লাভের পর আরো বৃদ্ধি পায়[১৩]। আমিওঁ শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ফ্রান্স ইউরোপ মহাদেশে আধিপত্য লাভ করে। ইতিমধ্যে রাইন নদীপ্রান্ত অবধি তার সীমানা বিস্তৃত হয়। ইউরোপে ফ্রান্স ছয়টি প্রজাতন্ত্র (যেগুলো পরে রাজ্যের রূপ দেয়া হয়) প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্রে ফরাসী বাহিনী উপস্থিত থেকে ফ্রান্সের কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত করে। স্পেন ছিল ফ্রান্সের কর্তৃত্বাধীন। পর্তুগাল বা নেপল্‌স তাদের স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা বজায় রাখার মতো শক্তিশালী ছিল না। লুইসিয়ানা ও বেশ কয়েকটি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের ফলে মধ্য আমেরিকায় ও ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। উত্তমাশা অন্তরীপ ও মরিশাসে ঘাঁটি স্থাপন করে ফ্রান্স ভারতে বৃটিশ কর্তৃত্বের ওপরও আঘাত হানতে পারে। এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সম্প্রসারণবাদী বেড়াজাল সৃষ্টি করে ফ্রান্স এমন একটি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও বিশ্ব বাজারের ভিত্তি প্রস্তুত করে যেটা উন্নততর পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রেট বৃটেনকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করতে পারে। ফলে বিশ্বে ফরাসী আধিপত্য কায়েম হবে, শক্তিসাম্য হবে ব্যাহত।

অবশ্যি এসবের ফলশ্রুতিতে গ্রেট বৃটেন ও ইউরোপের প্রায় সব শক্তি সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো, কিন্তু কিছু কিছু বিষয় ছিল যাতে গ্রেট বৃটেন বিশেষভাবে বিজড়িত ছিল। নেদারল্যান্ডের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। বৃটেন বিশেষ করে এদেশে অব্যাহত ফরাসী সামরিক দখল সন্দেহের চোখে দেখে। একে বৃটিশরা দেখে 'ইংল্যান্ডের হৃৎপিণ্ডের দিকে পিস্তল ধরে রাখার' মতো অবস্থা হিসেবে। সান ডোমিঙ্গো'তে (San Domingo) ফরাসী উপস্থিতিকেও বৃটেন সন্দেহের চোখে দেখে। কেননা বৃটেন মনে করে যে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ওপর বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আবারো ফ্রান্স বিবাদ শুরু করার প্রস্তুতি নিতে পারে। এছাড়াও, ভারতের দিকে ফরাসী অভিযান-দল পাঠাবার উদ্দেশ্যে বোনাপার্তের প্রস্তুতি, নাপোলিওনের 'ভূমধ্যসাগরীয় অভিলাষ', বিশেষ করে মিশর, আলজেরিয়া, সিরিয়া, আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও তুরস্ককে নিয়ে পরিকল্পনা প্রভৃতিতে বৃটেন বিশেষভাবে শঙ্কিত হয়। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ফ্রান্স কর্নেল সেবাস্তিওঁ'র (Colonel Sebastion) নেতৃত্বে ভূ-মধ্য সাগর অঞ্চলে একটি মিশন পাঠায়। ১৮০৩ সনের জানুয়ারীতে এই মিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বৃটেন এই রিপোর্টকে যুদ্ধসুলভ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করে। কেননা, এতে এই অঞ্চলে ফরাসী জনপ্রিয়তার

www.pathagar.com

বিষয় উল্লেখ করা হয়, বলা হয় কত সহজে ফ্রান্সের পক্ষে মিশর পুনরায় বিজয় সম্ভব হবে।

পরিশেষে, উপর্যুক্ত বিষয়াদি ছাড়া আরো কিছু কিছু প্রসঙ্গ ছিল যাতে দু'পক্ষের মধ্যে তিক্ত ও বিষাক্ত ভাবের সঞ্চার হয়। বিষয়গুলো প্রধানত ছিল মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি জনিত। বিশেষ করে বৃটিশ গণমাধ্যমসমূহে নাপোলেওঁ-বিরোধী প্রচারণায় তিনি অতিশয় উত্যক্ত হন। বোনাপার্ত তিক্ততার সঙ্গে অভিযোগ করেন যে, বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহে ইংরেজ ব্যঙ্গ-উপহাসকারীরা তাঁর চরিত্র নিয়ে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ-উপহাস করে চলছে। বোনাপার্ত বিশেষত তখনি অতিশয় বিরক্তবোধ করেন যখন বৃটিশ সংবাদপত্র 'মর্নিং পোস্ট'—এর মতো একটি দৈনিক তাঁকে 'দুর্জ্ঞেয় বস্তু, আধা আফ্রিকান, আধা ইউরোপীয়, একটি ভূমধ্য সাগরীয় শ্বেতকায়-অশ্বেতকায়, নারী-পুরুষ সংমিশ্রিত ব্যক্তিত্ব' হিসেবে উপস্থাপিত করেন[১৪]। নাপোলেওঁ দাবি করেন যে, মর্নিং পোস্টের মতো সংবাদপত্রগুলোকে যেন বন্ধ করে দেয়া হয়, আর এ দাবি পূরণে অপরাগতায় তিনি বৃটিশ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অজুহাত গ্রহণ করতে নারাজ ছিলেন। একই সঙ্গে বোনাপার্ত আরো অভিযোগ করেন যে, বৃটিশ সরকার তাদের দেশে অনেক ফরাসী দেশত্যাগী ও ফরাসী সিংহাসনের দাবিদার বুরবোঁ রাজপুত্রকে আশ্রয় প্রদান করে। বোনাপার্ত তাদের সবাইকে দেশদ্রোহী মনে করেন এবং গ্রেট বৃটেন থেকে তাঁদের বহিষ্কার দাবি করেন, কিন্তু বৃটিশ সরকার তাঁর এ জাতীয় দাবিতে কর্ণপাত করে নি[১৫]।

যুদ্ধ পুনরায় শুরু হবার আশু কারণ

গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের সম্পর্ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যখন যথেষ্ট অবিশ্বাস ও তিক্ততাপূর্ণ তখন মাল্টাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ দেখা দেয়। মাল্টা হচ্ছে সিসিলির দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ। এই দ্বীপের ব্যাপক সুবিধাদি সম্পন্ন সমুদ্র বন্দর এবং এর শক্তিশালী দুর্গ ও ঘাঁটি ছিল সম্ভাব্য ফরাসী প্রাচ্য অভিযান পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বৃটেনের একমাত্র শেষ প্রতিরক্ষা ব্যূহ। যে পর্যন্ত বোনাপার্ত মিশরে তাঁর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা না ছাড়েন সেই অবধি ইংল্যান্ড আমিওঁ চুক্তি-শর্ত ভঙ্গ করে মাল্টার তার অবস্থান বহাল রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। নাপোলেওঁ বোনাপার্তও পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বনের সংকল্প ব্যক্ত করেন। তিনি অবশ্য বার বার আমিওঁ চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি করে চলেন। 'আমিওঁ চুক্তি, আর কিছুই নয়—একমাত্র আমিওঁ চুক্তি', বলেন তিনি[১৬]। কিন্তু এরূপ দাবি সত্ত্বেও বোনাপার্ত নিজে পাল্টা ব্যবস্থা স্বরূপ আমিওঁ চুক্তির শর্ত অমান্য করে বৃটেনের মাল্টা দখল ছেড়ে যাওয়া অবধি দক্ষিণ ইতালীতে

www.pathagar.com

তাঁর কর্তৃত্ব বজায় রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বৃটেনের যুক্তি ছিল এরূপ : আমিওঁ চুক্তির বাস্তবায়ন নির্ভরশীল ছিল চুক্তি স্বাক্ষরকালীন ইউরোপীয় অবস্থার ওপর এবং এই চুক্তি সম্পাদনের পর থেকে ফ্রান্স যে ব্যাপক অগ্র-অভিযান পরিচালনা করে সেই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ চুক্তির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

আমিওঁ চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হওয়া সত্ত্বেও দু'পক্ষ থেকেই সমঝোতা লাভের প্রচেষ্টা চলে। সম্ভবত উভয়ের কিছু কিছু সদিচ্ছাও ছিল যুদ্ধ এড়াবার, কিন্তু সব প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। মার্চ ১৮০৩-এ তুইলেরী প্রাসাদে ব্যাপক ধরনের সহিংস ঘটনার পর গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ফ্রান্স পরিভ্রমণকারী ৮০০০ থেকে ১০,০০০ মতো বৃটিশদের বন্দী করে বোনাপার্ত তাঁর ক্রুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, এসব বৃটিশ পরিব্রাজকদের অনেককে ১৮১৪ সন অবধি ফ্রান্সে বন্দীদশায় রাখা হয়। এভাবে যে ১৮০৩-এর দিকে যুদ্ধ পুনরায় শুরু হয়। এ যুদ্ধে সর্বশ্রেণীর বৃটিশ জনমত সম্ভবত স্বতঃস্ফূর্তভাবে বৃটিশ সরকারকে সমর্থন দানে এগিয়ে আসে।

এ ছিল দু'টি বৃহৎশক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি শক্তি-পরীক্ষার বিষয়মাত্র নয়, সারা মহাদেশব্যাপী একটি ব্যাপকতর সংগ্রামের এ ছিল অংশ বিশেষ। এ সংগ্রামে একটি মহাদেশীয় স্থলশক্তি প্রায় অবিরাম যুদ্ধে রত থাকে একটি নৌ-সামুদ্রিক শক্তির বিরুদ্ধে। পরিশেষে, এ যুদ্ধে বিজয় ঘটে গ্রেট বৃটেনের এবং এরই ফলে ইউরোপের নিপতিত ও স্তিমিত জাতিসমূহ জেগে ওঠে, বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে ইউরোপীয় সমাজে।

টীকা

১. Geyl, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১
২. Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৩
৩. উল্লেখিত, ঐ, পৃঃ ৩৭৮
৪. উল্লেখিত, ঐ
৫. Hayes, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪৩
৬. ঐ
৭. Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮০
৮. উল্লেখিত, ঐ
৯. Hayes, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪৩
১০. Gershov, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮২

www.pathagar.com

১১. ঐ, পৃঃ ৩৮৪
১২. Grant and Temperley. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২
১৩. John Roach in *New Cambridge Modern History*, Voll Ix. পৃঃ ২৬২
১৪. Felix Markham in *Ibid* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৩
১৫. Grant and Temperley, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪
১৬. উল্লেখিত, ঐ, পঃ ৯৫

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

বোনাপার্তের সাম্রাজ্য ও তৃতীয় ইউরোপীয় শক্তিসংঘ

গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ যখন অনিবার্য হয়ে পড়ে বোনাপার্ত তখন এরূপ বক্তব্য রাখেন যে, আমিওঁ শান্তিচুক্তির দায় দায়িত্ব পালনের আর অবশিষ্ট কিছু নেই। ইংল্যান্ডের দাপট কমাতে হবে। ইউরোপে তার প্রতিপত্তি নিশ্চিহ্ন করতে হবে। এসব অজুহাতে তিনি এক ব্যাপকতর অভিযানের কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যে পরিকল্পনায় শুধুমাত্র ইউরোপ স্থান পায় নি, এতে অন্তর্ভুক্ত হয় এমন কি নিকট প্রাচ্য অঞ্চলও। দক্ষিণ ইতালীতে নেপল্‌স পুনর্দখল করার পর তিনি হল্যান্ডে ৩০,০০০ সৈন্য পাঠান আরো ৪০,০০০ সদস্যের বাহিনী মোতায়েন করে তিনি হানোফার দখল করেন এবং ঘোষণা করেন যে যতদিন বৃটেন মাল্টা দখল করে রাখবে ততদিন তিনিও হানোফারে তাঁর বাহিনী মোতায়েন রাখবেন। উপরন্তু, তাঁর কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি শক্তি ও সমর্থন সমাবেশ করার প্রয়াস পান। বোনাপার্ত অর্থ সংগ্রহ করেন লুইসিয়ানা বিক্রি করে। তিনি ফরাসী কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্রগুলো থেকেও চাঁদা আদায় করেন। এমন কি স্পেন ও পর্তুগালের কাছ থেকেও তিনি ধার্য আদায় করেন। এভাবে বোনাপার্ত তাঁর চরম শত্রু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক বিশাল প্রস্তুতি অব্যাহত রাখেন। ইতিমধ্যে তিনি রাশিয়া, প্রুশিয়া ও অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের জন্য যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন।

সমগ্র ইউরোপব্যাপী এরূপ যুদ্ধ-পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও ১৮০৩ সন থেকে ১৮০৫ সনের প্রথমাবধি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যেকার এই নতুন পর্যায়ের দ্বন্দ্বে তেমন কোন মারাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয় নি। অবশ্য যুদ্ধের সার্বিক প্রস্তুতি অব্যাহত থাকে ঠিকই। নাপোলেওঁ যথাসম্ভব দ্রুত তাঁর সব ধরনের নৌ-শক্তি সমাবেশ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান, সম্ভাব্য সব প্রকৃতির যুদ্ধ-জাহাজ সংগ্রহ করেন, বুলোঁ (Boulogne) সমুদ্র বন্দর আরো সম্প্রসারণ করেন এবং ওলন্দাজ ও স্পেনীয় নৌ-বাহিনীকে তাঁর বাহিনীর সাহায্যে তলব করেন। এসব বহুমুখী পরিকল্পিত ও বিশদ নৌ-অভিযানের রণকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে বোনাপার্ত মূলত এরূপ ফন্দি-ফিকিরে ছিলেন যে, কি করে ফরাসী নৌ বাহিনীকে ইংলিশ চ্যানেলে ঢোকানো যায়, কি করে মিশর, আয়ারল্যান্ড বা পশ্চিম ভারতীয়

www.pathagar.com

দ্বীপপুঞ্জের ওপর ফরাসী হামলার মহড়া প্রদর্শনের মাধ্যমে ইউরোপের মূল কৌশল-গত অঞ্চলে বৃটিশ রণনৌবহরকে যুদ্ধের চালে মাত করে দেয় যায়।

তৃতীয় ইউরোপীয় শক্তিসংঘ

বোনাপার্ত যখন ইউরোপে নৌযুদ্ধের চাল নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, ইংল্যান্ড তখন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের হামলা চালায়। এই সময় বৃটিশ বাহিনী ওলন্দাজদের টোবাগো, সেন্ট লুসিয়া ও গায়ানা (Tobago. St. Lucia and Guiana) দখল করে। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সঙ্গে নাপোলেওঁ কর্তৃক বন্ধুত্ব বা মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফ্রেডেরিক তৃতীয় উইলিয়াম-এর (Frederick William III) নেতৃত্বে প্রুশিয়া নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, বোনাপার্তের সাম্প্রতিককালীন সম্প্রসারণমূলক কর্মকাণ্ডে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া প্রথম দিকে অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় থাকে। কিন্তু পরে অঙ্গিওঁ-এর ডিউককে (Duc d' Enghien) যে মিথ্যা ছলনার মাধ্যমে হত্যা করা হয়, যেভাবে বোনাপার্ত রাজকীয় মুকুটে নিজকে অলঙ্কৃত করেন এবং বিশেষ করে, সম্ভবত ইতালীয় রাজ-কর্তৃত্ব গ্রহণ করায় জার ও অষ্ট্রীয় সম্রাট দু'জন-ই নাপোলেওঁ'র প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়ে।

ইউরোপ মহাদেশে যখন নাপোলেওঁ বোনাপার্ত বিরোধী এরূপ ভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় ইংল্যান্ডে তখন সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন উইলিয়াম পিট (এপ্রিল ১৮০৪)। তাঁকে ফরাসী ভাবধারা-বিরোধী আদর্শের প্রতিভূ বলা হয়ে থাকে। ফরাসীদের প্রতি প্রতিটি ইংরেজের যে বিদ্বেষ-ভাব ছিল পিট ছিলেন তারই প্রতীক। ফরাসী সম্রাটের কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সাম্প্রতিক মনোভাব আরো জোরদারকল্পে গ্রেট বৃটেন এই সময় উদারভাবে অর্থ ব্যয় করে। এতে চূড়ান্ত সাফল্য আসে ১৮০৫ সনে। ফরাসী বিরোধী ইউরোপীয় শক্তিসংঘ পুনর্বার গঠিত হয়। এতে ইংল্যান্ডের সঙ্গে যোগ দেয় রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও সুইডেন। এই তৃতীয় শক্তিসংঘে সমাবিষ্ট এসব দেশ যৌথ কর্মপন্থা গ্রহণ করে এক অভিন্ন উদ্দেশ্য চরিতার্থে—সেই স্থিরকৃত অভিন্ন লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের সম্প্রসারণবাদী কর্মকান্ড সীমিত করা বা ফ্রান্সকে দমন করা। ফরাসী-বিরোধী তৃতীয় শক্তিসংঘের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আরো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তারা চায় ফ্রান্সকে ইতালী, হানোফার, হল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ড থেকে হটিয়ে দিতে, চায় পিড্‌মণ্ট (Piedmont) সার্ডিনিয়ার রাজার কাছে ফিরিয়ে দিতে, নেপল্‌স্‌কে ফিরিয়ে দিতে চায় বুরবোঁ রাজার হাতে এবং পরিশেষে, তারা ফান্সের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে অরেনজু রাজবংশের (House of

www.pathagar.com

Orange) অধীন হল্যান্ড ও বেলজিয়ামকে একত্রিত করতে চায়। (দ্র: মানচিত্র ১, (ঘ))। প্রুশিয়া এ সময় অবধি তার নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলে, আর বাভারিয়া, বাডেন ও ভুর্টেমবার্গের (Bavaria, Baden and Wurttemberg) মতো দক্ষিণ জার্মানীর রাষ্ট্রসমূহ ফ্রান্সের পক্ষালবম্বন করে।

উল্‌ম্‌ এর যুদ্ধ

বোনাপার্ত-বিরোধী ইউরোপের তৃতীয় শক্তিসংঘের বাহিনী ফ্রান্সের পূর্ব সীমানা প্রান্তে কোনরূপ প্রত্যক্ষ আঘাত হানার আগে নাপোলেওঁ এক কৌশলমূলক রণ-নৈতিক পন্থা অবলম্বন করেন। স্বল্পকালের জন্য সাময়িকভাবে তিনি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর পরিকল্পিত যুদ্ধ-অভিযান স্থগিত রাখেন। আটলান্টিক উপকূলস্থ তাঁর বাহিনীকে ভাগ করে একভাগকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ত্বরিৎ গতিতে ভুর্টেমবার্গের সন্নিকটস্থ শহর উল্‌ম্‌-এ (Ulm) অস্ট্রীয়দের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানেন। বোনাপার্তের উচচ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুর্দান্ত বাহিনীর সম্মুখে অস্ট্রীয় বাহিনী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ২০ অক্টোবর ১৮০৫ উল্‌ম্‌ রণপ্রান্তরে প্রকৃতপক্ষে অস্ট্রীয় অধিনায়ক তাঁর বাহিনীর ৫০,০০০ সৈন্য সহকারে আত্মসমর্পণ করেন এবং ফরাসী বাহিনীর অগ্রাভিযানের মুখে অস্ট্রীয় রাজধানী ভিয়েনার প্রতিরক্ষা হুমকির সম্মুখীন হয়।

ইংল্যান্ড আক্রমণের পরিকল্পনা

এই সময় বোনাপার্ত কিন্তু ভিয়েনার দিকে ধাবিত হতে চান নি। কেননা তাঁর কৌশলগত পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল ইংল্যান্ড এবং ১৮০৫ সনের অভিযান প্রধানত পরিচালিত হয় তাঁর সামরিক পরিকল্পনার ঐ মৌলিক উদ্দেশ্য সাধনে—অর্থাৎ ইংল্যান্ডকে ঘায়েল করা। ঐ মৌলিক উদ্দেশ্য চরিতার্থে তিনি বুলুনে ইতিমধ্যে একটি ব্যাপক বাহিনী সমাবেশ করেন এবং প্রশস্ত ধরনের বেশ কিছু নৌ তরী নির্মাণ করেন যাতে তাঁর বাহিনীকে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার কাজে ব্যবহার করতে পারেন। তাঁর সমগ্র পরিকল্পনার সাফল্য অর্জনে একটি পূর্বশর্তের পূরণ অত্যাবশ্যক ছিল: অন্ততঃপক্ষে স্বল্পকালের জন্য তাঁকে ইংলিশ চ্যানেলের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বোনাপার্ত কিন্তু একে আদৌ কঠিন কাজ বলে মনে করেন নি। তিনি সদর্পে বলেন, 'চ্যানেল হচ্ছে একটি গর্তস্বরূপ যেটা অতিক্রম করার জন্য শুধু কিছুটা সাহসের দরকার মাত্র।'[১] কিন্তু এ কাজ সম্পন্ন করার মানসে তিনি যে নৌ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তা ছিল জটিল। এই পরিকল্পনার মারাত্মক দর্বলতা ছিল এ কারণে যে

www.pathagar.com

একজন নৌ-সেনা বা নাবিক এটা প্রণয়ন করে নি, করে একজন সৈনিক। অথচ স্থল বাহিনীর সৈন্যদের চলাচলে যে নিয়মনিষ্ঠা তা' নৌবহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। বোনাপার্তের অমর পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ফরাসী নৌবহরকে ব্রেস্ত, রোশ্‌ফোর্ত ও তুলোঁ'এর (Brest, Rochefort and Toulon) সমুদ্র বন্দর এলাকায় সমাবেশ করা। তিনি ইংরেজ নৌবহরের অবরোধ এড়িয়ে চলার উদ্দেশ্য সুদূর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে আক্রমণের ছল করে তাদের ইংলিশ চ্যানেল থেকে সরে যেতে প্ররোচিত করতে চান, আটলান্টিকের ওপারে ছুটতে প্রলুব্ধ হয় বৃটিশ নৌবহর। যদিও সম্ভবত পরে বৃটিশ নৌবাহিনী বোনাপার্তের ইংল্যান্ড আক্রমণের মৌলিক পরিকল্পনা বুঝতে পারবে এবং ফিরে আসার প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হবে আটলান্টিকের এপারে, কিন্তু ফ্রান্স বুলঁন-এর অদূরে ইংল্যান্ডের ওপর যথার্থ আঘাত হানার মতো পর্যাপ্ত সময় পাবে।

ট্রাফালগারের যুদ্ধ

ফরাসী নৌবাহিনী প্রধান ভিলনুভ (Villeneuve) সাফল্যের সঙ্গে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে বৃটিশ নৌবহরকে এগিয়ে যেতে প্ররোচিত করে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ফরাসীরা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আঘাত হানার ছল করে, এ আঘাতের প্রত্যুত্তরে যথার্থ পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরে বৃটিশ বাহিনী আবার ইউরোপের দিকে যাত্রা করে। কিন্তু তাদের পূর্বেই ফরাসী নৌ অধিনায়ক ভিলনুভ তার ইংল্যান্ড আক্রমণের মৌল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে যান। এ পর্যায়ে বৃটিশ নৌবাহিনী প্রধান নেলসন (Nelson) ফরাসীদের ছল-চাতুরী বুঝতে পারেন এবং একটি দ্রুতগামী রণতরী পাঠান যাতে ভিলনুভ ইউরোপে পৌঁছার পূর্বেই যথার্থ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া যায়। নেলসন শুধু বৃটিশ নৌ দফতরকে সম্ভাব্য ফরাসী হামলা সম্পর্কে অগ্রিম সংবাদ পাঠান নি, তিনি স্বয়ং বৃটিশ নৌবহরকে সঙ্গে করে এগিয়ে চলেন ইউরোপের দিকে। বৃটিশ নৌ দফতর খবর পায় ৯ জুলাই। সঙ্গে সঙ্গে কর্নওয়ালিসকে (Cornwallis) ব্রেস্ত-এর দিকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ প্রদান করে এবং ২২ জুলাই ফেনিস্তির অন্তরীপের (Cape Finisterre) অদূরে ভিলনুভকে মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে স্যার রবার্ট কল্ডারকে (Sir Robert Calder) পাঠায়।

এ পর্যায়ে দু'পক্ষের শক্তি-পরীক্ষা অনেকটা অনিশ্চিত অবস্থায় ছিল। কেননা, ভিলনুভ স্বয়ং পরিকল্পনা মতো ব্রেস্ত-এর দিকে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হন। ফিরে আসার পরও তিনি কিছুকাল দ্বিধান্বিত থাকেন। ফরাসী নৌবহরের দুর্বলতা সম্ভবত তাঁর অজানা ছিল না। 'এর খারাপ মাস্তুল, খারাপ সমুদ্র পারির গতি, খারাপ

www.pathagar.com

পদস্থ কর্মকর্তা, এবং খারাপ এর নাবিকেরা—এমনকি সেকেলে এর নৌ রণকৌশল' —এসব কিছু দেখে হয়তো তিনি সাহস পাচ্ছিলেন না। শেষ অবধি ১৫ আগস্ট তিনি তার নৌবহর সহকারের কাডিজ'র (Cadiz) দিকে এগিয়ে চলেন। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে নেলসন ইউরোপে ফিরে আসেন এবং ব্রেস্ত-এর সন্নিকটে কর্ন-ওয়ালিসের বাহিনীর সঙ্গে তার বাহিনীকে সংযুক্ত করেন। অন্যদিকে ফেনিস্তর অন্তরীপের কাছাকাছি কল্ডারের বাহিনী সমাবিষ্ট হয়। এভাবে বৃটিশ নৌপ্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যথাযথ জোরদার করা হয় এবং নাপোলওনের ইংল্যান্ড অভিযানের সাফল্য সুদূরপরাহত বলে মনে হয়।

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত কিন্তু হাল ছেড়ে দেবার মতো ব্যক্তিত্ব নন। তিনি ভিলনুভকে তার কৌশলগত পরিকল্পনা মোতাবেক ইংল্যান্ডের ওপর আঘাত হানার নির্দেশ দেন। ১৯ অক্টোবর বোনাপার্তের নির্দেশক্রমে ভিলেননভ চুপিসারে কাডিজ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তাঁর নৌবহর সহকারে তুলোঁ (Toulon) উপস্থিত হন। ইতিপূর্বে, ২৮ সেপ্টেম্বর, নেলসন কাডিজ-এর (Cadiz) সন্নিকটে অবস্থানকারী কলিংউড-এর (Collingwood) নৌবহরের সঙ্গে যোগ দেন এবং তাদের উভয়ের অধীন সংযুক্ত বাহিনী ২১ অক্টোবর ট্রাফালগারে ফরাসী ও স্পেনীয় যৌথ নৌবহরকে মারাত্মকভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে।

ট্রাফালগারের যুদ্ধে লর্ড নেলসন তার প্রাণ হারান, কিন্তু তিনি তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ রাখেন নি। এ যুদ্ধে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি ভিলনুভ নাপোলেওনের রোষ এড়াবার মানসে আত্মহত্যা করেন। ট্রাফালগার যুদ্ধের মাধ্যমে বোনাপার্তের সমুদ্রে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য আশা শুধু ব্যাহত হয় নি কিংবা ইংল্যান্ডের নৌ আধিপত্য শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি, এর পর থেকে ফরাসী সম্রাট এমন এক নীতি গ্রহণে প্রবৃত্ত হন যার ফলশ্রুতিতে তার চূড়ান্ত পতনও অবধারিত হয়।

অস্টারলিৎসের যুদ্ধ

নাপোলেওঁ বোনাপার্তের এ জাতীয় পরিণতি অবশ্য অনেক পরের ব্যাপার। ১৮০৫-এর দিকে এরূপ পরিণাম কেউ ভাবতে পারে নি। কেননা তার সামুদ্রিক শক্তি খর্ব হওয়ার বিষয়কে নিয়ে খুব একটা বিচলিত না হয়ে তিনি স্থলভাগে তাঁর পরম সুযোগ সদ্ব্যবহার করার প্রয়াস পান এবং দ্রুত এগিয়ে চলেন বিজয় অভিযানে। প্রকৃতপক্ষে, ১৮০৫ সনে ইংল্যান্ডকে অনেক পরাজয়ের গ্লানি সইতে হয়, যদিও এসব পরাজয় খোদ ইংল্যান্ডের হয় নি। বোনাপার্ত সত্বর ভিয়েনা দখল করেন এবং আরো উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে তিনি যান মোরাভিয়ায় (Moravia)। এখানে অস্ট্রীয় ও রুশ বাহিনী সম্মিলিত হয়। মিত্র বাহিনীর ওপর বোনাপার্ত

www.pathagar.com

আঘাত হানেন ২, ডিসেম্বর ১৮০৫-এ। এই দিন ছিল সম্রাট নাপোলেওনের অভিষেক অনুষ্ঠানের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের দিন এবং এই দিন শত্রুপক্ষের যৌথ বাহিনী অস্টারলিৎস (Austerlitz) রণাঙ্গনে তাঁর বাহিনীর নিকট মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়। (মানচিত্র-২ দ্রষ্টব্য)। বোনাপার্ত একে 'আদর্শ যুদ্ধ' রূপে অভিহিত করেন এবং আনন্দ ও গর্বে অভিভূত হন। এ সময় তিনি দেশে লিখে জানান যে, 'আমার সব যুদ্ধের মধ্যে অস্টারলিৎসের যুদ্ধ হচ্ছে সব চাইতে বেশী উজ্জ্বল ও দীপ্তিশীল'।

প্রেসবুর্গের চুক্তি ও জার্মানীর পুনর্গঠন

অস্টারলিৎসের পর বোনাপার্তের বিজয়সূচক উৎফুল্ল হবার কারণ ছিল। এর মাধ্যমে তিনি ট্রাফালগারের প্রতিশোধ নেন। কিন্তু এর আরো তাৎপর্য ছিল। এর ফলে উইলিয়ম পিটের পতন ত্বরান্বিত হয়। অস্টারলিৎস যুদ্ধে বৃটেনের মিত্রদের হেরে যাবার খবরে পিট বেশ ভেঙ্গে পড়েন। ৭৪ বছর বয়সে এই পরাজয়ের গ্লানি সয়ে নেয়া তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল এবং প্রায় দশ বছরের মতো দীর্ঘকাল যুদ্ধ বিগ্রহের ক্লান্তি তাঁকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে। ২৫ জানুয়ারী ১৮০৬ সালে তিনি অবশেষে মারা যান।

ইতিমধ্যে বোনাপার্ত অতি দ্রুত প্রেসবুর্গ চুক্তির (Treaty of Pressburg) শর্তাবলী চাপিয়ে দেন। ২৬ ডিসেম্বর ১৮০৫-এ স্বাক্ষরিত এই চুক্তি ইউরোপের ইতিহাসের নতুন শার্লেমেন-এর অবস্থান আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। কেননা এ চুক্তির ফলে ইতালীয় রাজ্যের নিকট অস্ট্রিয়াকে ভেনেশিয়া, ইস্ত্রিয়া ও দালমতিয়া (Venetia, I stria and Dalmatia) হস্তান্তর করতে হয়, স্বীকৃতি প্রদান করে নাপোলেওনকে ইতালীর রাজা হিসেবে। এ ছাড়া তাঁর মিত্র দেশ বাভারিয়াও সমগ্র তাইরোল (Tyrol) এবং বেশ কয়েকটি বিশপ ও রাজপুত্র-প্রশাসিত এলাকা লাভ করে। বোনাপার্তের এ জাতীয় ব্যবস্থা ছিল উদ্দেশ্যমূলক : দক্ষিণ জার্মান রাষ্ট্রসমূহকে জোরদার করে এগুলোর সঙ্গে লেজুড়ে-ভিত্তিক এমন এক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রয়াসী হন যাতে তাদের ব্যবহার করা যায় অস্ট্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে সীমিত বা দমন করতে। বাভারিয়া ও ভূর্টেমবার্গকে রাজ্যে রূপান্তরিত করা হয় এবং বাডেন (Baden) একটি গ্র্যান্ড ডাচিতে (Grand Duchy) পরিণত হয়। বোনাপার্তের এসব মিত্রদের নিকট অস্ট্রিয়াকে তার পশ্চিম জার্মানীতে অবস্থিত দূরবর্তী প্রদেশগুলো ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয়।

এভাবে অস্ট্রিয়া তার ৩০ লক্ষ প্রজা ও ব্যাপক রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়। ইতালীর সঙ্গেও তার সম্পর্কচ্ছেদ হয়, সম্পর্কহীন হতে হয় তাঁকে সুইজারল্যান্ড ও রাইন অঞ্চল থেকে এবং অস্ট্রিয়া একটি তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত

www.pathagar.com

হয়। বোনাপার্ত এতেও ক্ষান্ত হন নি। জার্মানীকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাজানো ছিল তাঁর সুদীর্ঘকালীন পরিকল্পনা। এখন তিনি আর সেই পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপদান করেন। ইতিপূর্বেই দ্বিতীয় ফ্রান্সিস (Francis II) তাঁর নির্বাচিত রাজকীয় উপাধি পরিত্যাগ করেন। অথচ প্রায় ৪০০ বছরব্যাপী হ্যাবসবার্গ রাজবংশ এই পদে আসীন ছিল। ফ্রান্সিস এসময় প্রথম ফ্রান্সিস নাম নিয়ে নিজকে 'অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত সম্রাট' হিসেবে স্বীয় পরিচয় গ্রহণ করেন। এতেও নাপোলেওঁ পরিতৃপ্ত হন নি। তিনি তথাকথিত পবিত্র রোম সাম্রাজ্য (Holy Roman Empire) বিলোপ করেন। এভাবে তিনি প্রাচীন সম্মানিত প্রতিষ্ঠানটিকে অসম্মানজনকভাবে উচ্ছেদ করেন। অনেক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা তিনি নিশ্চিহ্ন করেন। জার্মানীর দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের ষোলটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নিয়ে তিনি ফরাসী সম্রাটের কর্তৃত্বাধীন একটি 'রাইন কনফেডারেশান' (Confederation of the Rhine) গঠন করেন। জার্মানীতে অধুনালুপ্ত পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের পরিবর্তে ফরাসী সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব এভাবে প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফ্রান্স ও কতিপয় জার্মান রাজপুত্রের স্বার্থে জার্মানীর প্রথম বিপ্লব বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে।[৩]

নাপোলেওঁ বোনাপার্তের সাম্রাজ্যের ইতিহাসে প্রেসবুর্গের শান্তিচুক্তি এক ব্যাপকতর তাৎপর্যের স্বাক্ষর রাখে। এরপর থেকে নাপোলেওনকে যথার্থই দ্বিতীয় শার্লেমেন বলা চলে—বলা হয় তাঁকে 'পাশ্চাত্য জগতের খাঁটি সম্রাট'। বিপ্লবের পর্যায়ে ফরাসী প্রজাতন্ত্র ইউরোপব্যাপী তাবেদার প্রজাতন্ত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এখনো অনুরূপভাবে 'নতুন শার্লেমেন'-এর সাম্রাজ্য তাবেদার রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়।

বোনাপার্তের উপর্যুক্ত সাফল্য কিন্তু ছিল স্বল্পকালীন। সমসাময়িককালের মানুষ সম্ভবত অস্ট্রারলিৎস যুদ্ধে চমৎকৃত হন, নাপোলেওঁ স্বয়ং হন মহাদেশীয় ইউরোপের কর্ণধার। কিন্তু এতে তাঁর কাজ সম্পূর্ণ হয় নি—এ ছিল তাঁর সাফল্যের আধাআধি মাত্র। 'সমুদ্রের কর্ত্রী' ইল্যান্ডকে কিন্তু তখনো অবনমিত করা হয় নি; এ কাজ সম্পন্ন করতেই বোনাপার্তকে ব্যর্থতার গ্লানিতে অবসন্ন হতে হয়।

টীকা

১. Denis Richards, **An Iulistrated History of Modern Europe, 1789-1945** (London: Lonmans, Gieen and Co., 1957) পৃ: ৪৫

২. উল্লেখিত, Gevrhoy. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০১

৩. ঐ, পৃ: ৩৯০

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

সাফল্যের শিখরে বোনাপার্ত সাম্রাজ্য ঃ টিলসিট

অস্টারলিৎসের যুদ্ধের ফলে বোনাপার্ত-বিরোধী তৃতীয় ইউরোপীয় শক্তিসংঘ ভেঙ্গে যায়, অস্ট্রিয়া যুদ্ধ থেকে কেটে পড়ে। অথচ যুদ্ধ শেষ হয় নি। অস্টারলিৎস যুদ্ধ শেষ হবার পর পিট নাকি একবার বলেছিলেন, 'ইউরোপের মানচিত্র উলট-পালট হতে পারে, এর স্থায়িত্ব কিন্তু দশ বছরের অধিক হবে না।'[১] সময়ের দৃষ্টিকোণ থেকে, এ ভবিষ্যদ্বাণী কালে সঠিক প্রমাণিত হয়, যদিও পিট নিজে বেঁচে থাকতে এর পূর্ণরূপ ঘটে নি, তিনি দেখে যান এর পূর্বলক্ষণ বা সূচনা মাত্র।

এদিকে নাপোলেওঁ বোনাপার্ত নতুন শার্লেমেনের ভাবমূর্তি সহকারে সমগ্র ইউরোপকে নিয়ে একটি পশ্চিমা সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সক্রিয় হন, তাঁর নিজস্ব কর্তৃত্ব ও শাসনাধীন একটি 'যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইউরোপ' প্রতিষ্ঠার নীতিতে অটল থাকেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর ধারণায় স্বচ্ছতার অভাব ছিল না। তিনি বলেন, 'আমাদের প্রয়োজন একই ইউরোপীয় আইন-বিধান, একক ইউরোপীয় আপিল আদালত, সমরূপ মুদ্রাব্যবস্থা, একটি অভিন্ন ওজন পরিমাপ পদ্ধতি। ইউরোপের সর্বত্র একই আইনের শাসন কায়েম হবে। আমি ইউরোপের সব জাতিসমূহকে একত্রীভূত করবো।'[২]

বোনাপার্ত ও প্রুশিয়া

ইউরোপকে ঘিরে বোনাপার্তের স্বপ্ন যাই হোক না কেন তাঁর এরূপ অভিলাষ সমকালীন শাসকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কেন? ইউরোপে তাঁর শত্রুর অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁর নতুন শত্রু আসে অভাবিত দিক থেকে। এ ছিল প্রুশিয়া। মহান ফেডেরিকের (Frederick the Great) আমলে ফ্রান্সকে অপমান করে, এই প্রুশিয়া যে-দেশকে অনেকে জার্মান জাতীয়তাবাদের বিশেষ প্রতীকরূপে মনে করে।

উল্লেখ্য, ১৭৯৫ সনে বা'ল শান্তিচুক্তির (Peace of Basel) পর থেকে প্রুশিয়া বিপ্লবী ফ্রান্স-বিরোধী সংগ্রামে নিরপেক্ষ থাকে। সেই দেশ দ্বিতীয় ইউরোপীয় শক্তিসংঘে যোগদান করে নি এবং অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার চাপ সত্ত্বেও তৃতীয় শক্তি-সংঘে যোগ দিতে অস্বীকার করে। এমনকি ১৮০৫ সন অবধি নাপোলেওঁ প্রুশিয়াকে তাঁর জোটে টানার প্রচেষ্টা চালান, কিন্তু এতে তাঁকে ব্যর্থ মনোরথ

www.pathagar.com

হতে হয়। কোনরূপ ভয়ভীতি, প্রলোভন বা ক্ষয়ক্ষতি সাধনের হুমকি ফ্রেডেরিক উইলিয়মের কঠোর নিরপেক্ষতাকে স্পর্শ করতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে, ফরাসীদের হানোফার দখল বা ফরাসী বাহিনী কর্তৃক প্রুশিয়া সীমানার অখণ্ডতা ভঙ্গ বা ফরাসীদের নিকট অস্ট্রিয়ার পরাজয় কিংবা ইচ্ছামূলকভাবে নাপোলেওঁ কর্তৃক জার্মানীর পুনর্গঠন—এসব কিছু প্রুশীয় রাজাকে বিচলিত করতে পারে নি। কেননা তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়। তাঁর দেশও ছিল নানা সমস্যায় জর্জরিত প্রুশীয় রাজার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি তাকে যে খুব একটা মর্যাদা বা শ্রদ্ধার আসন দান করে এমন নয়। বরং এর ফল দাঁড়ায় বিপরীত।

১৮০৫ সনের অক্টোবরে নাপোলেওঁ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনাকালে তাঁর জেনারেল বার্নাডোত্কে (General Bernadotte) তাঁর বাহিনী সহকারে প্রুশীয় সীমানা আন্সপাখের (Anchpach) অভ্যন্তর দিয়ে পাঠান। প্রুশিয়া এটাকে তার নিরপেক্ষতার অবমাননা হিসেবে দেখে। এতে বার্লিনে বেশ তিক্ততা সৃষ্টি হয়। ফ্রান্সের এ জাতীয় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক পন্থা হিসেবে হাংভিৎসকে (Hangwitz) নাপোলিওনের নিকট পাঠানো হয় একটি চরমপত্র সহকারে। অস্ট্রারলিৎজ-এর যুদ্ধ শেষ হওয়া অবধি নাপোলেওঁ প্রুশীয় দূতকে টালবাহানায় ভুলিয়ে রাখে। এ যুদ্ধে বিজয়লাভের পর নাপোলেওঁ প্রুশীয়দেরকে তাদের সশস্ত্র নিরপেক্ষতামূলক নীতি গ্রহণের ব্যর্থ প্রয়াস ও সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে হুশিয়ার করেন। কিছুটা ভর্ৎসনা, কিছুটা হুমকি এবং কিছুটা তোষামোদের মাধ্যমে বোনাপার্ত প্রুশীয় দূত হাংভিৎসকে ১৫ ডিসেম্বর ১৮০৫ শোনব্রুন (Schonbrunn) চুক্তির প্রাথমিক পর্বসমূহ স্বাক্ষর করতে প্ররোচিত করেন। এই চুক্তির ধারা অনুযায়ী নাপোলেওঁ ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের (George III) কর্তৃত্বাধীন হানোফার ইলেক্টরেট (Electorate of Hanover) প্রুশিয়াকে প্রদানের অঙ্গীকার করেন। উল্লেখ্য, হানোফারের অংশ বিশেষ এ সময় ছিল ফ্রান্সের দখলে এবং এই এলাকা প্রুশিয়ার হাতে তুলে দিয়ে বোনাপার্ত প্রুশিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হন।

এখানে আরো উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে, হানোভারের স্বাধীনতা এবং ইংল্যান্ডের সঙ্গে হানোভারের বিশেষ সম্পর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে প্রুশিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। এখন কিন্তু কিছুটা দ্বিধার পর বার্লিন বোনাপার্তের ফাঁদে পা' ফেলে। প্রুশিয়া প্রকৃতই হানোভার দখল করে একে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বদেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। 'আত্মসাৎমূলক আচরণের সামগ্রিক জঘন্যতা এবং তাঁর সাথে বশ্যতা স্বীকারের এরূপ সার্বিক নিন্দার্হ সংমিশ্রণ' — ইংল্যান্ডের পক্ষ থেকে বিষয়টি এভাবে তুলে ধরা হয় ঘৃণা ও অভিযোগের ভাষায়।[৩] দ্রুত ইংল্যান্ড

www.pathagar.com

বার্লিন থেকে তার দূতকে ডেকে পাঠায়, প্রুশীয় বন্দরসমূহ অবরোধ করে, ইংল্যান্ডের বন্দরগুলোতে অবস্থিত প্রায় ৪০০ প্রুশীয় জাহাজ আটক করে এবং ১৮০৬ সনের এপ্রিলের শেষদিকে বৃটেন প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রুশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা

প্রুশিয়ার জন্য এ ছিল এক মহা সংকট ও দুর্যোগের সময়। সারা প্রুশীয় জাতি ছিল উত্তেজিত। কিন্তু তাদের উত্তেজনা তখন আরো নিদারুণ রূপ পরিগ্রহ করে যখন এমন এক গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে পড়ে যে, ইংল্যান্ডের সঙ্গে ব্যর্থ শান্তি আলোচনা চলাকালে এক পর্যায়ে নাপোলেওঁ ইংল্যান্ডকে পুনরায় হানোফার ফেরৎ দিতে চান। এতে প্রুশিয়ার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। প্রুশীয় রানী ছিলেন অত্যন্ত দেশপ্রেমিক। তিনি স্বয়ং রাজ-সভাসদদের প্রুশিয়ার দুরবস্থা সম্পর্কে অধিকতর উত্তেজিত করে তোলেন। এই উত্তেজনা তখন জনগণের মধ্যেও প্রতিফলিত হয় যখন তারা জানতে পারে যে নাপোলেওঁ বিচার-প্রহসনের মাধ্যমে পাল্‌ম (Palm) নামক ন্যুরেমবার্গের একজন পুস্তক বিক্রেতাকে গুলি করে হত্যা করে। তাঁর অপরাধ ছিল এই যে, তিনি 'জার্মানীর চরম অপমান' '(Germany in her Deepest Humiliation') শীর্ষক একটি দেশাত্মবোধক পুস্তিকা প্রচার করেন।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রুশিয়ায় যখন এরূপ উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তখন দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, প্রুশিয়ার সমগ্র জাতীয় অনুভূতি ও ভাবাবেগ ছিল ফ্রান্স-বিরোধী। নাপোলেওঁ সম্ভবত এরূপ অবস্থা আঁচ করেন। তাই তিনি দাবি করেন যে, প্রুশিয় সৈন্য বাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে তাদের নিষ্ক্রিয় করতে হবে। প্রত্যুত্তরে ফ্রেডেরিক উইলিয়াম দাবি করেন যে, ফরাসী বাহিনীকে জার্মানী থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। তিনি আরো দাবি করেন যে, প্রুশীয় রাজা স্বয়ং উত্তর জার্মানীর রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে কনফেডারেশন গঠন করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন নাপোলোওনকে সেই নীতি মেনে নিতে হবে। দু'পক্ষের ভিন্নমুখী দাবি এবং পাল্টা-দাবির পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধ অবধারিত হয়। কেননা এতে কোনরূপ মধ্যস্থতা বা সমঝোতার অবকাশ ছিল না। অক্টোবর ১৮০৬-এ যুদ্ধ শুরু হয়। প্রায় দশ বছর অবধি একরূপ অনিশ্চিত ও দোদুল্যমান নিরপেক্ষতার অবস্থা পরিহার করে প্রুশিয়া হঠাৎ, সম্ভবত যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়াই, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

ইয়েনা আওয়ারস্টাড্‌ট-এর যুদ্ধ

এটা সম্ভবত বলা সঙ্গত যে, ঐ সময় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া প্রুশিয়ার পক্ষে উচিত হয় নি। প্রুশিয়া তার গড়িমসিজনিত দীর্ঘসূত্রিতা হঠাৎ পরিহার করে যুদ্ধের সূচনা ঘটায়। এ যুদ্ধে প্রুশিয়ার যোগদানের ফলে ক্রমশ বোনাপার্ত-বিরোধী চতুর্থ ইউরোপীয় শক্তিসংঘ বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। (দ্রঃ মানচিত্র ১ (ঙ)। কিন্তু এই শক্তিসংঘ কখনো সত্যিকার অর্থে শক্তিশালী হতে পারে নি। কেননা এই শক্তিসংঘের শক্তিসমূহ ছিল অনেকটা ভৌগলিকভাবে বিক্ষিপ্ত। নাপোলেওনের দুর্দান্ত আক্রমণের ফলে অস্ট্রিয়া পূর্বেই সর্বশান্ত হয়। রাশিয়া পুনর্বার যুদ্ধ-বিগ্রহ চালাবার মতো শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি। প্রুশীয় সিদ্ধান্তে ইংল্যান্ড খুশী হয় সত্য, কিন্তু ঐ পর্যায়ে ইংল্যান্ডের পক্ষে প্রুশিয়ার সাহায্যে এগিয়ে আসা সম্ভব হয় নি। বোনাপার্তের সব রোধ তখন প্রুশিয়ার ওপর কেন্দ্রীভূত হয়, কিন্তু নাপোলেওঁনের অভিজ্ঞ যুদ্ধযন্ত্রের মোকাবেলা করার মত সাধ্য প্রুশীয় বাহিনীর ছিল না। কেননা প্রুশীয় বাহিনী ছিল বিক্ষিপ্ত, অধিনায়করা ছিলেন বয়স্ক, আর সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ছিল অপ্রতুল। রাজার মন্ত্রি পরিষদের শুধু দৃঢ়তার অভাব ছিল না, নীতি বাস্তবায়নে এ পরিষদ ছিল ভীত সন্ত্রস্ত। এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রুশীয় সামরিক বাহিনী তাদের দেশের সামরিক ভবিষ্যৎ খুব একটা উজ্জ্বল বা সুনিশ্চিত করতে পারবে না—এ ছিল স্বাভাবিক।

প্রকৃতপক্ষে, অস্ট্রিয়ার চাইতেও প্রুশিয়ার পরাজয় ছিল দ্রুততর এবং অধিকতর মারাত্মক। কেননা, বোনাপার্ত বাহিনী একই দিন (১৪ অক্টোবর) প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে দু' দু'টো রণাঙ্গনে চূড়ান্ত বিজয়ে লাভ করে। এ দু'টো যুদ্ধের প্রথমটি সংঘটিত হয় ইয়েনা (Jena) এবং আরেকটি হয় আওয়ারস্টাড্‌ট (Auerstadt) রণাঙ্গনে। এক পক্ষকালের মধ্যে নাপোলেওঁ পুরো ব্রান্ডেনবুর্গের (Brandenburg) কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং প্রুশিয়ার শক্তি বিধ্বস্ত হয়। বিজয় উল্লাস সহকারে নাপোলেওঁ বার্লিন প্রবেশ করেন। এসব বিজয়ের সুযোগ নিয়ে তিনি উত্তর জার্মানীতে ফরাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন। স্যাক্সোনী (Saxony) রূপান্তরিত হয় একটি রাজ্যে এবং একে রাইন কনফেডারেশনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এর সঙ্গে আরো সংযুক্ত হয় ভাইমার (Weimar) ও আরো চারটি ক্ষুদ্র ডিউক প্রশাসিত এলাকা (Duchies)। ব্রান্সভিক ও হেসে-ক্যাসেলকে (Brunswick and HessCasel) বোনাপার্ত এক করে সৃষ্টি করেন ওয়েস্টফালিয়া রাজ্য (Kingdom of Westphalia) এবং এ রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করে তাঁর ভাই জেরোম বোনাপার্তের (Jerome Bonaporte) ওপর। এভাবে নাপোলেওঁ উত্তর জার্মানীর কর্তৃত্ব লাভ

www.pathagar.com

করেন। ইউরোপে এক এক করে রাজ্য স্থাপন করে বোনাপার্ত একরূপ যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বীয় প্রভুত্ব সুসংহত করার প্রয়াস পান।

কিন্তু প্রুশিয়া ছাড়াও বোনাপার্তের আরো শত্রু ছিল খোদ ইউরোপের মহাদেশীয় অঞ্চলে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনি ইউরোপকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগঠিত করার যে মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন রাশিয়া সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিরোধিতা করে চলে। প্রুশিয়াকে তিনি পরাস্ত করেন। তাই বার্লিনের ওপর জবরদস্তিমূলক ধার্য চাপিয়ে দেয়া কঠিন ছিল না, যেমনি অস্ট্রিয়াকেও ধার্য প্রদানে তিনি বাধ্য করেন। কিন্তু প্রুশিয়া'কে তিনি জারের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক বর্জন করতে গিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হন। এজন্য প্রুশিয়ার সঙ্গে শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে তিনি রাশিয়ার সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে চান। রাশিয়া কিন্তু প্রুশিয়ার চাইতেও প্রবলতর শত্রু। রণক্ষেত্র এর পর থেকে প্রসারিত হতে থাকে পূর্ব প্রুশিয়ার অধীন বিশাল সমতল পোলিশ জন্মভূমির দিকে। এই এলাকা ছিল বেশ জনশূন্য। আসন্ন শীতের তীব্রতা অনুভূত হচ্ছিলো। খাদ্য ও পশুর জাবের অভাব অগ্রসরগামী বাহিনীর আক্রমণমূলক পরিকল্পনায় নিদারুণ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে চলে। নাপোলেওঁ তবু এগিয়ে চলেন ভিস্তুল'র (vistula) দিকে, কেননা ঐদিকে প্রুশীয় রাজার সভাসদ তখন অবস্থান করছিলেন। এখানে বোনাপার্ত তাঁর পূর্বে ব্যবহার করা অতি সুপরিচিত রণকৌশল আবার ব্যবহার করেন। তিনি নিজকে পোলিশ জাতীয়তাবাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারকারী রূপে ঘোষণা করেন এবং তাদের স্বাধীনতা অর্জনে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানার আহ্বান জানান। বস্তুত, নাপোলেওঁ স্বয়ং পোল্যান্ডে অবস্থিত রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে সাফল্য লাভ করেন এবং পোল্যান্ড-এর রাজধানী ওয়ারস অভিমুখে এগিয়ে চলেন। এ পর্যায়ে স্বদেশ প্রেমিক পোলিশরা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে এরূপ প্রত্যয়ে (যদিও এ ছিল তাদের ভুল প্রত্যয়) যে পোল্যান্ডের স্বাধীনতা-সূর্য উদয় হতে চলল।[৫]

ফ্রিডল্যান্ড-এর যুদ্ধ, ১৮০৭

কিছুকাল অবশ্য যুদ্ধ চলে এক নতুন পর্যায়ে। রুশ ও প্রুশীয় বাহিনী অনেকটা বেপরোয়া হয়ে অভিযান চালায় এবং সম্মিলিতভাবে এইলুতে (Eylau) তারা সাফল্যের সঙ্গে ফরাসী বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। এখানে বোনাপার্তকে যে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় তা ছিল অন্য যে কোন প্রতিরোধের চাইতে গুরুতর। তবু নাপোলেওঁ হাল ছেড়ে দেয়ার মতো পাত্র নন। একেবারে দৃঢ়চিত্ত সহকারে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। এমনকি তিনি বিজয়ের দাবি করে চলেন, যদিও তিনি তার রাজকীয় বাহিনীর অর্ধেকের মতো অভিজ্ঞ সৈন্য সংখ্যার প্রায়

www.pathagar.com

৩৫,০০০-এর মতো, এ যুদ্ধে হারান। বাস্তবক্ষেত্রে নাপোলেওঁ অনেকখানি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন, ফ্রেডেরিক উইলিয়ামকে রুশ মৈত্রীযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যর্থ প্রয়াসে লিপ্ত হন। এ সময়ে রুশ-প্রুশীয় বন্ধন একটি আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে আরো জোরদার করা হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এপ্রিল মাসে বার্টেনস্টাইনে (Bartenstein)। অস্ট্রিয়া, ইংল্যান্ড ও বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহকে এই চুক্তিতে স্বীকৃত ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন দানের আহ্বান জানানো হয়। সুইডেন এই চতুর্থ ইউরোপীয় শক্তিসংঘে যোগদান করে। ইংল্যান্ড আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ না দিলেও এর সমর্থনে সাহায্য-সরবরাহ পাঠাতে সম্মত হয়। ফরাসী কূটচাল ও তোষামোদের ফলে অস্ট্রিয়া এতে যোগদান থেকে বিরত থাকে।

কিন্তু বোনাপার্ত-বিরোধী চতুর্থ শক্তিসংঘ গঠনের মাধ্যমে যে আশা সঞ্চার হয় সেই আশা অতি সত্বর নিরর্থক প্রমাণিত হয়। জুন ১৮০৭ ফ্রিডল্যান্ডে (Friedland) নাপোলেওঁ এক চূড়ান্ত বিজয় সাফল্যের গৌরব লাভ করেন এবং ডানজিগ ও কোনসবার্গের (Danzig and Konisberg) মতো বিরাট দুর্গ তার কর্তৃত্বে আসে। রুশ ও প্রুশীয় বাহিনীকে তিনি নিমেন-এর (Niemen) ওপারে বিতাড়িত করেন। বাধ্য হয়ে উভয় দেশ সন্ধি স্থাপনে সম্মত হয়। ফলে পরিশেষে সম্পাদিত হয় প্রখ্যাত টিল্‌সিট চুক্তি (Treaties of Tilsit)। এর সঙ্গে ইউরোপীয় মৈত্রী সম্পর্কের পালা পুনঃ পরিবর্তিত হয়।

টিলসিট চুক্তি

রাশিয়ার পক্ষ-পরিবর্তনে বিশ্ব হতবাক হয়, কিন্তু রুশ জার আলেকজান্ডারের এ জাতীয় পরিবর্তিত নীতির অন্তত বাহ্যিক কারণ ছিল। অস্ট্রিয়ার অব্যাহত নিরপেক্ষতায় তিনি বীতশ্রদ্ধ হন, হতাশ হন ইংল্যান্ডের দীর্ঘসূত্রিতায়। জার আলেকজান্ডার অভিযোগ করেন যে, ইংল্যান্ড সাহায্য-সরবরাহ পাঠাতে টালবাহানা করে আসছিল। তাই জারের সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি তার মহাশত্রু নাপোলেওনের সঙ্গে টিলসিটে সাক্ষাৎ হবার সাথে সাথে তাকে এভাবে সম্ভাষণ করেন : 'ইংরেজদের আপনারা যতখানি ঘৃণার চোখে দেখেন আমরাও ঠিক ততখানি দেখি।' নাপোলেওঁ উত্তর দেন, 'সেক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আর কোন বাধা নেই'।* এছাড়া ভাবাবেগচিত্ত জারকে উপলক্ষ্য করে নাপোলেওঁ আরো মন্তব্য করেন যে, তিনি হচ্ছেন একজন 'বীরসুলভ সুপুরুষ' কিন্তু 'বেশ একজন অমায়িক মানুষ—যদি পুরুষ না হয়ে তিনি মেয়ে হতেন আমি তাহলে তার প্রেমিক হতাম।'[১] এ জাতীয় আবেগপ্রবণ আরও ভাষার প্রয়োগ করে অতি সত্বর বোনাপার্ত জারের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করেন। নাপোলেওঁ বোনাপার্তের মহানুভবতায় জার

www.pathagar.com

সত্যিকার চমৎকৃত হন। ৭--৯ জুলাই ১৮০৭ তারিখের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আলোচনার পর টিলসিট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

প্রকাশ্য ধারা

টিলসিট চুক্তিতে তিনপক্ষের মধ্যে দু'ধরনের ধারা সন্নিবিষ্ট হয়: প্রথমত ছিল রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি প্রকাশ্য ও একটি গোপন চুক্তি এবং দ্বিতীয়ত ছিল ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার মধ্যে আরেকটি প্রকাশ্য চুক্তি। নাপোলেওঁ রাশিয়ার কোন ভৌগলিক এলাকা গ্রাস করেন নি, কিন্তু 'বিশ্বভুবনে সুখ ও স্থিতির নিশ্চয়তা বিধান করে' পরাভূত রুশ জার নাপোলেওনের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনে সম্মত হন।[৮] প্রকৃতপক্ষে, টিলসিট চুক্তির মাধ্যমে শুধু পক্ষ পরিবর্তন করা হয় নি, এর মাধ্যমে কূটনীতিতেও বৈপ্লবিক ধারা প্রবর্তিত হয়। দুটি প্রাক্তন শত্রুদেশ ফ্রান্স ও রাশিয়া এর মাধ্যমে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, ইউরোপকে তারা তাদের পারস্পরিক স্বার্থবলয়রূপে চিহ্নিত করে। জার আলেকজান্ডার উচ্ছ্বাস সহকারে বোনাপার্তকে উদ্দেশ্য করে প্রসঙ্গটি এভাবে অবতারণা করেন বলে উল্লেখ করা হয়: 'কোথায় ইউরোপ? তা' কি আপনার এবং আমার জন্যে নয়?'[৯] উভয়ে ইংল্যান্ডকে পর্যুদস্ত ও ধ্বংস করতে প্রয়াসী হন।

টিল্‌সিটে সম্পাদিত প্রকাশ্য চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়া বোনাপার্তের অধীন রাজ্য নেপল্‌স, হল্যান্ড এবং ওয়েস্টফালিয়ার প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করে। এছাড়া বোনাপার্ত যেসব ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধন করেন সে সবও জার মেনে নেন। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বোনাপার্তের সৃষ্ট রাইন কনফেডারেশন ওয়ারস ডাচিকে স্যাকসনীর কর্তৃত্বাধীনে নেয়া এবং ডানজিগকে একটি মুক্ত নগর হিসেবে ঘোষণা প্রভৃতি। ভিস্তুলা রাশিয়ার পশ্চিম সীমানারূপে চিহ্নিত হয়। ক্রেমলিন ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে সম্মত হয়।

প্রুশিয়ার সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে হোহেনজলার্ন রাজবংশের (Hohenrzollern dynasty) রাজাদের এলবে (Elbe) নদীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ সবগুলো প্রদেশ থেকে বঞ্চিত করা হয়। এছাড়া ১৭৭২ সনের পর থেকে পোল্যান্ড-এর যেসব অঞ্চল প্রুশিয়ার করতলগত হয়েছিল সেসব এখন তাকে হারাতে হয়। শুধুমাত্র জারের ইচ্ছা ও সুপারিশে ফ্রেডেরিক উইলিয়ামকে তাঁর ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকতে দেয়া হয়।[১০] প্রুশীয়দের পরাজয়ের সুযোগ নিয়ে নাপোলেওঁ তাদের ওপর এক দারুন ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেন, বোনাপার্তের গঠিত রাজ্যসমূহকে স্বীকৃতি প্রদানে বাধ্য করেন এবং বৃটিশদের ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত রাখার মানসে প্রুশিয়ার বন্দরগুলো বন্ধ করে দেন।

www.pathagar.com

গোপন ধারা

টিলসিট চুক্তিতে স্বীকৃত গোপন ধারা প্রকাশ্য ধারার চাইতে ও তাৎপর্যবহ ছিল। গোপন ধারা সংযোজিত হয় উদ্দেশ্যমূলকভাবে। নাপোলেওঁ এ জাতীয় ধারার মাধ্যমে জার আলেকজান্ডারকে ছল ছাতুরী করে বোঝাতে চান যে, ফরাসী-সম্রাট যথার্থই সমগ্র প্রাচ্যের কর্তৃত্ব রাশিয়াকে ছেড়ে দেন। বাস্তবে কিন্তু বোনাপার্ত কখনো এরূপ উদার ব্যবস্থার রাজী হবার পরিকল্পনায় ব্রতী হন নি। গোপন চুক্তির ধারা মতে, রাশিয়া আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ফরাসী সার্বভৌমত্বের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করে। ১ নভেম্বরের মধ্যে ইংল্যান্ড যদি ফ্রান্সের সঙ্গে সমঝোতায় না আসে সে ক্ষেত্রে রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে বৃটিশ বিরোধী অভিন্ন সংগ্রামে যুক্ত হতেও সম্মত হয়। তদুপরি, জার বৃটিশ পণ্যদ্রব্য ও জাহাজসমূহের জন্য রাশিয়ার বন্দরগুলো বন্ধ করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ, অস্ট্রিয়া ও পর্তুগালকেও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানে আহ্বান করার ওয়াদা করেন। এসবের প্রতিদানে রাশিয়াকে মোলডাভিয়া ও ওয়ালেসিয়া (Moldavia and Wallacia) ছেড়ে দেয়ার আশা দেয়া হয়। কথা ছিল, যদি চূড়ান্ত পর্যায়ে তুরস্ক সাম্রাজ্য ভেঙে দেয়া সম্ভব হয় তবেই শুধু এ জাতীয় ফরাসী ওয়াদা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে রাশিয়ার জার অবশ্য ফিনল্যান্ডে তাঁর হাত বাড়ানোর পুরোমাত্রায় সুযোগ লাভ করেন।

টিলসিট চুক্তির মাধ্যমে এভাবে ষড়যন্ত্রের ঘুরপাক চলে সম্প্রসারণবাদী দুই শক্তির মধ্যে যারা বিশ্বকে দুটি স্বার্থবলয়ে ভাগ করার প্রয়াস পান। এই ষড়যন্ত্রের একটি মৌলিক লক্ষ্য ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করা। এই মৌল লক্ষ্য অর্জিত হবার পর নাপোলেওঁ বোনাপার্ত হবেন পশ্চিমা সম্রাট, আর জার আলেকজান্ডার হবেন 'প্রাচ্যের সম্রাট।' টিলসিট চুক্তির পরবর্তী সমালোচনা যা-ই হোক না কেন ঐ সময় জারের এরূপ এক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভূতি ছিল যে, তাঁকে কোন ভূ-সীমানা হারাতে হয় নি। অন্যদিকে, তিনি বোনাপার্ত সাম্রাজ্যের বন্ধুত্ব লাভ করেন। বলা হয় যে, টিলসিটে ফরাসী বিপ্লবের বিজয় ঘটে। এ পর্যায়ে বিপ্লব আভ্যন্তরীণভাবে শুধু সুসংহত হয় নি, ইউরোপের স্বীকৃতিও এতে মেলে। গ্যাটে এ সময়ে যথার্থই গেয়ে ওঠেন, বিপ্লবে 'যা' কিছু যুক্তিযুক্ত, বৈধ ও ইউরোপীয় তা' সবই পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে।'[১১]

স্বাভাবিকভাবেই ফরাসী সম্রাটের বন্ধুত্বপূর্ণ সমর্থন লাভের পর জারের সাম্রাজ্য লিপ্সু প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ১৮০৬ সনের প্রথম দিকে কোনরূপ যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই রুশ বাহিনী ফিনিশ সীমান্ত অতিক্রম করে। একই সঙ্গে, নরওয়েজীয় সীমানা প্রান্ত দিয়ে একটি দিনেমার বাহিনীও সুইডেন আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। সুইডেনের

www.pathagar.com

সাহায্যে বৃটেন এগিয়ে আসে। কিন্তু বৃটিশ সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও সুইডেনের রাজা চতুর্থ গাস্টাভাসের (Gustavus IV) পক্ষে দিনেমারদের আক্রমণ প্রতিহত করা কঠিন হয়ে পড়ে। আর এদিকে ক্ষুদ্র ফিনিশ বাহিনী তার অবস্থান সংরক্ষণ করার নিরর্থক প্রচেষ্টা চালায়। শীঘ্রই সুইডেন রাশিয়ার নিকট ফিনল্যান্ড ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। আলান দ্বীপসমূহও (Alan islands) রাশিয়া দখল করে। সুইডেন এক অবমাননাকর চুক্তির শর্ত মেনে নিয়ে নাপোলেওঁ'র সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে: পোমেরেনিয়া'র (Pomerania) মাত্র কিছু অংশ সুইডেনকে রাখতে দেয়া হয়, কিন্তু সুইডেন বৃটিশ পণ্য বর্জন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। সুইডেনকে এতখানি সর্বশান্ত করেও বোনাপার্ত এবং জার ক্ষান্ত হন নি। সুইডেনের হতভাগ্য রাজা চতুর্থ গাস্টাভাসকে শেষ পর্যন্ত সিংহাসন ছেড়ে দিতে হয়, রাজ্য শাসনের দায়িত্ব-ভার তিনি তাঁর চাচা ত্রয়োদশ চার্লস-এর (Charles XIII) নিকট ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। চার্লস ছিলেন নিতান্ত দুর্বল চিত্ত ও নিঃসন্তান বৃদ্ধ মানুষ। পরে তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে বোনাপার্তের এক মার্শাল, বার্নাডোতের (Marshall Bernadotte) নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য করা হয়। এভাবে রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে টিলসিটে সম্মত দায়-দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হয়।

বোনাপার্তের 'মহাসাম্রাজ্য'

টিলসিট চুক্তি সম্পাদনের পরের বছর নাপোলেওঁ তাঁর কর্মজীবনের সর্বোচ্চ শিখরে আসীন হন। রাশিয়ার পশ্চিমপ্রান্ত অবধি প্রায় সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের ওপর তিনি প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ফরাসী বিপ্লবের পর্যায় তিনি অনেক পিছনে ফেলে আসেন। ইউরোপে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন নাপোলেওঁ স্বয়ং, ফ্রান্স নয়।[১২] তিনি শুধু ফ্রান্সের সীমানা সম্প্রসারিত করেন নি, তিনি তার ব্যক্তিগত শাসন কায়েম করেন নতুন ইতালীয় রাজ্যে, যে রাজ্যে, পূর্বের ভেনিস প্রজাতন্ত্র ছাড়া আরো অনেক এলাকা অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি নিজে শুধু ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন নি, তার সঙ্গে তার আপন পরিবারও ধন-সম্পদ, যশ ও ক্ষমতা লাভ করে।

এ পর্যায়ে তার পরিবার ও আত্মীয়বর্গের অবস্থা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটা অজানা নয় যে, তার মা ছিলেন এক সময়ে কর্সিকায় অবস্থিত আজাকসিও-এর (Ajaccio) এক সাধারণ গৃহিনী। এখন তিনি পারীতে সম্রাজ্ঞী-মাতার আসন অলঙ্কৃত করেন। তার ভাই জোসেফ হন নেপলস-এর রাজা, ভাই লুই হন হল্যান্ড-এর রাজা, ভাই জেরোম হন ওয়েস্টফালিয়ার রাজা এবং ভাই লুসিওঁ (Lucien) হন মানিন-এর (Manin) রাজপুত্র (Prince)। তার বোন কারোলেন

www.pathagar.com

(Caroline) বিয়ে করেন ম্যুরাঁকে (Murat) যিনি হন বার্গ-এর ডিউক (Duke of Berg) এবং পরবর্তীতে ক্রমশ জোসেফের স্থলে নেপলস-এর রাজা নিযুক্ত হন যখন জোসেফ স্বয়ং স্পেনের রাজার আসন লাভ করেন। তার আরেক বোন এলিজ (Elise) ক্ষুদ্রকার রাষ্ট্র লুসা-এর (Lucca) শাহজাদী (Princess) নিযুক্ত হন। (দ্রঃ রেখাচিত্র ১ এবং চিত্র ১-৩)। স্পেন ও ডেনমার্কের রাজাদ্বয় ছিলেন তার অনুরাগী এবং অন্তত বাহ্যিকভাবে তিনি রাশিয়ার জারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুপ্রতিম সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। স্যাক্সোনীর রাজা ছিলেন তাঁর বন্ধু। তাই প্রধানত প্রুশিয়া থেকে ছিনিয়ে নেয়া ভূ-সীমানা সহকারে তিনি গঠন করেন এক নতুন পোল্যান্ড; তিনি এর নাম রাখেন ওয়ারসর ডাচি (Duchy of Warsaw) এবং এ রাষ্ট্র শাসনের দায়িত্ব তিনি অর্পণ করেন স্যাক্সোনী'র রাজার ওপর। ইউরোপে বোনাপার্তের কোন সামরিক প্রতিযোগী ছিল না। তিনি ছিলেন জার্মানীর 'রক্ষক' (Profector)। প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ইউরোপের মানচিত্রকে তার পছন্দসই মতো সাজান। পঞ্চম চার্লস-এর শাসনকাল থেকে কোন এক ব্যক্তি সমগ্র ইউরোপে এতখানি আধিপত্য স্থাপন করে নি। (দ্রঃ মানচিত্র ৩ ও ৪১)। প্রতিটি কাজে তিনি সাফল্যের মহিমা লাভ করেন, প্রতিটি শত্রু তাঁর হাতে নাজেহাল হয়। তাঁকে মনে হয় 'অবতারস্বরূপ—যিনি মারতে পারেন, বাঁচাতেও পারেন।'[১৩]

অবশ্যি এরূপ ভাষণ অতিরঞ্জিত মনে হবে। প্রকৃত অর্থে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের অবস্থা সুসংহত হওয়া ছিল সুদূর পরাহত। কেননা, তার প্রধান শত্রুর যথার্থ মোকাবেলা তিনি তখনো করেন নি—এই শত্রু হচ্ছে ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে অবস্থিত সেই 'অবজ্ঞেয় দোকানদার জাতি।' একাধিকবার ইংল্যান্ড বোনাপার্তকে তার স্বপ্ন-অভিলাষের জগৎ থেকে রুক্ষ বাস্তবতার সম্মুখীন হতে বাধ্য করে, আর এ বাস্তবতা হচ্ছে এই যে পশ্চিমা বিশ্বে নাপোলেওনের বিজয় তখনো অসম্পূর্ণ।[১৪] নাপোলেওঁ তার ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করা সত্ত্বেও এই পর্যায় ছিল তার কর্মজীবনের সবচাইতে সমস্যা সংকুল মুহূর্ত। কেননা, ঐতিহাসিক জার্শয়ের মতে, ইতিমধ্যে বোনাপার্ত 'একটি প্রকাণ্ড ভুল' করেন।[১৫] একটি বিশ্ব-জনীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে তিনি ইউরোপে কর্তৃত্ব স্থাপনের বাস্তবভিত্তিক নীতি বিসর্জন করেন। অবশ্য বোনাপার্ত ঠিক এ পর্যায়ে ভুল করেন বলা সঠিক হবে না; চুক্তিপত্রে বাস্তব রূপদানের বহুপূর্বে এই ভুলনীতি তাঁর মনে দানা বেঁধে ওঠে। এই ভ্রান্তিপ্রসূত নীতির ব্যাপকতা বুঝতে হলে তাঁর সাম্রাজ্যের ভালোমন্দ পর্যালোচনা করতে হবে, তথাকথিত 'মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা' নামক তাঁর সেই বিশাল মহাদেশীয় ধারণা মূল্যায়নে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

www.pathagar.com

টীকা

১. Ketelbey, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬
২. উল্লেখিত, Gershov, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮৬
৩. উল্লেখিত, ঐ, পৃঃ ৪০৫
৪. ঐ, পৃঃ ৪১২
৫. ঐ, পৃঃ ৪১৪
৬. উল্লেখিত, Rose, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৪
৭. Ketelbey, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯
৮. Gershcy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৭
৯. উল্লেখিত, Hayes, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪৭
১০. John Roach in **New Cambridge Modern History**, vol X, পৃঃ ২৪৮
১১. উদ্ধৃত, Geyl, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪
১২. Grant and Temperley, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫
১৩. ঐ
১৪. Ketelbey, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২০
১৫. Gorshoy, প্রাগুক্ত. পৃঃ ৪১৯

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বোনাপার্ত সাম্রাজ্যের সাফল্য ও ব্যর্থতা ঃ মূল্যায়ন

ক. বোনাপার্তের সাফল্যের কারণ

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত প্রায় এক দশকব্যাপী ইউরোপের জীবন ও চিন্তাধারার ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। সম্ভবত ইতিপূর্বে কোন একক ব্যক্তিত্ব ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জনজীবনে এতখানি প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হন নি। ১৭৯৯ সনে দিরেকতোয়ার প্রশাসন উচ্ছেদ করার পর থেকে ১৮০৭ সনে টিলসিট শান্তি-চুক্তি সম্পাদন অবধি বোনাপার্ত এরূপ অব্যাহত ধারায় খ্যাতির শিখরে আরোহন করেন যা স্বয়ং আলেকজান্ডার বা সিজার বা শার্লেমেন সম্ভবত ঈর্ষার চোখে দেখতেন। কিন্তু টিলসিট চুক্তি সম্পাদিত হবার পর হতে ইউরোপীয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এর পর থেকে বোনাপার্তের ভাগ্যের পরিবর্তন স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। তখনো ইউরোপের রাজনৈতিক নাট্যমঞ্চে যে অতি নাটকীয় কর্মকাণ্ড চলে তার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন বোনাপার্ত স্বয়ং এবং তাঁর কর্মমুখর রাজনৈতিক জীবন ম্লান ও বিলীন হওয়া অবধি তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের এরূপ আকর্ষণ সতত অব্যাহত রেখে চলেন।

অবশ্য বোনাপার্তের বাহিনী এবং তাঁর নীতি যে এ সময় থেকে ইউরোপের রাজনৈতিক মঞ্চে একমাত্র আকর্ষণের বিষয় তা' বলা হচ্ছে না। বরং এটা বলা সঠিক হবে যে, ইউরোপে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী সামরিক একনায়কত্বে শীঘ্রই মারাত্মক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হতে থাকে এবং সময় যতই অতিক্রান্ত হয় ততই তাঁর সমস্যা ও সংকট তীব্রতর রূপ ধারণ করে। পরিশেষে বোনাপার্ত তাঁর সৃষ্ট সমস্যা ও সংকটের বেড়াজালে আটকা পড়েন এবং এতে তাঁর ভরাডুবি হয়। বোনাপার্তের চূড়ান্ত ভরাডুবির কারণ ভালোভাবে অনুধাবন করতে হলে প্রথমে তাঁর বিজয় সাফল্যের সূত্র মূল্যায়ন করতে হবে।

প্রচলিত অরাজকতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা

প্রথমত, নাপোলেওঁ বোনাপার্তের ক্ষমতা গ্রহণের প্রেক্ষাপট বিচার করতে হবে। সমকালীন বিশ্বে একনায়কভিত্তিক শাসন-ক্ষমতা গ্রহণের পেছনে যে অবস্থা কাজ করে ফ্রান্সে বোনাপার্তের ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালেও অনেকটা

www.pathagar.com

একইরূপ অবস্থা বিরাজ করে। বোনাপার্ত এমন এক সময় ফ্রান্সের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে উপস্থিত হন যখন সুদীর্ঘকালব্যাপী বিপ্লব চলার পর সমগ্র দেশে দুর্নীতি, অযোগ্যতা, মুনাফা শিকার ও অর্থনৈতিক সংকট জনগণের দুঃখ-দুর্দশা আরো বাড়িয়ে তোলে। এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সারা ফ্রান্সে ব্যাপক প্রত্যয় জন্মে যে, একমাত্র 'সামরিক বেশে সজ্জিত ব্যক্তিত্বের' আবির্ভাব হলে দেশকে ধ্বংসের মুখোমুখি অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারে। ফরাসী জনমানুষের মধ্যে হতাশা ব্যাপকরূপ ধারণ করে। নতুন স্বৈরতন্ত্রকে ফ্রান্সের সর্বসাধারণ জনগন একমাত্র স্বস্তির বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে। উপরন্তু, যে দিরেকতোয়ার সরকার বোনাপার্ত উৎখাত করেন তা' অভ্যন্তরীণ কলহ ও ষড়যন্ত্রে জর্জরিত ছিল। এ সরকারের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ছিলেন আবে সিয়েজ (Abbe Sieyes)। অথচ সত্যিকার অর্থে তিনি এ সরকারকে উৎখাতকল্পে তৎপর ছিলেন। বোনাপার্তের মধ্যে তিনি দেখতে পান সেই জনপ্রিয় বীর পুরুষের যিনি দেশকে অরাজকতা থেকে উদ্ধার করতে পারবেন, আর তাই তিনি বোনাপার্তের সাহায্যার্থে এগিয়ে যান।

বোনাপার্তের সামরিক প্রতিভা

নাপোলেওঁ বোনাপার্তের অভাবিত সাফল্যের দ্বিতীয় কারণ নিহিত ছিল তাঁর অসাধারণ সামরিক প্রতিভায়। তাঁকে শুধুমাত্র অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সামরিক অফিসার বললে সম্পূর্ণ হয় না, পরবর্তীকালে একজন সামরিক বীর হিসেবে, অতুলনীয় দীপ্তিমান অধিনায়ক হিসেবে তিনি তাঁর অপূর্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। প্রকৃতপক্ষে, রণনৈপুন্য ও মানসিকতার দিক থেকে বোনাপার্তের সামরিক অধিনায়কত্বের প্রভাব ছিল অপ্রতিরোধ্য, অপরিসীম। সঁ্যা এলেনায় (St. Helena) পরে তিনি বলেন, 'একজন সেনাপতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে তাঁর সৈন্যদের আচার-আচরণ বোঝা এবং তাদের আস্থা লাভ করা।' তিনি আবার বলেন, 'সামরিক বাহিনী হচ্ছে ভ্রাতৃসংঘের মতো এবং আমি এর মহা কর্মবিধায়ক।'[১]

বোনাপার্ত ছিলেন তাঁর সৈন্যদের অতি প্রিয়পাত্র। এর কারণ তাদের সব বাধা-বিপত্তি মোকাবেলায় তিনি সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে চলেন এবং তাদের সামরিক অভিযানের সাফল্য সুনিশ্চিতকল্পে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সব খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি রাখেন। সামরিক গৌরব, সমকক্ষভাব ও সহকর্মীসুলভ অন্তরঙ্গতা প্রদর্শনে বোনাপার্ত তাঁর সৈন্য ও তাঁর মধ্যে অভাবিত বা দুর্লভ ভাবাবেগপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি যুদ্ধের দুর্যোগকালে কিংবা ভয়াবহ হত্যার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তাদের এ বন্ধনে ভাঙন ধরে নি। ওয়েলিংটন (Wellington) মনে করেন যে, তাঁর বাহিনীর

www.pathagar.com

সঙ্গে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের উপস্থিতি ছিল ৪০.০০০ সৈন্যের শক্তি-সমষ্টির অনুরূপ[২]। স্মরণ করা যেতে পারে যে, বোনাপার্তের ইতালী ও মিশর অভিযান ছিল বিজয় সাফল্যের গৌরব ও ব্যর্থতার হতাশা সংমিশ্রিত। তবু তিনি শীঘ্রই ফরাসী জাতীয় মাহাত্ম্য ও বিপ্লবের গৌরবময় সাফল্যের প্রতীকরূপে যশস্বী হন। বস্তুত, দিরেক্তোয়ার সরকারের বিরুদ্ধে জন-অনুভূতি যতই বৃদ্ধি পায় ততই বোনাপার্তকে স্বাগত জানানো হয় সত্যনিষ্ঠ বীর হিসেবে যিনি ফরাসী জাতিকে লজ্জাকর ও দুর্যোগময় অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারবেন[৩]।

কর্মস্পৃহা ও ব্যক্তিত্ব

বোনাপার্তের জীবনে বিজয় সাফল্যের কারণ তাঁর ব্যক্তিত্বেও নিহিত ছিল। তাঁর চরিত্র ছিল অনেক গুণাগুণ সমন্বিত। তিনি স্বয়ং ছিলেন বিরাট চক্রান্তকারী, ধূর্ত, অহংকারী ও বিবেকসত্তা বিবর্জিত, যদিও সম্ভবত তাঁর মধ্যে বিচক্ষণতার অভাব ছিল না। অন্ততঃপক্ষে তাঁর বোধশক্তিতে এটা ধরা দেয় যে, দিরেকতোয়ার সরকারের অযোগ্যতা, কুশাসন, বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি পরায়নতায় জনগণ হতাশ হয়ে ওঠে। তিনি জানতেন ফরাসী জনগণ কি চায় এবং তিনি স্বাভাবিকভাবেই এরূপ অঙ্গীকার প্রদান করেন ফরাসী জনগণ যার প্রতীক্ষায় অধীর হয় যেমন তারা চায় যোগ্যতা, শৃঙ্খলা ও স্থিতি। তিনি ছিলেন দৃঢ়ভাবে আত্মপ্রত্যয়ী। তিনি মনে করতেন যে, নিয়তি তাঁকে কর্তৃত্ব গ্রহণের দায়িত্ব অর্পন করে এবং তাঁর অতি উচ্চাভিলাষ অর্জনের মুখে কোন বাধা তিনি গ্রাহ্য করেন নি। কোন আদর্শ-নীতিমালা বা তত্ত্বের তিনি ধার ধারতেন না, ছিল না তার কোনরূপ আত্মসন্দেহ বা জটিলতার বালাই। কোনরূপ চেতনা বা বিবেকের দহনও তাঁর ছিল না। তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ করা হয় যে, বাহ্যিকভাবে যথার্থ সত্যনিষ্ঠ ভাব এবং আন্তরিকতা প্রদর্শন করে তিনি মিথ্যাচারী ও হঠকারীর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতেন[৪]।

উপর্যুক্ত গুণাগুণ বোনাপার্তকে সম্ভবত মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের পরিচয় দান করে নি, করে বিতর্কিত। কিন্তু সর্বোপরি যে গুণ তাঁকে কৃতিত্বের অধিকারী করে তা ছিল তাঁর ব্যাপক কর্মস্পৃহা। এতে হয়তো অভিনবত্ব নেই, কিন্তু তাঁর কর্মস্পৃহা ছিল অতুলনীয়। পরবর্তীকালে স্যাঁ এলেনায় তিনি স্বয়ং জানিয়েছেন, 'আমি ষাটটি যুদ্ধে নেতৃত্ব দান করেছি; [এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে] আমি এমন কিছু শিখি নি যা, আমি পূর্বের জানতাম না।'[৫] প্রকৃতপক্ষে, তাঁর অক্লান্ত কর্মস্পৃহা, তাঁর অপরিসীম মেধা ও আন্তরিক গুণাবলী, কাজে-কর্মের সিদ্ধান্ত ও অনুশীলনে ক্ষিপ্রতা, প্রভৃতি, তাঁকে খ্যাতি ও ক্ষমতায় যশস্বী করে। তাঁর কর্মচাঞ্চল্য প্রসঙ্গে তাঁরই নিজস্ব এক বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে, যে

www.pathagar.com

কোন স্বাভাবিক পুরুষের জন্য ২ ঘণ্টার ঘুম পর্যাপ্ত, আর মেয়েদের জন্য চার ঘণ্টা এবং যারা বোকাসর্বস্ব তাদের জন্য আট ঘণ্টা[৬]।

বোনাপার্তের প্রশাসনিক চিন্তা ও চেতনা

নাপোলেওঁ বোনাপার্তের কর্মজীবনের প্রথমাবধি তিনি বুঝতে পারেন যে, শুধুমাত্র সামরিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্যে চরিতার্থ হবে না, তাঁর কৌশলগত স্বার্থ অর্জন করতে হলে তাঁকে সামরিক বিজয় লাভের পাশাপাশি চেতনা-দীপ্তসহকারে তৎপর হতে হবে। ব্রুমেয়ের-এর অভ্যুত্থানের পর ফরাসী রাজনৈতিক দৃশ্যপটে যে সাফল্যের সঙ্গে তিনি কর্তৃত্ব স্থাপন করেন, প্রতিষ্ঠা করেন জাতীয় পুনরুদ্ধার ও সমন্বয় সাধনভিত্তিক সরকার সম্ভবত অন্য কোন অধিনায়কের পক্ষে তা' সম্ভব হতো না। তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের পক্ষে এরূপ দাবি করা সঙ্গত যে, 'শুধুমাত্র একজন জেনারেল হিসেবে আমি ফরাসী সরকারী প্রশাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করি নি; একজন প্রশাসকের নৈতিক গুণাবলীর সমাবেশ আমার মধ্যে ঘটেছে বলেই জাতি এ দায়িত্বভার আমার ওপর অর্পণ করে।'[৭] প্রথম কনসাল হিসেবে প্রায় প্রতিদিন তিনি ১৮ ঘণ্টা করে কাজ করতেন। এটা অনুমান করা হয় যে, তাঁর পনের বছর শাসনকালের তিনি ৮০,০০০ মতো পত্র পাঠান বা নির্দেশ জারী করেন।[৮] মার্চ ১৮০৭ সনে তিনি তাঁর প্রেয়সী স্ত্রীকে এক পত্রে জানান, 'আমার জীবনের—সর্বস্ব—শান্তি-স্থিতি স্বার্থ সুখ—নিয়তি অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমি বিসর্জন দিয়েছি।' এক ভদ্রলোক তাঁকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করেন যে, তুইলেরি প্রাসাদ (Tuileries বা তৎকালীন ফরাসী রাজপ্রাসাদ) জীবন বিষণ্ণময়। উত্তরে নাপালেওঁ বলেন, 'হাঁ তা বৈকি। মহত্ত্বটাও তাই। আমি ক্ষমতাপ্রিয় কিন্তু আমি ক্ষমতাকে ভালোবাসি শিল্পীর মতো—এ হচ্ছে একজন সঙ্গীতজ্ঞের বেহালাকে ভালোবাসার অনুরূপ।'[৯]

বোনাপার্ত নিছক ক্ষমতালিপ্সু ছিলেন না; তাঁর মধ্যে অনেক অভাবিত গুণেরও সমাবেশ ঘটে। নাটকীয় ভাবধারা ছিল তাঁর চরিত্রের সহজাত প্রবৃত্তি। তিনি ছিলেন সবিশেষ বাগ্মীতার অধিকারী। তিনি তাঁর অনুরাগী ও অনুগামীদের নিকট থেকে তাদের সাধ্যানুযায়ী সর্বোচ্চ পরিমাণ শ্রম আদায় করে নিতে পারতেন। কাজ কর্মের পরিপ্রেক্ষিত ও অনুপ্রেরণার কলাকৌশল তিনি অতি সুন্দর রপ্ত করেন। যে মহত্ত্বের গৌরব ও ক্ষমতার অভিলাষ অর্জনে তিনি স্বয়ং সক্রিয় ছিলেন তাঁর সংস্পর্শে আসা অন্য সবাইকে তিনি একইরূপ উদ্দেশ্য সাধনে উদ্দীপ্ত করেন।

কিন্তু নাপেলেওঁ বোনাপার্ত সত্যিকার অর্থে একনায়ক ছিলেন। তাঁর মন্ত্রীদের কোনরূপ সমষ্টিগত দায়িত্ব ছিল না। সাধারণত তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গের কাজ

www.pathagar.com

তাঁর রাষ্ট্রীয় সেক্রেটারীর (Secretary of State) মাধ্যমে সমন্বয় করা হতো। মলিয়েঁ (Mollien) নামক বোনাপার্তের এক মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, নাপোলেওঁ 'শান্তিপূর্ণ অবস্থা হোক বা যুদ্ধাভিযান চলাকালে হোক সর্বদা তিনি শুধুমাত্র সরকারের কর্তৃত্ব চাইতেন না, ফ্রান্সের প্রশাসন তিনি স্বয়ং চালাতেও চাইতেন এবং এতে তিনি সাফল্যের পরিচয় দান করেন।'[১০] প্রশাসনিক কলা-কৌশল সম্পর্কে তিনি প্রায়শ তাঁর ভাইদের উপদেশ-নির্দেশ দিতেন। হল্যাণ্ড-এর রাজা তাঁর ভাই লুইকে তিনি একবার বলেন, 'একজন শাহ্‌জাদা তাঁর শাসনের প্রথম বছর যদি দয়ালুরূপে পরিচিত হন শাসনের দ্বিতীয় বছর শাহ্‌জাদা বিদ্রূপের শিকার হবেন।' বোনাপার্ত তাঁর এক বন্ধুকে এক-সময় বলেন, 'দেশের ভেতর ও বাইরে শুধু ভীতি জাগিয়ে আমি রাজত্ব করে চলছি। বন্ধুত্ব? এ হচ্ছে আমার কাছে একটি শব্দ মাত্র: আমি কারোর তোয়াক্কা করি না।' তাঁর এক দুর্বল মুহূর্তে তিনি তাঁর সেক্রেটারীকে জানান যে, তাঁর রুষ্টতা অনেক সময় স্বেচ্ছাকৃত। এরূপ ভাব তিনি সঞ্চার করেন যাতে ভীতি জাগানো যায়: 'অন্যথায় সবাই আমার ঘনিষ্ঠতা লাভে প্রয়াসী হবে, কামড়াতে চাইবে আমার হাত।'[১১]

এভাবে বিভিন্নতর অবস্থা ও পরিস্থিতি ফ্রান্সের একনায়ক শাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণে বোনাপার্তকে সাহায্য করে। তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী ও প্রতিভা, তাঁর কলা-কৌশল ও শাসন পদ্ধতি এবং তাঁর অভাবিত কর্মস্পৃহা প্রভৃতি ক্ষমতার উচ্চ শিখরে তাঁকে আসন দান করে। বস্তুত ১৮০৭ সন অবধি এটা সতত প্রতীয়মান হয় যে, নাপোলেওনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে চলছে, অপেক্ষাকৃত বেশ সহজভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে তিনি ইউরোপীয় রাজনীতির উত্তাল ঢেউ ধারা অতিক্রম করে চলেছেন।[১২] 'ফরাসী প্রজাতন্ত্র' প্রত্যয় তখনো প্রচলিত ছিল, বাস্তবে কিন্তু ফ্রান্স তাঁরই ইচ্ছাধীন—নাপোলেওন সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। সনাতন শাসনের রাজসভার আচার-অনুষ্ঠান পুন প্রতিষ্ঠা লাভ করে; নতুন অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি সত্ত্বেও পুরনো অভিজাতেরাও তাঁর সরকারের সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং রাজসভা ও প্রশাসনের অনেক দায়িত্বভার গ্রহণ করে[১৩]। তখনো মনে হচ্ছিলো: ঘটনা প্রবাহ তাঁর অনুকূলে, ইউরোপ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। কালে যদিও এজাতীয় ধারণা ভ্রান্তিমূলক বলে প্রমাণিত হয়।

খ. বোনাপার্ত সাম্রাজ্যের দুর্বল দিক

১৮০৭ সনের পর ক্রমশ নাপোলেওঁ বোনাপার্ত ইউরোপে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হন। এটা ক্রমশই স্পষ্টরূপে ধরা দেয় যে, এমন কিছু অবস্থা ও পরিস্থিতি উদ্ভব হয়ে চলছে যা' তিনি পূর্বে ঠিক অনুমান করতে পারেন নি। বা যা' তাঁর

www.pathagar.com

বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টিতে ধরা দেয় নি। এসব অভূতপূর্ব অবস্থা বা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণকল্পে তিনি অবিরত সংগ্রাম করে চলেন বটে, কিন্তু এ পর্যায়ে সব সামলানো তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। ১৮০৯ সনের দিকে বোনাপার্তের এক মন্ত্রী প্রজ্ঞা সহকারে আসন্ন 'ভয়াবহ দুর্বিপাক' সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যে দুর্বিপাকের ফলে ফরাসী সম্রাটের ক্ষমতার ভিত্ ভেঙে পড়তে পারে। প্রকৃত পক্ষে, ১৮০৯ সন থেকে বোনাপার্তের 'মহা সাম্রাজ্য' অতি দ্রুত তার যথার্থ সত্তা হারাতে থাকে। এর স্থিতি ছিল বাহ্যিক, বাস্তবে নয়। বোনাপার্ত সাম্রাজ্য পতনের এই অপ্রতিহত ধারার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদানে অনেক তত্ত্ব ও তথ্য সন্নিবেশ করা যেতে পারে।

ব্যক্তি-প্রতিভার সীমাবদ্ধতা

নাপোলেওঁ বোনাপার্তের পতনের একটি মৌলিক কারণ হচ্ছে তাঁর ব্যক্তি-প্রতিভার সীমাবদ্ধতা। তাঁর 'মহা সাম্রাজ্যে'র বিশেষত্ব ছিল স্বয়ং তাঁকে কেন্দ্র করে সরকার স্থাপন। তাঁর অধিনায়কত্ব ও তাঁর কর্মস্পৃহা উভয় দিক থেকেও তিনি অভাবিত প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। কিন্তু এসব বাস্তব সত্যের স্বীকৃতি প্রদান সত্ত্বেও আরেকটি বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় : নাপোলেওঁ ছিলেন একজন মানুষ এবং তাঁর স্থাপিত বিশাল সাম্রাজ্য একটি মাত্র মানুষের দৈহিক ও মানসিক বলের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এই ব্যক্তি-মানুষের সীমাবদ্ধতা কালে স্পষ্টতররূপে ধরা দেয়। সম্ভবত তখনো তাঁর প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু অভাব ঘটে শক্তি-সামর্থ্যের। এমনকি শেষ বয়সের দিকেও তাঁর মধ্যে দারুন কর্মস্পৃহা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাঁর শক্তি-সামর্থ্যে ভাঁটা দেখা দেয়—আগের মতো সেই অতি-মানবিক কর্মশক্তি নিশ্চয়ই তাঁর ছিল না[১৪]। তিনি নিজে হয়তো অনুধাবণ করতে ব্যর্থ হন যে, তাঁর বয়স যতই বেড়ে চলছে, তিনি ততই অধিকতর স্থূল দেহী হতে থাকেন। ফলে ক্লান্তি ও অবসাদ দেখা দেয় তাঁর মধ্যে। পূর্বের মতো প্রয়াসী ও পরিশ্রমী না হয়ে আরাম-আয়াস ও সহজ-স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের দিকে তিনি নুয়ে পড়েন[১৫]।

অন্যদিকে, বোনাপার্ত যেসব সাফল্য লাভ করেন তার প্রতিটি তাঁকে আত্মম্ভরী হতে ইন্ধন যোগায়। এর ফলশ্রুতিতে তিনি এমন কি তাঁর অতি সুযোগ্য অধীন কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করতে নারাজ ছিলেন, কিংবা তিনি তার অধীন কোন কর্মচারীকে কোনরূপ উদ্যোগ গ্রহণেরও সুযোগ দিতেন না। অথচ তিনি যে নিয়তি প্রেরিত যুগ মানব সেই ধারণা তখনো তিনি লালন করে চলেন। তাঁর আত্ম-প্রত্যয় তাঁকে এরূপ এক ক্ষমতার আস্বাদ দান করে যে পর্যন্ত তাঁর অহংকারবোধ

www.pathagar.com

বদ্ধমূল সংস্কারে দাঁড়ায়, প্রবল বাতিকে পরিণত হয়, তিনি শিকার হন কুসংস্কার-মূলক অদৃষ্টবাদের। এসবের ফলে তাঁর মানসিক ভারসাম্য ও স্থিতি বিনষ্ট হয়[১৬]।

প্রকৃতপক্ষে এটা পরিহাস মনে হতে পারে, কিন্তু এ বাস্তব সত্যরূপে ধরা দেবে যে তিনি ছিলেন অধিক মাত্রায় ভাগ্যবান, আর প্রধানত এটাই পরবর্তীতে তাঁর পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ছিলেন এরূপ যুদ্ধ সুলভ আচরণমণ্ডিত যেটাকে সময়মত নিয়ন্ত্রণ করা হলে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলী লালিত ও বিকশিত হতো, দমন করা যেতো তাঁর আধিপত্যবাদী সহজাত প্রবৃত্তি। একটি সংসদীয় সরকারে অতি শক্তিশালী মন্ত্রি-পরিষদ বিরোধী দল কর্তৃক কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রিত না হলে যেমন বিপর্যয়ের সমুখীন হতে পারে, নাপোলেওনের অবস্থাও তেমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। বস্তুত, বোনাপার্ত প্রশাসনের চৌদ্দ বছর অতিক্রান্ত হবার পর তাঁর যৌবনকালের দুর্জয় কর্মস্পৃহা যেন বিজয়ের উষ্ণ স্রোতধারায় বিগলিত হয়, আর তাঁর চরিত্রে পরিলক্ষিত হয় এমন এক নিদারুণ একগুয়েমীপনা যেটা তাঁর পরবর্তী জীবনের সংকট উত্তরণে কাল হয়ে দাঁড়ায়[১৭]।

সামরিকতন্ত্রের ধারা

বোনাপার্ত সাম্রাজ্যের আরেক দুর্বল দিক ছিল তাঁর সামরিকতন্ত্রের প্রকৃতি, কেননা তাঁর সাম্রাজ্য ছিল সামরিকতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত[১৮]। একজন জেনারেল হিসেবে বোনাপার্ত শুধু কার্নো ও তাঁর সহযোগী জাকোবাঁদের নতুন সামরিক-তন্ত্রের ধারা অনুসরণ করেন নি, তিনি সচেতনভাবে এ ধারা সম্প্রসারিত এবং এর পূর্ণাঙ্গরূপদানেও প্রয়াসী হন। তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর সশস্ত্র বাহিনীর বহু বিধৃত তথাকথিত 'অভীষ্ট লক্ষ্য' ও 'নিয়তি নির্ধারিত দায়িত্ব' পালনে তাদের নৈতিক বল জিইয়ে রাখতে সক্রিয় থাকেন। এ বাহিনীর বীরত্ব ও কর্তব্যের ঐতিহ্য সংরক্ষণেও তিনি যত্নবান হন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী অভিযানগুলোতে একটি বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁর নতুন সামরিকতন্ত্র ক্রমশ প্রধানত স্বেচ্ছাচারমূলক-রূপে ধরা দেয়, মনে হয় যেন আত্মরক্ষা বা প্রতিরক্ষার চাইতে আক্রমণেই তাঁর বাহিনীর ছিল অধিকতর আগ্রহ : মুসোলিনীর মতো তাঁর বাহিনীরও লক্ষ্য ছিল বিজয়ের চাকচিক্য এবং গৌরব প্রদর্শন মাত্র।

সত্যিকার অর্থে তাঁর সামরিক বাহিনীর আকর্ষণও পরবর্তী বছরগুলোতে কমে যায়। বোনাপার্তের শাসনকাল যতই বেড়ে চলে, পুনরাবৃত্তি ঘটে ভয়াবহ সামরিক অভিযানের, ততই দেশপ্রেমিক স্বেচ্ছাসেনার সংখ্যা কমতে থাকে। ফলে বোনাপার্ত সৈন্য সংগ্রহে উত্তরোত্তর বাধ্যতামূলক প্রথা প্রবর্তন করেন,

www.pathagar.com

আর হাজার ফরাসী যুবকদের দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড ছেড়ে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করেন। এভাবে লক্ষ লক্ষ সেরা ফরাসী যুবকদের মরদেহ বা অস্থি-কংকাল তিনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন ইউরোপের সর্বত্র, বিভিন্ন রণাঙ্গনে[১৯]।

উল্লেখ্য, ১৮০৪ সনে বাধ্যতামূলক প্রথায় নিযুক্ত সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ৬০,০০০ এবং ১৮১৩ সনে এ সংখ্যা বেড়ে ১,৪০০,০০০-এ দাঁড়ায়। ১৮০০ থেকে ১৮১৩ সন অবধি নাপোলেওঁ সর্বমোট ২,৬১৩,০০০ সংখ্যক ফরাসীদের তাঁর সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করেন। তাঁর নিজস্ব উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বোনাপার্তের সামরিক চিন্তা ও চেতনা সম্পর্কিত প্রত্যয় উপস্থাপন করা যেতে পারে : 'খোদা স্বয়ং সবচেয়ে বড় বাহিনীর সঙ্গে চলাফেরা করে।'[২০] কিন্তু বোনাপার্তের সৃষ্ট বিশাল বা মহাবাহিনী প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হতো ব্যক্তিগত-ভাবে বোনাপার্ত কর্তৃক, কিন্তু আইবেরীয় উপদ্বীপ থেকে সুদূর পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়া অবধি বিস্তীর্ণ এলাকায় একটি কেন্দ্রীভূত এবং ব্যক্তিগত সামরিক কর্তৃ-ত্বের মাধ্যমে যোগ্যতা সহকারে ও সুচারুরূপে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল।[২১] এসব প্রসঙ্গ সম্ভবত আরো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

যুদ্ধের সম্প্রসারিত ধারা

বোনাপার্ত সাম্রাজ্যের দুর্বল দিকগুলোর মধ্যে একটি ছিল সম্প্রসারিত যুদ্ধ। এরূপ যুদ্ধের ফলে তাঁর সাম্রাজ্যের পতন অবধারিত হয়ে পড়ে। সামরিকতন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল সেকালের ফ্রান্সের যুদ্ধ সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া। কেননা, যুদ্ধ যতই সম্প্রসারিত হতে থাকে ততই হাজার হাজারের পরিবর্তে লাখ লাখ সৈন্য যুদ্ধে নিয়োজিত হতে থাকে। সম্প্রসারিত যুদ্ধে সংখ্যার খেলা ছাড়া আরো একটি দিকও ছিল। এ ছিল ইউরোপের বিভিন্নতর বিস্তৃত রণাঙ্গনে যুদ্ধের পরিচালনা এবং সব রণক্ষেত্রের মধ্যে কৌশলগত সমন্বয় সাধন। স্বাভাবিকভাবেই, এই পর্যায়ে বোনাপার্তের একার পক্ষে সব দিক সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বিভিন্ন রণাঙ্গনে তাঁর মার্শালেরা সেনাবাহিনী পরিচালনা ও রণনৈতিক কলাকৌশল প্রণয়নের অধিকতর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এসব মার্শাল বা অধি-নায়কদের অধিকাংশ নিঃসন্দেহে ছিলেন যুবাবয়সী, প্রতিভাবান এবং সাহসী; কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিভা বা মেধার দিক থেকে এঁরা অনেকেই ছিলেন সাধারণ গুণবৃত্তিসম্পন্ন। সম্ভবত এও বলা সমীচীন যে, তাঁদের কেউ বোনাপার্তের সমকক্ষ ছিলেন না। নাপোলেওনের মহাবাহিনী সম্পর্কিত এসব দুর্বলতা প্রতিপক্ষ শত্রুদের নিকট অবিদিত ছিল না। ফলে শত্রুপক্ষ নাপোলেওঁ স্বয়ং যেসব বাহিনীর

www.pathagar.com

নেতৃত্ব প্রদান করতেন সেসব যথা সম্ভব এড়িয়ে চলে, দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মার্শালদের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর ওপর[২২]। বোনাপার্তের দুর্দিনে মার্শালদের কেউ কেউ পক্ষ ত্যাগ করে শত্রুপক্ষে যোগ দেয়। এছাড়া, তাঁরা প্রায়শ পরস্পরের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হতেন এবং কোন কোন সময়ে একে অপরকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। স্পেনে বোনাপার্তের মার্শালেরা একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ব্যর্থ হন এবং এটা উল্লেখ করা হয় যে রাশিয়ায় একজন অপরকে হত্যার চেষ্টাও করেন[২৩]।

এ পর্যায়ে অবশ্য বোনাপার্ত স্বয়ং উত্তরোত্তর বিষন্ন চিত্ত খেপাটে প্রকৃতির হয়ে পড়েন। মার্শাল বার্নাডোত, পরে যিনি সুইডেনের রাজা হন, যখন ১৮১৩ সনে ফরাসী সম্রাটের পক্ষ পরিত্যাগ করেন বোনাপার্ত তখন তাঁর নতুন মিত্রদের উদ্দেশ্যে একটি মাত্র সহজ-সরল উপদেশ রাখেন: 'মার্শালদের সম্মুখীন হলে আক্রমণ করুন, আর আমার সম্মুখীন হলে পিছু হঠে যাবেন।'[২৪]

বোনাপার্তকেও অবশ্য তাঁর কর্তৃত্বাধীন মার্শালদের নেতৃত্বসুলভ গুণাবলীর অভাবের জন্য দায়ী করা চলে। সামরিক ও কৌশলগত ক্ষেত্রে প্রায়শ তাঁর পদ্ধতি বা অভ্যাস ছিল রণনীতি এবং রণকৌশলের শেষ বৃত্তান্ত পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা বা বলে দেয়া। ফলে সামরিক সংগঠনের নেতৃত্ব পর্যায়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত স্বাতন্ত্র্যবোধ গড়ে ওঠে নি, মার্শাল ও অধিনায়ক স্বাধীনভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতা অর্জন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন[২৫]।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। নাপোলেওঁ বোনাপার্তের নিজস্ব কৌশলগত পরিকল্পনাও ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তাঁর সমর অভিযান সর্বদাই ছিল আক্রমণমুখী--হালকা ধরনের যুদ্ধবিগ্রহের অভিযানে তিনি সুনিপুণ প্রচারণার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করে এবং গৌরব, পদোন্নতি ও ধন লুটের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর সৈন্যদের বিজয় লাভে প্রলুব্ধ করতেন। বস্তুত, ১৮১৪ সনের পূর্বে তিনি প্রতিরক্ষামূলক কোনরূপ অভিযানের পরিকল্পনা আদৌ করেন নি, আর তাই শেষ সংকট বা ক্রান্তিকালে তাঁর পক্ষে সুশৃঙ্খল রাজবংশগত সনাতন বাহিনীর অভিযানের মুখে আপন অবস্থান সংরক্ষণ করা কঠিন হয়[২৬]।

উল্লেখ্য, এ পর্যায়ে বিশেষ করে নাপোলেওনের প্রতিপক্ষ শত্রুরা তাঁর উদ্ভাবিত রণনৈতিক পন্থা নকল করতে শেখে। তারাও দ্রুত সচল রণকৌশল এবং সংমিশ্রিত সৈন্য রাশির ব্যবহার করতে জানে, সরবরাহ ট্রেনগুলোকে রাখে অভিযান বাহিনীর পেছনে, প্রবর্তন করে ব্যাপক গোলন্দাজ প্রতিবন্ধক বেড়ী, গ্রহণ করে নমনীয় অশ্বারোহী রণকৌশল। সর্বোপরি, তারা নাপোলেওনের বাহিনীকে প্ররোচিত করে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে এবং এভাবে নিঃশেষ করে তাদের।

www.pathagar.com

'মহা বাহিনীর' দুর্বলতা

নাপোলেওঁ বোনাপার্তের ক্ষমতার একটি প্রধান উৎস ছিল তাঁর 'মহা বাহিনী' ('Grand Army')। ইউরোপের বিভিন্ন রণাঙ্গনে ব্যাপকতর যুদ্ধের সম্প্রসারিত প্রবণতায় এই বাহিনীর পদমর্যাদা, গঠন ও সার্বিক সাংগঠনিক কাঠামোতে বহু ধরনের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়[২৮]। নাপোলেওঁনের যুদ্ধ-বিগ্রহ নির্ভর করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত সৈন্যদলের ওপর, কিন্তু ১৮০৬ সনের পর থেকে এরূপ পদ্ধতিতে সৈন্য সংগ্রহ ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে; সংখ্যার পাশাপাশি গুণগত মানেও অবনতি হয় এবং সতত অভিযানের ফলে নতুন সংগৃহীত সৈন্যদের প্রশিক্ষণের জন্য আরো কম সময় ব্যয় করা হতো[২৯]।

উল্লেখ্য, বোনাপার্তের সাম্রাজ্য যতই সম্প্রসারিত হতে থাকে এবং ভিন্ন দেশের জনগণ যতই তাঁর সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হন বা মিত্রের মর্যাদা লাভ করেন নাপোলেওনের 'মহা বাহিনী' ততই এর সমরূপ চরিত্র বা সাদৃশ্য হারিয়ে ফেলে। কেননা, এ বাহিনীতে তখন ফরাসীরা ছাড়াও আরো অন্তর্ভুক্ত হয় পোলিশ, জার্মান, ইতালীয়, ওলন্দাজ, স্পেনীয় ও দিনেমার সৈন্যরা। এসব বিভিন্ন দেশীয় সৈন্যদের সংমিশ্রণের ফলে বোনাপার্তের 'মহা বাহিনী' তার পূর্বের সেই কার্যকরী ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়।

অন্যকথায়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবধারায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিচিত্রধর্মী সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে বোনাপার্তের 'মহা বাহিনী' খুব স্বাভাবিকভাবেই এর 'মহা' চরিত্র বিবর্জিত হয়, হারিয়ে ফেলে তার পূর্বের রণস্পৃহা ও আদর্শগত ভাবধারা। একটি অভিন্ন রণনীতি বাস্তবায়নে একটি দলীয় ভাব নিয়ে বোনাপার্ত বাহিনীর কাজ করার প্রবণতাও বিলীন হয়। অবশ্য এ জাতীয় একটি বিচিত্রধর্মী ও বহুজাতিক বাহিনীর পক্ষে সুসঙ্গতভাবে যুদ্ধের অভিন্ন আদর্শগত ভাব ও স্পৃহা বজায় রেখে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আশা করা-ই ছিল নিরর্থক।

বোনাপার্ত সাম্রাজ্যের প্রাসঙ্গিক ও প্রথাগত দুর্বলতা

নাপোলেওঁ বোনাপার্তের সাম্রাজ্যের দুর্বলতা শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত ও সামরিক সাংগঠনিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর সাম্রাজ্যের অধোগতির জন্য তাঁর প্রবর্তিত আদর্শ এবং নীতিমালাও কম দায়ী ছিল না। এছাড়া, আরো কিছু প্রাসঙ্গিক দুর্বলতাও ছিল যার ফলে তাঁর ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হয় নি।

প্রমথত, নাপোলেওনের আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নিঃসন্দেহে তাঁর সমগ্র ব্যবস্থা ছিল কর্তৃত্বব্যঞ্জক। কিন্তু

www.pathagar.com

এতে বেশ কিছু অসুবিধে স্পষ্টরূপে ধরা দেয়। এর কিছুটা ফরাসী বিপ্লবের ফলশ্রুতি, আর ফরাসী ঐতিহ্য ও মানসিকতা কিছুটা দায়ী। ফরাসী বিপ্লব-জনিত প্রভাবের প্রসঙ্গে প্রথমে আসা যাক। ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের বস্তুগত ও জাগতিক আরাম-আয়াস বা আর্থিক উন্নয়ন ঘটেছিল বটে, কিন্তু এর ফলে সমগ্র ফরাসী রাজনৈতিক জীবনে নৈতিকতা বিবর্জিত আচরণের দুষ্ট প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। বোনাপার্ত ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে স্থিতিশীল প্রশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে সংস্কার সাধন করে বহু কিছু সংশোধন করেন, কিন্তু তা' সত্ত্বেও ফরাসীদের নীতিজ্ঞানহীনতামূলক স্বভাবের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। ফলে বিদেশে ফরাসী শাসন অনেকখানি বিশ্বাসযোগ্যতা হারায় বা হেয় প্রতিপন্ন হয়। ফরাসীরা বিদেশে গিয়ে লুঠতরাজ চালিয়ে বিদেশের অনেক শহর ও নগরের শিল্পকলার ভাণ্ডার খালি করে। সামরিক বেসামরিক বিভাগ নির্বিশেষে বহু ফরাসী কর্মকর্তা ভয়ভীতি দেখিয়ে, আত্মসাৎ করে ভাগ্যবান হয়। এমনকি উচ্চপদে আসীন লোকেরাও ঘুষ-উৎকোচ গ্রহণ করতে দ্বিধা করতো না।

ফরাসী জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতা সম্পর্কেও কিছু কিছু বিষয় প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য। উচ্চতম মান-মর্যাদাসম্পন্ন ফরাসী জনমানুষ সত্যিকার অর্থ বিদেশে যেতে চাইতো না, যদি সামরিক গৌরব বা যশ লাভের বিষয় প্রাসঙ্গিক না হতো। আবার বিদেশে গেলে সাধারণত তারা সত্বর স্বদেশে ফিরে আসতে চাইতো। পুনশ্চ, বিদেশে অবস্থানকালে ফরাসীরা বিদেশী ভাষা শিক্ষা বা ঐ ভাষায় কথা বলায় অনীহা প্রকাশ করে। কেননা, তারা যে-কোন বিদেশী ভাষাকে তাদের নিজস্ব ভাষার চাইতে নিম্নমানের বলে মনে করে, কিংবা তারা আশা করে যে বিদেশীরাও তাদের সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথাবার্তা বলবে। এ জাতীয় উৎকট স্বাদেশিকতাজনিত চেতনা সার্বজনীন বিপ্লবী আদর্শ-নীতিমালা পরিপন্থী এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বজনীন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অনুকূল হতে পারে না। বোনাপার্ত অবশ্যি এ জাতীয় প্রাসঙ্গিক দুর্বলতা সম্পর্কে যথার্থ অবহিত ছিলেন এবং এসব সংশোধন করারও প্রয়াস পান, কিন্তু এসব বিষয়ে যথযথ নজর দেয়ার মতো প্রচুর সময় তাঁর ছিল না। এ কারণে ফরাসীদের চিন্তা-চেতনায় প্রয়োজনীয় বিবর্তন ঘটে নি।[৩০]

নিশ্চয়তা ও স্থিতির অভাব

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত বহু রাষ্ট্র, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, বাহিনী ও পদ-মর্যাদা সৃষ্টি করেন। কিন্তু সৃজনশীলতা ও তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা সত্ত্বেও প্রায়শ তাঁকে

www.pathagar.com

বিশৃঙ্খলা, অবিশ্বাস, এমন কি নৈরাশ্যের সূত্র হিসেবে ধরা হয়। এ জাতীয় অনুভূতি শুধু তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের মধ্যে জাগেনি, যে জনগণ অতি ভাবাবেগ চিত্তে তাঁর অনুরাগী হয় তারাও অনেক নিরাশ হয়। এর কারণ কি? তিনি ছিলেন অতি চঞ্চল এবং তাঁর এই চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় বার বার তাঁর সৃষ্ট রাষ্ট্রসমূহের সীমানা পরিবর্তনে, ইউরোপের মানচিত্রের পুনঃপৌনিক রূপান্তরে। এজন্যে বলা হয় যে, বোনাপার্ত সাম্রাজ্য স্থিতিহীনতার ভুগছিল। খোদ ফ্রান্সের অভ্যন্তরে অসন্তোষ ও যুদ্ধের প্রতি নিস্পৃহ ভাব সরকারের প্রকৃত স্থিতিশীলতা ব্যাহত করে। গণভোট বা সার্বজনীন ভোটাধিকারের মতো গণতান্ত্রিক ধারণার প্রতি মৌখিক সম্মান প্রদর্শন সত্ত্বেও এটা বলা সমীচীন হবে যে, বোনাপার্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল সামরিক চাকচিক্য। শক্তির মাধ্যমে এই সাম্রাজ্য বহাল রাখা হয়।

বোনাপার্তের অন্যান্য প্রশাসনিক ভাবধারায়ও স্থিতিশীলতার অভাব এবং চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু ও সন্দেহপ্রবণ। এ কারণে তিনি শত শত গুপ্তচর ও তাঁবেদার পুলিশ নিয়োগ করেন। এদের মাধ্যমে তিনি সবার সম্পর্কে, এমনকি তাঁর আপন ভাইদের আচরণ সম্পর্কেও, গোপন তথ্য-খবরাদি সংগ্রহ করেন। প্রায়শ তিনি ছিলেন অতি কঠোর, অনুভূতির ভাবলেশ তাঁর ছিল না। তাঁর লিখিত পত্র বা মৌখিক ভাষণে তিনি সর্বদা প্রকাশ্য অমার্জিত ভাব ব্যক্ত করতে দ্বিধা করতেন না। এসবের সঙ্গে তাঁর ব্যবস্থাগত ত্রুটিগুলো সংযোজন করলে বুঝতে অসুবিধে হবে না যে কেন তাঁর সাম্রাজ্যের পতন অবধারিত ছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ, শিক্ষাগত ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কিত সংগঠনে স্বৈরতন্ত্রী ভাবধারা অবলম্বন, পুলিশী ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ আস্থা-স্থাপন—এসবের ফলে বোনাপার্ত বিশেষত শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং সার্বিকভাবে জনগণের সমর্থন হারান[৩১]।

জাতীয় ও গণতান্ত্রিক অনুভূতি

ইউরোপ মহাদেশের জনগণ প্রথমে নাপোলেওনকে স্বাগত জানিয়েছিল। পরে তাঁর সাম্রাজ্য ও শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিটি ইউরোপীয় দেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এরূপ পরিণতি কেন হলো? এর কারণ ছিল বিভিন্ন দেশের জনগণের জাতীয় ও গণতান্ত্রিক অনুভূতি। প্রথম দিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সনাতন স্বৈরাচারী শাসনে নিষ্পিষ্ট জনগণ বোনাপার্তকে স্বাগত জানায় পরিত্রাতা হিসেবে। তাঁর 'মহা সাম্রাজ্য' ছিল অনেকের দৃষ্টিতে ফ্রান্স কর্তৃক প্রসারিত এক

www.pathagar.com

ধরনের ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাভিত্তিক। এতে ছিল আদর্শের ফ্রেম বা রূপরেখা। জাতীয়তাবাদ বা 'ভূ-প্রকৃতিগত' সীমানার প্রশ্ন এতে প্রাসঙ্গিক ছিল না। বোনাপার্ত শুধুই ইউরোপের মানচিত্রকে সহজরূপ দান করেন নি (দ্রঃ মানচিত্র-৩), বিপ্লবের প্রধান প্রধান সংস্কারাবলী তিনি সর্বত্র প্রবর্তন করেন এবং বিপ্লবের আদর্শাবলীও বাস্তবায়নে সচেষ্ট হন।

কিন্তু এসবের মাধ্যমে বোনাপার্তের পক্ষে তাঁর সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ববিধান সম্ভব হয় নি। কেননা তাঁর বাস্তবায়িত আদর্শ ও সংস্কার ইউরোপীয় জনগণকে সজাগ করে। তার মানে এ নয় যে সচেতন ইউরোপীয় জনমানুষ তাদের নতুন প্রভুর প্রতি খুব একটা আনুগত্য প্রদর্শন করে ; বরং তারা তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দিকে ফিরে তাকায়, মূল্যায়ন করে তাদের বর্তমান অবস্থা এবং ভাবতে শিখে তাদের ভবিষ্যৎকে নিয়ে। বহু ইউরোপীয় দেশের জনমনে এরূপ প্রশ্ন জাগে : কেন ফরাসীদের মতো তারাও ঐক্যবদ্ধ এবং স্বাধীন হতে পারবে না ?

প্রসঙ্গটি সম্ভবত ঐতিহাসিক সূত্র ধরেও উপস্থাপন করা যেতে পারে। ইউ-রোপীয় রাজনৈতিক মঞ্চে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের আবির্ভাব ঘটার পেছনে দুটি অতি ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তি কাজ করে যার ইতিহাস নিয়ে বিরচিত হয় উনিশ শতকের ইতিহাস—এ দুটো হচ্ছে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদের শক্তি—যে আদর্শগত ভাবধারা স্বাধীনতাকামী বা বৃহত্তর জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অভিলাষী নিগৃহীত জনগণ সর্বত্র স্বাগত জানায়। তবু আশ্চর্য্যের বিষয়, বৃহত্তর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অভিলাষী ও স্বাধীনতাকামী নিগৃহীত ইউরোপীয় জনমানুষই তাঁর সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করে। এটা বোনাপার্তের অদৃষ্টের পরিহাস মনে হতে পারে, কিন্তু এ ছিল বাস্তব সত্য। কেননা এ যাবৎ বোনাপার্ত যুদ্ধ করেন ইউরোপের বিভিন্ন সরকারের বিরুদ্ধে; অথচ ১৮০৭ সনের পর থেকে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির বিরুদ্ধে তাঁকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়[৩৩]। এরূপ অবস্থার উদ্ভব কেন হলো ?

এসবের কারণ পূর্বেই আভাস দেয়া হয়েছে। যারা বোনাপার্তের আগ্রাসন-মুখী সামরিকতন্ত্রের শিকার হয় অনিবার্য কারণে তাদের মধ্যে বোনাপার্ত সাম্রাজ্য ও শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যতই এটা পরিলক্ষিত হতে থাকে যে বোনাপার্তের অব্যাহত বিজয় অভিযান শুধুমাত্র একটি ব্যক্তি মানুষের ক্ষমতার অভিলাষ মেটাবার নিমিত্তে নিয়োজিত, বিজিত জনগণ ততই তাদের হারানো স্বাধীনতা ফিরে পেতে বদ্ধপরিকর হয়। যেসব জনমানুষ এক সময় সম্ভবত ভুলক্রমে বিপ্লবী স্বাধীনতার প্রতিভূ বলে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল

www.pathagar.com

তাঁরাই পরে তাঁকে একজন ঘৃণ্য বিদেশী নিপীড়ক মনে করে তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়[৩৪]। বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে সবদেশে ফরাসী সৈন্যদের আস্তানা বা ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা এবং ঐসব দেশের সম্পদে ভাগ বসানো, যুদ্ধের কর-ধার্য দ্বারা উত্যক্ত করা, সৈন্যদের জন্য ঘর-বসতি জবরদখল ও ভাগ-যোগ, জেনারেল ও অফিসারদের বহুবিধ জোরপূর্বক স্বার্থ-সুবিধে আদায়, স্থানীয় যাদুঘরসমূহ থেকে শিল্পকলা দ্রব্যাদি সরিয়ে নেয়া—এসব কিছু বোনাপার্ত এবং নাপোলেওঁ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সম্ভবত এমনকি ফ্রান্স ও ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধেও বীতশ্রদ্ধ ভাব জাগিয়ে তোলে। জার্মান, ইতালীয়, সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী, ওলন্দাজ—এরা সবাই মাত্রাতিরিক্ত ধৈর্যের শিকার হয়। রুশ, অস্ট্রীয় ও স্পেনীয়রা ছিল অতি রক্ষণশীল ও অনুন্নত; ফলে তাঁর বিপ্লবী আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কদর বোঝার মতো সাধ্য তাদের ছিল না।

প্রজাতন্ত্রী মতবাদের অবজ্ঞা

ফরাসী বিপ্লবের একটি মৌলিক ঐতিহ্য হচ্ছে রাজতন্ত্র-বিরোধী ভাবধারা। তাই সম্ভবত এটা বলা সঙ্গত যে, অনেক সৎ ও অনুগত বিপ্লবী এবং উৎসাহী উদারনৈতিক মানুষ বোনাপার্তের প্রজাতন্ত্রী মতবাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনে ক্ষুণ্ণ হয়। বিপ্লবী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ফরাসী প্রজাতন্ত্র তিনি শুধু উৎখাত করেন নি, তিনি স্বয়ং রাজকীয় উপাধি ও খেতাব গ্রহণ করেন, প্রচলিত করেন রাজ সভাসদসুলভ আচার-আচরণ। অনেকে হতবাক হয়েছিল দেখে যে, তিনি বিপ্লবী মৌল আদর্শকে বর্জন করে একটি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় খুব তৎপর হন। ভাইবোন ও আপনজনদের ধনসম্পদ এবং প্রতিপত্তি শালী অবস্থা প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে একটি কর্সিকীয় গোত্রভাব পরিস্ফুট হয়, যদিও এসব নিকটজনেরা অনেক সময় চক্রান্ত, গোমড়ানো ও হঠকারী বা অসমীচীন আচরণে লিপ্ত হয়[৩৫]। অথচ বহু ফরাসী মানুষ মনে-প্রাণে তাদের দেশকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে দেখতে চায় এবং কেউ কেউ ১৭৯২ সনের উগ্র আদর্শবাদী প্রজাতন্ত্রকে স্মৃতিতে ধারণ করে।

বস্তুত, থিবুদিও নামক (Thibaudeau) একজন প্রাক্তন জাকোবাঁ উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বোনাপার্তকে হুঁশিয়ার করে দেয়, কিন্তু বোনাপার্তের ধারণা ছিল ভিন্নরূপ। তিনি মনে করেন যে, বিপ্লবের সামাজিক পরিবর্তনের ভিত্তিতে ফ্রান্সে একটি চতুর্থ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে[৩৬]।

কিন্তু বোনাপার্ত সম্ভবত অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন যে, তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল আত্ম-প্রবঞ্চণামূলক। কেননা, এতে রাজবংশভিত্তিক ধ্যান-ধারণা

www.pathagar.com

ও জাতীয়তাবাদী নীতির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। নাপোলেঁও একটি রাজ-বংশভিত্তিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন এবং একই সঙ্গে তিনি বিপ্লবী নীতিমালায়ও আস্থা স্থাপন করেন। কিন্তু পুরনো রাজবংশভিত্তিক প্রশাসন ও আধুনিক স্বতন্ত্র ভাবধারাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এক সঙ্গে চালানো যায় না। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু বিপ্লবী আদর্শ-নীতিমালা এবং বিপ্লবী দৃষ্টান্ত জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারে ইন্ধন যোগায় সেহেতু সম্রাট হিসেবে তাঁর পদ-মর্যাদা সংরক্ষণ-কল্পে তিনি এর প্রতিটি প্রবণতার বাস্তব প্রয়াস ব্যর্থ করে দিতে সচেষ্ট হবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক। কেননা, বিপ্লবী প্রজাতন্ত্র ও সংরক্ষণশীল রাজতন্ত্র পাশা-পাশি সহ-অবস্থান করতে পারে না[৩৭]।

জোসেফিনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ

উপর্যুক্ত ব্যক্তিগত ও রাজবংশগত অভিলাষের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল আরেকটি ঘটনা যা' তাঁকে ফরাসী জনগণের মধ্যে অনেকখানি অপ্রিয় করে তোলে। এ ঘটনা ছিল তাঁর প্রথম স্ত্রী জোসেফিন-এর (Josephine) সঙ্গে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ। প্রবাদ আছে যে, যে-কোন পুরুষের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার পেছনে থাকে একজন নারী। সম্রাজ্ঞী জোসেফিন ছিলেন নাপোলেঁও বোনাপার্তের রাজসভার শক্তির প্রধান উৎস।[৩৮] জোসেফিনের সঙ্গে তাঁর গভীর ভালোবাসার বিষয় ছিল অনেকটা উপাখ্যানের মতো। তাঁর সঙ্গে বোনাপার্তের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে কোনরূপ খারাপ ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে নয়, তাঁরা পরস্পর থেকে বিচ্যুত হন রাজ-নৈতিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিপ্রসূত বিবেচনার কারণে। জোসেফিনের একমাত্র অপরাধ ছিল যে, তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। জোসেফিনের মধ্যে বিলাস প্রবণতা ছিল বটে এবং বোনাপার্তের জীবনী লেখক মাসোঁ'র (Masson) মতে, জোসেফিন প্রতি বছর প্রায় এক মিলিয়ন ফ্রাঁ'র ওপর শুধুমাত্র পোষাকের জন্যই ব্যয় করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন মোহনীয়া, সুন্দরী, মনোহারী এবং বেশ জন-প্রিয়[৩৯]। তাঁর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করা সম্ভবত বোনাপার্তের ভুল হয়।

প্রশ্ন হতে পারে— এরূপ বক্তব্যের যৌক্তিকতা কোথায়? জোসেফিনের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর বোনাপার্ত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন মারী লুইস-এর (Marie Louise) সঙ্গে। ফ্রান্সের সিংহাসনে জোসেফিনের এই উত্তরসূরীকে ফরাসী জনগণ কখনো ভালোভাবে গ্রহণ করে নি। কেননা, ফ্রান্সের নতুন সম্রাজ্ঞী ছিলেন অস্ট্রীয় রাজ-বংশোদ্ভূত। তিনি বিপ্লবকালে গিলোতিনে হত্যাকৃত প্রাক্তন ফরাসী রাণী মারী আঁতোয়ানেত-এর (Marie Antoinette) আত্মীয়া, ভাগিনেয়ী।

www.pathagar.com

'বিপ্লবের উত্তরসূরী' বিয়ে করেন মারী আঁতোয়ানেতের আত্মীয়াকে—এ ব্যাপারটাই বহু ফরাসী নাগরিকের বিরক্তির উদ্রেক ঘটায়[৪০]। নাপোলেওঁ তাঁকে বিয়ে করেন শুধুমাত্র সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভের উদ্দেশ্যে নয়, তিনি তাঁর ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বিস্তার পরিকল্পনায় অস্ট্রিয়ার সাহায্য সমর্থনের আশাও করেন। এ হচ্ছে বোনাপার্তের প্রথম বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পরবর্তী বিবাহের ইতিবৃত্ত। নতুন সম্রাজ্ঞী বোনাপার্তকে পুত্র সন্তান ও উত্তরসূরী উপহার দেন বটে (দ্রঃ চিত্র-৪), কিন্তু অধিকতর ভাগ্যবান করেন নি। বরং অস্ট্রিয়ার রাজকন্যা ভিয়েনা থেকে পারীতে দুর্ভাগ্যের সংযোগ ঘটান। শীঘ্রই এ সাম্রাজ্যের ভরাডুবি ঘটে[৪১]।

'মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা'

পরিশেষে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বোনাপার্ত স্বয়ং তাঁর সাম্রাজ্যের বিপর্যয় ত্বরান্বিত করেন 'মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা' প্রবর্তন করে। ঐতিহাসিক বার্নস মনে করেন যাদের উদ্দেশ্যে বোনাপার্ত এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তাদের চাইতে তিনি স্বয়ং বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হন[৪২]। পুরোপুরি কার্যকর পর্যায়ে এই ব্যবস্থা ইংল্যান্ডে বেশ দুঃখ কষ্ট সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু এরূপ অবস্থা ছিল সাময়িক। ফ্রান্সের সামরিক বিপর্যয়ের কারণে অর্থনৈতিক যুদ্ধ-বিগ্রহ অব্যাহতভাবে কার্যকর রাখা অসম্ভব ছিল[৪৩]। প্রকৃত পক্ষে, এর ফলে ফ্রান্স ও তার মিত্রদেশ-সমূহ মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইংল্যান্ডের চাইতে বেশী, যদিও সেই দেশের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

অবরোধ ব্যবস্থা মহাদেশীয় স্বাভাবিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ব্যাহত করে এবং সৃষ্টি করে, চোরাচালানী ও অবৈধ পাচার ব্যবস্থা; অর্থনৈতিক দুর্বিপাক, বেকারত্ব মুদ্রা-স্ফীতিও ঘটায় এবং সমগ্র ইউরোপীয় অর্থনীতি হয় ফ্রান্সের স্বার্থাধীন। ফলে ফরাসী সাম্রাজ্যে ব্যাপক অসন্তোষের দানা বেঁধে ওঠে, ইউরোপব্যাপী জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে[৪৪]। পুনশ্চ, মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার ফলে পোপের প্রতি পরবর্তী ফরাসী নীতি নির্ধারিত হয়---যে নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে বোনাপার্ত ইউরোপীয় ক্যাথলিক জনগণের অনুভূতিতে আঘাত হানেন। এই ব্যবস্থার ফলে ফ্রান্সের আরো মারাত্মক দুর্বিপাক ঘটে। এর ফলে ফ্রান্সকে সমগ্র ইউরোপে একের পর এক অনেক যুদ্ধে বিজড়িত হতে হয়। এই সময়ের প্রধান প্রধান যুদ্ধের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল স্পেন ও পর্তুগালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, যে-যুদ্ধ পেনিলসুলার (Perinsular) যুদ্ধ নামে পরিচিত হয়। যুদ্ধ হয় আরো রাশিয়ার বিরুদ্ধে, তথাকথিত মস্কো অভিযানের মাধ্যমে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অভিযানের মাধ্যমে বোনাপার্ত তাঁর নিজের ও তাঁর

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যের চরম বিপর্যয় ডেকে আনেন। (বিশদ ব্যাখ্যার জন্য পরবর্তী অধ্যায় দেখুন)।

১৮০৯-১৮১১ সনের মধ্যে, বোনাপার্তের প্রথম মহাদেশীয় বিপর্যয়ের পূর্বেই, 'সমুদ্রের কর্ত্রী' ইংল্যান্ড ফ্রান্স ও তার মিত্রদেশসমূহের সব উপনিবেশ এলাকা ছিনিয়ে নেয়। এটা অজানা নয় যে, বোনাপার্তের দুঃসাহসিক অভিযান বিশ্ব-ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। জাভা থেকে কারাকাস, এমনকি অস্ট্রেলিয়ায়ও তিনি অভিযান বাহিনী প্রেরণ করেন, কিন্তু তবু ভাগ্যের পরিহাস যে, বোনাপার্তের সাম্রাজ্যের পাশাপাশি ফ্রান্সের সব মিত্রদেশও তাদের উপনিবেশ থেকে বঞ্চিত। ফ্রান্সের বৈদেশিক অধিকৃত এলাকাসমূহ থেকে বঞ্চিত হবার পর যে অপ্রত্যাশিত ফলাফল দেখা দেয় সে সম্পর্কে লো মোনিতো'র (Le Moniteur) এক নিবন্ধে যথার্থ ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এতে বলা হয় যে, 'আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশসমূহ বেদখল হবার ফল ছিল মারাত্মক, কিন্তু যে ভাবাবেগজনিত বন্ধন এসব এলাকার জনগণকে পৈত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে আবদ্ধ করে তা' আরো জোরদার হতে বাধ্য, কেননা, তারা জানে যে বিদেশী শত্রুর কর্তৃত্বাধীন শুধুমাত্র তাদের দর্পচূর্ণ হবে, আর তাই ফরাসীদের জাতীয় গর্ববোধ আরো তীব্রতর হয়।'[৪৫]

বোনাপার্ত দাবি করেছিলেন যে, তিনি বিপ্লবের উত্তরসূরী বা সন্তান। এতে হয়তো সত্যতা ছিল। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব উনিশ শতকের ইউরোপীয় রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মেরুকরণের ধারা প্রবর্তন করে—এ সত্য তিনি বুঝতে ব্যর্থ হন। এ ছিল এমন এক কাল যখন বোনাপার্তের রাজকীয় ব্যবস্থার সমর্থক খুঁজে পাওয়া ছিল দুষ্কর। রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক চিন্তাবিদেরা হয়তো ছিলেন বৈপ্লবিক বা উদারনৈতিক, না হয় তাঁরা সনাতন ব্যবস্থাভিত্তিক অবিমিশ্র রাজতন্ত্রের সপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বিপ্লবী আদর্শ ও ব্যক্তি অভিলাষের সমন্বয়ে যেভাবে বোনাপার্ত ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পান তা' রাজনীতিবিদ বা জনগণের অব্যাহত সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়, তেমনি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও তাঁর এরূপ ব্যবস্থাকে গ্রাহ্য করে নি। স্পষ্টতই, একটি ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ একটিমাত্র ব্যক্তির ইচ্ছায় গড়ে তোলা যায় না; সার্বিক জনসাধারণের সর্বান্তকরণ সমর্থন ছাড়া এ জাতীয় ঐক্যবদ্ধ সত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তাঁর 'মহা সাম্রাজ্যের' ভিত্ ছিল অতি পল্কা। তাঁর এ সাম্রাজ্য কালের স্রোতধারার অনুকূল ছিল না। এর বিপর্যয় আসন্ন ছিল, এর ভরাডুবি হওয়া যেন ছিল অবধারিত[৪৬]।

www.pathagar.com

টীকা

১. উল্লেখিত, Felix Markham in **New Cambridge Modern History**, Vol. IX, পৃঃ ৩১৭.
২. ঐ ; আরো দ্রঃ, Atkins, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৯
৩. Burns, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯৮
৪. ঐ, পৃঃ ৬০৪
৫. N. H. Gibbs in **New Cambridge Modern History**, Vol. Ix, পৃঃ ৭৫
৬. Burns, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০৪
৭. Felix Markham in **New Cambridge Modern History**, Vol. Ix পৃঃ ৩১৬
৮. ঐ
৯. ঐ
১০. উল্লেখিত, ঐ,
১১. উল্লেখিত, ঐ, পৃঃ ৩১৭
১২. Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৯
১৩. Atkins, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৭
১৪. Richards, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬
১৫. Hayes, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫০
১৬. Burns, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০৯
১৭. আরো বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দ্রঃ, Rose, প্রাগুক্ত, Vol. II. পৃঃ ৫৭৩–৫৭৪
১৮. Hayes, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫০
১৯. Burns, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১০
২০. উদ্ধৃত, Hayes প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫০
২১. Wright, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮
২২. ঐ, পৃঃ ৯
২৩. Richards, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬
২৪. উল্লেখিত, ঐ
২৫. Wright, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮--৯
২৬. ঐ
২৭. ঐ, পৃঃ ৯
২৮. Hayes, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫০
২৯. Wright, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

www.pathagar.com

৩০. H. A. L. Fisher in **Cambridge Modern History**, Vol. Ix, পৃ: ৩৯২-৩৯৩

৩১. Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮৯; Ergang, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০

৩২. Godechot in **New Cambridge History**, Vol. Ix, পৃ: ৩০২

৩৩. John Roach in **New Cambridge Modern History**, Vol. ix, পৃ: ২৬৯

৩৪. Burns, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬১০

৩৫. Atkins, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৮

৩৬. Felix Markham in **New Cambridge Modern History** Vol. Ix, পৃ: ৩২১

৩৭. David Thomson **Europe Since Napoleon**, Revised Edition (Harmondsworth : Penguin Books 1966)

৩৮. Grant and Temperley, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯১

৩৯. ঐ,

৪০. Wright, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪

৪১. Grant and Temperley প্রাগুক্ত, পৃ: ১২১

৪২. Burns, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬১০

৪৩. Wright, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫২.

৪৪. ঐ, পৃ: ৫৪-৫৫

৪৫. উদ্ধৃত, McManners, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১৩

৪৬. Godechot in **New Cambridge Modern History**, Vol. Ix, প: ৩০৪

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

বোনাপার্তের মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা

সংজ্ঞাগত রূপ ও পটভূমি

উনিশ শতকের প্রথম দশকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ক্রমশ যে রূপপরিগ্রহ করে সাধারণত তা বোঝাতে গিয়ে 'মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা' প্রত্যয় বা ধারণা ব্যবহৃত হয়। নাপোলেওঁ বোনাপার্ত স্বয়ং এই ধারণা ব্যবহার করেন। যেসব পন্থা বা পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি ইংল্যান্ডের ব্যবসায়িক বাণিজ্যিক উন্নতিও সমৃদ্ধি ধ্বংস করার আশা পোষণ করেন সামগ্রিকভাবে সেসবকে 'মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা' বলা হয়ে থাকে। কেননা বোনাপার্তের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, ইউরোপ মহাদেশে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক প্রভাব নিশ্চিহ্ন করার জন্যে এসব পন্থা ছিল মৌলিক পদক্ষেপস্বরূপ[১]।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮০৬ সনের পর 'মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা' ছিল বোনাপার্তের ইউরোপীয় কৌশলগত নীতির ভিত্তি। তবু বলা সঙ্গত যে, এতে নতুনত্ব তেমন কিছু ছিল না। কেননা এ পরিকল্পনার সারকথা ছিল বৃটেনের সম্পদ দ্বারা সেই দেশকে শ্বাসরুদ্ধ করা। বাস্তবে কিন্তু একমাত্র বোনাপার্ত এ ধরনের মতবাদ উপস্থাপন করেন নি। বস্তুত, ফ্রান্সে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটার পরও ফরাসীরা তাদের সনাতন শাসন আমলের সব ধ্যান-ধারণা থেকে বিচ্যুত হয় নি। অনেক ক্ষেত্রে তারা শুধু সনাতন ধারা কিছুটা নমনীয়ভাবে প্রয়োগ করার প্রয়াস পায়। এরূপ বক্তব্য শুধু ফরাসী সীমানা সম্প্রসারণ নীতির প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য নয়, আর্থনীতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত নীতির ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রাসঙ্গিক।

ফরাসী বিপ্লব কিছুকাল চলার পর বিপ্লবী সরকারসমূহ সত্বর ফরাসী নৃপতি চতুর্দশ লুই-এর (Louis xiv) প্রখ্যাত মন্ত্রী কোলবার্ত-এর মতবাদ ('Colbertism') অনুসৃত সনাতন প্রথায় ফিরে যায়। বলা প্রয়োজন, কোলবার্তের নীতি ছিল দেশের অভ্যন্তরে কঠোরভাবে সংরক্ষণবাদী, কঠোরভাবে বিদেশী পণ্য বর্জনভিত্তিক। বিপ্লবীরা পরবর্তীতে যখন বিদেশী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তখন বিদেশী পণ্য আমদানী বর্জন অবধারিত হয়। সত্যিকার অর্থে এরূপ প্রবণতা বাস্তব নীতির রূপপরিগ্রহ করে। এভাবে মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা বোনাপার্তের

www.pathagar.com

নামের সঙ্গে সংযুক্ত করা হলেও ইতিপূর্বেই এই ব্যবস্থা বিপ্লবী কনভেনশন ও দিরেক্‌তোয়ার সরকারের আমলে কোন না কোনরূপে বহাল ছিল। অন্যান্য বিষয়ের মত এক্ষেত্রেও বোনাপার্তের ধ্যান-ধারণা জাকোবঁ্যাদের রাজনৈতিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়[২]। জাকোবঁ্যারা মনে করতো যে, ইংল্যান্ডের ধন-সম্পদ অনেকটা অলীক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই দেশের প্রাচুর্য ও প্রতিপত্তি তখনি লোপ পাবে যখন সমুদ্র পারাপারে তার ব্যবসা-বাণিজ্যের পর আঘাত হানা হবে বা রাইন ও এলবে নদীপ্রান্ত এলাকায় ব্যবসা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হবে[৩]।

১৭৯৩ থেকে ১৭৯৯ অবধি বিপ্লবী পরিষদগুলো ফরাসী রাজার থেকে বৃটিশ উৎপাদিত পণ্য বর্জনকল্পে একের পর এক ডিক্রি জারী করে। এসব ডিক্রি অতিশয় নির্মম না হলেও মোটামুটি কঠোর ছিল। এ সময়ে বর্জন করা বিভিন্ন শ্রেণীর বৃটিশ পণ্যের মধ্যে ছিল তুলা ও উলের কাপড় বা বস্ত্র, লোহা ও ইস্পাতের তৈরী দ্রব্যাদি এবং উন্নতমানের চিনি। এছাড়া, বিপ্লবী পরিষদসমূহ প্রায় প্রতিটি বিদেশী মালের আমদানীর বিরুদ্ধে বেশ কঠোর সংরক্ষণবাদী নীতি গ্রহণ করে, এ জাতীয় দ্রব্যের ওপর মোটা ধরনের শুল্ক ধার্য করে—বিশেষ করে যখন বিদেশী জাহাজে এসব দ্রব্যাদি আমদানী করা হতো। কার্যত এটাকে ফ্রান্সের নিজস্ব বা স্ব-আরোপিত অবরোধ ও বলা যেতে পারে। কারণ এ জাতীয় নীতির বাস্তবায়ন সব সময় কঠিন। অনেক সময় ভিন্ন নিয়মে বা আইনের ফলে ব্যতিক্রম ঘটতো এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক চোরাচালানীর ফলে এরূপ অবরোধ ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এভাবে ফ্রান্সের বিপ্লবী আইন নির্ধারক বা বিধান কর্তাদের ভয়-ভীতি বৃটিশ শিল্পের ফাইলের বাক্সে বন্দী হয়। ফরাসী বাজারে বৃটিশ পণ্যদ্রব্যের অনুপ্রবেশে খুব একটা ব্যাঘাত ঘটে নি।

ফরাসী রাজনৈতিক মঞ্চে যখন যুবক বয়সী অধিনায়ক নাপোলেওঁ বোনাপার্তের আবির্ভাব ঘটে তখন এই বাণিজ্যিক যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রকটরূপ ধারণ করে। ইটালীয় রণাঙ্গনে বিজয়লাভের পর ফরাসী রাজনৈতিক প্রভাব বলয় বৃদ্ধির পাবার সঙ্গে সঙ্গেই দিরেক্‌তোয়ার সরকার সব বৃটিশ পণ্যদ্রব্যের আমদানী নিষিদ্ধ করে। এ সময় সব তুলা ও উলের দ্রব্যকে বৃটিশ উৎপাদিতরূপে চিহ্নিত করা হয়। শুধুমাত্র ভিন্নদেশ থেকে উৎপাদিত বলে যথাযথ প্রমাণ উপস্থিত করতে পারলে এই আইন শিথিল করা হতো। ফরাসী জনমত সর্বদা সংরক্ষণবাদী বা নিষিদ্ধ-করণ নীতির অনুকূলে ছিল। স্বাভাবিকভাবেই তারা এই নতুন আইন জোরে সোরে স্বাগত জানায়। বোনাপার্ত স্বয়ং যখন প্রথম কনসাল পদে আসীন হন তখনো

www.pathagar.com

নতুন নীতি তিনি প্রচলিত রাখেন। বস্তুত, কনস্যুলেট শাসনের প্রথম দিকে বৃটিশদের ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করার যে কঠোর প্রবণতা দেখা দেয় তা' ইতিপূর্বে পরিলক্ষিত হয় নি[৪]। ফরাসী ঐতিহ্য ও ব্যবসায়িক আচরণবিধি এবং জনমত সব কিছুই ছিল তাঁর অনুকূলে। তাই বোনাপার্ত তাঁর সব কর্মশক্তি নিয়োজিত করেন এই 'উপকূল-ব্যবস্থা' ('Coast system') বাস্তবায়নে।

বোনাপার্তের মহাদেশীয় বা উপকূল-ব্যবস্থা ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি শত বছরব্যাপী অনুষ্ঠিত বাণিজ্যিক যুদ্ধে একটি অভিনব উপাদান সংযোজন করে। এই উপাদান হলো ফ্রান্সের নীতির সপক্ষে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নে খোদ ফ্রান্সের সঙ্গে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশকে সংযুক্ত করা। ইতি-পূর্বে ফ্রান্স একাই ইংল্যান্ডকে বাণিজ্যিক যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত রাখে। এ সময় বোনা-পার্ত বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বৃটেনকে সমগ্র ইউরোপে একঘরে করার প্রয়াস পান। তাই তিনি লিখেন, 'লন্ডন বিশ্বের এককোণে অবস্থিত, আর পারী হচ্ছে এর কেন্দ্রবিন্দু।'[৫] নাপোলেওঁ যখন আনুষ্ঠানিকভাবে মহাদেশীয় অবরোধ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসী হন ইউরোপে তখন তাঁর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ছিল। একদিকে প্রুশিয়ার সঙ্গে তিনি একটি সামরিক মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেন, অন্যদিকে হল্যান্ড ও স্পেনের সঙ্গে স্বাক্ষর করেন নৌ-বাণিজ্যিক মৈত্রী চুক্তি।

প্রখ্যাত বৃটিশ ঐতিহাসিক সীলী (Seeley) এরূপ অভিমত রাখেন যে, বোনাপার্তের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের এককভাবে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করা[৬]। কিন্তু তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ব্যক্তিগত কর্তৃত্বাধীন একটি ইউরোপীয় কনফেডারেশন গঠন সুনিশ্চিত করা। নিঃসন্দেহে তিনি বৃটিশ উৎপাদিত দ্রব্যের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মহাদেশকে নিয়ে একটি অবরোধ ব্যবস্থা কায়েম করতে প্রয়াসী হন এবং ইংরেজদের নৌ-বাণিজ্যিক তৎপরতা জোরেসোরে ব্যাহত করতেও সচেষ্ট হন। 'নীতি-বিচ্যুত' ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিজকে তিনি মহাদেশীয় স্বার্থের রক্ষকরূপে উপস্থাপিত করতে চান। তাঁর ধারণা, অন্য কোন রণকৌশল অবলম্বন না করেই তিনি ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মারাত্মক আঘাত হানতে পারবেন। যদি ইংল্যান্ড তার নৌ ও বাণিজ্যিকবিধি পরিবর্তন করতে সম্মত হয় এবং ফ্রান্স ও তার মিত্রদের উপনিবেশসমূহ ফিরিয়ে দেয়, তাহলে ইউরোপ ও প্রাচ্যে নাপো-লেওনের মহাপরিকল্পনা অতি দ্রুত বাস্তবায়িত হবে। যদি ইংল্যান্ড এরূপ শর্তে রাজী না হয় তাহলে বোনাপার্ত সশস্ত্র মহাদেশকে নিয়ে বৃটিশদের মোকাবেলা করবেন[৭]। নাপোলেওঁ বোনাপার্তের প্রণীত মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার এই হচ্ছে বিশ্বগ্রাসী, সর্বব্যাপীরূপ।

www.pathagar.com

আদর্শ ও উদ্দেশ্য

কি কি লক্ষ্য সামনে রেখে নাপোলেওঁ মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্রিয় হন বা কেন তিনি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি ইউরোপীয় কনফেডারেশন গঠন করতে চান কিংবা অবরোধ পরিচালিত করতে প্রয়াসী হন? তিনি কি বুঝতে পারেননি যে, তাঁর এ ব্যবস্থা কালোপযোগী ছিল না বা এ কি ছিল অকালপক্ক কিংবা শেষাবধি যথার্থই কি এ ধরনের ব্যবস্থা ব্যর্থ হতে বাধ্য? এটা কি শুধুমাত্র তাঁর উত্তরোত্তর ক্ষমতার অভিলাষ মেটার নিমিত্তে নিয়োজিত আরেকটি ব্যবস্থা মাত্র? এসব প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেয়া সহজ নয়। কেননা এতে তাঁর মৌলিক আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রশ্ন এসে পড়ে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই ব্যবস্থার ফলে বোনাপার্তকে পোপের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হয়, যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন তিনি স্পেন ও পর্তুগালের বিরুদ্ধে, মস্কো অভিযানে ধাবিত হন, ডেকে আনেন নিজের ভয়াবহ বিপর্যয়। এসব দুঃসাহসী কাণ্ডে তিনি বিজড়িত হন তাঁর মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার পূর্ণ বিজয় ও বাস্তবায়ন সুনিশ্চিতকল্পে। কিন্তু এসব কি নিছক ব্যক্তিগত অভিলাষপ্রসূত, না কি এসব নিতান্ত স্বেচ্ছা-প্রণোদিত খামখেয়ালীপনাজনিত বিষয় মাত্র?

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থাকে বোনাপার্তের ব্যক্তিগত অভিলাষ বা নিছক খামখেয়ালীপনার বিষয় বলা সঠিক হবে না। কেননা ট্রাফালগার যুদ্ধের পর এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যবহার-যোগ্য একমাত্র অস্ত্র[৮]। এ সময় দুটি ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তি শক্তি-পরীক্ষার দুই ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রাধান্যের পরিচয় রাখে: সমুদ্রভাগে ইংল্যান্ড নিঃসন্দেহে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু মহাদেশীয় ইউরোপে নাপোলেওঁ নিজেও তাঁর আধিপত্যের কম স্বাক্ষর রাখেন নি। তৎকালীন ইউরোপীয় শক্তির রাজনীতির ক্ষেত্রে বাস্তবতা ছিল অনেকটা এরূপ: 'কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান।' নীলনদ, কোপেনহেগেন ও ট্রাফালগারের মতো নৌ-যুদ্ধে যেমন ইংল্যান্ড বিজয়ের গৌরব লাভ করে, তেমনি মারেঙ্গো, অস্টারলিৎস, ইয়েনা ও ফ্রিডল্যান্ড-এর মতো স্থলযুদ্ধে ফরাসীরা প্রায় সমরূপ বিজয়ের স্বাক্ষর রাখে। একদিকে, ফরাসী নৌ-বহরের সঙ্গে তাদের দিনেমার, ওলন্দাজ ও স্পেনীয় মিত্রদেরও নৌ-জাহাজ এবং বাহিনী ধ্বংস হবার ফলে বোনাপার্তের ইংল্যান্ড আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অন্যদিকে, ইউরোপ মহাদেশে বোনাপার্তকে সাফল্যের সঙ্গে মোকাবেলা করার সামর্থ্য বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর ছিল না। এটা অত্যন্ত বাহ্যিকভাবে ধরা দেয়

www.pathagar.com

যে, ফ্রান্স কিংবা গ্রেট বৃটেন দুটোর একটিও একে অপরকে সাধারণ সামরিক পদ্ধতিতে যথার্থ আঘাত হানতে পারবে না, কিন্তু উভয় শক্তি শান্তির প্রস্তাব রাখতে অনীহা প্রদর্শন করে[৯]।

এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সতেরো ও আঠারো শতকব্যাপী সুদীর্ঘকালীন রাজবংশীয় ও ঔপনিবেশিক যুদ্ধে লিপ্ত থেকে বিজয়ীগৌরব লাভের মাধ্যমে ইংল্যান্ড বিশ্বের প্রধান বাণিজ্যিক জাতিতে পরিণত হয়। বিশ্বের সম্ভবত অন্য কোন দেশের চাইতে এ দেশের অধিকতর সংখ্যক নাগরিকেরা জাহাজ মালিক, নাবিক ও ব্যবসায়ী হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়া, আঠারো শতকে ব্যাপক-হারে যান্ত্রিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৃটেন বিশেষ ব্যতিক্রমধর্মী অগ্রগতি সাধন করে। ফলে বৃটিশ শিল্পপতিদের পক্ষে অধিকতর সস্তা, প্রচুর পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করে দেশের ও বিদেশের প্রয়োজন মেটানো বেশ সহজ হয়[১০]।

এসব বাস্তবতা সম্পর্কে বোনাপার্ত যথার্থ অবহিত ছিলেন। কিন্তু সমুদ্রে কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি বুঝতে পারেন যে, গ্রেট বৃটেনের বিপর্যয় ঘটাতে হলে এর ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ওপর আঘাত হানতে হবে। এক্ষেত্রে খেসা-রতের অর্থ হবে ইংরেজদের শক্তির মর্মস্থলে আঘাত হানা। ফ্রান্সে তাঁর অনেক সমসাময়িকীর মতো বোনাপার্তেরও এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, বৃটিশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ফাঁকা ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি কঠোরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শিল্প ও কৃষির তুলনায় ব্যবসা-বাণিজ্য একটি জাতির পক্ষে নিতান্ত তুচ্ছ, আর তাই তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে ইংল্যান্ডের বাহ্যিক উন্নতি-প্রবৃদ্ধি হচ্ছে অলীক। তাই তাঁর ধারণা ছিল যে, মহাদেশীয় বাজার বন্ধ বা রুদ্ধ করে দিয়ে তিনি ইংল্যান্ডকে অর্থনৈতিকভাবে শ্বাসরুদ্ধ করতে পারবেন।

উপর্যুক্ত প্রত্যয় নিয়েই বোনাপার্ত লিখেন, 'এই বিপুল বাজার থেকে বঞ্চিত হয়ে ইংল্যান্ড এর ফলশ্রুতিতে বিক্ষোভ বিদ্রোহে হয়রান হবে, সেই দেশে দেখা দেবে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, ইংল্যান্ডকে মহা ফ্যাসাদে পড়তে হবে তার ঔপনিবেশিক ও এশীয় পণ্যসামগ্রী নিয়ে। অবিক্রিত এসব দ্রব্যাদির দাম তখন পড়ে যাবে এবং বাড়াবাড়ি প্রবণতায় ইংরেজরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে[১১]। উপরন্তু, তিনি অনেকটা আগামভাবে আঁচ করেন যে, ইংল্যান্ড ধার-দেনায় জর্জরিত হবে, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড (Bank of England) বহুক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে, ধাতব মুদ্রায় এবং ক্রমশ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে, এসবের ফলে ইংল্যান্ডে অর্থনৈতিক মন্দা ভয়ানকরূপ ধারণ করবে। ইউরোপ মহাদেশের দ্বার বৃটিশদের জন্য রুদ্ধ করে দিয়ে তাদের তিনি বাধ্য করবেন নগদ ধাতব মুদ্রায় ফ্রান্স থেকে খাদ্যদ্রব্যাদি

www.pathagar.com

কিনতে। ফলে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড-এর স্বর্ণ-রিজার্ভ শূন্য হবে। ইংল্যান্ডের ব্যাংকিং ও লেন-দেন ব্যবস্থায় তখন বিপর্যয় দেখা দেবে, মহাদেশীয় ইউরোপে ফ্রান্সের শত্রুদের প্রতি ইংল্যান্ডের সাহায্য প্রদান বন্ধ হবে, বিজয়ী হবে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডকে ফ্রান্সের অনুকূলে একটি চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করবে [১২]।

অবরোধ ব্যবস্থার প্রক্রিয়াগত রূপ

এভাবে 'মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা' ছিল নাপোলেওঁ বোনাপার্তের ইংল্যান্ড বিরোধী পরিকল্পিত বাণিজ্যিক যুদ্ধের নামান্তর। এ যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় সামুদ্রিক বাণিজ্যের ধারা তিনি পালটে দেবেন এবং এ প্রক্রিয়ায় তিনি যে পদ্ধতিই গ্রহণ করুন না কেন, তাঁর পরিকল্পনা ও অভিলাষে জাঁকজমকের অভাব ছিল না। তিনি ধরে নেন যে, বিশ্বের বিশাল সমুদ্রের ঢেউরাশি বৃটিশদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, তবু স্থলভাগে তাঁর শাসন চলবে এবং সুফলা স্থলভাগ নিষ্ফলা সমুদ্রের ওপর অবশ্যি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে [১৩]। তাঁর ধারণা ছিল এরূপ। যদিও তাঁর এরূপ ধারণা ছিল প্রতারণাপূর্ণ তবু ঐতিহ্যিক শত্রুকে সর্বশান্ত করার মানসে যথাসম্ভব নির্ভুল পদ্ধতি প্রয়োগে বিশ্বাসী ফরাসী জনমনে তাঁর এ জাতীয় পরিকল্পনা বেশ আবেদন সৃষ্টি করে। অবশ্যি এই প্রক্রিয়াগত কর্মকাণ্ডের ফলে সরকারের প্রবল সশস্ত্র বাহিনী ও প্রতিরক্ষা বিভাগের ওপর বোনাপার্তের হাত সুদৃঢ় হবে। এর ফলে ফ্রান্সে তাঁর অবস্থা শুধু সুনিশ্চিত হবে না, উত্তর জার্মানী এবং ইউরোপের সমগ্র উপকূলভাগেও তাঁর কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত হবে। কেননা অবরোধ ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করতে হলে তাঁকে এরূপ কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত করতে হবে[১৪]।

ইউরোপ মহাদেশে বৃটিশদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নাপোলেওঁ ইতি-মধ্যে বিপ্লবী পরিষদসমূহ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি উত্তর উপকূল, ইতালী ও সুইজারল্যান্ডের দিকে সম্প্রসারিত করেন। ১৮০০ সনের দিকে বৃটেনের সঙ্গে শান্তি আলোচনা চলাকালে একবার অবশ্য তিনি বৃটিশ বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর বিরুদ্ধে বিপ্লবী ডিক্রিসমূহ কিছুটা পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু ফরাসী উৎপাদকশ্রেণীর চাপের ফলে পূর্বের বিধি-নিষেধ তিনি বহাল রাখেন। এতে করে আমিওঁ শান্তিচুক্তি সম্পাদনকালে ও তারপরে ইঙ্গো-ফরাসী বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বৃটিশ সরকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ফ্রান্সের সাথে তৃতীয় ইউরোপীয় শক্তিসংঘের যুদ্ধ বেধে যাবার পর স্বাভাবিক ভাবেই ফরাসী সংরক্ষণবাদী নীতি ও বৃটিশ পণ্য বর্জন প্রক্রিয়া আরো সম্প্রসারিত হয়। ফ্রান্সের মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ বা ফরাসী কর্তৃত্বাধীন দেশ যেমন ইতালী ও হল্যান্ড-এর মতো রাজ্যসমূহ বৃটিশ জাহাজের বিরুদ্ধে তাদের বন্দরগুলো বন্ধ করে

www.pathagar.com

দিতে বাধ্য হয়। একের পর এক আরো দেশ বাধ্য হয় বোনাপার্তের অবরোধ ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত হতে—স্পেন, নেপল্‌স ও অন্যান্য। ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮০৬-এ প্রুশিয়া যখন ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হয় তাকেও তখন চুক্তির চতুর্থ ধারা মোতাবেক বৃটিশ জাহাজ ও বাণিজ্যের বিরুদ্ধে অবরোধ ব্যবস্থায় সম্মত হতে বাধ্য করা হয়। উপর্যুক্ত ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে প্রুশিয়ার সঙ্গে ইংল্যান্ডের যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হয়, এপ্রিল-মে ১৮০৬-এর দিকে বৃটিশ নৌবহর প্রুশিয়ার উপকূল অবরোধ করে। রাইন কনফেডারেশনের সাংবিধানিক আইনের ৩৫ ধারা (১২ জুলাই ১৮০৬ গৃহীত) মতে ঐ কনফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র স্বতঃসিদ্ধ ধারায় চুক্তিবদ্ধ যে-কোন পক্ষ বিজড়িত মহাদেশীয় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এভাবে এসব রাষ্ট্রকে বোনাপার্তের বাণিজ্যিক যুদ্ধে শরিক হতে হয়। কেননা ফ্রান্সের শত্রু বৃটেনকে অভিন্ন শত্রুরূপে চিহ্নিত করা হয়, আর সেই শত্রুর সঙ্গে যে-কোন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা হয়।

বোনাপার্তের গৃহীত অবরোধ পন্থা

উপর্যুক্ত ধারায় বিক্ষিপ্ত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বাক্ষরিত চুক্তির ওপর ভিত্তি করে বিদেশী বাণিজ্যিক অবরোধ ব্যবস্থায় নাপোলেওঁ পরিতৃপ্ত হতে পারেন না। ১৮০৫-১৮০৬ সনের দিকে মধ্য ইউরোপে উপর্যুপরি যেসব বিজয় সাফল্য তিনি লাভ করেন সেসবের পর তিনি মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থাকে ইউরোপ মহাদেশে অধিকতর এক অভিন্ন সত্তার রূপদান করতে সচেষ্ট হন। এরপর থেকে তিনি রীতিবদ্ধভাবে 'স্থলভাগের দ্বারা সমুদ্রভাগকে বিজয়' করার তাঁর মহাপরিকল্পনার বাস্তবরূপ দেয়ার প্রকৃত সুযোগ লাভ করেন। ইউরোপে তাঁর সামরিক আধিপত্যের সুযোগ নিয়ে তিনি শুধু ইউরোপীয় বাজার বৃটিশদের জন্য রুদ্ধ করতে চান নি, একই সঙ্গে এসব বাজার ফরাসী উৎপাদকদের জন্য উন্মুক্ত করতে প্রয়াসী হন।

ইয়েনার যুদ্ধে বিজয়লাভের পরের মাসে নাপোলেওঁ যখন বিজয় ও গৌরব সহকারে প্রুশীয় রাজধানীতে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি প্রত্যক্ষ অবরোধ পন্থা ঘোষণা করেন। দিনটি ছিল ২১ নভেম্বর ১৮০৬। এদিন বিঘোষিত হয় প্রখ্যাত বার্লিন ডিক্রি (Barlin Decree)। ঐতিহাসিক মোয়াট (Mowat) এই ডিক্রিকে 'মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার প্রথম লিখিত সংবিধান রূপে' অভিহিত করেন[১৫]। এই ডিক্রি জারীর একটি আশু কারণ ছিল। মে ১৮০৬-এর দিকে বৃটেন একটি 'সংসদীয় নির্দেশ' ('Order in Council') জারী করে। এই নির্দেশের মাধ্যমে বৃটিশ সরকার ব্রেস্ত থেকে এল্‌বে পর্যন্ত সমগ্র উপকূল, অর্থাৎ নর্ধসী

www.pathagar.com

(North Sea) থেকে ইংলিশ চ্যানেল অবধি বন্দরসমূহে অবরোধ অবস্থা ঘোষণা করে। বার্লিন ডিক্রি দ্বারা নাপোলেওঁ নিজকে ইউরোপীর অর্থনৈতিক স্বার্থের সংরক্ষকরূপে উপস্থাপিত করেন, দাবি করেন যে তিনি হচ্ছেন সমুদ্রে অবাধ চলাচলের রক্ষক। এ ডিক্রির মুখবন্ধে বৃটিশ ঘোষিত অবরোধকে আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃত নীতিমালার লঙ্ঘন বলে উপস্থাপন করা হয়। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ডিক্রিতে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের বিরুদ্ধে অবরোধ ঘোষণা করা হয়, নিষিদ্ধ করা হয়, বৃটিশ পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা, ফরাসী অধিকৃত সীমানায় সব বৃটিশ নাগরিকদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়া হয়, যে-কোন বৃটিশ মালামাল বাজেয়াপ্ত করার বিধান রাখা হয়, গ্রেট বৃটেন কিংবা তার উপনিবেশসমূহের বন্দর থেকে সরাসরি আসা, বা ডিক্রি জারীর পর ঐসব বন্দরে যাওয়া যে-কোন জাহাজকে মহাদেশীয় বন্দরগুলোতে ঢোকা নিষিদ্ধ করা হয়[১৬]। ফ্রান্সের সব মিত্র ও অধীন দেশের ওপর যেহেতু এই ডিক্রির সব ধারা প্রযোজ্য সেহেতু এর দ্বারা, অন্তত তত্ত্বগতভাবে, উত্তর জার্মানী থেকে দক্ষিণ ইতালী পর্যন্ত বৃটিশ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে একটা পুলিশী বেষ্টনী বা ঘেরাও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বৃটিশ সংসদীয় নির্দেশ

বার্লিনে বোনাপার্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক শাস্তি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ সাড়া আসে অতি সত্বর বৃটেন থেকে। বৃটিশ সরকারের পাল্টা ব্যবস্থা গৃহীত হয় ১৮০৭ সনের জানুয়ারী থেকে নভেম্বরের মধ্যে। এই সময়ে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে একের পর এক বেশ কয়টি 'সংসদীয় নির্দেশ' জারী করা হয়। এগুলোতে ঘোষণা করা হয় যে, ফ্রান্স কিংবা তার মিত্রদেশসমূহের সঙ্গে যে-কোন ধরনের ব্যবসায় নিযুক্ত সব জাহাজকে আবদ্ধ করা যাবে। এছাড়া, শত্রু পক্ষের জারীকৃত বার্লিন ডিক্রির বিধান অনুসারী বন্দরসমূহের সঙ্গে নিরপেক্ষ দেশগুলোকে ব্যবসা নিষিদ্ধ করা হয়। এই নিষিদ্ধতা অমান্য করা হলে জাহাজ শুধু আবদ্ধ করা হবে না, পণ্যসহ জাহাজও বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

বৃটিশ সংসদীয় নির্দেশ জারী করার পর বোনাপার্ত চুপ করে থাকেন নি। শীঘ্রই তিনি আরো পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বার্লিন ডিক্রির ধারা তিনি আরো জোরদার ও সম্প্রসারিত করেন পরে জারীকৃত আরো কয়েকটি ডিক্রির মাধ্যমে। এসব ডিক্রির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ওয়ারস (Warsaw) ডিক্রি (২৫ জানুয়ারী ১৮০৭), মিলান (Milan) ডিক্রি (১৭ ডিসেম্বর ১৮০৭), ফঁতেনেব্লো (Fontainableau) ডিক্রি (১৮ অক্টোবর ১৮১০)। ওয়ারস ডিক্রি দ্বারা হানস টাউন্স-এ (Hans Towns) বৃটেন ও তার উপনিবেশগুলোতে উৎপাদিত সব

www.pathagar.com

পণ্যদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়। মিলান ডিক্রিতে বিধান রাখা হয় যে, বৃটিশ বন্দর বা বৃটিশ বাহিনী অধিকৃত যে-কোন বন্দর থেকে আসা নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ ফরাসী রণতরী বা বেসরকারী ফরাসী জাহাজ দ্বারা আবদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত করা যাবে। ফঁতেনেব্লো ডিক্রিতে নাপোলেওনের কর্তৃত্বাধীন যে কোন দেশে প্রাপ্ত বৃটিশ উৎপাদিত পন্যসামগ্রী বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়[১৭]।

অবরোধ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন পর্যায়

অবরোধ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে বৃটেন ও ফ্রান্স এভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হয়। কূটনীতি ও সামরিক পন্থার যৌথ সমন্বয়ে মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা জোরদারকল্পে নাপোলেওঁ বোনাপার্ত উত্তরোত্তর তাঁর সর্বশক্তি নিয়োজিত করে চলেন। তাঁর কর্তৃত্বাধীন কোন দেশ বা নিরপেক্ষ কোন দেশকে বৃটিশ পণ্যদ্রব্য আমদানী করতে না দিতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। বোনাপার্তের জন্য সমগ্র ব্যবস্থাটি ছিল অনেকটা জুয়া খেলার মতো। কেননা তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহাদেশীয় জনগণ অধিকতর সস্তা বৃটিশ উৎপাদিত দ্রব্যাদি আমদানী করা থেকে বিরত হতে চাইবে না কিংবা গ্রেট বৃটেনে তাদের নিজস্ব কৃষিপণ্য রফতানী করার ক্ষেত্রে কোনরূপ বাধাও মানতে চাইবে না। সহজ কথায়, মহাদেশীয় ব্যবস্থা কার্যকর করতে হলে বোনাপার্তের জন্য যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা' হলো সমগ্র মহাদেশের জনগণের আস্থা ও সহযোগিতা লাভ[১৮]।

পক্ষান্তরে, মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি দুটি মৌলিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রথমত, বৃটিশ সরকার সমুদ্র অবাধ বা উন্মুক্ত রাখতে চায় যাতে বৃটেনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রয়াসী যে-কোন দেশ তা' করতে পারে। দ্বিতীয়ত, কোন নিরপেক্ষ দেশ যদি মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থায় সম্মত হয়ে বৃটিশ জাহাজ বা দ্রব্যাদি বর্জন করে সেক্ষেত্রে বৃটেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হয়[১৯]। এভাবে বৃটেনের সব প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের গৃহীত অবরোধ ব্যবস্থা ব্যর্থ করে দেয়া যাতে বৃটিশ ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষুণ্ন না হয়, আর ব্যাহত করা যায় ফ্রান্স ও তার কর্তৃত্বাধীন দেশ-সমূহের সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য।

নাপোলেওঁ কর্তৃক প্রবর্তিত অবরোধ ব্যবস্থা ও বৃটেনের পাল্টা শাস্তি-মূলক পন্থার মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়: গ্রেট বৃটেনের পক্ষে তার বিধি-নির্দেশ কার্যকর করার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল, কিন্তু বোনাপার্তের তা' ছিল না। দু'পক্ষকেই কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়, যদিও এসব

www.pathagar.com

কতখানি যুক্তিসঙ্গত তা' বিবেচ্য। এ ধরনের পরিস্থিতি অভূতপূর্ব। দু'পক্ষের এ জাতীয় সংগ্রামকে অবাঞ্ছিত বা অশোভনীয় বলা চলে। তবে দু'দেশের লড়াইয়ে এমন কিছু অভিন্ন বা সাদৃশ্যমূলক উপাদান ছিল না যা' নিয়ে তারা পরস্পরের মুখোমুখি হতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয় যে, মহাদেশীয় ইউরোপে নাপোলেওঁ তাঁর প্রভুত্ব স্থাপন করেন; ইংল্যান্ডের কর্তৃত্ব ছিল সমুদ্রে। কেউ কাউকে আঘাত ও আক্রমণে জর্জরিত করতে পারবে না। অনেকে মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থাকে এই ব্যবস্থার চূড়ান্ত পরিণতির দিক বিবেচনা করে একে একটি মারাত্মক অস্ত্র হিসেবে দেখে থাকে, মনে করে একে একটা ঔদ্ধত্যজনিত অকারণ বা ভিত্তিহীন মাত্রাতিরিক্ত দাম্ভিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এ ছিল রাজনৈতিক জুয়ার শূন্যমানভিত্তিক পুরো হারজিত খেলায় একজন রাজনৈতিক জুয়াড়ীর শেষ চালবিশেষ[২০]।

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত এ সময়ে তাঁর সব উদ্ভাবনী দক্ষতা, সব কূটনৈতিক চাল এবং সমগ্র সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেন যাতে বৃটিশ পণ্যসামগ্রী বা বৃটিশ জাহাজে বহন করা যে কোন মাল বা দ্রব্য ফরাসী সাম্রাজ্য ও তার মিত্রদেশসমূহের সীমানায় অনুপ্রবেশ করতে না পারে। ১৮০৬—১৮১৪ এ দীর্ঘ কাল ব্যাপী নাপোলেওঁ এবং গ্রেট বৃটেনের মধ্যে যে সংগ্রাম চলে তা' ছিল অর্থনৈতিক সহিষ্ণুতার সংগ্রাম। ইউরোপ মহাদেশের প্রায় সব রাষ্ট্র বোনাপার্তের অবরোধ ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়। সবশেষে এর বিধান মানতে সম্মত হয় সুইডেন। শুধুমাত্র তুরস্ক, সিসিলি ও পর্তুগাল বোনাপার্তের অবরোধ ব্যবস্থার বাইরে থাকে[২১]।

কিন্তু তা' সত্ত্বেও মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কেউ পছন্দ করে নি। এমনকি কেউ এরূপ একটি ব্যবস্থাকে পছন্দ করার ভানও প্রদর্শন করে নি। নাপোলেওঁনের সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত তাবেদার রাষ্ট্রসমূহের সত্যিকার অর্থে কোনরূপ পছন্দ-অপছন্দের বালাই ছিল না। অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকর করতে তারা বাধ্য হয়। এ ব্যাপারে বোনাপার্ত নির্মমভাবে কঠোর ছিলেন। এক নির্দেশে তিনি লিখিত ভাবে জানান, 'ইউরোপে আমি আর কোন ইংরেজ রাষ্ট্রদূতকে সহ্য করবো না। যে-কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্র বৃটিশ দূত গ্রহণ করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে কুণ্ঠাবোধ করবো না···ইংরেজরা সমুদ্রে নিরপেক্ষতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, আমিও স্থলভাগে নিরপেক্ষদের সহ্য করবো না।'[২২]

এভাবে নাপোলেওঁ নেপল্‌স, হল্যান্ড, রাইন কনফেডারেশন, ইতালী, ওয়ারস'র ডাচীকে তাঁর মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থায় সম্মত হতে বাধ্য করেন। এই

www.pathagar.com

ব্যবস্থার অনুকূলে প্রচারণা চালাতে গিয়ে বোনাপার্ত যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, 'সমুদ্রে ইংল্যান্ডের স্বেচ্ছাচারিতা' ও বাণিজ্যিক আধিপত্য থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে হলে ইউরোপকে সাময়িক অভাব অনটনের দুর্ভোগ সইতে হবে[২৩]। জুন ১৮০৬-এ তাঁর ভাই লুই বোনাপার্ত হল্যান্ড এর রাজা নিযুক্ত হন। এর পর থেকে তিনি তাঁর প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে বেশ লাঞ্ছিত বোধ করছিলেন। কেননা তাঁর ওলন্দাজ প্রজাদের জীবিকা নির্বাহ ও তাদের উন্নতি-প্রবৃদ্ধি সার্বিক-ভাবে নির্ভর করে সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর। কিন্তু বোনাপার্ত তাঁর অবরোধ ব্যবস্থা থেকে কোনরূপ অব্যাহতি প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এসময় তিনি লিখেন, 'ইংল্যাণ্ডের ওপর যদি আঘাত হানতে হয়, বাধ্য করতে হয় তাকে শান্তি প্রয়াসী হতে, তাহলে এই হচ্ছে একমাত্র পথ। নিঃসন্দেহে এতে হল্যান্ড ও ফ্রান্সের ক্ষতি হবে, কিন্তু কিছু কাল ভোগান্তি হলেও এর সুফল হবে পরিশেষে একটি অনুকূল শান্তি-চুক্তি[২৪]। বোনাপার্তের গৃহীত পদ-ক্ষেপ সত্ত্বেও অবশ্য গ্রেট বৃটেন বা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করা থেকে হল্যাণ্ডকে বিরত করা সম্ভব হয় নি। নাপোলেওঁ স্বয়ং এ সম্পর্কে যথার্থ অবহিত ছিলেন। ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৮০৭-এ তিনি লুইকে লিখেন, 'আমি শুনতে পাচ্ছি যে, অবরোধ ডিক্রি জারী হবার পর থেকে হল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের মধ্যে যে হারে ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে পূর্বে কখনো নাকি তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক এর চাইতে বেশী সক্রিয় ছিল না।'[২৫]

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত অবশ্য চতুর্থ ইউরোপীয় শক্তিসংঘের সাথে সাফল্য-জনকভাবে যুদ্ধ পরিসমাপ্তি ঘটাবার পূর্বে বৃটিশদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিরুদ্ধে গৃহীত তাঁর বিভিন্ন নিয়ম-বিধি কার্যকর করায় প্রয়াসী হতে পারেন নি। টিলসিট চুক্তি তিনি সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করেন। ফলে এই চুক্তিতে মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কিত ধারনা সংযোজিত হয়। এই চুক্তির ধারা অনুযায়ী ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যখন রুশ মধ্যস্থতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তখন প্রুশিয়া ও রাশিয়া উভয়ে বৃটিশ ব্যবসা-বাণিজ্যের বিরুদ্ধে অবরোধ পন্থা অবলম্বন করে। বোনাপার্ত তাঁর 'মহা বাহিনীর বুলেটিন' ('Grand Army Bulletin') জুলাই ১৮০৭-এর সংখ্যায় সদর্পে উল্লেখ করেন যে, 'মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা সম্ভবত একটি নিছক ফাঁকা বুলির রূপপরিগ্রহ করবে না।'[২৬] বাস্তবে কিন্তু এটা 'কাগুজে অবরোধের' মতো মনে হয়। তিনি যদি ইউরোপে যথার্থ একটি অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল সৃষ্টি করতে চাইতেন হয়তো তাঁর পক্ষে অধিকতর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করা কঠিন হতো না। কিন্তু তাঁর নীতি ছিল,

www.pathagar.com

'ফ্রান্স সবার উর্ধ্বে', যা' তিনি স্বয়ং ইত্যালীতে তাঁর ভাইসরয় ইউজিনকে (Eugene) জানান[২৭]।

একদিকে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের অবরোধ ডিক্রি, অন্যদিকে বৃটিশ সংসদীয় নির্দেশ এবং উভয়পক্ষ কর্তৃক পরবর্তীতে নিজ নিজ কর্মপন্থার সপক্ষে গৃহীত পদক্ষেপ থেকে এটা ধরা দেবে যে, মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা ফ্রান্স কর্তৃক গ্রেট বৃটেনকে অবরুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বাস্তবে পরিচালিত হয় নি। কেননা ফরাসী নৌ বাহিনীর এরূপ ব্যবস্থা কার্যকর করার প্রকৃত সাধ্য ছিল না। গ্রেট বৃটেন ফরাসী সাম্রাজ্যকে অবরোধ করেছিল তাও বলা চলে না। কেননা বৃটিশ সরকার ইউরোপের সঙ্গে অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য লাইসেন্স প্রদান করে। কার্যত যা' দাঁড়ায় তা' হলো যেন ফরাসী সাম্রাজ্য নিজকেই অবরোধ করে। 'সমগ্র ব্যবস্থা শুধু বাস্তবে আত্মপ্রবঞ্চণামূলক রূপপরিগ্রহ করে নি, মনে হয় এর প্রকৃত উদ্দেশ্যও যেন ছিল আত্ম-প্রবঞ্চনামূহক।'[২৮]

বাধা-প্রতিবন্ধকতা

কিন্তু এরূপ পরিণতি কেন হলো? এর কারণ এক কথায়, বিচক্ষণহীনতা। বোনাপার্তের আদর্শও উদ্দেশ্য এবং তাঁর ক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব ছিল। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর পর এরূপ বহুমুখী বাধা-প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় যে, মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা সত্যই ফ্রান্সকে এর প্রথম দিকের বছরগুলোতে ১৮০৬-১৮১০ সন পর্যন্ত স্ব-অবরুদ্ধতার রূপদান করে। প্রধান প্রধান বাধা-বিপত্তি ছিল তিন ধরনের: প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দুর্বলতা, ব্যাপক হারে চোরা-কারবারী ও কালোবাজারীদের তৎপরতার দুষ্টপ্রভাব, মহাদেশের সঙ্গে ব্যবসার সুযোগ প্রদানকল্পে বৃটিশ লাইসেন্স প্রথার বহুল-ব্যবহার।

প্রথমে প্রশাসনিক দুর্বলতার প্রসঙ্গে আসা যাক। ইউরোপ মহাদেশকে ইংরেজ-দের জন্য সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করে দেয়ার নাপোলেওনের পরিকল্পনা এতো বিশাল প্রকৃতির যে এর কার্যকারিতা প্রধানত নির্ভর করে তাঁর মতো অনুপ্রাণিত নিষ্ঠাবান প্রশাসনিক কর্মকর্তার ওপর। কিন্তু তার পরিবর্তে মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে নিয়োজিত সমগ্র সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ নির্দেশ পালনে তাদের আন্তরিকতা ও যোগ্যতার অভাব প্রদর্শন করে। অসাধুতা ও দুর্নীতি, শৈথিল্যভাব, উদাসীনতা কিংবা সুপ্ত বিরোধিতা—এসবই ছিল ফরাসী সম্রাটের বেশীর ভাগ কর্মচারীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সামরিক বাহিনীর সদস্য, নৌবন্দরের কর্মচারী, শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তা, সীমান্ত পুলিশ এবং কিছু কিছু ব্যতিক্রম

www.pathagar.com

ছাড়া, প্রায় সব স্থানীয় প্রশাসকবর্গ এদের কারো ওপর আস্থা স্থাপন করা যেত না। যে অবৈধ বাণিজ্যিকে লেনদেন প্রতিরোধ করার জন্য তাদের নিযুক্ত করা হয় তারই উৎসাহ প্রদান তারা লাভজনক মনে করে[২৯]।

এরূপ বাণিজ্যিক বিনিময়ে চোরাই কারবারীদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। এ সময় চোরাচালানী প্রথা 'একটি সাধারণ, আধা-সম্মানজনক ব্যবসায়িক পদ্ধতিরূপে' স্বীকৃতি লাভ করে। চোরাচালানীদের ব্যবসায়িক যোগাযোগ চলে চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ, সার্ডিনিয়া, সিসিলি, মাল্টা, উত্তর-পশ্চিম জার্মানী ও হল্যান্ডে। উল্লেখ্য, হল্যান্ড-এর রাজা লুই নাপোলেওঁ ছিলেন বেশ অমায়িক, কিন্তু তিনি তাঁর ভাইয়ের অবরোধ পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। চোরাচালানীরা সংখ্যায় যে বেশী ছিল তা নয়, কিন্তু এরা ছিল অতি ধুরন্ধর। অনেক ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে এরা নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করতো। এসব পন্থার মধ্যে ছিল বালি ও কাঁচা চিনি মেশানো, মিথ্যা তথ্য প্রকাশ বা ঘোষণা প্রদান করা, বৃটিশ ঔপনিবেশিক দ্রব্যাদি নিজস্ব ঔপনিবেশিক এলাকার উৎপাদিতরূপে দেখানো, নকল শবানুগমন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন—যাতে শবের পরিবর্তে অবৈধমাল গাঁইট বা বস্তাবন্দী করে আনা হতো—এ জাতীয় বহুবিধ পন্থাসহকারে চোরাচালানী চলে[৩০]।

চোরাচালানীদের এসব অবৈধ উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে দুর্নীতি ও শুল্ক কর্মচারীদের প্রায় প্রকাশ্য যোগসাজসের ফলে অবরোধ ব্যবস্থা শূন্য অবস্থায় পৌঁছায়। এভাবে বৃটিশ পণ্যদ্রব্যাদি বিভিন্ন ফাঁকে-ফোকরে ইউরোপের অসংখ্য স্থানে পৌঁছে। হয়তো এসব পণ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে পৌঁছতে পারে নি, কিন্তু অন্তত যথেষ্ট পরিমাণ মালদ্রব্য পাচার হয় যার ফলে বৃটিশ ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যর্থ করে দেয়ার প্রচেষ্টা নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে নিরপেক্ষ দেশসমূহের জাহাজগুলো বৃটিশ নৌচালান আইনের ধারা শিথিল করার ফলে গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে ব্যবসায় উৎসাহিত হয়[৩১]।

চূড়ান্ত পরিণতি ও ব্যর্থতা

সত্যি কথা হলো এই যে, মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা ছিল প্রথম থেকেই ব্যর্থ হতে বাধ্য। ইংল্যান্ডকে এর মাধ্যমে অনশনে মারার সুযোগ কখনো ছিল না। কেননা সেই দেশ সর্বদা তার নিজস্ব উপনিবেশ ও ফরাসীদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া উপনিবেশসমূহ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রয়োজনীয় মালসামগ্রী আমদানী করতে সমর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ কখনো অবরুদ্ধ হয় নি। এ প্রসঙ্গে লর্ড

www.pathagar.com

ইর্সকিন-এর (Lord Erskine) মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। লর্ডদের সভায় (House of Lords) তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন: 'আমাদের দেশকে অবরোধ করতে গিয়ে বোনাপার্ত একইভাবে চাঁদকে অবরোধ করার ভান করলেও পারতেন।'[৩২]

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করার একমাত্র সুযোগ ছিল ইউরোপের সমগ্র উপকূলে দখল বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু শুধুমাত্র ইতালীয় উপকূলে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের যথার্থ কর্তৃত্ব ছিল। ১৮০৮ সনে পোপের প্রশাসিত রাষ্ট্রগুলো তিনি দখল করেন। ১৮০৯ সনে তিনি ইস্ত্রিয়া (Istria) অধিকার করেন। এর পর ইতালীতে তিনি তাঁর অবরোধ ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পূর্ণ করেন। স্পেন ও পর্তুগালে তিনি এটা এমন কি সাধারণভাবেও কার্যকর করতে পারেন নি। ফ্রান্সের 'আদি' সীমানায় বোনাপার্তের প্রত্যক্ষ তদারকীর অধীনে সম্ভবত ফরাসী কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ পর্যাপ্ত ছিল যার ফলে সেই দেশে অবরোধ ব্যবস্থা বলবৎ হয়, কিন্তু বেলজিয়াম উপকূলে ফরাসী নিয়ন্ত্রণ ছিল সামান্য এবং হল্যান্ডে কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ ছিল না বললেই চলে। উল্লেখ্য, হল্যাণ্ডে এই ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হবার ফলে তাঁর ভাই রাজা লুইকে তাঁর সিংহাসন হারাতে হয় এবং ১৮১০ সনে হল্যান্ড সরাসরি ফরাসী সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে। জার্মান উপকূলে অবরোধ ব্যবস্থা অব্যাহতভাবে এড়িয়ে চলা হয়। বোনাপার্ত এ বিষয় অবহিত ছিলেন। এ অবস্থা বন্ধ করার জন্য ১৯১১ সনের মধ্যে তিনি ওয়েস্টফালিয়া রাজ্যের অংশবিশেষ ফরাসী সাম্রাজ্যের অধিকারে আনেন। এভাবে মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার ফলে ফ্রান্স তার পুরানো প্রাকৃতিক সীমানার বাইরে উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হতে থাকে। ১৮১১ সনের মধ্যে ফ্রান্সের এ জাতীয় সম্প্রসারণমূলক ধারাকে সম্ভবত বোনাপার্ত সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতনের জন্য দায়ী করা চলে।

প্রকৃতপক্ষে, মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার মতো একটি জুয়াড়ী ব্যাপার আরম্ভ করার কারণে বোনাপার্তকে খুব বেশী মূল্য দিতে হয়। তিনি এটাকে নিছক আর্থনীতিক যুদ্ধ বিগ্রহ হিসেবে দেখেছিলেন বললে ভুল করা হবে, তিনি একে দেখেছিলেন ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্সে ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের মোড় মৌলিক-ভাবে পরিবর্তনের একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বা অক্ষবৎ আবর্ত হিসেবে। ধরে নেয়া যাক যে, বোনাপার্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য সাফল্যের সঙ্গে বর্জন করতে পেরেছিলেন, যদিও প্রকৃত অর্থে তা কখনো সম্ভব হয় নি। কিন্তু তার চাইতেও মৌলিক কথা হলো : এর ফলে ফ্রান্স ও তার মিত্রদের অনেকাংশে দুঃখ-দুর্দশায় পড়তে হয়। কিছুকিছু ফরাসী ঔষধ তৈরীকারক হয়তো কোন ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

বিকল্প ঔষধ আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এও সম্ভব যে অবরোধ ব্যবস্থার ফলে কতিপয় ব্যবসা বা শিল্প সত্যিকারভাবে সংরক্ষণের সুযোগ নিয়ে কৃত্রিম উন্নতি এবং সমৃদ্ধিও লাভ করে। কিন্তু এ জাতীয় লাভ সম্ভব হয় শুধুমাত্র সাধারণ ক্রেতাদের স্বার্থের বিনিময়ে। কেননা, তাদের চড়া দাম দিতে হয় সামান্য পরিমাণে সরবরাহকৃত জিনিসপত্রের জন্যে।

প্রসঙ্গটি সম্ভবত আরো কিছুটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। বোনাপার্তের আর্থনীতিক সাম্রাজ্যবাদপ্রসূত নীতির ফলে কতিপয় ফরাসী শিল্প, বিশেষ করে সিল্ক, তুলা ও উলের উৎপাদিত দ্রব্যাদি সাময়িকভাবে লাভবান হয়। এ জাতীয় লাভ মূলত যদিও করা হয় প্রতিযোগী বৃটিশ উৎপাদকদের বঞ্চিত করে তা' সত্ত্বেও একমাত্র তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি, ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফ্রান্সে অধীনস্থ মিত্রদেশগুলোও। ইতালীতে উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে বিষয়টি স্পষ্টরূপে ধরা দেবে। সেই দেশে অবরোধ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ফরাসীদের জন্য প্রায় একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি হয় এবং ফরাসী বাণিজ্য রফতানী ইতালীতে চারগুণ বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থাকে নিয়ে বোনাপার্ত একবার বলেছিলেন যে, বাণিজ্যকে কি করে 'রেজিমেন্টের মতো কৌশলী অভিযানে' ব্যবহার করা যায় তা' তিনি দেখাবেন[৩৩]। কিন্তু তাঁর সেই বিশাল প্রচেষ্টার সুফল ছিল নিম্নরূপ।

ফরাসী অর্থনীতির ওপর দুর্যোগমুখী চাপ সৃষ্টি

অবরোধ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম দিকে ফরাসী শিল্প যেহেতু বৃটিশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মুক্ত হয়ে ইউরোপীয় বাজার দখল করার সুযোগ পায় সেহেতু এ ব্যবস্থা প্রসূত পদক্ষেপসমূহ ফরাসী শিল্পপতিরা স্বাগত জানায়। কিন্তু ১৮১০ সনের প্রথমাবধি ফরাসী অর্থনীতির দারুণ চাপের সম্মুখীন হয়। ফরাসী শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব দেখা দেয় এবং ব্যাপকতর যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে মহাদেশে ক্রয়-ক্ষমতাও হ্রাস পায়। কেননা, ফ্রান্স প্রাক্তন শত্রু-রাষ্ট্র ও অধীন রাষ্ট্রগুলো থেকে যুদ্ধের দায় মেটাবার উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষতিপূরণ বা চাঁদা দাবি করে। নতুন ফরাসী অর্থনীতির ফলে উপনিবেশসমূহ থেকে আসা দ্রব্যাদির মূল্য এত ব্যাপক-হারে বেড়ে চলে যে, ভয়ানক ফটকা বাজার সৃষ্টি হয়, আর এ অবস্থায় পারীর অনেক ব্যবসায়ী তাদের সম্পূর্ণ ব্যবসা হারাতে বসে। বোনাপার্তের মহাদেশীয় মিত্রদের ওপর তাঁর নতুন অর্থনীতির দুষ্ট প্রভাব ছিল আরো মারাত্মক। ফলে যে সব পণ্যদ্রব্য বিশেষত তাদের জন্য উৎপাদিত হয় সে সব যেন তাদের বাজারে না

www.pathagar.com

আসতে পারে তাঁর অবরোধ ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা করে। স্পেনীয় বাজার হারাবার ফলে ফ্রান্সে অনেককে আর্থিকভাবে দেউলে হতে হয়। ফ্রান্সের বহির্বাণিজ্যে দুর্ভোগ চলছিল সেই ১৭৯৩ সন থেকে, কিন্তু এ পর্যায়ে ঐ বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে হয়। ফ্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ১৮০৬ সনে ৯৩৩ মিলিয়ন ফ্রাঁ'তে উন্নীত হয়; কিন্তু ১৮১৩ সনের দিকে এতে ঘাটতি হয়ে ৬০৫ মিলিয়ন ফ্রাঁ'তে নেমে আসে।

ফ্রান্সের অর্থনৈতিক দুর্যোগ শুধু বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় নি। এ সময়ে ফ্রান্সে নতুন কৃষিকার্য ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটে। বিশেষভাবে আরো উল্লেখ্য, নতুন শিল্পখাতের কৃত্রিম উন্নয়ন সত্ত্বেও সার্বিকভাবে শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয়। ব্যাংকগুলো তাদের কর্জ প্রথা সীমিত করে এবং ব্যাংকের লেনদেন ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। বাংক দ্য ফ্রাঁন্সের (Banque de France) বাটা'র পরিমাণ ১৮১০ সনেও ছিল ৭১৫ মিলিয়ন ফ্রাঁ, কিন্তু ১৮১১ সনে তা' ৩১৯ মিমিয়ন ফ্রাঁ'তে নেমে আসে। বাজার যখর অধোগতির দিকে দ্রব্যমূল্যও যখন বেড়ে চলে, ব্যাংকের ঋণ ও কর্জের সমর্থন ছাড়া উৎপাদকদের পক্ষে তখন দায়ের বোঝা নিয়ে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

এছাড়াও ছিল ফ্রান্সে ফসলের অনিশ্চয়তা। ১৮১০ ও ১৮১১ সনে উপর্যুপরি অপর্যাপ্ত ফসল ফলায় সমস্যা আরো ঘনীভূত হয়। একদিকে দেখা দেয় খাদ্য ঘাটতি, অন্যদিকে সম্প্রসারিত রণপ্রান্তরে সৈন্য বাহিনীর ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে শিল্প ও আর্থিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত সংকট জটিলতররূপে ধারণ করে। দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি, বেকারত্ব এবং সাধারণ আর্থিক পঙ্গুত্ব অব্যাহত থাকে বোনাপার্ত সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত বিপর্যয় অবধি। নাপোলেওঁ সচেষ্ট হন উৎপাদকদের জন্য ধারকর্জের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু তাঁর এসব প্রচেষ্টা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিরর্থক প্রমাণিত হয়। মার্সাই ও বোর্দো'র (Marsacilles aod Bordeaux) মতো বন্দরগুলোতে বিক্ষুব্ধ অসন্তোষ, এমন কি সুপ্ত সনাতনপন্থী রাজতন্ত্রী ভাবধারা বিরাজ করে। পরিহাসের বিষয় হলো এই যে, ফ্রান্সের শিল্পখাতের উন্নয়নে বোনাপার্তের গভীর আগ্রহ ছিল এবং এ কারণে তিনি উৎপাদকদের ব্যাপকহারে সাহায্য প্রদানেও অগ্রণী হন, কিন্তু তা' সত্ত্বেও ১৮১০-১৮১২ সনের অর্থনৈতিক নিপীড়নের জন্য তাঁর গৃহীত নীতিকে দোষারোপ করা হয়। কনস্যুলেট সরকার আমলে নাপোলেওঁ কুজোয়া শ্রেণী থেকে যে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করেন ১৮১০-১৮১২ সনের সংকটের ফলে নিশ্চিতভাবে তাঁকে তা' হারাতে হয়।

www.pathagar.com

পোপ ও মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা

বোনাপার্তের আর্থনীতিক ব্যবস্থা ফ্রান্সের মিত্র ও কর্তৃত্বাধীন দেশসমূহে যে দুর্ভোগ ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট করে তার ফলে নাপলেওনের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিকদের বিরোধিতা তীব্ররূপ ধারণ করেন। ১৮০৬ সনে ফরাসী সরকার দাবি করে যে, পোপের নিয়ন্ত্রণাধীন বন্দরগুলো বৃটিশ জাহাজের জন্য বন্ধ করে দিতে হবে। পোপ অনুকূল সাড়া দেন নি। বরং তিনি তাঁর নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেন। নাপোলেওঁ জেদ ধরেন। পোপকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'নিঃসন্দেহে আপনি পূত চরিত্র, রোমে সার্বভৌম, কিন্তু আমি হচ্ছি সম্রাট এবং আমার শত্রু হবে আপনারও শত্রু।'[৩৪] পোপ সপ্তম পায়াস (Pius VII) যথার্থ আশংকা করেন যে, বোনাপার্ত তাঁর রাজ্যগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে দখল করতে পারেন। তাই তিনি ফরাসী সম্রাটের বিরুদ্ধে বহিষ্কার পরওয়ানা (Bull of Excommunication) তৈরী করেন। বোনাপার্ত এ খবর পেয়ে পোপকে গ্রেফতার করে বন্দীদশায় রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। ফরাসী বাহিনী পোপের রাষ্ট্রগুলো অধিকার করে এবং এগুলো ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পোপের বিরুদ্ধে এ জাতীয় বিধি-নিয়ম বিবর্জিত ত্বরিৎপন্থা অবলম্বন করে নাপোলেওঁ ইউরোপের ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিকদের শাশ্বত বিরোধিতা সঞ্চার করেন। ফ্রান্সে যাজকদের এই প্রাতিষ্ঠানিক শূন্যতা এরূপ এক নিদারুণ বিহ্বলকর পরিস্থিতি উদ্ভব করে যা' বোনাপার্ত ঐ সময় অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। ঐ সময় অস্ত্র তাঁর অনুকূলে থাকলেও আধ্যাত্মিকভাবে ইউরোপ চলে তাঁর প্রতিকূলে[৩৫]। দশ বছর পূর্বে বোনাপার্ত লিখেছিলেন যে, '[ফ্রান্সে] রোমের প্রভাব অসামান্য। এই শক্তির [পোপের] সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা দিরেক্তোয়ার সরকারের ভুল হয়েছে।'[৩৬] পূর্বে ব্যক্ত এরূপ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বক্তব্যে তাঁর বিজ্ঞতার পরিচয় মেলে, পরবর্তীতে এর থেকে সরে আসাটা-ই ছিল বোকামী।

পর্তুগাল ও স্পেন

পর্তুগালের সাথেও সংকট দেখা দেয়। টিলসিট চুক্তি সম্পাদনের পর বোনাপার্ত আনুষ্ঠানিকভাবে পর্তুগালকে অবরোধ ব্যবস্থায় সম্মত হবার আহ্বান জানান, কিন্তু পর্তুগাল এতে সম্মত হয় নি। এই অস্বীকৃতিতে নাপোলেওঁ রুষ্ট হন। সম্ভবত ইংল্যান্ডের সঙ্গে পর্তুগালের ব্যবসা-বাণিজ্যে তিনি ঈর্ষান্বিত হন। শীঘ্রই তিনি পর্তুগাল অভিযানে যাত্রা করেন এবং পর্তুগীজ রাজা ও রাণীকে ব্রাজিলে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন।

www.pathagar.com

পর্তুগালের দিকে অভিযানের উদ্দেশ্যে যাবারকালে বোনাপার্তকে স্পেনের অভ্যন্তরে দিয়ে যেতে হয়। এখানে তিনি এক বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখতে পান এবং এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি সেই দেশের রাজা ও আশু উত্তরাধিকারীকে সিংহাসন লাভের আশা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেন এবং তাঁর ভাই জোসেফ স্পেনের রাজা নিযুক্ত হন। স্পেনের রাজা পরাজিত হন বটে, কিন্তু সেই দেশের জনগণ হার মানে নি। এ পর্যন্ত নাপোলেওঁ যুদ্ধরত ছিলেন প্রধানত সরকারের বিরুদ্ধে। একের পর এক সরকারের পতন ঘটে তাঁর বাহিনীর অগ্রাভিযানের মুখে। এর পর থেকে তাঁকে জনগণের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে রত হতে হয়। এভাবে তিনি জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রবল প্রতাপের সম্মুখীন হন, যদিও তা' তিনি চান নি বা তা' ছিল তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা বিরোধী। উল্লেখ্য বিপ্লবী নীতিমালা সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর আবেদন-নিবেদন এসব ইউরোপের রক্ষণশীল জনগণের হৃদয়ের তেমন কোন স্পন্দন জাগায় নি। বিশেষত পোপের প্রতি তাঁর আচরণে তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল। এ সব জনগণ এখন বৃটিশদের সাহায্য নিয়ে বোনাপার্তের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। জোসেফকে তারা বিতাড়িত করে, কিন্তু নাপোলেওঁ পুন তাঁকে স্পেনীয় সিংহাসন ফিরিয়ে দেন।

স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে বেশীদিন যুদ্ধ চালানো বোনাপার্তের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কেননা শীঘ্রই তিনি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্বে বিজড়িত হন। বোনাপার্তের আধিপত্যকে তারা দেখে বিদেশী আধিপত্য হিসেবে এবং ফলে তাদের জাতীয়তাবাদী আদর্শ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অসীম বীরত্ব ও তীব্র সাহসিকতা সহকারে এসব জনগণ বোনাপার্তের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকে। এ কারণে এরূপ বক্তব্য প্রায়শ উপস্থাপন করা হয়ে থাকে যে, 'স্পেনীয় ক্ষত' ('ulcer') বোনাপার্তের সর্বনাশা পরিণতি ডেকে আনে[৩৭]। মধ্য ইউরোপেরও বোনাপার্ত একই ধরনের ভ্রান্তিমূলক নীতি গ্রহণ করেন। সেজন্য এ অঞ্চলে বোনাপার্তের নীতি প্রসঙ্গে বলা হয় যে, 'মধ্য ইউরোপে নাপেলেওঁ সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার কখনো যদি কোন সম্ভাবনা থাকে, 'মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার' ফলে তা' বিনষ্ট হয়[৩৮]।

অস্ট্রীয় বিরোধিতা

অস্ট্রীয়রা স্পেনীয়দের সাহসিকতা ও বীরত্বে উৎসাহিত হয়। মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা পালন করতে গিয়ে এর কঠোরতার তাড়নায় তারা ফ্রান্সের প্রতি আনুগত্য বর্জন করতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা এ পর্যায়ে নিরর্থক হয়। কেননা নাপোলেওঁ সহজে তাদের পরাজিত করেন। এ পরাজয়

www.pathagar.com

সত্ত্বেও এটা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, নাপেলেওনের আর্থনীতিক যুদ্ধ-বিগ্রহের চাপে নিষ্পিষ্ট হয়ে স্পেন, পর্তুগাল ও অস্ট্রিয়ার জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

জারের সঙ্গে মৈত্রীতে ভাঙন

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জনগণ যখন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে স্বাভাবিকভাবেই তখন প্রশ্ন দেখা দেয় যে, বোনাপার্ত আর কতকাল অস্ত্রের সাহায্যে তাঁর অবরোধ ব্যবস্থা বহাল রাখতে সক্ষম হবেন? এরূপ অবস্থার আলোকে মনে হয় যেন ইউরোপে তাঁর দুর্জয় অগ্রযাত্রার পালা পরিবর্তন হতে বাধ্য। সম্ভবত রুশ অভিযান তাঁর দুর্ভাগ্য ও দুঃখ-দুর্দশায় আধার হিসেবে প্রতীক্ষা করছিল। দক্ষিণ বাল্টিক সাগরে যুদ্ধ-নিরপেক্ষ ব্যবসায়ী ও চোরা বাজারীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করার উদ্দেশ্যে জারের ওপর তিনি চাপ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হন। ফলে বোনাপার্ত ও তাঁর নামেমাত্র বন্ধু জারের মধ্যে শুধু উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ১৮১০ সনের শেষ দিনে জার বোনাপার্তের অবরোধ ব্যবস্থা পরিশেষে অবজ্ঞা করেন। ঐদিন জার ঔপনিবেশিক পন্যদ্রব্য রাশিয়ায় আমদানী করার অনুমতি প্রদান করেন। এ ভাবে পরবর্তী বছরগুলোতে সামরিক ঘটনাপ্রবাহ বোনাপার্তের বিপক্ষে মোড় নেয়। মহাদেশীয় ব্যবস্থাকে ঘিরে বোনাপার্তের প্রকাণ্ড পরিকল্পনার চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটে[৩৯]।

ইংল্যাণ্ডের ওপর প্রভাব

পূর্বেই উল্লেখ করা হয় যে, বোনাপার্ত তাঁর মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে কখনো গ্রেট বৃটেনকে অনশন বা অভাবের সংকটে ফেলে আত্মসমর্পণ করাতে পারতেন কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এই ব্যবস্থা বৃটেনে সাময়িক দুঃখ-দুর্দশা সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু কোন স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে নি। নিঃসন্দেহে কিছুকাল গ্রেট বৃটেন বেশ কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। সেই দেশে অনেক বেকারত্ব দেখা দেয়, দেউলিয়াও হয় অনেক এবং ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের অনেক দুর্ভোগ হয়। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের ধন-সম্পদের ভিত, ভেঙে দিয়ে সেই দেশের রফতানী বাণিজ্য ধ্বংস করা এবং পরোক্ষভাবে বৃটেনের সার্বিক বিপর্যয় ঘটাবার ফরাসী পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। বৃটিশ রফতানী দ্রব্য কোন বছর ইউরোপে অনুপ্রবেশ করতে ব্যর্থ হয় নি।

উপরন্তু, ইউরোপীয় বাজার যদিও বৃটেনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ইউরোপ ছাড়া বাদবাকী বিশ্ব বৃটিশদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। বরং ইউরোপে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবার ফলে তারা নতুন বাজারের সন্ধান পায়। বিশেষ করে

www.pathagar.com

ইউরোপে হারানো বাজারের পরিবর্তে বৃটেন দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নতুন রফতানী বাজারের সুযোগ লাভ করে। অবশ্য, অবরোধ ব্যবস্থা পণ্য সামগ্রীর দাম বাড়াবার জন্য যথেষ্ট কঠোর ছিল। এর ফলে সত্যিকার অর্থে প্রায় প্রতিটি ইউরোপীয় দেশে অসন্তোষ দেখা দেয়।

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার ফলে বৃটিশ শিল্পখাতের উন্নতির ত্বরান্বিত ধারা ব্যাহত হয় নি। শিল্প বিপ্লবের কালে প্রবর্তিত নতুন যন্ত্র, নতুন শিল্প পদ্ধতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডকে ব্যাপক সুযোগ প্রদান করে। বৃটিশদের ঐতিহ্যগত ব্যাংকিং লেনদেন ব্যবস্থার সাধারণ ধারা ক্ষুণ্ণ হয় নি বললেই চলে এবং মহাদেশে তাদের মিত্রদেশসমূহকে তাদের দেয়া সাহায্য-সরবরাহও অব্যাহত থাকে। ১৮১০-১৮১২ সনের দিকে বৃটিশ শ্রমিক শ্রেণী যথেষ্ট দুঃখ ও দুর্দশার সম্মুখীন হয় বটে, কিন্তু তবু জনমত বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয় নি। ইংল্যান্ড আদৌ কষ্টে ভোগে নি—এরূপ বলা সম্ভবত ঠিক হবে না, কিন্তু বৃটিশ জনগণের ভোগান্তি তাদের মনকে দুর্বল করে নি। বরং তারা কঠোরতর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে আরো সংকল্পবদ্ধ হয়[৪০]।

ইংল্যান্ড ফ্রান্সের মধ্যে মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সহিষ্ণুতার যে প্রতিযোগিতা চলে তাতে ইংল্যান্ডের আরো কিছু প্রাসঙ্গিক লাভও হয়। তার পরাক্রমশালী শত্রুর প্রচেষ্টায় অচলাবস্থা সৃষ্টি করার মানসে বৃটেন তার ঔপনিবেশিক বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখে যাতে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এতে করে গ্রেট বৃটেন শক্তিসাম্য রক্ষা করে চলবে, যে সাম্য মহাদেশীয় ইউরোপে নাপোলেওঁ ব্যাহত করার প্রচেষ্টায় সক্রিয় ছিলেন। ইংল্যান্ডের ভাগ্য যেন এরূপ সুপ্রসন্ন ছিল যে, বৃটিশ নাবিক ও বসতি স্থাপকদের বিজয় বোনাপার্তের বাহিনীর বিজয় অভিযান থেকে অধিকতর স্থায়ী প্রভাব রাখে। এভাবে ভিস্টুলা ও এব্রো-এর (Vistula and Ebro) অন্যপ্রান্তে ফরাসীদের বিজয় পরে ফাঁকা বিজয়রূপে প্রমাণিত হয়, অথচ বৃটিশ নৌ বাহিনী শুধু ফরাসী ও ওলন্দাজ উপনিবেশসমূহ অধিকার করে নি, বৃটিশ বসতি স্থাপক নাগরিকেরা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে স্বদেশের জন্য অধিকতর স্থায়ী সুযোগ-সুবিধাও সৃষ্টি করে[৪১]।

সমুদ্রভাগে অনেকটা একচেটিয়া কর্তৃত্বের সুযোগ নিয়ে গ্রেট বৃটেন নিরপেক্ষ দেশসমূহের ব্যবসা-বাণিজ্যও ক্ষুণ্ণ করে। ১৮০৭ সনে একটি বৃটিশ নৌ অভিযান বাহিনী কোপেনহেগেনের ওপর বোমা বর্ষণ করে। কেননা, ডেনমার্ক রাজনীতি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজ স্বাধীনতা বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। বৃটিশরা দিনেমার নৌবাহিনীর অবশিষ্ট জাহাজ এবং নৌযানও দখল করে। ঐ সময় থেকে

www.pathagar.com

১৮১৪ সন অবধি ডেনমার্ক নাপোলেওনের মিত্ররূপে পরিগণিত ছিল। মার্কিন ব্যবসায়ীরাও মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার সুযোগে নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থের অনুকূলে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নীতি গ্রহণ করে এবং ইউরোপীয় বাজারের বিরাট অংশ লাভ করে। বৃটিশ সরকার আমেরিকানদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে সংসদীয় নির্দেশ প্রয়োগ করে। এর ফলে দু' দেশের মধ্যে যথেষ্ট তিক্ত অনুভূতির সঞ্চার হয়। পরে এ বিষয়কে কেন্দ্র করে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ১৮১২ সনে যুদ্ধ বাধে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও সার্বিকভাবে বলা চলে যে, নাপোলেওঁ বোনাপার্তের তুলনায় নিরপেক্ষ দেশসমূহের সঙ্গে গ্রেট বৃটেনের কম সমস্যা দেখা দেয়। অবরোধ ব্যবস্থা ইউরোপের জনগণের ওপর যে দুঃখ-দুর্দশার বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং এর ফলশ্রুতিতে বোনাপার্তের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহজনিত তৎপরতা দেখা দেয়, সেই তুলনায় ইংল্যান্ডের তৎকালীন দুর্যোগ ছিল নিতান্ত সামান্য। তদুপরি, বৃটিশ জাতি সার্বিকভাবে দেশাত্মবোধক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের সরকারের প্রতি অব্যাহত সমর্থন যুগিয়ে চলে [৪২]।

টীকা :

১. Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২০
২. R. B. Mowat, **the Diplomacy of Napoleon**, পৃঃ ১৯৯
৩. Rose, প্রাগুক্ত, Vol. II, পৃঃ ১০৩-১০৪
৪. Holland Rose in **Cambridge Modern History**, Vol. IX, পৃঃ ৩৬৩
৫. Letter of Napoleon, Aug. 18, 1806, উল্লেখিত, Rose, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩
৬. Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২০
৭. ঐ
৮. Mowat, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৯
৯. Hayes, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫১
১০. ঐ
১১. উল্লেখিত, Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২২
১২. ঐ পৃঃ ৪২২-৪২৩
১৩. উল্লেখিত, Rose, প্রাগুক্ত, Vol. II, পৃঃ ১০৬
১৪. ঐ

www.pathagar.com

১৫. Mowat, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০০
১৬. Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২৪
১৭. Hayes., প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৫২; Rose. প্রাগুক্ত, Val. II পৃ: ১০৫
১৮. Hayes, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৫২
১৯. Mowat, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৩
২০. Marriott, প্রাগুক্ত পৃ: ৭৫-৭৬
২১. Mowat, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৪
২২. উল্লেখিত, Marriott, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৩
২৩. Felix Markham in **New Cambridge History**, Vol. IX, পৃ: ৩৩০
২৪. উল্লেখিত, Mowat, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৪
২৫. উল্লেখিত ; ঐ
২৬. উল্লেখিত, Felix Markham in New Cambridge **Modern History**, vol. IX, পৃ: ৩২৭
২৭. ঐ, পৃ: ৩৩০
২৮. E. E. Heckscher উদ্ধৃত, Mowat, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৪
২৯. Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪৩
৩০. ঐ
৩১. Mowat, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৪-২০৫
৩২. উদ্ধৃত, ঐ, পৃ: ২০৫
৩৩. Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪৭-৪৪৮
৩৪. উল্লেখিত, Ketelbey, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২১
৩৫. McMonners, পৃ: ২৭৩
৩৬. উল্লেখিত, Ketelbey প্রাগুক্ত, পৃ: ১২১
৩৭. David Gates, **The Spanish Ulcer, A History of the Peninsular war** (London : George Allen and Unwin, 1986)
৩৮. Grant and Temperley, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৮
৩৯. Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫০
৪০. ঐ, পৃ: ৪৪৮
৪১. Rose, প্রাগুক্ত, vol. II, পৃ: ১০৬-১০৭
৪২. Hayes, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৫৩

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া

ক. স্পেনীয় বিদ্রোহ ও পেনিনসুলার যুদ্ধ

স্পেনে 'শত্রুভাবাপন্ন' রাজবংশ

১৮০৮ সনে স্পেন ফ্রান্সের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এর পূর্বের দশকেও দু'দেশের সম্পর্কে কোনরূপ গভীর আন্তরিকতা বা সৌহার্দবোধ ছিল বলে মনে হয় না। বরং ঐ সময়কার স্পেনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিতান্ত অজ্ঞতা-ভিত্তিক, নিছক সম্ভ্রম চেতনা বিবর্জিত। ফলে স্পেনের মতো একটি গর্বিত ও স্বাধীনচেতা জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়। ঐ সময়ে স্পেনের রাজা ছিলেন চতুর্থ চার্লস। তিনি ছিলেন অনেকটা মতিভ্রমগ্রস্ত, ব্যক্তিত্বশূন্য ও কর্মশক্তিহীন। সহজে তিনি রাণীর চক্রান্তের শিকার হতেন। সর্বোপরি, গোডয় (Godoy) নামে রাজার শক্তিধর এক মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন বেশ সুন্দর ও সুপুরুষ। রাজকীয় ভাষণ ও কূটকৌশলে তিনি ছিলেন যথার্থ পারদর্শী। তাঁর এসব গুণাগুণে রানীর সঙ্গে তাঁর অভাবিত চারিত্রিক সাদৃশ্যের সমাবেশ ঘটে এবং দুজনে ছিলেন অবৈধ প্রণয়ের বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁদের চক্রান্তে ফ্রান্সের সঙ্গে ১৭৯৫ সনে স্পেনের স্বাক্ষরিত তথাকথিত বা'ল শান্তি চুক্তিতে (Peace of Basel) গোডয় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন বলে তাঁকে 'শান্তির রাজপুত্র' রূপে অভিহিত করা হয়[১]।

উল্লেখ্য, গোডয়ের প্রভাবেই রাজা চতুর্থ চার্লস পারী থেকে প্রেরিত অবরোধ ডিক্রিসমূহ তালিকাভুক্ত করেন। এসবের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিবাদও তিনি করেন নি। ফ্রান্সের চাপের মুখে পড়ে তাঁকে বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়, স্বাক্ষর করতে হয় শান্তি চুক্তি, আবারো ফ্রান্সের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের কারণে তাঁকে এ সব করতে হয় এবং প্রায় সব ক্ষেত্রে এসব যায় তাঁর ও তাঁর দেশের বিপক্ষে। বোনাপার্তের যুদ্ধের সমর্থনে তিনি সৈন্য-সামন্ত ও অর্থ-সমর্থ সবই পাঠান। এমনকি বোনাপার্তের স্বার্থে তিনি স্পেনীয় উপনিবেশগুলোও হারান, স্পেনীয় নৌজাহাজগুলো অর্পণ করেন বোনাপার্তের নৌবহরের কর্তৃত্বের ওপর। তবু নাপোলেওঁ তুষ্ট হন নি। ১৮০৬ সনে প্রুশীয় অভিযানের প্রথম দিকে গোডয় সম্ভবত ব্যক্তিগতভাবে বিরক্ত ও উত্যক্ত হয়ে

www.pathagar.com

স্পেনীয় বাহিনী সমাবেশ করার নির্দেশ প্রদান করেন, কিন্তু প্রুশীয় বাহিনী ইয়েলায় পরাজিত হবার পর তিনি এই নির্দেশ বাতিল করেন।

বোনাপার্ত কিন্তু একে চাল হিসেবে দেখেন। তিনি এ কাজকে মনে করেন মূলত একটি 'শত্রুভাবাপন্ন রাজবংশের' আচরণ, যে রাজবংশ পরে তাঁর প্রতি হুমকি হিসেবে দাঁড়াতে পারে। তাই তিনি স্পেনের সিংহাসনে আসীন বুরবোঁ পরিবারের আরেক শাখাকে উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হন। উল্লেখ্য, এই রাজ পরিবারের অন্যান্য শাখা ছিল খোদ ফ্রান্সে, যাদের ফরাসী বিপ্লবের পর পর উৎখাত করা হয়, ছিল নেপলস ও পারমায়। তারাও সিংহাসন-চ্যুত হয়। তাঁর মতে, এই রাজ-পরিবার এত দুর্নীতিবাজ ও দুর্বল যে কোনরূপ নীতিগত বা রাজনৈতিক প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না[২]।

উপরন্তু, বোনাপার্তের ধারণা ছিল যে, স্পেন ইতালীর চাইতে অধিকতর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে না। যে রাজতন্ত্র তার দায়িত্ব পালনে সর্ব-দিক থেকে ব্যর্থ বলে প্রমাণিত তার সমর্থনে জাতীয়তাবাদী চেতনা উদ্বুদ্ধ হবে কেন? বোনাপার্ত সম্ভবত ভেবেছিলেন যে, স্পেনের সুপ্ত জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগরুক করে তিনি এটাকে স্বীয় স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করতে পারবেন। তাই তিনি বলেন, 'আমার পতাকাতলে আমি স্বাধীনতা, কুসংস্কার থেকে মুক্তি, অভিজাততন্ত্রের উৎখাত – এরূপ শব্দের সমারোহ ঘটাবো যার ফলে আমি [স্পেনেও] ইতালীর মতো সম্বর্ধিত হবো, আর জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ [স্পেনের] সব শ্রেণী দাঁড়াবে আমার পাশে। একদা যে জনগণ মহত্ত্বের মহিমায় গৌরবান্বিত ছিল তাদের আমি আলস্যের আবেশ থেকে উদ্ধার করবো। আমি নিশ্চিত এই জনগণ আমাকে মুক্তিদাতা হিসেবে অভিনন্দন জানাবে।'[৩] বোনাপার্ত প্রকৃতই এরূপ বিশ্বাস করতেন। তাঁর এ ধরনের বিশ্বাসের পেছনে যথেষ্ট যৌক্তিকতা ছিল। স্পেনীয় সরকারকে হেয় করে দেখার মতো তাঁর সঙ্গত হেতু ছিল।

বোনাপার্ত স্বয়ং যখন তাঁর স্পেনীয় অভিযানের অনুকূলে রাজনৈতিক, কৌশলগত ও আর্থনীতিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তখন তাঁকে সাম্রাজ্যবাদী লোভ লিপ্সার দায়ে অভিযুক্ত করা সহজ হয়। সামরিক হস্তক্ষেপে আস্থা স্থাপন করে বোনাপার্ত তাঁর কূটনৈতিক গুণজ্ঞানের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন, সৈনিক নাপোলেওন এক অসম্ভব রণনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে নিজকে নিয়োজিত করেন। উল্লেখ্য, এ সময় তালেরাঁ আর তাঁর নিপুণ কূটনৈতিক দক্ষতা নিয়ে বোনা-পার্তের অধীন পররাষ্ট্র নীতির দায়িত্ব পালন করতেন না। ফলে তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

সুচিন্তিত কূটনীতির প্রভাবমুক্ত। তাই স্পেনীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, ন্যায়-অন্যায়ের বাদবিচার না করে সেই দেশের বিরুদ্ধে তিনি বিবেকবর্জিত কূটচালে প্রবৃত্ত হন[৪]।

কিন্তু বোনাপার্ত বিরাট ভুল করেন একটি মৌলিক ক্ষেত্রে: জাতিকে তিনি সরকারের সঙ্গে এক করে দেখেন। এতে তাঁর বিভ্রান্তির পরিচয় মেলে। বস্তুত, স্পেনে বোনাপার্তের ব্যর্থতার তিক্ততা ও হতাশার কারণ নিহিত ছিল স্পেনীয়দের জাতীয়তাবাদী অনুভূতি বা চেতনায় যা' তিনি স্বয়ং উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি ভুলক্রমেই ভেবেছিলেন যে, সমগ্র স্পেনকে তিনি অতি সহজে স্বল্প খরচে জয় করতে পারবেন।

প্রথম দিকে নাপোলেওঁ বোনাপার্ত স্পেনে তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ হতে দেন নি। ডেনমার্কের সীমান্তে অভিযান চলাকালে তিনি স্পেনীয় বাহিনীর ১৫,০০০ সৈন্য চেয়ে পাঠান। এতে স্বদেশে স্পেনীয়রা অনেকটা অরক্ষিত হয়। কিন্তু স্পেনীয় বুরবোঁদের ঘরোয়া কলহ এবং পর্তুগালের অবাধ্যতা তাঁকে প্রকৃত সুযোগ প্রদান করে। এর পরবর্তী পদক্ষেপ গৃহীত হয় অক্টোবর ১৮০৭ ফঁতে-নেব্লো চুক্তির পর। এই চুক্তিতে পর্তুগালকে ভাগ করার উদ্দেশ্যে সংযুক্ত ফরাসী-স্পনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়। অন্তত এই ব্যবস্থার নামে ফরাসী বাহিনী পীরেনীজ (Pyrenees) অতিক্রম করে। জুনো-এর (Junot) নেতৃত্বে একটি ফরাসী বাহিনী স্পেনীয় সৈন্যদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে লিসবনের দিকে অগ্রসর হয় এবং পর্তুগাল দখল করে। বৃটিশ নৌবহরের প্রহরায় পর্তুগীজ রাজ পরিবার ব্রাজিলে পালিয়ে যায়। এর পর স্পেন ও পর্তুগালকে নিয়ে বোনাপার্তের আসল উদ্দেশ্য ধরা দেয়।

স্পেনীয় সিংহাসন নিয়ে চক্রান্ত

ফরাসী বাহিনী এর পর থেকে পীরেনীজ অতিক্রম করা অব্যাহত রাখে এবং সমগ্র আইবেরীয় উপদ্বীপ (Iberian Peninsula) অধিকার করে। স্পেনে জনমত দুর্বল রাজাকে দোষারোপ করে। রাজার প্রিয়পাত্র মন্ত্রীও অভিযুক্ত হন দেশকে বিদেশী হানাদারদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য। এ সময়ে রাজসভায় যে চক্রান্ত, অভিযোগ ও পাল্টা-অভিযোগের পালা চলে এতে রাজপুত্র ফার্ডিনান্ড (Prince Ferdinand) জনগণের পক্ষে প্রকাশ্যে যোগদান করেন এবং জনগণের বিদ্রোহে ইন্ধন যোগান। শীঘ্রই দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। রাজকীয় পরিবারের অভ্যন্তরে তীব্র কলহ এভাবে প্রকাশ্য সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে। জনগণের

www.pathagar.com

বিদ্রোহমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বৃদ্ধ রাজা আতংকগ্রস্ত জন এবং এক খণ্ড কাগজে লিখে দিয়ে তিনি তাঁর ছেলে, রাজপুত্র ফার্ডিনান্ডের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন।

নতুন স্পেনীয় রাজা ফার্ডিনান্ড মন-মেজাজের দিক থেকে অনেকটা দুর্বল চিত্ত ও দোদুল্যমান ছিলেন, কিন্তু তাঁর মাতা ও তাঁর প্রণয়ীর অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে ফার্ডিনান্ড-এর বিরোধিতার জন্য খ্যাতি লাভ করেন। বিশেষত এই সময় তাঁকে সারা দেশে জাতীয় বীর হিসেবে স্বাগত জানায়, আশা করে যে ফার্ডিনান্ড তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা উজ্জীবিত করবে, মুক্ত করবে স্পেনকে। কিন্তু রাজা চার্লস পুনরায় আরেকটি পত্রে নাপোলেওঁকে জানান যে, তিনি প্রকৃত-পক্ষে সিংহাসন পরিত্যাগ তাই করেন নি। তিনি জানতেন যে, বোনাপার্ত ছিলেন সর্ব ক্ষমতাসম্পন্ন। তাই তিনি ঘোষণা করেন যে, আসলে পদত্যাগ পত্র ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাঁর থেকে জোরপূর্বক আদায় করা হয়। এতে বোনাপার্ত তাঁর কাঙ্ক্ষিত সুযোগ লাভ করেন এবং এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে প্রয়াসী হন।

স্পেনীয় বুরবোঁ রাজসভার প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের মধ্যে মধ্যস্থতার কথা বলে বোনাপার্ত চার্লস, ফার্ডিনান্ড ও গোডয়কে ফরাসী সীমানাপ্রান্তে ব্যাওন-এ (Bayonne) নিয়ে যান। সেখানে তিনি কিছুটা ভয়-ভীতি, কিছুটা প্রলোভন ও তোষামোদের ভাষা ব্যবহার করে স্পেনের রাজা ও রাজপুত্র উভয়কে তাঁদের সিংহাসনের দাবি পরিত্যাগ করতে প্ররোচিত করেন। স্পেনীয় রাজা বোনা-পার্তের দেয়া অবসর তাতার সুযোগ গ্রহণ করে রোমে চলে যান। ফার্ডিনান্ডকে তিনি ছয় বছরব্যাপী তালেরাঁ'র পল্লীগৃহে (Talleyrand's Chateaux) সামরিক প্রহরায় আটক রাখেন। শীঘ্রই তিনি তাঁর ভাই জোসেফ বোনাপার্তকে পদোন্নতি দিয়ে স্পেনের সিংহাসনে বসান। মে ১৮০৮-এ জোসেফের পদসহ নেপল্‌স-এর রাজার পদও গ্রহণ করেন ভগ্নিপতি মুরা (Murat)।

স্পেনের সিংহাসন নাপোলেওঁ বোনাপার্ত লাভ করেন নিছক চক্রান্তের মাধ্যমে। এর জন্য তাঁকে সত্যিকার কোন সামরিক আঘাত হানতে হয় নি। তাঁর সমগ্র পরিকল্পনায় তিনি এমন একটি দুর্দান্ত কূটকৌশলমূলক বেড়াজাল সৃষ্টি করেন যাতে তাঁর হঠকারিতা এবং নিছক বিশ্বাস ঘাতকতামূলক আচরণের স্পষ্ট ও স্থায়ী ছাপ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর হঠকারী এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ সম্পর্কে সম্ভবত তিনি নিজেও সজাগ ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি তাঁর আচরণের সপক্ষে এরূপ যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন: 'আমি সচেতন যে, কোন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে আমার কাজ ভালো বলে বিবেচিত নাও হতে পারে। কিন্তু আমি পরিচালিত

www.pathagar.com

হয়েছি আমার কৌশলগত উদ্দেশ্য দ্বারা। আমার এই নীতি-কৌশলগত প্রয়োজন অনুযায়ী আমি আমার পার্শ্ব ভাগে (near) পারীর এতো সন্নিকটে, একটি শত্রু-ভাবাপন্ন রাজবংশের অবস্থান সইতে পারি না।'[৫]

কিন্তু মাদ্রিদের জনগণ কখনো ব্যাওন-এ প্রণীত বিশ্বাসঘাতকতামূলক চক্রান্তকে ক্ষমা করে নি। স্পেনের সভাসদ ও অভিজাতেরা নতুন রাজাকে রাজকীয় সম্মান প্রদর্শন করে অভ্যর্থনা জানায়, চতুর্থ চার্লস স্বয়ংও নতুন রাজাকে সাদর শুভেচ্ছা জানান। এমন কি 'বিদ্রোহী' রাজপুত্র ফার্ডিনান্ড পর্যন্ত তাঁর দেশের প্রজাসাধারণকে উপদেশ প্রদান করেন তারা যেন বোনাপার্তের গৃহীত ব্যবস্থা নীরবে মেনে নেয়। ফার্ডিনান্ড এতে নিজকে হেয়প্রতিপন্ন করেন। স্পেনীয় জনগণ কিন্তু এসব উপদেশ বা আদেশ-নির্দেশের তোয়াক্কা করে নি।

স্পেনীয় প্রতিরোধ

প্রথমে স্পেনে বোনাপার্তের কৌশলমূলক শাসন-পদ্ধতির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। নতুন রাজা জোসেফ-এর প্রশাসনিক সূচনা ভালোই ছিল। তিনি আইনের চোখে সবার সমান অধিকারের বিধান করেন, ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রদান করেন, সামন্তবাদ ও ভূমিদাস প্রথা বিলোপ করেন, শিক্ষা সংস্কার প্রবর্তন করেন, রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যযুগীয় বিচার-ব্যবস্থার (Inquisition) অবসান ঘটান, ধর্মীয় মঠের (Monatelries) প্রতাপ কমান, চার্চের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন, জনহিতকর কাজে হাত দেন এবং পরিশেষে মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কঠোরভাবে প্রবর্তন করেন। এসব বহুমুখী সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও যে সহজে নাপোলেওঁ স্পেনীয় বুরবোঁদের উৎখাত করতে সমর্থ হন স্পেনকে সত্যিকার অর্থে জয় করা তত সহজ হয় নি। বরং তাঁকেও তাঁর ভাইকে স্পেনীয় জনগণের প্রতিরোধের মুখে অনেক কঠিন ও কষ্টসাধ্য অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়।

উল্লেখ্য, ১৮০৮ সন অবধি নাপোলেঁও বোনাপার্তকে ইউরোপ মহাদেশে প্রধানত খোদাদত্ত অধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্র ও সনাতন শাসনপন্থী সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করতে হয়। এর পর থেকে তাঁকে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সম্মুখীন হতে হয়, যে সব জাতি ফরাসীদের মতো একইরূপ ভাবাবেগজনিত দেশাত্মবোধক অনুপ্রেরণা ও একইরূপ জাতীয়তাবাদী স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ হয়। স্পেনীয় জাতীয় স্বভাবের প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের দাবানলে প্রজ্জ্বলিত হয়। রাজা চতুর্থ চার্লস তাঁর রাণী ও তাঁর প্রণয়ীকে বোনাপার্ত প্রচুর স্বার্থ সুবিধায় প্রলুব্ধ করেন। তাঁরা যেমন স্পেনীয় জনগণের ঘৃণার উদ্রেক করে। অন্যদিকে জনগণ

www.pathagar.com

ভালোবাসতে শিখে তাদের যুবক রাজা ফার্ডিনান্ডকে বোনাপার্ত যাকে মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা সরিয়ে দেন। একই সঙ্গে স্পেনীয় জনগণ দারুণভাবে ঘৃণা করে ফরাসী হানাদার বাহিনীকে। কেননা, এই বাহিনী স্পেনে অনাহুত মেহমানরূপে জোরপূর্বক আতিথেয় অধিকার চাপিয়ে দেয় স্পেনীয়দের ওপর। তারা আরো ঘৃণা করে নতুন রাজাকে একজন বিদেশী ও ভুঁইফোড় রাজা হিসেবে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং পোপের ওপর নাপোলেওঁ বোনাপার্তের হামলাতেও তারা বিক্ষুব্ধ হয়। পোপকে তাঁর প্রশাসিত রাষ্ট্র থেকে বঞ্চিত করার প্রক্রিয়ায় তাদের বিদ্রোহী আত্মায় প্রবল আবেগ সঞ্চারিত হয়। স্পেনীয় জনগণ উন্মত্তের মতো বিদ্রোহী কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে*।

ব্যাওন-এ নাপোলেওঁ স্পেনীয় সভাসদ ও অভিজাতদের সামনে যে সংবিধান উপস্থাপন করেন তা তাঁরা বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করেন, কিন্তু স্পেনীয় জনগণ এ সংবিধান ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত ঘটায় পূর্বে যেভাবে স্পন্দন ও গুড় গুড় শব্দের সৃষ্টি হয় স্পেনীয়দের ক্রোধেও প্রথমে সেরূপ ভাব সঞ্চার হয়, কিন্তু পরে এই বিক্ষুব্ধ ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটে। সমগ্র স্পেনে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত হয়। শিক্ষিত-আলোকপ্রাপ্ত যেসব সুধীজন বিচক্ষণতা ও ধৈর্যের পরামর্শ দেন তাদের অনেককে উন্মত্ত জনতা হয় হত্যা করে, না হয় তারা নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যান। এই অভ্যুত্থান জাতীয় পর্যায়ে মহা স্বতঃস্ফূর্ত রূপধারণ করে, স্থানীয় পর্যায়ে ভয়ানক তীব্ররূপ পরিগ্রহ করে। এক এক করে সব স্পেনীয় প্রদেশ অস্ত্র ধারণ করে। দ্রুত বহু হোন্তো (Justos) বা বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়, সৈন্য সংগ্রহ করা হয় এবং শীঘ্রই পুরোদমে জাতীয়ভাবে বিদ্রোহী কর্মকাণ্ড চলে। (দ্রঃ মানচিত্র ১ (চ))।

ইতিমধ্যে স্পেনীয় বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে ইংল্যান্ডের কাছে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়। বৃটেন সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে এবং অতি সত্বর সাহায্য পাঠায়। ১৮০৮ সনের জুলাই ইউরোপ শুনে হতবাক হয় যে, বেইলীন-এ (Baylen) ফরাসী জেনারেল দ্যুপঁর (Duphnt) নেতৃত্বাধীন বোনাপার্তের বাহিনী স্পেনীয় বিদ্রোহীদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। সমগ্র ইউরোপের জন্য এ ছিল এক বিরাট চাঞ্চল্যকর খবর। আত্মসমর্পণকারী ফরাসী বাহিনীর মধ্যে ছিল সর্বমোট প্রায় ২০,০০০ সৈন্য। বেইলীনের খবর শীঘ্রই সর্বত্র দেশপ্রেমিকদের মধ্যে সাড়া জাগায়। সর্বত্র যেন নতুন যুগের সঞ্চার হয়। বোনাপার্ত বাহিনীর দুর্জয় ভাবমূর্তি ভেঙে যায়। 'পাশ্চাত্য জগতের সম্রাটের' দাবিদার নাপোলেওঁ বোনাপার্তের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

www.pathagar.com

সর্বত্র দানা বেধে ওঠে। স্পেনীয় বিদ্রোহীরা অতি দ্রুত মাদ্রিদের দিকে অগ্রসর হয়[৭]। ১৮০৮ সনের আগস্টের দিকে রাজা জোসেফ তাঁর স্পেনীয় সিংহাসন ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। সেই দেশে অবস্থানকারী ফরাসী বাহিনী পিছু হটা শুরু করে।

বৃটিশ সাহায্য

ফরাসীদের পরাজয় ও বিহ্বল অবস্থার সুযোগ নিয়ে বৃটেন এর পর থেকে প্রকাশ্যভাবে স্পেনীয়দের সক্রিয় সাহায্যে এগিয়ে আসে। কেননা, বৃটিশ সরকার স্পেনীয়দের সফল বিদ্রোহমূলক তাৎপরতাকে ব্যাপকতর তাৎপর্যপূর্ণ একটি জাতীয় আন্দোলন হিসেবে দেখে। তৎকালীন বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্যানিং (Canning) এ সময়ে নির্ধারিত বৃটিশ নীতি ঘোষণা করেন, যে নীতি বোনাপার্তের উৎখাত অবধি মৌল বৃটিশ নীতিরূপে বহাল থাকে: 'আমাদের নীতি নির্ধারিত হবে এরূপ ভিত্তিতে যে, ইউরোপের যে-কোন জাতি তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের মিত্রে পরিগণিত হবে যখন সেই জাতি ছলনাপূর্ণ শান্তির বোলচালে প্রবৃত্ত কিংবা প্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত এই শক্তিকে [ফ্রান্সকে] সব জাতির অভিন্ন শত্রুরূপে চিহ্নিত করে এর বিরোধিতা শুরু করবে।'[৮]

১৮০৮ সনের আগস্টে উপর্যুক্ত ঘোষণার সাথে সঙ্গতি রেখে স্যার আর্থার ওয়েলেসলীর (Sir Arthur Wellesley or Duke of Wellington বা ডিউক অব ওয়েলিংটন) নেতৃত্বে একটি বৃটিশ বাহিনী পর্তুগালে অবতরণ করে এবং পর্তুগীজ ও স্পেনীয় বাহিনীর সঙ্গে একযোগে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এখান থেকেই সূচিত হয় তথাকথিত পেনিনসুলার যুদ্ধ। এ যুদ্ধ প্রায় কোনরূপ বিবৃতি ছাড়া অব্যাহত থাকে ১৮১৩ সন অবধি। আইবেরীয় উপদ্বীপের ভৌগোলিক প্রকৃতি এ ধরনের যে, ফরাসীদের বিরুদ্ধে কার্যকর সামরিক চাপ অব্যাহত রাখা বৃটিশদের পক্ষে সম্ভব হয়। স্পেনীয়দের অভ্যুত্থান মহাদেশীয় ইউরোপে বৃটিশদের একটি বন্ধুপ্রতিম দেশের আশ্রয় ও প্রশ্রয়ের সুযোগ প্রদান করে এবং সমুদ্রে কর্তৃত্ব থাকার ফলে তাদের পক্ষে সাহায্য-সরবরাহ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কৌশলমূলক চালবাজি করা সম্ভব হয়, প্রয়োজনবোধে নিরাপদে পশ্চাদ্ধাবনেরও নিশ্চয়তা লাভ করে। ইউরোপে এ ধরনের অনুকূল সুযোগপূর্ণ অবস্থা বৃটিশ বাহিনী অতি কদাচিৎ লাভ করে।

বৃটিশ বাহিনীর পর্তুগালে অবতরণের তিন সপ্তাহের মধ্যে পর্তুগাল দখল করে। এ ধরনের অভাবিত বিপর্যয়ের মুখে নাপোলেও বোনাপার্ত স্বয়ং আইবেরীয়

www.pathagar.com

উপদ্বীপে ফরাসী বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। ১৮০৮ সনের শেষ দিকে বোনাপার্ত পারীতে তাঁর শত ব্যস্ততা ও নেতৃত্বের দায়িত্ব রেখে স্পেনে এক সংক্ষিপ্ত অভিযানে আসেন। তিনি তাঁর চিরাচরিত সাহসিকতা ও কর্মস্পৃহা সহকারে স্পেনীয় বাহিনীর দারুন বিপর্যয় ঘটান, তাঁর ভাইকে মাদ্রিদে পুনরায় তাঁর সিংহাসন উদ্ধার করে দেন এবং মূল বৃটিশ বাহিনীকে স্পেন থেকে বহিষ্কার করেন। কিন্তু বোনাপার্তের সাফল্য ছিল সাময়িক, বলা চলে অলীক। কেননা, একটা উপদ্বীপের বিস্তৃত প্রান্তরে কোন কোন স্থান থেকে বিক্ষিপ্ত যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করা যেতে পারে কিংবা হটিয়ে দেয়া যেতে পারে, কিন্তু বিদ্রোহে সংক্রামিত জনগণকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। বৃটিশ বাহিনীর হটে যাওয়াটাও ছিল সাময়িক। স্যার জন মুর-এর (Sir John Moore) নেতৃত্বে বৃটিশ বাহিনী বেপরোয়া হয়ে গেরিলা অভিযানে তৎপর হয়; তারা ত্বরিতে-আঘাত ও চকিতে পলায়ন' ('hit-and-run')—এ জাতীয় রণকৌশল প্রয়োগ করে পরিশেষে কোরুণায় (Corruna) অবতরণ করে। এভাবে তারা ফরাসী সম্রাটকে সমগ্র উপদ্বীপ দখল করার লক্ষ্যে তাঁর মনযোগ ভিন্নদিকে বিক্ষিপ্ত রাখে। ইতিমধ্যে পারীতে চক্রান্তের খবর আসে। ইউরোপে আরেকটি যুদ্ধের গুজব ছড়িয়ে পড়ে, যে-যুদ্ধে পুনরায় ফ্রান্সকে জড়িয়ে পড়তে হবে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে। এসব দুঃসংবাদে বিচলিত হন নাপোলেওঁ। তাঁর এই অসম্পূর্ণ আইবেরীয় অভিযান সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব মার্শালদের ওপর ন্যস্ত করে নিজে পারীতে ফিরে যান।

নাপোলেওঁ চলে যাবার পর পরই পেনিনসুলার যুদ্ধে গতি পুনরায় পরিবর্তিত হয়। ১৮০৯ সনের বসন্তকালে ওয়েলেসলী পুনরায় বৃটিশ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন। পর্তুগালকে অতি দ্রুত ফরাসীদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়। এরপর ওয়েলেসলী মাদ্রিদের দিকে অগ্রসর হন। ২৮ জুলাই ১৮০৯ তিনি তালাভেরায় (Talavera) এক বিরাট বিজয় লাভ করেন। যদিও কিছুকাল ওয়েলেসলী পর্তুগালের দিকে হটে যেতে বাধ্য হন। এই বড় বিজয়ের পর থেকে আইবেরীয় উপদ্বীপে সুনিশ্চিতভাবে তাঁর মহান সাফল্যময় জীবন শুরু হয়। তাঁর এই সাফল্যের স্বীকৃতি-স্বরূপ তিনি লাভ করেন ওয়েলিংটনের ভাইকাউন্ট পদ (Duke of Welington)।

এরপর বোনাপার্ত তাঁর সেরা জেনারেল মাসেনাকে (Massena) পর্তুগাল থেকে বৃটিশদের বহিষ্কার করার জন্য পাঠান। ফরাসীদের এ জাতীয় আক্রমণ-মূলক অভিযান ওয়েলিংটন ঠিকই আঁচ করেন। এর পাল্টা ব্যবস্থা বা প্রতিরক্ষা-কবচ হিসেবে তিনি তাগুস নদী (River Tagus) থেকে সমুদ্র কূল পর্যন্ত তিন সারি দুর্গের ব্যূহ গড়ে তোলেন। এই প্রতিরক্ষা দুর্গের ব্যূহ তরেস ভেদ্রাস (Torres

www.pathagar.com

Vedros) নামে খ্যাতিলাভ করে। এই ব্যূহের বাইরে আরো কিছু এলাকা তিনি খাদ্য ও জনশূন্য অবস্থায় রাখেন যাতে কোনরূপ খাদ্য বা সরবরাহ না মেলে। এর পরের এলাকায়; অভ্যন্তরভাগে তিনি জনসাধারণ, সৈন্য-সামন্ত ও সরবরাহ-সামগ্রীর সমাবেশ ঘটান। এইরূপে পরিকল্পিত প্রতিরক্ষা ব্যূহ থেকে ওয়েলিংটন এগিয়ে গিয়ে ফরাসীদের বিরুদ্ধে কৃষক জনগণের নিরন্তর গেরিলা যুদ্ধ-বিগ্রহে অব্যাহত সমর্থন দিয়ে চলেন। এই প্রতিরক্ষা ব্যূহের বিরুদ্ধে মাসেনার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মাসেনার বাহিনী ক্ষুধা ও রোগে কষ্ট পায়। কেননা, প্রতিরক্ষা সারির বাইরের এলাকায় খাদ্য ও সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা স্পেনের দিকে (মার্চ ১৮১১) হটে যেতে বাধ্য হয়। মে মাসে তাদের ফুয়েন্তেস দ্য অনোরা-তে (Fuentes d' Onoro) অধিকতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। এরপর বোনাপার্ত মাসেনাকে বদলী করে মারমোঁ'কে (Marmont) পাঠান. কিন্তু ফ্রান্সের পক্ষে পর্তুগালে পুনরায় বিজয়ের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত মনে হয়। কেননা, প্রায় ৩৫,০০০ ফরাসী সৈন্য পর্তুগীজ প্রান্তরে প্রাণ হারায়।

ইতিমধ্যে স্পেনীয় রণাঙ্গনে যুদ্ধ চলতে থাকে। ১৮১২-এ ওয়েলিংটন আক্রমণ-মূলক অভিযান পুনরায় শুরু করেন, কিন্তু এর মধ্যে বোনাপার্ত রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। রুশ অভিযানে বোনাপার্তের উপস্থিতি শুধু অত্যাবশ্যকীয় ছিল না, এর ফলে অন্য যে-কোন রণপ্রান্তর থেকে যত সৈন্য যোগাড় করা যায় সেই প্রচেষ্টাও চলে। রুশ রণাঙ্গন স্বাভাবিক ব্যস্ততার কারণে বোনাপার্ত স্পেনীয় অভিযানের দায়িত্ব মার্শালদের ওপর ন্যস্ত করতে বাধ্য হন। ফ্রান্সের এই মার্শালেরা শুধু একে অপরকে ঈর্ষা ও হিংসার চোখে দেখতেন না, তাঁরা রাজা জোসেফকেও হেয় প্রতিপন্ন করতে দ্বিধা করেন নি। এ সবের ফলশ্রুতিতে বোনা-পার্তের সব পরিকল্পনা নিরর্থক হয়। জুলাইতে সোলামোনকায় (Solamonca) ওয়েলিংটন মারমোঁ'-কে পরাজিত করে মাদ্রিদে অনুপ্রবেশ করেন, কিন্তু তবু তিনি তাঁর অবস্থান নিরাপদ মনে করেন নি বলে আবার পর্তুগালে ফিরে যান। ১৮১৩ সনের দিকে স্যুলট'র (Soult) নেতৃত্বাধীন ফরাসী বাহিনীর বিশেষ অংশটির ডাক পড়ে জার্মানীর দিকে। এরপর আসে ওয়েলিংটনের পরম সুযোগ। মে মাসে তিনি ভ্যালাডলিড-এর (Valladolid) দিকে অগ্রসর হন। তারপর তিনি অভিযান পরিচালনা করেন ভিটোরিয়ায় (Vittoria)। সেখানে তিনি জোসেফ ও জুর্দাঁ-এর (Joundan) বাহিনীকে পরাজিত করেন। উল্লেখ্য, জুর্দাঁ স্যুল-এর স্থলাভিষিক্ত হন।

জোসেফ উত্যক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেন, যদিও এতে তিনি নাপোলেওনের বিরক্তি উদ্রেক করেন। শীঘ্রই বোনাপার্ত স্যুলকে পুনর্বার স্পেনে পাঠান, কিন্তু

www.pathagar.com

তিনি হারানো এলাকায় ফরাসী কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও ওয়েলিংটন কঠিন কাজের সম্মুখীন হন। ক্রমশ ধীর-স্থিরভাবে, কিন্তু অপ্রতিহত গতিতে, তিনি পীরেনীজ অতিক্রম করেন এবং সম্মুখস্থ ফরাসী বাহিনীকে হটে যেতে বাধ্য করেন। অগ্রযাত্রাপথে তাঁকে বেশ কয়টি মারাত্মক লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হয়, কিন্তু ইতিমধ্যে ফরাসীদের অবস্থা বিপদসংকুল হয়ে দাঁড়ায়। ১৮১৪ সনের এপ্রিলে ওয়েলিংটন ফ্রান্সের সীমানা অতিক্রম করে ব্যাওন অবরোধ করেন এবং ফরাসী বাহিনীকে তুলুজে'র (Toulouse) দিকে বিতাড়িত করেন। পরিশেষে, ১১ এপ্রিল নাপোলেওঁ স্বয়ং সিংহাসন পরিত্যাগ করেন ; সঙ্গে সঙ্গে পেনিনসুলার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ

এভাবে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের স্পেনীয় পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাঁকে এই রণাঙ্গনে পাঁচ লক্ষের মতো ফরাসী সৈন্য হারাতে হয়। সম্ভবত স্পেনে বিজড়িত হবার কারণে তাঁকে ফরাসী রাজমুকুটও হারাতে হয়[৯]। স্পেনে নাপোলেওনের ব্যর্থতা ও নিদারুণ হতাশার ব্যাখ্যা কিভাবে দেয়া যেতে পারে ? সম্ভবত এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, তিনি স্পেনীয় জনগণের জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটান। স্পেন ইতালীর মতো বিভক্ত ছিল না, এদেশ বিদেশী শাসনাধীনও ছিল না। স্পেনীয়রা তাকায় তাদের অতীত ইতিহাসের দিকে, ভাবে অনাগত আশাময় ভবিষ্যতের কথা। স্পেন দরিদ্র ছিল, ছিল হয়তো কুশাসিত। কিন্তু স্পেনীয়রা ছিল অতিশয় গর্বিত জাতি। মাতৃভূমির প্রতি দেশপ্রেমজনিত আনুগত্যের কারণে বোনাপার্তকে তারা দেখে একজন ভিন্নদেশী শত্রুরূপে, যে শত্রু তাদের জাতীয় ক্যাথলিক ধর্মের অনুভূতির গভীরে আঘাত হানে, তাদের জাতীয় অখণ্ডতার ওপর আক্রমণ চালায়, হরণ করে তাদের রাজসিংহাসন ও রাজমুকুট।[১০] ধর্ম ও জাতীয় অহংবোধ হচ্ছে যে-কোন জনগণের মৌলিক ভাবাবেগের উৎস এবং এই উভয়বিধ ভাবাবেগবোধ ফরাসীদের বিরুদ্ধে দুর্দম্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তাদের উদ্দীপ্ত করে।

সম্ভবত এ বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে, ফরাসী বিপ্লব তার প্রভাব স্পেনীয় জনগণের ওপরও ফেলে। কিন্তু বোনাপার্তের ভাগ্যের পরিহাস যে, স্পেনে বিপ্লবের প্রভাব যায় তাঁরই প্রতিকূলে। ফরাসী বিপ্লবের আমোঘ বাণী স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী স্পেনীয়দের মনেও দোল দেয়, কিন্তু তাদের মন দোলে এমন একজন স্বেচ্ছাচারী শাসককের বিরুদ্ধে, যে শাসক তাদের বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল

www.pathagar.com

পরিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়, ঘটায় তাদের মধ্যে মত-বিরোধ[১১]। স্বাভাবিকভাবেই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, স্পেনীয়রা তাদের নিতান্ত দুর্যোগপূর্ণ বা বিপর্যয়ের মুহূর্তেও নাপোলেওনের ব্যবস্থা বা জোসেফকে রাজা হিসেবে গ্রহণ করার সামান্যতম আগ্রহ প্রদর্শন করে নি। জোসেফ সম্ভবত তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই বলেছিলেন যে, 'স্পেন হচ্ছে এক অভূতপূর্ব দেশ। এই দেশে আমরা একটি গুপ্তচরও পাই নি, এমন কি একজন খবর বাহক ও পাই নি—যার মাধ্যমে তথ্য পাচার সম্ভব'[১২]।

দ্বিতীয়ত, নাপোলেওঁ স্পেনীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের সম্ভাব্য তীব্ররূপ অনুভব করতে ব্যর্থ হন[১৩]। স্পেনীয় সমস্যা তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। শুধুমাত্র বোনাপার্ত নয়, সম্ভবত এ সময়ে ইউরোপে আদৌ কেউ বুঝতে পারে নি যে, স্পেনীয় সরকার থেকে স্পেনীয় জনগণ ভিন্নতর, স্পেনের বৃহত্তর জনসমষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম, ঐ দেশের জনগণকে বশ করা যে কত কঠিন। বোনাপার্ত স্বয়ং জীবনের সায়াহ্নে স্পেনে তার অপকীর্তি ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণের বিষয় স্মরণ করে লিখেন, 'স্পেনীয় বিষয়ে আমি বেশ খারাপভাবে বিজড়িত ছিলাম এ দোষ আমি স্বীকার করি ; এ ছিল একেবারে অকাট্যভাবে নীতিজ্ঞান বিবর্জিত, এ অন্যায় ছিল বিশ্বনিন্দার যোগ্য। আমার পতনের পর থেকে সমগ্র বিষয়টি আরো কুৎসিত মনে হচ্ছে। কেননা, আমার প্রয়াসকে শুধুমাত্র দেখা হয় আমার সব মহৎ আদর্শ-উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে। আমার কাজের অনাবৃত, বীভৎস দিক শুধু তুলে ধরা হচ্ছে, অথচ বলা হচ্ছে না যে আমার উদ্দেশ্যের চূড়ান্ত বাস্তবরূপ দেয়া হলে কিরূপ সফল হতে'[১৪]।

প্রকৃতপক্ষে, বোনাপার্ত স্পেনে বিজড়িত হন খুব একটা ন্যায়-অন্যায়ের বিষয় ভালোরূপে মূল্যায়ন না করে। তিনি বুঝতে পারেন নি যে, স্পেনে তাঁকে এতখানি বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। গ্রেট বৃটেন যে এখানে সতত স্থল অভিযানে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ লাভ করবে বা ওয়েলিংটনের মতো অধিনায়ক যে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য সহকারে তাঁর বিরুদ্ধে গেরিলা প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হবেন এসব বোনাপার্ত কখনো ঘুণাক্ষরেও ভাবেন নি। ফরাসী সম্রাট হিসেবে নাপোলেওঁ একবার যখন এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন তখন পরাজয় স্বীকার করে হাত গুটিয়ে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে, যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর এতে তিনি তাঁর পূর্ণ সামরিক প্রতিভা প্রয়োগ করতে পারেন নি, কিংবা একে সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর দেশের সার্বিক সম্পদ ব্যবহার করতেও তিনি সমর্থ হন নি[১৫]।

www.pathagar.com

এই শেষোক্ত প্রসঙ্গটি আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। নাপোলেওঁ বোনাপার্তকে বিভিন্ন দিকে এতো দৃষ্টি দিতে হয় যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে স্পেনের সব অভিযানের নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন নি। ফলে স্পেনীয় ব্যাপারে পূর্ণ সামর্থ্যের স্বাক্ষর রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিংবা সেই দেশে সাফল্য লাভে যে ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থা গ্রহণ আবশ্যক ছিল তাও নিশ্চিত করতে তিনি ব্যর্থ হন। এভাবে ১৮০৯ সনে তিনি স্বয়ং স্পেনের বিজয় সম্পূর্ণ করার পূর্বেই দ্রুত চলে যেতে বাধ্য হন। ১৮১০ সনে মাসেনাকে তিনি প্রয়োজনীয় সাহায্য-সরবরাহ প্রদান করতে পারেন নি। ১৮৮২ সনে স্যুলটকে তিনি প্রত্যাহার করে নেন এবং ১৮১৩ সনে হৃত সীমানা পুনরুদ্ধারকল্পে তিনি অযথা অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্পেনীয় বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা হবার পূর্বে মহাদেশীয় ইউরোপের বিভিন্ন রণাঙ্গনে নতুনভাবে জড়িয়ে পড়া ফ্রান্সের পক্ষে বিরাট ভুল হয়। তাঁর নিজস্ব ভুলত্রুটি অধিকতর মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে তাঁব ভাই জোসেফের নেতৃত্বসুলভ গুণ ও জ্ঞানের অভাবে, তাঁর মার্শালদের পারস্পরিক ঈর্ষা ও হিংসাবোধের কারণে। কেননা, তাঁকে তাঁদের নিকট অনেক দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হয়, যদিও তাঁদের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞানবোধের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়।

চতুর্থত, আইবেরীয় উপদ্বীপে ফরাসী সামরিক অভিযান পরিচালনার বাধা-বিপত্তি ছিল অনেক। ফরাসীদের পক্ষে এসব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বিজয়ের পথ সুগম করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। এই উপদ্বীপের ভূ-প্রকৃতিগত কারণে এসব প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। বিশেষত স্পেন হচ্ছে এমন একটি দেশ যেখানে বৃহৎ বাহিনীকে থাকতে হয় ভুখা, ক্ষুদ্র বাহিনীকে মার খেতে হয়। খামারগুলোতে প্রাচুর্য ছিল না, বসতি ছিল বেশ বিক্ষিপ্ত, রসদ-সামগ্রীর অভাব ছিল, আর তাই ফরাসী বাহিনীর পক্ষে তাদের স্বাভাবিক অভ্যাস মতো স্থানীয়ভাবে সরবরাহও খোরপোষ যোগানো সম্ভব হয় নি। একইরূপে, আইবেরীয় উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান এ রকম ছিল যে, বোনাপার্তের চিরাচরিত রণনীতিভিত্তিক বিশাল বাহিনী দ্বারা আক্রমণ পরিচালনাও সম্ভব ছিল না। কেননা, এ অঞ্চলের উঁচু ও খাড়া পর্বতমালা সাধারণভাবে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে আইবেরীয় উপদ্বীপ অতিক্রম করে। স্বাভাবিকভাবেই এসব দুরারোহ পর্বতমালায় বোনাপার্তের নিয়মিত বাহিনীর অভিযান অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়। পক্ষান্তরে, স্পেনীয়রা অনিয়মিত বা গেরিলা লড়াইয়ে সিদ্ধহস্ত ছিল। বোনাপার্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা দারুণ অনমনীয়তা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করে এবং অভাবিত সহিষ্ণুতা ও উত্তেজনাসহ তারা তাঁদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখে[১৬]।

www.pathagar.com

পরিশেষে, গ্রেট বৃটেনের সাহায্যের বিষয়ে পুনরায় আসা যাক। বৃটিশ সাহায্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে। যদিও ফরাসী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে স্পেনীয়দের প্রতিরোধ গেরিলা যুদ্ধ ব্যাপক সাফল্যের দাবি রাখে বটে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে বৃটিশ বাহিনীর ভূমিকা অবমূল্যায়ন করা সঠিক হবে না [১৭]। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বিশেষ করে বৃটিশ অধিনায়ক ওয়েলিংটন 'লৌহ ডিউকরূপে' ('Iron Duke') খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, অজেয় ইচ্ছাশক্তি, তাঁর 'সর্বোৎকৃষ্ট উপস্থিত বুদ্ধি' বা কাণ্ডজ্ঞান তাঁকে তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিজয় লাভে সাহায্য করে। একই সঙ্গে অবশ্য এও সত্য যে, বোনাপার্ত শুধু এককভাবে স্পেনীয় বা আইবেরীয় রণাঙ্গনে পরাজিত হন নি, অন্যত্রও তাঁকে পরাজিত হতে হয় [১৮]।

পেনিনসুলার যুদ্ধের তাৎপর্য

স্পেনীয় বিষয়টি ছিল একটি জটালো বা গোলমেলে সমস্যা। এর তাৎপর্য ছিল ব্যাপক। নাপোলেওঁ বোনাপার্তের মারাত্মক ভুলগুলোর মধ্যে এও ছিল একটি। তাঁর পতনের কারণসমূহের মধ্যে এটি ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ভেবেছিলেন যে, স্পেনে তাঁর কাজ হবে অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু বাস্তবে তিনি জড়িয়ে পড়েন এক দীর্ঘ, পরিশ্রান্তিকর যুদ্ধে। স্পেনীয় যুদ্ধকে তুলনা করা হয় ক্যান্সারের সঙ্গে, যে যুদ্ধ সেই ভয়াবহ ব্যাধির মতো প্রলম্বিত প্রক্রিয়ায় বোনাপার্তের অর্থ-সম্পদ নিঃশেষ করে, নিশ্চিহ্ন করে তাঁর শক্তি-সামর্থ্য। সাঁ এলেনায় নাপোলেওঁ স্বয়ং তাঁর স্পেনীয় নীতি সম্পর্কে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন : 'স্পেনীয় ক্ষতই আমার সর্বনাশা পরিণতি ডেকে আনে' [১৯]।

প্রথমত, স্পেনীয় যুদ্ধ ছিল অন্যান্য বিপ্লবী যুদ্ধ ও অভিযান থেকে ভিন্নতর। তাই এই যুদ্ধ কখনো ফরাসী জনগণের মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করে নি [২০]। ১৭৮৯ সালের পর থেকে অনেকের দৃষ্টিতে এই প্রথমবারের মতো বোনাপার্ত রাজবংশগত স্বার্থে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পার্থক্য শুধু বোনাপার্ত পরিবার এখন বুর-বোঁদের স্থান দখল করে। কিন্তু এই রাজবংশগত বা পারিবারিক স্বার্থের বিষয় ফরাসী জনমতের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। ফরাসী প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী বিশেষের নিকট পীরেনীজ-এর প্রাকৃতিক সীমানার ওপারে হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গ সংশয় সৃষ্টি করে। এর ফলে বিত্তশালী ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী ও বোনাপার্তের মধ্যে প্রথমবারের মতো মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। এমনকি শ্রমজীবী ফরাসী জনমানুষও স্পেনীয় যুদ্ধের করের দায় ও বাধ্যতামূলক সামরিক দায়িত্বের চাপের মুখে বোনা-পার্তের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবসম্পন্ন হয়ে ওঠে [২১]।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, স্পেনীয় জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম ইউরোপে বেশ প্রভাব রাখে এবং ইউরোপীয় জনগণকে অব্যাহতভাবে অনুপ্রাণিত করে। ইউরোপ এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝতে পারে যে, নাপোলেওঁ অজেয় নয়[২২]। স্পেনীয় অভ্যুত্থান এভাবে জাতীয় ভাবাবেগকে স্পন্দিত করে, দেয় নেতৃত্ব। অন্যান্য জাতি স্পেন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, গড়ে তোলে জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন, যে আন্দোলনের মুখে বোনাপার্তকে চূড়ান্ত পর্যায়ে হাল ছাড়তে হয়। জার্মানীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ভীষণভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এমনকি হের্‌স্‌বার্গদের দীর্ঘকালীন স্বৈরতন্ত্রী ভাবধারাপুষ্ট প্রশাসিত এলাকাতেও জাতীয়তাবাদী অনুভূতি সঞ্চার হয়। এভাবে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের কর্তৃত্বাধীন ফ্রান্সের কবল থেকে ইউরোপকে মুক্ত করার প্রথম আশা জাগে স্পেনের অভিজ্ঞতা থেকে[২৩]।

তৃতীয়ত, স্পেনীয় বিদ্রোহের ফলে নাপোলেওঁ বোনাপার্তকে মহাদেশীয় ইউরোপে বিশেষভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। প্রসঙ্গটি আরো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। স্পেনে বিদ্রোহ এবং এ বিদ্রোহের প্রতি বৃটেনের সমর্থনের ফলে তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রতর বৃটিশ পদাতিক বাহিনী ইউরোপের যে রণাঙ্গনে অত্যন্ত কার্যকরভাবে তাদের শক্তির প্রয়োগ করতে পারবে ঠিক সেই ইউরোপীয় রণাঙ্গনে তাদের বাহিনী মোতায়েন করার সুযোগ লাভ করে। বস্তুত, স্পেনীয়দের আমন্ত্রণের ফলে প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডের পক্ষে মহাদেশীয় ইউরোপে একটি নেতৃস্থানীয় ও অব্যাহত সামরিক অভিযানে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। অথচ ইউরোপের স্থলভাগে এতদিন একচেটিয়া কর্তৃত্ব করার অধিকার ছিল শুধুমাত্র বোনাপার্তের[২৪]। এভাবে বৃটেনের অর্থনৈতিক ও নৌশক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি ইউরোপে তার রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রতিপত্তিও ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। ফলে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের পুনর্গঠনে বৃটেন এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণে সমর্থ হয়[২৫]।

পরিশেষে, স্পেনকে কেন্দ্র করে যে সংগ্রাম চলে তার ফলশ্রুতিতে খোদ স্পেনেও ব্যাপক জাগরণ দেয়া দেয়। এ জাগরণ ছিল ফরাসী বিপ্লবী আদর্শের সৃষ্ট, যে আদর্শ অন্যত্র উদ্দীপনার সঞ্চার করে কিন্তু এ সময়ে ব্যর্থ হয় আইবেরীয় উপদ্বীপে। তবু ফরাসী বিপ্লবীদের সঙ্গে স্পেনীয়দের আন্তক্রিয়া তাদের প্রভাবিত না করে পারে না। বস্তুত, এর ফলে স্পেনে সনাতন শাসনের অবসানপ্রক্রিয়া সূচিত হয়। এ প্রসঙ্গে একজন ফরাসী ঐতিহাসিকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ফরাসী বিশ্লেষকের মতে, 'ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ছয় বছরব্যাপী যুদ্ধ করে স্পেন ষাট বছর কাল [আদর্শের] সংগ্রামে রত হয়, যাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত [সনাতন] রাজবংশের ওপর ফরাসীদের আদর্শ-নীতিমালা চাপিয়ে দেয়া যায়'[২৬]।

www.pathagar.com

খ. অস্ট্রীয় অভ্যুত্থান

স্পেনীয় বিদ্রোহের পর থেকে ইউরোপে এক নতুন যুগ সূচিত হয়। এ যুগ ছিল অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহের যুগ। এই বিদ্রোহ-অভ্যুত্থান চলে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের বিরুদ্ধে, একনায়কতিত্তিক ফরাসী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে। ইউরোপের সর্বত্র বিদ্রোহীরা অনুপ্রেরণা লাভ করে স্পেনীয়দের নিকট থেকে। অস্ট্রিয়াও বিদ্রোহের পথে স্পেনীয়দের দৃষ্টান্ত থেকে পুনর্বার অনুপ্রেরণা লাভ করে।

উল্লেখ্য, ১৮০৫ সনে অস্টারলিৎস যুদ্ধের পর অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে প্রেসবুর্গ শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। সেই পরাজয়ের গ্লানি অস্ট্রিয়ার পক্ষে ভুলে যাওয়া কঠিন ছিল। বিশেষ করে প্রেসবুর্গে বোনাপার্ত অস্ট্রিয়ার ওপর যে অবমাননাকর শান্তিচুক্তি চাপিয়ে দেয় তাতে তাদের জাতীয় সম্মান ও প্রতিপত্তিতে দারুণ আঘাত আসে। ইউরোপে অস্ট্রিয়া হয়ে পড়ে শক্তিহীন, অক্ষম। অস্ট্রিয়া তাই প্রতিশোধ নেয়ার অপেক্ষায় থাকে। সুযোগমত কার্যকর পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের যথার্থ প্রস্তুতি নিয়ে চলে অস্ট্রিয়া। অস্ট্রীয় সরকার পুনর্গঠনের কাজে সক্রিয় থাকে। বার্লিনে কি ঘটেছে না ঘটছে সেদিকে তারা সচকিত দৃষ্টি রাখে। সেনাবাহিনীকে পুরোদমে পুনর্গঠন করা হয়। আর্চডিউক চার্লস স্টাডিওনের কাউন্ট (Count of Stadion) ছিলেন এসব পুনর্গঠনের উদ্যোক্তা। সংস্কার ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে তাঁরা অস্ট্রিয়াকে 'একটি সশস্ত্রজাতির' রূপদান করেন।

এরপর ছিল অস্ট্রীয়দের সক্রিয় বিদ্রোহী কর্মপন্থা গ্রহণের সময়। স্পেনীয়দের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে ৬ এপ্রিল ১৮০৯-এঅস্ট্রিয়া জার্মান জনগণের দেশাত্মবোধের প্রতি আবেদন জানায়: 'সেনাবাহিনীর ভাইয়েরা। তোমাদের সাহসিকতার ওপর নির্ভর করছে ইউরোপের স্বাধীনতা। তোমাদের বিজয়ে ইউরোপ হবে শৃঙ্খলমুক্ত। শত্রুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ তোমাদের ভাগ্যাহত জার্মান ভাইয়েরা তোমাদের দ্বারা মুক্তি প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে আছে'[২১]।

ভিয়েনা চুক্তি

অস্ট্রীয়দের পক্ষে বিদ্রোহ করার মতো এরূপ অনুকূল অবস্থা অস্ট্রীয় সরকার আর ভাবতে পারে নি। ভিয়েনা মনে করে যে, বোনাপার্ত স্পেনীয় বিদ্রোহ দমনে যখন ব্যতিব্যস্ত তখন অস্ট্রীয়দের সফল বিদ্রোহের সুবর্ণ সুযোগ আসে। নাপোলেওঁ অস্ট্রিয়ার মতলব সঠিকভাবে আঁচ করেন। তাই তিনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে আসন্ন লড়াইকে তিনি অতি সামান্যই গুরুত্ব প্রদান করেন এবং অস্ট্রিয়া ও তার সেনাবাহিনী সম্পর্কে তিনি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভরে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'আমি তার [অস্ট্রিয়ার] দু'কান

www.pathagar.com

বাক্সবন্দী করবো; তখন সে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য হবে, আর বলবে নির্দেশ দানে আজ্ঞা করুন'[২৮]। স্পষ্টতই বোনাপার্তের কটাক্ষ ছিল বৃটেন ও স্পেনীয় বিদ্রোহীদের প্ররোচনার প্রতি এবং তিনি বোঝাতে চান যে অস্ট্রীয়দের বিদ্রোহী তৎপরতা তিনি নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর।

ভাগ্রাম-এর যুদ্ধ

কিন্তু বোনাপার্তের হুমকির কোনরূপ তোয়াক্কা না করে আর্চডিউক চার্লস অনতিবিলম্বে বাভারিয়ার দিকে অগ্রসর হন। ফরাসী সম্রাটও তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রধান বাহিনীকে স্পেন থেকে অস্ট্রিয়ায় নিয়ে আসেন। তিনি তাঁর স্বাভাবিক দ্রুতগতিতে আর্চডিউকের বাহিনীর ওপর আঘাত হানেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের ভিয়েনায় ফিরে যেতে বাধ্য করেন। মে মাসের পনেরো তারিখের মধ্যেই নাপোলেওঁ পুনর্বার অস্ট্রীয় রাজধানীতে প্রবেশ করেন। কিন্তু আর্চডিউক তবু অনমনীয় থাকেন এবং প্রায় দু'মাসের মতো নাপোলওঁকে তিনি যথার্থ সংকটময় অবস্থায় ব্যতিব্যস্ত রাখেন। অস্ট্রীয় অধিনায়কদের মধ্যে যদি দ্রুততর যোগাযোগ ও সহযোগিতা স্থাপন করা যেতো এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের থেকে সাহায্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো তাহলে অস্ট্রীয়দের পক্ষে সম্ভবত ফরাসী সম্রাটকে মারাত্মকভাবে পরাজিত করা কঠিন হতো না। কিছুকাল বোনাপার্ত আস্‌পার্ন' এস্‌লিং-এ (Aspern Essling) হটে যেতে বাধ্য হন. কিন্তু এ পরাজয় ছিল সাময়িক এবং শীঘ্রই তিনি এ পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে সক্ষম হয়। ৫-৬ জুলাইতে ভাগ্রাম-এর (Wagram) যুদ্ধে দু'পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ প্রতিযোগিতা চলে এবং চূড়ান্তভাবে বোনাপার্ত অস্ট্রীয়দের পরাজিত করেন। যদিও ভাগ্রাম-এর যুদ্ধ অস্ট্রারলিৎসের মতো ততখানি শোচনীয় ছিল না; এ যুদ্ধ শুধু ব্যয় বহুলই ছিল না, এ ছিল সেই অবধি সবচেয়ে বড় গোলন্দাজ যুদ্ধ এবং এতে নাপোলেওনের প্রত্যয়ের বাধও অনেকাংশে ভেঙে পড়ে।[২৯] তবু এতে অস্ট্রিয়ার যথেষ্ট বিপর্যয় ঘটে। ফলে অস্ট্রীয় সম্রাট একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হন এবং পরিশেষে ভিয়েনা চুক্তির শর্তাবলীও মেনে নেন। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়ার বহু কাঙ্ক্ষিত একটি বৃটিশ সহায়তাকামী অভিযান বাহিনী অস্ট্রীয়দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হয়। ফলে অস্ট্রিয়ার পক্ষে বোনাপার্তের চাপিয়ে দেয়া শর্তাবলী মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

ফ্রান্সের সঙ্গে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তিতে অস্ট্রিয়াকে তার প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ নাগরিককে হারাতে হয়, হারাতে হয় জার্মান, পোলিশ ও ইতালীয় প্রান্তে অনেক সীমানা। তার সৈন্য সংখ্যা সীমিত করে দেড় লক্ষে নির্ধারিত করা হয়, রাজী

www.pathagar.com

হতে হয় অনেক ক্ষতিপূরণ দানে, মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থায় যোগ দিতে হয় এবং নতুন স্পেনীয় রাজ্যকেও স্বীকৃতি প্রদান করতে হয়।

উপর্যুক্ত শর্তাবলী অস্ট্রিয়ার ওপর চাপিয়ে দিয়েও বোনাপার্ত স্থির হতে পারেন নি। তিনি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে গভীরতর সুসম্পর্কের নিশ্চয়তা চান, প্রত্যাশা করেন ফ্রান্সের প্রতি অস্ট্রিয়ার অনুকূল আচরণ। একই সঙ্গে অবশ্য বোনাপার্তের ব্যক্তিগত অভিলাষও বিজড়িত হয়। তিনি স্বয়ং ছিলেন মহান ফরাসী সাম্রাজ্যের সম্রাট, কিন্তু তাঁর মাহাত্ম্যের কোন প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী ছিল না। বোনাপার্ত তখনো ছিলেন সন্তানহীন। ভিয়েনা চুক্তি সম্পাদনের কয়েক মাস পর বোনাপার্ত জোসেফিনের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করেন, কেননা, জোসেফিন তাঁকে প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী দিতে ব্যর্থ হন। ১৮১০-এর প্রথম দিকে তিনি অস্ট্রীয় রাজকন্যা মারিয়া লুইজকে বিয়ে করেন। মারিয়া ছিলেন খোদ অস্ট্রীয় সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস-এর কন্যা। বোনাপার্ত এই বৈবাহিক রাজবংশীয় বন্ধনকে তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে দেখেন। কেননা, বৈবাহিক সূত্রের বন্ধনে অস্ট্রিয়াকে তিনি লাভ করেন রাজনৈতিক মিত্র হিসেবে। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা, এর পরের বছর তিনি একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। এভাবে নতুন শার্লেমেন লাভ করেন নতুন উত্তরাধিকারী, আর এই নতুন, ছোট বোনাপার্ত, বিশ্বের কাছে পরিচিত হন রোমের রাজারূপে। তবু সম্ভবত মনে-প্রাণে অস্ট্রিয়া নাপোলওনের সাম্রাজ্যের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন থাকে।

গ. প্রুশিয়ার পুনর্জন্ম

অস্ট্রিয়ার সঙ্গে নাপোলেওঁ বোনাপার্ত যখন রণ ও কূটচালে ব্যতিব্যস্ত অন্যত্রও তখন ফরাসী বিরোধী বিদ্রোহমূলক তৎপরতা দানা বেঁধে উঠছিল। প্রুশিয়াও ছিল অশান্ত। বরং বলা চলে, অস্ট্রিয়া এবং স্পেনের চাইতেও প্রুশিয়া ছিল আরো গভীরভাবে ফ্রান্স বিরোধী। এ ধরনের বক্তব্য হয়তো যে-প্রুশিয়া ইয়েনায় পরাজয়ের গ্লানিতে নিমজ্জিত হয় তার সম্পর্কে প্রযোজ্য নয় কিংবা টিলসিটে যে-প্রুশিয়া আঘাতের মুখে আত্মবলী দান করে সেই প্রুশিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। অবশ্য এও সত্য যে, টিলসিট একদিকে যেমন ছিল প্রুশিয়ার অবমাননার চরমতম মুহূর্ত, তেমনি এর থেকে শুরু হয় প্রুশিয়ার পুনর্জন্ম[৩০]। সেই দেশের আলোকিত ও বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ অনুধাবন করতে পারে যে, প্রুশীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি অধিকতর মজবুত হবে যদি প্রুশিয়া ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে তার অবস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে। এসব বিজ্ঞ সুধীজন

www.pathagar.com

ও আলোকিত শ্রেণীর নেতৃত্বে একটি প্রশংসনীয় পরিকল্পনা উন্মোচিত হয়। এর লক্ষ্য ছিল প্রুশীয় 'রাষ্ট্রকে নতুন প্রাণে উজ্জীবিত করা, যাতে গতিশীল নেতৃত্বাধীনে জাতীয় প্রতিরক্ষা অধিকতর সুসংহত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়'[৩১]।

আলোকিত প্রস্তুতি

প্রুশিয়ার পুনর্জন্মের একটি জ্ঞানদীপ্ত প্রেক্ষাপট রয়েছে। ইয়েনায় সামরিক বিপর্যয়ের পূর্বের দিনগুলোতে প্রুশীয় জনগণের আলোকিত প্রস্তুতি শুরু হয়। স্বভাবত জার্মান বুদ্ধিজীবীরা জনজীবন ও ব্যক্তি-মানুষের জীবন যাত্রার সাধারণ বিষয়াদির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী কালে ক্রমশ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন সূচিত হয়। এই পরিবর্তনের ধারা ত্বরান্বিত হয় তখনি যখন ফরাসী বিপ্লবী বাহিনী বিপ্লবের নতুন সাম্যের বাণী জার্মানীসহ ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। রোমান্টিক আন্দোলনের সপক্ষে তাঁদের কণ্ঠস্বর স্বোচ্ছার হয়, জার্মান মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে নিবেদিত গীত রচিত হয়, আর কেউ কেউ সাধারণ, সৎ জার্মান জন-মানুষের গৌরব ও জয়গান করেন। মধ্যযুগের জার্মানীতে তাঁদের আগ্রহ, জার্মানীর ইতিহাস ও হৃত ঐতিহ্যকে নিয়ে তাঁদের গর্ব প্রভৃতি, এক জার্মান পিতৃভূমির প্রতি দেশাত্মবোধক ভাব-অনুভূতিকে জোরদার করে। এই পুনর্জন্মের এক প্রধান নায়ক ছিলেন দার্শনিক ইখ্‌টে (Eichte)। তিনি জার্মান জাতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত এক বক্তৃতামালায় প্রুশিয়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে নতুন আলোক দান করেন। জার্মান জাতীয় দেশাত্মবোধের গৌরব করে তিনি সব জার্মানকে এমনকি আমৃত্যু, স্বদেশের প্রতি আত্মোৎসর্গ করার উদাত্ত আহ্বান জানান, জাতির নিরাপত্তা ও মাহাত্ম্যের সংযোজন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজনে সবাইকে সক্রিয় করে তুলতে প্রয়াসী হন, তাদের দেশী ও বিদেশী শাসক এবং শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক সচেতনতায় উদ্দীপ্ত করেন।

স্টাইন ও হার্ডেনবার্গ

এ ছাড়াও ছিলেন কিছু কিছু দেশপ্রেমিক যাঁদের সক্রিয় নেতৃত্বের ফলে শুধু মাত্র প্রুশিয়া নয়, জার্মানীও চূড়ান্ত পর্যায়ে পুনরুজ্জীবিত হয়, লাভ করে নবজন্ম। এ ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় অবদান ছিল দু'জন নামজাদা জার্মান কর্মকর্তার। এর একজন ছিলেন বারন ফন স্টাইন (Baron von Stein), আরেকজন ছিলেন চ্যান্সেলর হার্ডেনবার্গ (Chancellor Hardenberg)। তাঁরা উভয়ে আঠারো শতকের মানবতাবাদ ও 'আলোকপ্রাপ্ত' দেশাত্মবোধদ্বারা প্রভাবিত হন। স্টাইন তাঁর

www.pathagar.com

প্রখ্যাত 'মুক্তিপত্র' ('Ediot of Emancipation') প্রকাশ করেন অক্টোবর ১৮০৭-এ। এই আইনের মাধ্যমে প্রুশিয়ার সর্বত্র ভূমিদাস প্রথা বিলোপ হয়, অভিজাতদের পাশাপাশি কৃষক ও বুর্জোয়ারাও ভূমিস্বত্ব লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে এই আইনে অভিজাত, সাধারণ মানুষ ও কৃষক নির্বিশেষে সব শ্রেণী ও পেশাজীবিদের জন্য ভূমির অধিকার উন্মুক্ত হয়। পরিশেষে, এই বিধির মাধ্যমে ইংল্যাডের রীতি অনুযায়ী নতুন নতুন স্থানীয় প্রশাসনিক সংগঠন গড়ে ওঠে।

১৮১১ সনে হার্ডেনবার্গ প্রুশিয়ার সামাজিক সংস্কার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন। এ সময় তিনি প্রকৃত কৃষকদের তাদের চাষাধীন ভূমির এক অংশের স্বত্ব প্রদান করেন, আর বাদ-বাকী অংশ সনাতন জমিদারদের ফিরিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু জমিদারদের সব ধরনের সামন্তদায়, অধিকার বা গোলামীর জিঞ্জির পরাবার কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত করেন। এ পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাও পুরোপুরি ঢেলে সাজানো হয়। একই সঙ্গে জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ফরাসীদের অনুকরণে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন সামরিক বৃত্তি প্রথা প্রবর্তিত হয়। ১৮০৮ সনে এর্ফুর্ট-এ (Erafurt) নাপোলেওঁ প্রুশিয়ার বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ৪২,০০০-এর মধ্যে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রুশিয়া তার নতুন প্রতিরক্ষা সংস্কারে এই শর্ত এড়িয়ে চলে। হার্ডেনবার্গের পরিকল্পনা ছিল বাস্তব কর্মপন্থাভিত্তিক: প্রুশিয়া কোন এক সময়ে ৪২,০০০-এর বেশী সৈন্য রাখে নি, কিন্তু প্রতি ৪২,০০০ দলের সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ হলেই একই সংখ্যার আরেকটি দল প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হতো।

ইতিমধ্যে জার্মান জাতীয়তাবাদ উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত রূপপরিগ্রহ করে। এর পেছনে কয়েকটি দেশাত্মবোধক সম্প্রদায়ের অবদান বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। এসবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল টুগেনবুন্ড (Tugenbund) বা নৈতিকও বৈজ্ঞানিক ইউনিয়ন (Moral and Scientific Union)। এটা সংগঠিত হয় 'নৈতিকতা, ধর্ম, গভীর সুরুচীবোধ, গণ-চেতনা ও ভাবধারা পুনরুজ্জীবিত করার' কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে[৩২]। এভাবে রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, সামরিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে ১৮০৭-১৮১২ সনের মধ্যে প্রুশিয়ার সার্বিক পরিবর্তন ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় প্রুশিয়ার জনগণের মধ্যে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়, যে ভাবধারা এই জাতিকে আসন্ন মুক্তি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

প্রুশিয়ায় কি ঘটছিল সে সম্পর্কে বোনাপার্ত অবশ্য অবহিত ছিলেন। তিনি প্রথমে প্রতিবাদ করেন, পরে হুমকি প্রদান করেন এবং ১৮০৮ সনের শেষ দিকে প্রকৃতপক্ষে তিনি সফলভাবে স্টাইনের পদচ্যুতি আদায় করেন। কিন্তু

www.pathagar.com

এই দুর্দান্ত প্রুশীয় সংস্কারক কিছু কাল অস্ট্রিয়ায় কাটান। সেখানে বোনাপার্ত-বিরোধী দেশাত্মবোধক অনুভূতি জাগাতে গিয়ে তিনি জনগণকে উত্তেজিত করতে সহায়তা করেন। তারপর তিনি যান রাশিয়ায়। সেখানে তিনি জারের বেসরকারী উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন, জারকে ক্ষিপ্ত করেন বোনাপার্তের বিরুদ্ধে এবং প্রুশিয়া ও রাশিয়ার সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য মৈত্রী বন্ধনের ওপর জোর দেন।

টীকা :

১. Rose, প্রাগুক্ত, Vol. II, পৃঃ ১৫৯
২. Ketelbey, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২২
৩. উল্লেখিত, Grant and Temperley, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩
৪. Gates, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫,১০
৫. Rose, প্রাগুক্ত, Vol..II, পৃঃ ১৬৭
৬. ঐ, পৃঃ ১৬৮
৭. ঐ, পৃঃ ১৭০
৮. উল্লেখিত, Hayes, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫৬
৯. Grant and Temperley, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪
১০. Ketelbey, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩
১১. Grant and Temperley, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩
১২. উল্লেখিত, ঐ, পৃঃ ১১৬
১৩. Ketelbey, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯
১৪. উল্লেখিত, Rose প্রাগুক্ত, Vol. II, পৃঃ ১৬৭
১৫. Ketelbey, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯
১৬. Hayes, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫৭
১৭. Grant and Temperley. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬
১৮. Ketelbey. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯
১৯. উল্লেখিত, Geyl, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৭ ; Rose প্রাগুক্ত, Vol. II পৃঃ ১৭৩
২০. Wright, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০
২১. Geyl, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬১
২২. Marriott, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২
২৩. Grant and Temperley, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২
২৪. Marriott, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২

www.pathagar.com

২৫. Gates, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬৯
২৬. উল্লেখিত, Ketelbey প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩০
২৭. উল্লেখিত, Marriott, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২-৮৩
২৮. উল্লেখিত, Grant and Temperley, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮
২৯. Atkins, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০০
৩০. Marriott, প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৩
৩১. উল্লেখিত, Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮১
৩২. Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৩

www.pathagar.com

ষোড়শ অধ্যায়

মস্কো অভিযান ও 'মুক্তিযুদ্ধ'

টিলসিট মৈত্রীচুক্তি ছিল নাপোলেওঁ এবং জার আলেকজান্ডারের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলোচিত একটি চুক্তি। এ চুক্তির মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে ফ্রান্স ও রাশিয়া মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ায় অনেকে এই চুক্তির বিরোধিতা করে। এর্ফুর্ট-এ (১৮০৮) অনেক সামাজিক আড়ম্বর-আয়োজনের মধ্যে টিলসিট চুক্তির প্রতি পুনর্বার আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। বাস্তবে এর কূটনৈতিক প্রভাব টিলসিট বন্ধনের সীমারেখা অতিক্রম করে নি। এর্ফুর্টে দু'পক্ষের কোলাকুলি আলিঙ্গন ও সম্বর্ধনা সত্ত্বেও বোনাপার্ত এবং আলেকজান্ডারের পারস্পরিক সম্পর্ক অনেকটা শীতল হতে থাকে ; দু'পক্ষের পত্র যোগাযোগে কিছুটা বিরক্তি ও সন্দেহের ভাব পরিলক্ষিত হয়।

সরকারী পর্যায়ে অবশ্য ১৮১০ সন অবধি দু'দেশের মধ্যে মৈত্রী-ব্যবস্থাভিত্তিক সম্পর্ক চলতে থাকে, কিন্তু ক্রমশ পরিস্থিতি এভাবে পরিবর্তিত হয় যে, উভয়ের সম্পর্কে বৈরীভাব দেখা দেয় এবং পরিশেষে দু'পক্ষের মধ্যে বৈরীতা প্রকাশ্য শত্রুতার রূপ পরিগ্রহ করে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রকৃত অবস্থা হলো : ইউরোপের সর্বত্র ফরাসী সম্রাটের সমর্থন খসে যায়, তাঁর ভাগ্য ও ভবিষ্যতকে ঘিরে দেখা দেয় অনিশ্চয়তা। টিলসিট মৈত্রীর দুই প্রণেতা যখন অনুধাবন করতে পারেন যে, এর থেকে তাঁরা কেউ আশানুরূপ ফল পাচ্ছেন না তখনি উভয়ে পরস্পরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। এর পর উভয়ের পারস্পরিক অব্যাহত মৈত্রীবন্ধনের যুক্তিযুক্ততা সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়।

রুশ-ফরাসী মৈত্রীতে ভাঙনের কারণ

বাস্তবিকপক্ষে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের নতুন নীতির ভিত্তি ছিল রুশ মৈত্রী সম্পর্ক। গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে তাঁর পরিকল্পিত সব কলাকৌশলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল এই মৈত্রী ব্যবস্থা। তাহলে প্রশ্ন জাগে—রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর পরিবর্তে কেন যুদ্ধ দেখা দেয়?

পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে যে, জার আলেকজান্ডার ও নাপোলেওঁ বোনাপার্তের সম্পর্ক কখনো সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বরং বলা চলে—এ দু'দেশের মৈত্রী সম্পর্ক ছিল অনেকটা অস্বাভাবিক। কেননা দু'দেশের

www.pathagar.com

সম্পর্কের স্থিতি বা স্থায়িত্ব বিধানে কোনরূপ আদর্শ বা নীতির সংযোগ ছিল না, ছিল না এদের কোন অভিন্ন উদ্দেশ্য[১]। বোনাপার্তের মনে ছিল এরূপ ভাবনা যে, তাঁর নিজস্ব উদ্দেশ্য চরিতার্থে তিনি কি করে জারকে ব্যবহার করতে পারবেন, পারবেন ইউরোপে তার অবস্থান আরো জোরদার করতে। জারের অবশ্য নিজস্ব ভিন্নতর চিন্তা-চেতনা ছিল। তাঁর স্বার্থও ছিল ভিন্নরূপ। ভিন্নতর চিন্তা-চেতনা কিংবা দ্বন্দ্বমুখী আদর্শ-উদ্দেশ্য কখনো স্বাভাবিক ও স্থায়ী মৈত্রী বন্ধনের ভিত্তি হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, রুশ-ফরাসী মৈত্রী কখনো স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল বলে মনে হয় না।

রুশ-ফরাসী মৈত্রী ভাঙনের আরেকটি যথাযথ কারণ উপস্থাপন করেন ঐতিহাসিক হল্যান্ড রোজ। তিনি বলেন, 'দুটি প্রতাপসম্পন্ন ও উচ্চাভিলাষী সাম্রাজ্যে কখনো একে অপরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না। কূটনৈতিক সৌহার্দ্যের সব আবরণ সত্ত্বেও এদের সম্পর্কে বেশ সচেতন সংযম বা ভীতির ভাব বিদ্যমান থাকে[২]। এরূপ সংযমী দৃষ্টিভঙ্গি বা ভয়ভীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিগত অস্ট্রীয় যুদ্ধ চলাকালে জার ফরাসীদের প্রতি তেমন কোন প্রকৃত সাহায্য প্রদান করেন নি। অথচ নাপোলেওঁ মনে করেন যে, জারের সদিচ্ছা থাকলে তাঁর পক্ষে এ যুদ্ধ এড়ানো কঠিন হতো না। এছাড়া, নাপোলেওঁ জারের বোনকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জার বোনাপার্তের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এতে বোনাপার্ত মানসিকভাবে বেশ আহত হন, দেখেন একে দু'পক্ষের উত্তরোত্তর শত্রুভাবাপন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ফসল হিসেবে। বোনাপার্ত মনে করেন যে, জার ক্রমশ সর্বনাশমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশ্য বিরোধিতার পথ ধরে চলেন। উপরন্তু, বোনাপার্তের দৃষ্টিকোণ থেকে, তাঁর মৌলনীতির লক্ষ্যস্থল ছিল গ্রেট বৃটেন, আর এই শত্রুকে নাস্তানাবুদ করার জন্য তিনি ইতিপূর্বেই মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে এর বাস্তবায়নে বৃটিশ বিরোধী যথাযথ সক্রিয় কর্মপন্থার একাত্মতা প্রকাশে জার অনীহা প্রদর্শন করেন। অন্যদিকে এটা আর অজানা ছিল না যে, রাশিয়া গোপনে বৃটিশ ব্যবসাজাত পণ্যসামগ্রী গ্রহণে দ্বিধা করতো না। অথচ রাশিয়ায় রপ্তানীযোগ্য ফরাসী জিনিসপত্রের ওপর প্রকাশ্যে মোটা ধরনের শুল্ক কর ধার্য করে[৩]।

জারের অভিযোগ

বোনাপার্তের চাইতে জারের অভিযোগ কোন অংশে কম ছিল না। রুশ-ফরাসী মৈত্রীকে জার দেখেন একটু স্বতন্ত্রভাবে। তার দৃষ্টিতে, ঐ মৈত্রীর উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় বিশ্বকে দুই সম্রাটের প্রভাব বলয়ে ভাগ করে নেয়া। কিন্তু

www.pathagar.com

জার অভিযোগ করেন যে, তিনি প্রতিনিয়ত অনুভব করে চলছেন যেন তাঁর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে নাপোলেওনের সাম্রাজ্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা, কিন্তু তাঁরও যে কিছু অভিলাষ ছিল তার তোয়াক্কা ফরাসী সম্রাট করেন নি। বরং পূর্ব ইউরোপের দিকে রুশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সম্পর্কিত তাঁর নিজস্ব কৌশলগত অভিলাষ বাস্তবায়নকে নাপোলেওঁ বার বার বানচাল করেন। বোনাপার্তের বহুবিধ পরিকল্পনা থেকে এটা জারের নিকট সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয়।

প্রথমতঃ, জারের দৃষ্টিতে, বোনাপার্ত সুইডেনকে গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত হতে বাধ্য করেন (১৮১০-১৮১২)। ইতিপূর্বে জার স্বয়ং সুইডেনের নিকট থেকে ফিনল্যান্ড অধিকার করে নেন। অথচ ফরাসী স্বার্থ চরিতার্থে নতুনভাবে বাধানো যুদ্ধের ফলে জারের পক্ষে ঐদিকে অধিকতর হাত সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয় নি।

দ্বিতীয়ত, পোলিশ জাতীয়তাবাদের সম্প্রসারণকে জার ভয়াবহ হুমকিস্বরূপ দেখেন। নাপোলেওঁ বোনাপার্তের কাছ থেকে তিনি এরূপ প্রত্যাশা, এমন কি দাবি করেন যে, তিনি যেন প্রকাশ্যভাবে পোলিশ রাজ্যের পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণ থেকে সর্বদা বিরত থাকবেন এভাবে ওয়াদাবদ্ধ হন। বোনাপার্ত এ জাতীয় কোনরূপ ওয়াদা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

তৃতীয়ত, জার যদিও নিজের বোনকে বোনাপার্তের পাণি গ্রহণে সম্মত হন নি, তবু অস্ট্রীয় রাজকন্যার সঙ্গে বোনাপার্তের আসন্ন বৈবাহিক সম্পর্ক তিনি ভালো চোখে দেখে নি। কেননা, ঐ পর্যায়ে জারের কাছে মনে হয় যে নাপোলেওঁ রাশিয়ার চাইতে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতামূলক কার্যকলাপে তৎপর হবেন।

চতুর্থত, জার মনে করেন যে, বোনাপার্ত তাঁর ওয়াদামত তুরস্কের দিকে রাশিয়ার সম্প্রসারণবাদী অভিলাষ পূরণে সমর্থন প্রদান করেন নি। বরং জারের ধারণা যে, পেনিনসুলার যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় তুরস্কের বিভক্তিকরণ অনির্দিষ্টকালের জন্য ধামাচাপা পড়ে।

পরিশেষে জার্মান ডাচি ওল্ডেনবুর্গে (Duchy of Oldenburg) প্রশাসক ছিলেন জার আলেকজান্ডারের এক আত্মীয়। নাপোলেওঁ বোনাপার্ত তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে সেই ডাচিকে ফরাসী সাম্রাজের অন্তর্ভুক্ত করেন। স্বাভাবিকভাবেই জার এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন।

তবু এটা বলা সমীচীন হবে যে, এ জাতীয় মতভেদ খুব সম্ভব পারস্পরিক যোগাযোগ বা লেনদেনের মাধ্যমে দূর করা যেতো যদি 'মহাদেশীয় অবরোধ

www.pathagar.com

ব্যবস্থা' প্রসূত দ্বন্দ্ব না থাকতো। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যবস্থার কারণে উভয় দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও স্বার্থগত বিরোধ ক্রমশ বেড়ে চলে। রাশিয়ার সহযোগিতা ছাড়া এই ব্যবস্থার সাফল্য নিশ্চিত করা অনেকটা অসম্ভব ছিল কিন্তু বোনাপার্তের শর্তানুরূপ রাশিয়ার পক্ষে সহযোগিতা প্রদান অসম্ভব ছিল। ঐ সময়ে রাশিয়া ছিল প্রায় সম্পূর্ণরূপে একটি কৃষিপ্রধান দেশ। গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হবার ফলে রাশিয়ার বহু ধরনের অভাব-অভিযোগ দেখা দেয়। সাধারণ মানুষের অসন্তোষ ও বিক্ষোভে জার শঙ্কিত হন। রুশ ব্যবসায়িক সম্প্রদায় ইংল্যান্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ার দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তারা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। কেননা বৃটেন ছিল তাদের গম, কাঠ, শন, চর্বি, প্রভৃতির প্রধান ক্রেতা।

এরূপ অসন্তোষ ও বিক্ষোভের ফলে জার আলেকজান্ডার স্বাভাবিকভাবেই অনুভব করেন যে, বোনাপার্তের অবরোধ ব্যবস্থার প্রতি রাশিয়ার সমর্থন কিছুটা শিথিল না করলে তাঁর দেশের সম্পদ ও অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখে নিপতিত হবে। নাপোলেওঁ জারের প্রস্তাব অনুযায়ী অবরোধ ব্যবস্থা শিথিল করা দূরে থাক, বরং অধিকতর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করেন। অক্টোবর ১৮১০-এ বোনাপার্ত জারের প্রতি রাশিয়ার সব নিরপেক্ষ দেশীয় জাহাজের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানান। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, ভিন্ন-দেশের জাল বা নকল দলিলপত্র যোগাড় করে প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ পণ্যসামগ্রী ইউরোপ মহাদেশে বাজারজাত করার প্রক্রিয়া চলে আসছে। বোনাপার্তের অভি-যোগে সম্ভবত সত্যতা ছিল, কিন্তু জার বোনাপার্তের দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানান। তাঁর পাল্টা জবাব ছিল এই যে, অন্ততপক্ষে নিরপেক্ষ দেশসমূহের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ না থাকলে রাশিয়ার উন্নতি ব্যাহত হবে। তাই ডিসেম্বরের দিকে তিনি একটি ডিক্রি জারী করে রাশিয়ার বন্দরগুলোতে নিরপেক্ষ দেশের জাহাজসমূহের বৈধ অনুপ্রবেশে নিশ্চয়তা বিধান করেন। অন্যদিকে মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক কর ধার্য করে তিনি সিল্ক-দ্রব্যাদি, ব্রান্ডি ও অন্যান্য মদ্য আমদানী কার্যত নিষিদ্ধ করেন। উল্লেখ্য, ফ্রান্স রাশিয়ায় প্রধানত এসব মালামালই রফতানী করতো।

রুশ-ফরাসী ভাঙন

জার আলেকজান্ডারের গৃহীত ব্যবস্থায় বোনাপার্ত অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন। তিনি একে শত্রুতামূলক পদক্ষেপ হিসবে দেখেন। পরের দেড় বছর জার ও ফরাসী সম্রাট আসন্ন সংগ্রামের মোকাবেলায় ব্যাপক সামরিক ও কূটনৈতিক প্রস্তুতি অব্যাহত

www.pathagar.com

রাখেন। দু'পক্ষের সংঘাত এড়ানো যে-কোন কূটনৈতিক কিংবা মধ্যস্থতামূলক প্রচেষ্টার সাধ্যের বাইরে ছিল। উভয়ের বিরোধ যখন ক্রমশ প্রকাশ্য শত্রুতায় রূপান্তরিত হয় দুই প্রতিযোগী পক্ষেই তখন নতুন বন্ধু ও সামরিক সাহায্য লাভে অত্যন্ত তৎপর হয়। একমাত্র ভয়-ভীতি ইউরোপের কেন্দ্রভাগকে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের দলে বেঁধে রাখে, কিন্তু এটা অবিদিত ছিল না যে মেটারনিখের কর্তৃত্বাধীন অস্ট্রিয়া এবং পুনর্জাগরিত প্রুশিয়া পরাজয়ের দুঃসময়ে বোনাপার্তের সাহচর্য্য পরিত্যাগ করবে। নাপোলেওঁ অবশ্য ঐ পর্যায়ে পরাজয়ের কোনরূপ আশঙ্কা করেন নি। কেননা তাঁর নতুনভাবে সংগঠিত মহান বাহিনীতে বিভিন্ন ধরনের সৈন্য মিলিয়ে সর্বমোট ছিল ৬০০,০০০। এরা সবাই একইরূপ ব্যাপক পরিমাণের অস্ত্রশস্ত্র ও সরবরাহে সজ্জিত ছিল।

প্রস্তুতির দিক থেকে জার আলেকজান্ডারও কিছুতেই পিছিয়ে ছিলেন না। তিনি যথাযথ পাল্টা-ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গ্রেট বৃটেনের মধ্যস্থতায় তিনি তুরস্কের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন এবং তাঁর পার্শ্ব ভাগ থেকে সম্ভাব্য শত্রুর হাত সংকোচন করেন। এর পর চলে গোপন চুক্তি সম্পাদনের পালা। গ্রেট বৃটেন ছাড়া জারের চুক্তিতে যোগ দেন মার্শাল বার্নাডোত (Marshall Bernadotte)। বার্নাডোত ছিলেন বোনাপার্তের একজন প্রাক্তন মার্শাল। বোনাপার্তের আনুকূল্যেই তিনি সুইডেনের রাজা হন, কিন্তু বোনাপার্তের আদেশ-নির্দেশে তিনিও অতীষ্ঠ হয়ে ওঠেন। বর্তমান ত্রি-পক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে স্বীকৃত হয় যে, ফিনল্যান্ড জারের দখলে থাকবে, সুইডিস বাহিনী বোনাপার্ত-বিরোধী মিত্রদের সঙ্গে যোগ দেবে, আর এর প্রতিদানে ক্ষতিপূরণ হিসেবে সুইডেন নরওয়ে লাভ করবে। রাশিয়া ১৭৫,০০০ সৈনিক নিয়ে গঠিত বাহিনী সমাবেশ করে। সুইডেন বা গ্রেট বৃটেনের চাইতেও রাশিয়ার অধিকতর মূল্যবান মিত্র ছিল। এই মিত্র হচ্ছে প্রকৃতিদত্ত ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ এবং প্রকৃতির সৃষ্ট রুশ জনগণ। বিশাল দেশ এই রাশিয়া। এর আবহাওয়া, এদেশের জনগণ ও তাদের শক্তিশালী জাতীয় অনুভূতি প্রভৃতিকে জয় করা ছিল নাপোলেওঁ বোনাপার্তের সাধ্যের বাইরে। এ সবই ছিল জারের প্রকৃতিদত্ত মিত্র।

মস্কো অভিযান

জুন ১৮১২ শেষের দিকে বোনাপার্তের 'মহা বাহিনী' চারটি প্রধান ডিভিশনে ভাগ হয়ে নিমেন (Niemen) অতিক্রম করে, আর শুরু হয় বোনাপার্তের রাশিয়া অভিযান (দ্রঃ মানচিত্র ১ (জ)। সংখ্যা, সংগঠন ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে ফরাসী অভিযান বাহিনী নিশ্চিতভাবে শ্রেষ্ঠতর ছিল। এই বাহিনী সম্ভবত শুধু সর্ববৃহৎ বাহিনী ছিল না, আধুনিককালে এরূপ অদ্ভুত বহুজাতিক বাহিনী আর ইতিপূর্বে

www.pathagar.com

রণাঙ্গনে পাঠানো হয় নি। সম্মুখ যুদ্ধের সাহস বা সামর্থ্য না থাকায় রুশ বাহিনী ক্রমশ পিছু-হটতে থাকে। কিন্তু বোনাপার্তের চারিদিক ঘিরে দেখা দেয় বিপদ। তবু তিনি এক মহা বিজয় অভিলাষের আশায় প্রলুব্ধ হন, আশা করেন সব বাধা-বিপত্তি উতরিয়ে এই বিজয় তিনি ছিনিয়ে নেবেন, বাধ্য করবেন জারকে আত্মসমর্পণ করতে।

নাপোলেওঁ বোনাপার্তের উদ্দেশ্য ও অভিলাষ যাই থাকুক না কেন রাশিয়ার রণকৌশল ও ফাঁদে তিনি পা দেন। রুশপক্ষ যতই পিছু হটে যেতে থাকে বোনাপার্ত বাহিনী ততই রাশিয়ার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। কিন্তু রাশিয়ার মতো একটি বিশাল দেশের অভ্যন্তরে ঢোকার রণনীতি স্পেনে গৃহীত রণনীতির চাইতেও অধিকতর মারাত্মক ধরনের ভুলের পরিচয় বহন করে। কেননা স্পেনের সম্পর্কেই পূর্বে বলা হয় যে, এ হচ্ছে এমন এক দেশ যে-দেশে ক্ষুদ্র বাহিনীকে হার মানতে হয়, বৃহৎ বাহিনীকে থাকতে হয় ভুখা। রাশিয়ার ক্ষেত্রে এ বক্তব্য অধিকতর প্রযোজ্য। বোনাপার্ত বিভিন্ন রুশ ডিভিশনকে এখানে ফাঁদে ফেলে লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে প্ররোচিত করার প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁর সব প্রচেষ্টা নিরর্থক হয়। রুশ বাহিনী তাদের পিছু হটার রণনীতি আরো রীতিবদ্ধ ভাবে প্রয়োগ করে। তারা কোন বিশেষ এক দিকে পিছু হটে নি, তারা পিছু হটে বিভিন্ন দিকে যাতে বোনাপার্ত বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করার সুযোগ লাভ না করে। রুশ জনগণও ছিল ঘোর ফরাসী-বিরোধী। রুশ সৈন্যদের সাথে সাথে তারাও পিছু হটতে থাকে। পিছু হটার পূর্বে তারা সব ধ্বংস করে যায়, পুড়িয়ে দেয় নিজেদের শহর, আবাস-নিবাস। উদ্দেশ্য: শত্রুকে আহার-বিহার, বাসস্থান ও সরবরাহ থেকে বঞ্চিত করা।

বোরোদিনোর যুদ্ধ

শত্রুদের পরাজিত করতে ব্যর্থ হন নাপোলেওঁ, ব্যর্থ হন তাদের ধরতে। তবু তিনি রাশিয়ার গভীর অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করতে থাকেন। অপ্রতিহত ধারায় তিনি তাঁর পশ্চাদ্ধাবন অভিযান অব্যাহত রাখেন, বাধ্য করেন তাঁর সৈন্যদের জুলাই-এর প্রচণ্ড রৌদ্র আশ্রয়-জনশূন্য সমতল ভূমির ওপর দিয়ে অনিশ্চিত সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। প্রতিদিনের রৌদ্রতাপ, রোগ-শোক, পালানো, ক্ষুধা—এসব কিছুর ফলে বোনাপার্তের সৈন্য সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে, কমতে থাকে অশ্বারোহী বাহিনীর অশ্ব ও অশ্বের চালক। এভাবে বোনাপার্ত তাঁর নিজস্ব রণনীতির শিকার হতে থাকেন।

www.pathagar.com

শুধুমাত্র একবার দু'পক্ষ পরস্পরের মুখোমুখি হয়। এ ঘটনা ঘটে বোরোডিনো'তে (Borodino), ৭ সেপ্টেম্বর। এই রণাঙ্গনে একজন রুশ জেনারেল কুতুসোভ (Kutusov) ফরাসী আগ্রাসী বাহিনীকে যুদ্ধে লিপ্ত হবার সুযোগ প্রদান করেন। ঐতিহাসিক হল্যান্ড রোজের ভাষায়, এ যুদ্ধ ছিল 'শতাব্দীর সবচাইতে রক্তাক্ত যুদ্ধ'।[৫] এই যুদ্ধে এক লক্ষ সৈন্য প্রাণ হারায় এবং দু'পক্ষকে প্রায় সমান হারে ধ্বংসাত্মক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এ যুদ্ধে বোনাপার্তকে বিজয়ী বলা যেতে পারে এই অর্থে যে, যুদ্ধের পর পরই রুশ বাহিনীর অবশিষ্টাংশ পুনর্বার পিছু হটতে থাকে, তারা মস্কোর পথ বোনাপার্ত বাহিনীর জন্য উন্মুক্ত রেখে যায়।

সপ্তাহখানেক পর নাপোলেওঁ বোনাপার্ত বিজয়ী বেশে মস্কো অনুপ্রবেশ করেন। কিন্তু তিনি কর্তৃত্ব পান শুধু এমন একটি রাজধানী নগরের যা' ছিল সেই দেশের জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, অগ্নিশিখার প্রতি উৎসর্গকৃত'।[৬] তবু বোনাপার্ত মস্কো বিজয়ের আবেগে অভিভূত হন এবং বলেন, 'শত্রুর কবলে নিপতিত এই নগরীর [মস্কোর] তুলনা চলে সতীত্ব হারা রমনীর সঙ্গে'।[৭] জারদের প্রাচীন প্রাসাদ ক্রেমলিনে বোনাপার্ত তাঁর আস্তানা স্থাপন করেন, প্রত্যাশা করেন যে জার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নিকট আত্মসমর্পন করার জন্য ধর্ণা দেবেন। এরূপ সম্ভাবনার কল্পনায় বিভোর হয়ে নাপোলেওঁ এমনকি মহানুভবতা প্রদর্শনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর সব আশা প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়। প্রায় দু'মাসের মতো (১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯ নভেম্বর) বোনাপার্ত জারের আত্মসমর্পনের প্রত্যাশায় মস্কোতে তার অবস্থান বিলম্বিত করেন, কিন্তু বহুপ্রতিক্ষিত আত্মসমর্পনের খবর কখনো আসে নি। সেন্ট পিটার্সবুর্গে (st. petersbury) জার তখন অবস্থান করছিলেন। আত্মসমর্পন করা তো দূরের কথা, তিনি এসময় বলেন, 'তাঁকে [নাপোলেওঁকে] আমি এখন ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি : নাপোলেওঁ বা আমি, আমি বা নাপোলেওঁ দু'জন আমরা পাশাপাশি রাজত্ব করতে পারবো না'।[৮] জার তাঁর প্রগাঢ় ধর্মীয় বিশ্বাস ও তাঁর জনগণের বীরসুলভ দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হন এবং শান্ত কিন্তু দৃঢ়-চিত্তসহকারে মস্কোর বিজেতাকে তুচ্ছ করেন।

বোনাপার্তের মস্কোর থেকে পিছু-হটা

ক্রমশ নাপোলেওঁ বোনাপার্তকে বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয়, বুঝতে পারেন যে মস্কো রাশিয়ার রাজধানী হতে পারে কিন্তু এর কেন্দ্রবিন্দু নয়, হৃদয় তো নয়ই। রাশিয়া হচ্ছে এমন এক আদি সত্তার দেশ, যে দেশের আত্মা বলতে এমন কিছু নেই। এই বিশাল, বিস্তৃত দেশের প্রায় অনিয়তাকার জীবনের প্রতিচ্ছবি মেলে অগণিত গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষের অনেকটা নিশ্চল অবস্থান

www.pathagar.com

থেকে, যে-জীবন ছিল মস্কো বা পিটার্সবুর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই পুরনো রুশ রাজধানীর দিকে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের অভিযানকে তুলনা করা যায় একটি জলাকীর্ণ পুকুরের ওপর এক তরবারির চাবুক আঘাতের সঙ্গে[৯]। তরবারির শুধুমাত্র এক চাবুক আঘাতে জলভর্তি পুকুর যেমন নিশ্চল থাকে, তেমনি বোনাপার্তের মস্কো অধিকারের পরও সমগ্র রাশিয়া থাকে নিশ্চল, অনমনীয়। সরবরাহের অভাব এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি নগরীতে শীতকাল যাপনের অসম্ভব বাস্তবতা ও কষ্টসাধ্য জীবনের কথা ভেবে অবশেষে ১৯ অক্টোবর নাপোলেওঁ মস্কো থেকে অপসরণ করেন, প্রয়াসী হন নিমেনের দিকে ফেরৎ যাত্রায়। সম্ভবত এটা ছিল ইতিহাসের সবচাইতে প্রখ্যাত ও অতি ভয়াবহ পিছু হটা।[১০] রুশ বাহিনী তাঁর এই পশ্চাদযাত্রা অনুসরণ করে। যদিও তারা কোন ধরনের বড় যুদ্ধ এড়িয়ে চলে তবু ফরাসীদের ওপর পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে হামলা ও হয়রানি করে চলে এবং ফরাসী বাহিনীর দলভ্রষ্টদের মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত করে।

নাপোলেওঁ অবশ্য আশা করেছিলেন এমন একটি ফেরৎ পথ ধরতে যাতে তাঁর রসদ-সরবরাহ পেতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু প্রতিপক্ষের রণকৌশলের ফলে যে-পথে তিনি মস্কো অভিমুখে অগ্রসর হন এবং নিঃশেষ করেন রসদ-সরবরাহ সে পথেই তাঁকে ফেরৎমুখী হতে বাধ্য হতে হয়। শীঘ্রই বোনাপার্তকে দারুণ বিপর্যয়ের সমুখীন হতে হয়। রুশ-কসাকরা (Cossacks) বোনাপার্তের আসন্ন বিপর্যয়ের কারণ জানতো ভালো করে। তারা মন্তব্য করে, 'নাপোলেওঁ জানতেন না যে, বিধি তাঁর বিপক্ষে। তিনি ভুলে যান যে এদেশে একটি শীতকাল রয়েছে।'[১১] নভেম্বরের প্রথম দিক থেকে রাশিয়ার ভয়াবহ শীত শুরু হয়। তুষাররাশির মধ্য-দিয়ে বোনাপার্ত বাহিনী ক্লান্তিভরে পশ্চিম অভিমুখে হেঁটে চলে। তাদের পোষাক ছিল জীর্ণ-শীর্ণ, খাবার ছিল না, ছিল না আশ্রয়। তাদের ছেড়ে যেতে হয় লুটের মাল, ধ্বংস করে ফেলতে হয় গোলা-বারুদ, ছুড়ে ফেলে তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র। কেননা এ পর্যায়ে বিপক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার চাইতে প্রকৃতির স্বষ্ট দুঃসহ প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা বড় হয়ে দেখা দেয়। যাদের সঙ্গে ঘোড়া ছিল খাদ্যের প্রয়োজনে ঐগুলোকে মেরা ফেলা হয়, আর সবাই চলে পায়ে হেঁটে। প্রকৃতপক্ষে, বোনাপার্ত বাহিনীর নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে। সৈন্যরা একে অপরের ওপর রাহাজানি চালায়।

অন্যদিকে, রুশ ও কসাক বাহিনী তাদের হয়রানি অভিযান অব্যাহত রাখে। ফলে ফরাসী বাহিনী আরো ভিন্ন ভিন্ন ভুখা, অসংগঠিত ও প্রায় উন্মত্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন দিক থেকে শত্রুর কামানের গোলার আঘাতে তারা ছুটে প্রাণ হারায় পথ-

www.pathagar.com

পার্শ্বে। রাশিয়ার মাটি ভরে ওঠে তাদের মৃতদেহে। ডিসেম্বরের দিকে ৬০ ডিগ্রি পরিমাণ বরফ জমে ওঠে। এই প্রচণ্ড শীতের তীব্রতা যে-কোন বাহিনীর পক্ষে সয়ে নেয়া অসম্ভব হতো। রুশ রণাঙ্গনে নাপোলেওনের বাহিনীর পাঁচ লক্ষের অধিক প্রাণ বিসর্জন হয়। পরিশেষে 'মহা' মস্কো অভিযানে যে ছয় লক্ষের মতো ফরাসী সৈন্য যাত্রা শুরু করেছিল তাদের মধ্যে মাত্র বিশ হাজার নিমেন পুনরায় সশরীরে অতিক্রম করে। ফরাসী বাহিনীর এই পিছু-হটা যথার্থ এক ভয়ংকর পরাজয়ের রূপ পরিগ্রহ করে। এ ধরনের ভয়াবহ বিপর্যয়ের তুলনা ইতিহাসে মেলা ভার[১২]।

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত স্বয়ং তখনো খুব একটা বিচলিত হন নি। তিনি সীমানা প্রান্তে তাঁর বাহিনীর সঙ্গ পরিত্যাগ করে দ্রুত জার্মানীর অভ্যন্তরে দিয়ে গোপনে পারী পৌঁছেন। সেখানে গিয়ে তিনি সবাইকে চমকিত করেন। কেননা গুজব রটে যে, রুশ রণাঙ্গনে তার মৃত্যু ঘটে। পারীতে তাঁর উপস্থিতিতে এরূপ গুজবের অসারতা শুধু প্রমাণিত হয় নি, এর চক্রান্তকারীদেরও তিনি কঠোর হাতে দমন করার প্রয়াস পান। বোনাপার্ত এমনকি নতুন বাহিনী গড়ে তোলারও বাসনা রাখেন স্পষ্টতই, রুশ বিপর্যয়ের আঘাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশা তিনি ছাড়েন নি। কিন্তু ফ্রান্সে আগের মতো তাঁকে সার্বজনীনভাবে মেনে চলার প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয় নি। লা ভঁদে ও দেশের অন্যান্য রক্ষণশীল অঞ্চলে বিদ্রোহী তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। এমনও অনেক গল্প শুনা যায় যে, বহু লোকজন বোনাপার্তের বাধ্যতামূলক সামরিক কাজকর্মের দায় এড়াবার উদ্দেশ্যে নিজেদের দাঁত ভেঙে ফেলে, কেটে ফেলে অঙ্গুষ্ঠ[১৩]।

মুক্তি যুদ্ধ

নাপোলেওঁ নোনাপার্তের রুশ বিপর্যয় তাঁর শত্রুমহলে এক অভাবিত উদ্দীপনা সঞ্চার করে। সম্ভবত ক্রুসেডরদের পরবর্তীকালে ইউরোপে এরূপ উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয় নি। এটা যতই পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পায় যে, নাপোলেওনের বাহিনী চূড়ান্ত পরাজয় ও ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় ততই সর্বত্র প্রায় এক সার্বজনীন উত্তেজনার ভাব সৃষ্টি হয়। ফলে এক ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে (দ্রঃ মানচিত্র (২)। জার স্বয়ং রুশ বাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করে জার্মানীতে অনুপ্রবেশ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রুশীয় সংস্কারক স্টাইন, যাঁকে নাপোলেওনের নির্দেশে তাঁর স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়। স্টাইন এখন জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার কর্তব্য পালনে প্রুশীয়দের প্রতি আহবান জানান। 'নব জাগ্রত প্রুশীয় রাষ্ট্র অনুধাবন করতে পারে

www.pathagar.com

যে, প্রতিশোধ নেয়ার প্রকৃত সময় উপস্থিত। নাপোলেওনের বাহিনীতে প্রুশীয় সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন ইয়র্ক (York)। তিনি এ সময়ে জারের সঙ্গে এক চুক্তিনামায় সই করে ইউরোপকে নাপোলেওনের কর্তৃত্বমুক্ত করতে একমত হন।

প্রুশীয় রাজা তৃতীয় ফ্রেডেরিক উইলিয়াম এ পর্যায়েও ভীরু-পুরুষের মতো ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু জনগণের উৎসাহের জোরে তিনি সাহস সঞ্চয় করেন এবং ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮১৩ জারের সঙ্গে কালিশ চুক্তি (Treaty of Kalisch) সম্পাদন করেন (দ্রঃ মানচিত্র ১ (ক)। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রুশিয়া বোনাপার্ত বিরোধী সংগ্রামে রাশিয়ার সঙ্গে একাত্ম হয়। জার প্রতিশ্রুতি দেন যে, ভৌগোলিক সীমানা ও জনসংখ্যা ছিল তা পুনরুদ্ধার হওয়া অবধি তিনি অস্ত্র পরিহার করবেন না। জারের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের পর পর প্রুশীয় রাজা জনগণের সাহায্য চেয়ে আবেদন করেন এবং সমগ্র দেশ অনতিবিলম্বে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। শীঘ্রই প্রুশিয়ার জনগণ একটি সশস্ত্র জাতির রূপ পরিগ্রহ করে। এর পর ফরাসী আধিপত্য থেকে সব জার্মান ভাষাভাষী জনগণকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলন ও সংগ্রামে প্রুশিয়া নেতৃত্ব দিয়ে চলে। প্রুশিয়া থেকে জাতীয় উদ্দীপনা অন্যান্য জার্মান রাষ্ট্রেও বিস্তৃত হয়। মেক্লেনবুর্গ (Mecklenburg) বোনাপার্তের সৃষ্টি রাইন কনফেডারেশন থেকে বেরিয়ে যায়। সমগ্র উত্তর ও মধ্য জার্মানীতেও শীঘ্রই গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। ইতিমধ্যে প্রুশীয় বাহিনী দেশাত্মবোধক চেতনা ও অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়। এই বাহিনী দক্ষিণগামী অভিযানে স্যাক্সোনীর দিকে এগিয়ে চলে। অস্ট্রিয়া ছিল অনেকটা দ্বিধান্বিত। একদিকে বোনাপার্তের ভয়, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান রুশ ক্ষমতার ঈর্ষা। তবু ভিয়েনা তার নিজস্ব বাহিনী সমাবেশ করে চলে, আর প্রতীক্ষায় থাকে অনুকূল পরিস্থিতির আশায়[১৪]।

এভাবে নাপোলেওঁ তাঁর ইউরোপ বিজয়ের পূর্বে যেরূপ জাতীয়বাদী ভাবধারার সম্মুখীন হন ঠিক অনুরূপ ভাবধারা তাঁকে এসময়েও মোকাবেলা করতে হয়। স্বভাবসিদ্ধ দ্রুততা সহকারে ও বীরসুলভ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি রণাঙ্গনে আবার দু'লক্ষের মতো সৈন্য সমাবেশ করতে সমর্থ হন। এই সৈন্যদের বেশীর ভাগই ছিল সংরক্ষিত সৈন্যের অংশ বিশেষ বা অল্প বয়স্ক যুবক ও নতুন নিযুক্ত সৈন্য। এসব সত্ত্বেও এ বাহিনীকে নিয়ে নাপোলেওঁ যেসব বিজয়ের গৌরব লাভ করেন সে সব হয়তো মহান বিজয়রূপে বিবেচিত হতো যদি না খুব শীঘ্র পরবর্তীতে তিনি বৃহত্তর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতেন। তিনি রুশ-প্রুশীয় সম্মিলিত মিত্র বাহিনী পরাজিত করেন প্রথমে লুৎসেনে (Lstzen), এবং পরে বান্‌টসনে (Bantzen)। এ সব যুদ্ধে সন্দেহাতীতভাবে বোনাপার্ত বাহিনীর বিজয় ঘটে,

www.pathagar.com

শত্রুপক্ষ মহা বিপর্যয়ের মুখে নিপতিত হয়। তবু এ সব বিজয়লাভে বিজয়ীদের দারুণ ত্যাগ ও ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

মিত্রশক্তির সঙ্গে অস্ট্রিয়ার যোগদান

ফ্রান্সের সঙ্গে ইউরোপের সংগ্রামের এ ছিল এক সংকটময় মুহূর্ত। এই মুহূর্তে অস্ট্রিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। এ সময় অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ছিলেন মেটারনিখ (Metternich)। কিছুকাল থেকে তিনি দু'মুখী কূটচাল খেলে আসছিলেন। একদিকে প্রুশিয়ার সঙ্গে তিনি আলাপ-আলোচনা করে চলেন, অন্যদিকে ফরাসী রাষ্ট্রদূতকে অব্যাহত অস্ট্রীয় সমর্থনের মৌখিক নিশ্চয়তা প্রদান করেন। এভাবে কিছুদিন যাবৎ কূটচাল খেলার পর পরিশেষে অস্ট্রিয়া প্রকাশ্যে মিত্র শক্তিসমূহের সঙ্গে যোগদান করে। মেটারনিখ অতি বিচক্ষণতা সহকারে তাঁর কূটনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। সম্ভবত এতে কোনরূপ নীতিও নৈতিকতার বালাই ছিল না, কিন্তু বাস্তব রাজনীতিতে স্বদেশীয় স্বার্থ ও শক্তি-পরীক্ষার প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারিত হয়। মেটারনিখের দৃষ্টিকোণ থেকে, বোনাপার্তের নিকট তিনি শান্তি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু এর যথাযথ অনুকূল সাড়া পান নি। তাছাড়া, অস্ট্রিয়ার সমর্থন সুনিশ্চিতভাবে লাভ করতে হলে তিনি দাবি করেন যে তাঁর দেশকে তার পূর্বে অধিকৃত ইলীরীয় প্রদেশ সমূহ (Illyrian provinces) ফেরৎ দিতে হবে। কিন্তু নাপোলেওঁ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[১৫] আগস্ট ১৮১৩-এ মেটারনিখ এর যথার্থ প্রত্যুত্তর দেন। ঐ দিন তিনি সরাসরি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

লাইপজিগের যুদ্ধ

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ ঘোষণাকালে নাপোলেওঁ স্যাক্সোনীতে অবস্থান করছিলেন। এই সময় তাঁর অধীন সৈন্য ছিল চার লক্ষের মতো। তাঁর এই বাহিনীর বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষ সমবেত হয় বোহেমিয়ায়, সাইলেসিয়ায় ও উত্তর প্রুশিয়ায়। শত্রু বাহিনীতে ছিল পাঁচ লক্ষাধিক অস্ট্রীয়, প্রুশীয় ও রুশ সৈন্য। প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় ২৭ আগস্ট ড্রেসডেন-এ (Dresden)। এটাই ছিল বোনাপার্তের শেষ উল্লেখযোগ্য বিজয় এবং এ বিজয় ছিল মূলত অস্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। কিন্তু এই বিজয়ের অনুকূল ধারা তাঁর পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব হয় নি। কেননা, তাঁর মার্শালরা বিভিন্ন রণাঙ্গনে বার বার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে থাকেন। খোদ বোনাপার্তের অধীন বাহিনীও অতি দ্রুত মিত্র বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে থাকে।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে, সার্বিক ইউরোপীয় পরিস্থিতি ক্রমশ নাপোলেওঁ বোনাপার্তের বিপক্ষে যেতে থাকে। কোন একটি রণাঙ্গনে বড় ধরনের বিজয় আর তাঁকে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে সাহায্য করতে পারে না। কেননা বিভিন্ন দিক থেকে জমে ওঠা স্রোতধারা যেন বন্যার মতো তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। বোনাপার্তের কর্তৃত্বের প্রতি হুমকি প্রত্যহ বেড়ে চলে। ক্রমশ বিপক্ষীয় মিত্র শক্তি তাঁর অবস্থানের দিকে ঘিরে আসে। তাঁর সৈন্যদল বন্দী হয়, তাঁর পাঠানো সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে চলে, স্বয়ং তিনি মূল বাহিনীসহ বাধ্য হন লাইপজিগে (Leipzig) ফিরে যেতে। সেখানে যুদ্ধ চলে চার দিন (অক্টোবর ১৬-১৯, ১৮১৩)। এই অভিযান চলাকালে একটি চূড়ান্ত বিষয় নির্ধারিত হয়: এখানে ইতিহাসের সবচাইতে সেরা বিজয়ীকে পরাজয় বরণ করতে হয়, আর যে যুদ্ধে তাঁকে এব পরাজয়ের গ্লানি স্পর্শ করে তাকে বলা হয় 'জাতিপুঞ্জের যুদ্ধ" ('Battle of the Nations')। ঐতিহাসিক ফাইফ (Fyffe) একে 'লিখিত ইতিহাসের সর্ববৃহৎ যুদ্ধ রূপে' অভিহিত করেন, চিহ্নিত করেন একে নাপোলেওঁ যুগের সার্বিক সামরিক প্রচেষ্টায় চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হিসেবে[১৫]। লাইপজিগ রণক্ষেত্রে বিপক্ষীয় মিত্রদের সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন লক্ষের মতো। এদের বিরুদ্ধে নাপোলেওঁ মাত্র ১,৭০,০০০ মতো সৈন্য সমাবেশ করতে সমর্থ হন। ফরাসী বাহিনী ছিল জীর্ণশীর্ণ এবং ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। সংখ্যায় এরা দিন দিন কমতে থাকে। পক্ষান্তরে, শত্রু বাহিনী অব্যাহত গতিতে ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। কেননা সংগ্রাম চলাকালে শত্রুপক্ষে নতুন নতুন বাহিনী যোগ দিতে থাকে। এভাবে লাইপজিগ রণাঙ্গনে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের সামরিক ক্ষমতা খর্ব হয়, অনিবার্য হয় তাঁর পতন। পক্ষকাল পর তাঁর বাহিনীর অবশিষ্টাংশসহ তিনি রাইন নদী পুনরায় অতিক্রম করে স্বীয় ভূমিতে ফিরে যান।

লাইপজিগের যুদ্ধে পরাজয়ের পর নাপোলেওনের সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। একমাত্র স্যাক্সোনী ছাড়া রাইন কনফেডারেশনের শাসকবৃন্দ মিত্রশক্তিদের পক্ষে যোগদান করেন। দুর্গের পর দুর্গ আত্মসমর্পণ করে। রাজা জেরোম বোনাপার্ত ওয়েস্টফালিয়া থেকে বিতাড়িত হন। হল্যান্ড মুক্ত হয় এবং উইলিয়াম অব অরেন্জ্ (William of Orange) আপন পদে ফিরে আসেন। ডেনমার্ক মিত্রশক্তিসমূহের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে। নেপল্স-এর রাজা ম্যুরা এবং তাঁর স্ত্রীর, নাপোলেওনের বোন, কারোলিন শত্রু পক্ষে যোগ দেন। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র গ্রেট বৃটেনের জন্য তাদের বন্দরসমূহ উন্মুক্ত করে এবং মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা বিলীন হয়।

www.pathagar.com

পঞ্চম ইউরোপীয় শক্তি সংঘ

বিভিন্ন দিকে হতাশা এবং বিপর্যয় সত্ত্বেও নাপোলেওঁ বোনাপার্ত তাঁর অনমনীয় মনোভাব বজায় রেখে চলেন। অবিশ্বাস্য হলেও এটা ছিল সত্য। শত্রুর কাছে তিনি পরাজয় স্বীকার বা মাথা নত করতে চান নি। অথচ তাঁর সেনাবাহিনী ও মার্শালেরা ফরাসী বিধান পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় সংসদ এবং সমগ্র দেশ সম্ভবত ছিল রণক্লান্ত ও শান্তির অভিলাষী। ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে এ সময়ে মিত্রশক্তি ফ্রান্সকে উদ্দেশ্য করে শান্তি প্রস্তাব রাখে। শান্তি প্রস্তাবে যেসব শর্তাবলী আরোপ করা হয় সে সবের মধ্যে ছিল নাপোলেওঁ কর্তৃক তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকা, ফ্রান্সের নিজস্ব সীমানা ছাড়াও বেলজিয়াম, সেভয় ও রাইন সীমান্ত পর্যন্ত কর্তৃত্ব বহাল রাখা। পরবর্তী ইতিহাসের ঘটনাবলীর আলোকে ঐ পর্যায়ে এ সব শর্তাবলী ফ্রান্সের পক্ষে বেশ অনুকূল বলে মনে হয়।

কিন্তু নাপোলেওঁ বোনাপার্ত এসব শান্তি প্রস্তাব ও শর্তাবলী প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি নৈপুণ্য সহকারে পিছু হটতে থাকেন। তিনি শত্রুর কাছে পরাজয় স্বীকার করার মতো ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। কেননা তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, এ পরাজয় বরণ করার অর্থ হবে তার ক্ষমতার ভিত্তি সমূলে বিনাশ করা। মিত্র-শক্তিসমূহের পক্ষে সর্বদিক থেকে ফ্রান্সের উপর হামলা চালানো ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না। শীঘ্রই মিত্র বাহিনী চতুর্দিক থেকে ফ্রান্সের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে। প্রায় সবদিক থেকে প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও নাপোলেওঁ সর্ব-শক্তি সহকারে চমৎকার লড়াইয়ের নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ১৮১৪ সনের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসব্যাপী তিনি বেপরোয়া হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। এই সময়ে তিনি পূর্বের মতো উল্লেখযোগ্য সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন, পূর্বের অভিযানগুলোর মতোই অদম্য ইচ্ছা শক্তির প্রমাণ দেন। এক এক করে তিনি শত্রুপক্ষের মোকা-বেলা করার প্রয়াস পান। এক হামলাকারীকে পরাস্ত করে তিনি দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়েন আরেক হামলাকারীর মোকাবেলায়। তাঁর এসব দুর্জয় অভিযানে শত্রুপক্ষ বিচলিত ও শংকিত হয়। এমন কি ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকেও নাপোলেওঁ যদি শান্তিচুক্তি সম্পাদনে ইচ্ছুক হতেন তাহলে ১৭৯২ দিকের ফ্রান্সের সীমানা-সহ তাঁর সিংহাসন অক্ষুন্ন রাখা সম্ভবত কঠিন হতো না। কিন্তু বোনাপার্ত ছিলেন ভিন্ন ধাঁচের ব্যক্তিত্ব : যুদ্ধের দাবায় তিনি শেষ চাল পর্যন্ত খেলে দেখতে চান। ১লা মার্চ বোনাপার্তের চার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ—ইংল্যান্ড, রাশিয়া, প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়া—শোমোঁ চুক্তির (Treaty of Chaumont) সম্পাদন করে। এ চুক্তি ছিল বিশ বছর মেয়াদী। এর মাধ্যমে তারা সম্মত হয় যে, ফ্রান্সের সঙ্গে কেউ

www.pathagar.com

ভিন্ন ভাবে শান্তিতে রাজী হবে না। তারা আরো ওয়াদাবদ্ধ হয় যে, ফ্রান্সে তাদের এই ঘোর শত্রু উচ্ছেদ হওয়া অবধি চুক্তিবদ্ধ প্রতিটি দেশ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবেলায় দেড় লাখ করে সৈন্য মোতায়েন রাখবে।

ফঁতেনব্লো চুক্তি

শুমোঁ চুক্তি সম্পাদনের মাস খানেকের মধ্যে ফরাসী প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। মিত্রশক্তি দৃঢ়চিত্ত ও দুর্জয় সাহস সহকারে পারীর দিকে এগিয়ে চলে। ৩১ মার্চ ১৮১৪ পারী মিত্রশক্তিসমূহের নিকট আত্মসমর্পন করে। ফরাসী সিনেট আনুষ্ঠানিকভাবে নাপোলেওনকে পদচ্যুত করে (২র এপ্রিল)। তালেরাঁর নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। তালেরাঁ ছিলেন একজন প্রাক্তন বিশপ, বিপ্লবী, বোনাপার্তপন্থী, প্রথম সারির একজন কূটনৈতিক এবং অতি ধূর্ত একজন ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক। ১৮০৯ সনের পর কিন্তু তিনি বোনাপার্তের পক্ষ পরিত্যাগ করেন। ১৩ এপ্রিল নাপোলেওঁ ব্যক্তিগতভাবে মিত্র শক্তির সার্বভৌম শাসকদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তি ফঁতেনব্লো চুক্তি (Treaty of Fontainebleau) নামে পরিচিত। নাপোলেওঁ তাঁর সিংহাসন পরিত্যাগ করেন। তাঁর এবং তাঁর পরিবারের জন্য ফ্রান্সে সব শাসনাধিকার তিনি ত্যাগ করেন। এ সবের প্রতিদানে তাঁকে এল্‌বা (Elba) দ্বীপ দেয়া হয় এবং তাঁর খরচ নির্বাহের জন্য দু' মিলিয়ন ফ্রাঁ বাৎসরিক অবসর ভাতা দেয়ার বিধান স্বীকৃত হয়। সম্প্রতি মারিয়া লুইজাকে ইতালীয় ডাচি পারমা (Duchy of Pharma) দেয়া হয় এবং নাপোলেওঁ পরিবারের সদস্যদের খরচ নির্বাহের জন্য আড়াই মিলিয়ন ফ্রাঁ প্রদানের বিধান রাখা হয়।

প্রথম পারী চুক্তি

এরপর মিত্রশক্তিসমূহ ফ্রান্স ও ইউরোপের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সক্রিয় হয়। এ প্রসঙ্গে মিত্রপক্ষের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন এবং পরিশেষে ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নতুন ফরাসী রাজা হবেন অষ্টাদশ লুই (Louis Xviii)। তিনি ছিলেন পূর্বতন রাজা ষোড়শ লুই-এর ভাই। এ জাতীয় গৃহীত ব্যবস্থার নীতিগত ভিত্তি ছিল 'বৈধতা'—সিংহাসন লাভের সনাতনভাবে স্বীকৃত বৈধ অধিকার এবং এতে সব মিত্রশক্তি সম্মত হয়। অষ্টাদশ লুই শীঘ্রই পারীতে ফিরে আসেন এবং কিছুকাল পর প্রশান্ত চিত্ত ও আনাড়ি ধরনের ভাব-গাম্ভীর্য সহকারে ফরাসী সিংহাসনে

www.pathagar.com

আসীন হন। তিনি একটি সনদেও সম্মত হন, যার মাধ্যমে ফ্রান্সে একটি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

এ ছাড়া, ফ্রান্স ও ইউরোপের ভবিষ্যৎ নিয়ে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৩০ মে। এটা ছিল প্রথম পারী চুক্তি (First Treaty of Paris)। ফ্রান্সকে তার ১৭৯২ সনের সীমানায় ফিরে যেতে হয়। মরিশাস, টোবাগো ও সাঁ লুসিয়া (Mauritius, Tobago and St. Lucia) ছাড়া ফ্রান্স তার বাদবাকী উপনিবেশ ফিরে পায়। নাপোলেওঁ বোনাপার্তের উচ্ছেদের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক ও ভূ-সীমানাসংক্রান্ত বিষয়াদি ফয়সালার উদ্দেশ্যে ১৮১৪ সনের শরৎকালে ভিয়েনায় ইউরোপীয় শাসক ও কূটনৈতিকদের এক সম্মেলন শুরু হয়।

টীকা :

১. Grant and Temperley. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১
২. Rose, প্রাগুক্ত, vol II., পৃঃ ২৩১
৩. Grant and Temperley, পৃঃ ১২১-১২২
৪. Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯৭
৫. Rose, প্রাগুক্ত, vol II., পৃঃ ২৫৫
৬. Marriott, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬
৭. Ketelbey. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩
৮. উল্লেখিত, Rose, পৃঃ ২৫৯
৯. ঐ, পৃঃ ২৫৮
১০. Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯৯
১১. উল্লেখিত, Rose প্রাগুক্ত, vol. II. পৃঃ ২৬২
১২. Grant and Temperley, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩
১৩. ঐ, পৃঃ ১২২-১২৩
১৪. Ketelbey, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪
১৫. উল্লেখিত, Marriott, প্রাগুক্ত, পঃ ৯৯

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

বোনাপার্তের শেষ দুঃসাহসিক অভিযান ও চূড়ান্ত পতন

নাপোলেওঁ বোনাপার্তের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে যে মনোরম ও মর্মস্পর্শী ইতিহাস বিরচিত তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর, 'শতদিনের' দুঃসাহসিক অভিযান বা ঝুঁকি। এই ঝুঁকি তিনি গ্রহণ করেন এলবা ও সাঁ এলেনায় (St. Helena) নির্বাসনের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে। প্রায় দশ মাসের মতো সময় বোনাপার্ত 'সম্রাট' হিসেবে এলবায় অবস্থান করেন। উল্লেখ্য, ফরাসী সিংহাসনচ্যুত হলেও মিত্রশক্তিসমূহ বোনাপার্তকে 'সম্রাট' পদবী ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে। এলবায় অবস্থানকালে তিনি শুধু তাঁর ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসন-প্রশাসন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন না, ফ্রান্স এবং ইউরোপের ঘটনাপ্রবাহেও সতত আগ্রহ প্রদর্শন করে চলেন। এ সময়ে ফরাসী রাজনৈতিক দিগন্তে অনেক নতুন ভাবধারা তিনি দেখতে পান, কৃষকদের মাঝে পুরোহিত ও অভিজাতদের বিরুদ্ধে আগের মতো সেই বিপ্লবী ঘৃণার প্রকোপও তিনি লক্ষ্য করেন। ফ্রান্সে উদারনৈতিক ভাবধারাপুষ্ট বিরোধী দলের ক্ষমতাও তিনি আঁচ করেন। সর্বোপরি, পুরনো সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের ভাব তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি; কেননা, এদের অনেকে চাকুরীচ্যুত হয় কিংবা উদ্দেশ্যমূলক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সম্মুখীন হয়।

এছাড়া ভিয়েনায় বিজয়ের লুট ভাগাভাগি নিয়ে মিত্রশক্তিসমূহের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক চলছিলো নাপোলেওঁ বোনাপার্ত সেই বিষয় সম্পর্কে নিজকে যথাযথ অবহিত রাখেন। তিনি প্রতীক্ষায় ছিলেন কি করে যে-চুক্তির মাধ্যমে এলবায় তাঁকে নির্বাসন করা হয় সেই চুক্তি অমান্য করা যায়। অজুহাত মেলে শীঘ্রই। মিত্রশক্তির শাসকবর্গ বোনাপার্তকে বাৎসরিক দু'মিলিয়ন ফ্রাঁ ভাতা প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন, কিন্তু অষ্টাদশ লুই তাঁকে কোনরূপ অর্থ প্রদান করেন নি। এতে বোনাপার্ত নিজকে নিতান্তই একজন সাধারণ বহিষ্কৃত ও প্রবঞ্চিত ব্যক্তিত্বরূপে অনুভব করেন। উপরন্তু, গুজব শুনা যায় যে, তাঁকে এলবা থেকে অপহরণ করে আজোরস্-এ (Azores) সরিয়ে নেয়া যেতে পারে।

এসব কারণে নাপোলেওঁ পালিয়ে যাবার প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করেন, ফিরে যেতে চান ফ্রান্সে। ১ মার্চ ১৮১৫-এ নাপোলেওঁ এলবা থেকে পালিয়ে যান এবং কিছু বিশ্বাসী ও অনুগত সহচর সঙ্গে নিয়ে কান্-এ (Cannes) অবতরণ করেন। যেভাবে পারীতে এ সময় বিজয়ীর বেশে তিনি অনুপ্রবেশ করেন তা' যে-কোন গল্প-উপ-

www.pathagar.com

ন্যাসের কাহিনীকেও হার মানায়। প্রোভঁস-এর (Provence) অভ্যন্তর দিয়ে তিনি তাঁর অভিযান এড়াতে চান। কেননা, ঐ অঞ্চলে রাজকীয় অনুভূতি ছিল উচ্চ-মাত্রায়। এর পরিবর্তে পর্বত-গিরিপথ দিয়ে তিনি দোফ্যাঁ'তে (Dauphine) ঢোকেন। তাঁর এর পরের যাত্রাপথ শোভাযাত্রায় পরিণত হয় এবং তাঁকে প্রতিরোধ করার জন্য যেসব সৈন্যদের পাঠানো হয় তিনি আপন মহিমা ও বৈশিষ্ট্যের গুণে তাদের মন জয় করে নেন। প্রতিরোধকারী সৈন্যরা যখন তাঁর অগ্রযাত্রা রোধ করে দাঁড়ায় নাপোলেওঁ নাটকীয়ভাবে তাঁর বক্ষ উন্মুক্ত করে দেন সৈন্যদের গোলা-বন্দুকের সামনে। সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ তাদের অস্ত্র সরিয়ে নিয়ে এরূপ শ্লোগানে মুখরিত হয় : 'সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন।'[১]

নাপোলেওঁ তাঁর জীবনের এ পর্যায়ে যে উল্লেখযোগ্য স্বতঃলব্ধ রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় রাখেন তা' সম্ভবত ইতিপূর্বে এতখানি পরিদৃষ্ট হয় নি। রাজধানী পারীর দিকে এগিয়ে যাবার কালে তিনি নিজকে বিপ্লবের সন্তানরূপে ঘোষণা করেন, উপস্থাপিত করেন নিজকে জনগণের রক্ষক-সমর্থক ও শান্তির প্রবক্তা হিসেবে। পুরোহিত-যাজক ও দেশত্যাগীদের চাপিয়ে দেয়া দাসত্বের শৃঙ্খল থেকেও তিনি ফরাসী জনগণকে উদ্ধার করার ওয়াদা করেন। শীঘ্রই অষ্টাদশ লুই পালিয়ে যান। নাপোলেওঁ শান্তি ও স্বাধীনতার অঙ্গীকার করে পুনর্বার সরকারের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করেন। একটি জাতীয় গণভোটে তাঁর সরকারের স্বীকৃতিও মেলে। এমনকি বোনাপার্তের প্রতি বিরূপ মনোভাবসম্পন্ন লেখকেরাও মনে করেন যে, ফ্রান্সের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো ন্যূনপক্ষে ফরাসী জাতির অধিকাংশ জনমানুষ বিজয় উল্লাসসহকারে তাদের শাসককে নির্বাচিত করে এবং ভোটের আস্থা-সহকারে তাকে তুইলেরী প্রাসাদে অধিষ্ঠিত করে।[২] নির্বাচিত হবার পর বোনাপার্ত একটি উদারনৈতিক সংবিধানও ঘোষণা করেন। একজন উদারনৈতিক গণ-প্রচারক বেনজামঁ্যা কনস্তাঁ (Benjamin Constant) এই সংবিধান প্রণয়ন করেন।

ষষ্ঠ ইউরোপীয় শক্তি সংঘ

ফ্রান্সে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের ফেরৎ আসার খবরে ভিয়েনায় আলোচনায় রত রাষ্ট্রনায়ক ও কূটনৈতিকবর্গ আতংকিত ও বিহ্বল হন। কিন্তু অতি দ্রুত তাঁরা শংকামুক্ত হন। মিত্রশক্তিসমূহের বিরোধিতা সম্পর্কে বোনাপার্তের কোনরূপ সংশয় ছিল না। তাই তিনি আক্রমণমূলক অভিযান চালাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তাঁর অভিযান শুরু হয় বেলজিয়ামকে দিয়ে। বিপক্ষীয় মিত্রশক্তিসমূহ শুমোঁ চুক্তির প্রতি নিজেদের প্রতিশ্রুতি পুনরায় ব্যক্ত করে। তারা আবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়

www.pathagar.com

যে, বোনাপার্তের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হওয়া অবধি তাঁরা আর অস্ত্র পরিহার করবে না। নাপোলেওঁ আর যাতে ফ্রান্সে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী না হতে পারেন তাও তাঁরা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর হন।[৩] মিত্র-শক্তিসমূহের এরূপ ঘোষণার ফলে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের সঙ্গে ভিন্ন কোনরূপ কূটনৈতিক যোগাযোগ চলে নি। ইউরোপের স্থিতি পুনর্বার নিদারুণভাবে অস্ত্রের পরীক্ষার ওপর নির্ভর করে। বেলজিয়ামকে কেন্দ্র করেই শক্তি-পরীক্ষা চলে। মিত্রশক্তিসমূহ এখানে দু'টি বাহিনী প্রেরণ করে। এর একটি ছিল ওয়েলিংটনের অধীন সংমিশ্রিত বাহিনী। এতে বৃটিশরা ছাড়া আরো ছিল ওলন্দাজ, বেলজীয় ও হানোভারীয় সৈন্যরা। অন্য দলে ছিল প্রুশীয় সৈন্যরা। এদের নেতৃত্ব দেন ব্লুখার (Blucher)। বোনাপার্তের সৈন্য সংখ্যা ছিল শত্রুপক্ষের অর্ধেকের মতো। তাই তিনি তাদের পৃথক পৃথকভাবে মোকাবেলা করার প্রয়াস পান। প্রতিপক্ষের দুই বাহিনী যাতে সংযুক্ত না হতে পারে সেভাবে তিনি রণপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। ১৬ জুন নাপোলেওঁ স্বয়ং লিজ্‌নে-এর (Ligony) ওপর আক্রমণ চালান। কার্ত ব্রা (Quatre Bras) থেকে ওয়েলিংটনকে উৎখাত করার নির্দেশ প্রদান করেন মার্শাল নে'র (Marshall Ney) প্রতি। এরপর লিজ্‌নেতে ব্লুখার-এর ওপর ডান পাশ থেকে হামলা চালাবারও নির্দেশ দেন। অভিযানের এটা ছিল প্রথম সংকট।

ওয়াটারলু যুদ্ধ

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত ব্লুখারকে পরাজিত করতে সমর্থ হন বটে, কিন্তু এ পরাজয় চূড়ান্ত বলা চলে না। নে দেখতে পান যে, কাত্‌ ব্রা'তে তাঁর করণীয় অনেক কিছু ছিল। তাই তাঁর পক্ষে ব্লুখারের কাছাকাছি পৌঁছা সম্ভব হয় নি। পক্ষান্তরে, ওয়েলিংটন তাঁকে পরাজিত করে হটিয়ে দেন। মার্শাল নে তাঁর বাহিনীর প্রায় ৪০০০ সৈন্য হারান এই যুদ্ধে। সম্ভবত নাপোলেওঁ স্বয়ংও ভুল করেন; কেননা, তিনি তাঁর বিজয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হন নি। তিনি শত্রুর অবস্থান থেকে সংস্পর্শহীন হয়ে পড়েন। অভিযানে এটা ছিল দ্বিতীয় সংকট। কেননা বোনাপার্ত কল্পনার অনুরূপে পরাজয়ের গ্লানিতে ব্লুখার হাল ছেড়ে না দিয়ে ভাভ্র-এ (Wavre) গিয়ে ওঠেন, যাতে তাঁর ইংরেজ সহ-অধিনায়ক ওয়েলিং-টনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। ফলে ব্লুখারকে অনুসরণ করে খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে পাঠানো বোনাপার্তের বাহিনী আদৌ তাঁকে খুঁজে পায় নি।

১৭ জুন ১৮১৫ থেকে বোনাপার্তের চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। সেই দিন তিনি ওয়েলিংটনকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে উত্তর-পশ্চিম অভিমুখ এগিয়ে যান।

www.pathagar.com

তাঁর ধারণা ছিল ব্লুখার বেশ পূর্ব দিকে পশ্চাদপসরণ করেন এবং ফলে ব্লুখারের পক্ষে ওয়েলিংটনের উদ্ধারে এগিয়ে আসা সম্ভব হবে না। পরের দিন প্রতিযোগী দু'পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হয়। যুদ্ধক্ষেত্র ছিল ওয়াটারলু'র (Waterloo) কিছুটা দক্ষিণ দিকে। এ ঐতিহাসিক রণক্ষেত্রে কয়েক ঘণ্টার মতো ওয়েলিংটন একাকী বোনাপার্ত বাহিনীর আক্রমণ মোকাবেলা করেন, কিন্তু ব্লুখারের বাহিনী আগমনের ফলে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়। প্রুশীয় অশ্বারোহী বাহিনীর উপস্থিতির ফলে বোনাপার্ত বাহিনীর পরাজয় চরম বিপর্যয়ের রূপ পরিগ্রহ করে। ফরাসী সম্রাটের শেষ বাহিনী বিনাশ হয়। ইংল্যান্ডের এতদিন ছিল নৌ প্রাধান্য। ওয়াটারলু যুদ্ধে বিজয়ের ফলে তার সামরিক যশও বৃদ্ধি পায়। নাপোলেওনের মহা বাহিনীকে পরাজিত করে বিজেতার খ্যাতি ও দীপ্তি লাভ করেন ওয়েলিংটন।[৪]

ওয়াটারলু'তে দু'পক্ষের মধ্যে দুর্দান্ত যুদ্ধ চলে : এ যুদ্ধে ফরাসী সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটে। তবু এ যুদ্ধ ছিল বিতর্কিত।[৫] বোনাপার্ত এ যুদ্ধে তাঁর বিপর্যয়ের জন্য তাঁর মার্শালদের দায়ী করেন। প্রকৃতপক্ষে, বোনাপার্ত স্বয়ং বৃটিশ অধিনায়ক ওয়েলিংটনের মুখোমুখি হন নি, মুখোমুখি হন তাঁর মার্শালেরা। ওয়েলিংটন যদিও ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক বোনাপার্তের বিজয়ীরূপে খ্যাতি লাভ করেন, বোনাপার্ত স্বয়ং ওয়েলিংটন এবং বৃটিশ বাহিনী সম্পর্কে বেশ খারাপ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি তাই বলেন তাঁর মার্শালদের উদ্দেশ্যে, 'ওয়েলিংটন যেহেতু তোমাদের হারিয়েছে তোমরা সেহেতু তাঁকে একজন মহান অধিনায়ক বলে মনে কর। আমার মত কিন্তু তোমরা জেনে রেখো : ওয়েলিংটন একজন অযোগ্য অধিনায়ক, বৃটিশ বাহিনীও একইরূপে অযোগ্য।'[৬] বস্তুত, বোনাপার্ত মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, ফরাসীরা ইংরেজদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর।

৩রা জুলাই পারী শর্তাধীন মিত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করে এবং ৯ জুলাই নাপোলেওঁ স্বয়ং আত্মসমর্পন করেন। বোনাপার্ত বাহিনীর গৌরব-সূর্য অস্তমিত হয়; তারা ভেবেছিল বিজয়ীর বেশে আবার ফিরে আসবে পারীতে, কিন্তু সেই গৌরবের সুখ-কল্পনা অতীতে নিক্ষিপ্ত হয়, নিস্তব্ধ হয় রক্তাক্ত রণাঙ্গন[৭]। ওয়াটারলুতে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বোনাপার্তকে সাঁ এলেনায় নির্বাসিত করা হয়। এ হচ্ছে দক্ষিণ আটলান্টিকে পাহাড়-পর্বত সন্নিবিষ্ট একটি দ্বীপ। (দ্রঃ চত্র ৫)। এখানেই বোনাপার্ত তাঁর জীবনের শেষ ছয় বছর অতিবাহিত করেন। পরিশেষে ৫ মে ১৮২১ তাঁর মৃত্যু হয়। এভাবে চিরকালের জন্য নাপোলেওঁ বোনাপার্তের জীবন তারকা বিলীন হয়। কিন্তু তবু নাপোলেওনের গৌরব প্রবাদ হয়ে থাকে। মৃত্যুর পূর্বে বোনাপার্ত তাঁর দুঃসহ নির্বাসন জীবনের

www.pathagar.com

আলস্য ও অবসর কাটান (দ্রঃ চিত্র ৫)। তাঁর জীবনের সব ঘটনাপ্রবাহ এমনিভাবে সাজিয়ে রেখে যান যার ফলে তাঁর রাজবংশ পরবর্তীকালে গৌরব ও বিজয়ের ভাবমূর্তি নিয়ে পুনরায় ক্ষমতা লাভে সমর্থ হয়। ঐ সময়ে ইউরোপ আবার সনাতন শাসকদের নির্যাতন ও নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং সেই প্রেক্ষিতে অনেকের কাছে তাঁর জীবন অলৌকিকরূপে ধরা দেয়। অনেকে তাঁর জীবনালেখ্য থেকে নতুন সাহস সঞ্চয় করে; নতুন আশার আলো দেখে তাঁর উদারনৈতিক বিশ্বাস থেকে[৮]।

দ্বিতীয় পারী চুক্তি

ইতিমধ্যে, শতদিনের অভিযানপ্রসূত নাটকীয় ঘটনা প্রবাহে ইউরোপের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়। অষ্টাদশ লুই পুনর্বার পারীতে ফিরে আসেন, কিন্তু ফ্রান্সকে তার সাম্প্রতিক আচরণের মাশুল দিতে হয়। যে স্বাগত-সম্ভাষণ সহকারে সেই দেশ নাপোলেওনকে গ্রহণ করে এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে ফরাসী জনগণ তাঁর সঙ্গে একাত্ম। ফলে ফ্রান্সকে দ্বিতীয় পারী চুক্তিতে চাপিয়ে দেয়া দায় মেনে নিতে হয়। এই চুক্তি সম্পাদিত হয় ২০ নভেম্বর ১৮১৫। ফ্রান্সকে এ চুক্তির মাধ্যমে সা'র অববাহিকা (Saar basin) থেকে বঞ্চিত করা হয়। নাপোলেওঁ অন্যান্য দেশ থেকে যেসব শিল্পকলার ভাণ্ডার লুট করে এনেছিলেন সে সব ফেরৎ দিতে বাধ্য করা হয়। এ ছাড়া, ফ্রান্সকে ৭০০ মিলিয়ন ফ্রাঁ ক্ষতি-পূরণ প্রদানে রাজী হতে হয় এবং পাঁচ বছরের জন্য তার প্রধান প্রধান দুর্গসমূহে বিদেশী দখল ও কর্তৃত্ব মেনে নিতে হয়। ভিয়েনা সম্মেলনে অবশ্য তালেরাঁ-এর সুচতুর ব্যবস্থাপনার কারণে ফ্রান্স ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিসমূহের মধ্যে সম মর্যাদা-ভিত্তিক কূটনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করে।

টীকা :

১. Gershov, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২৯।

২. Claude Manconon, Napoleon Recaptures Paris, March 20, 1915. Translated from the French by George Unwin (London : George Allen and Unwin Ltd. 1968), পৃঃ ১৯।

৩. উল্লেখিত, Gershov, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩০।

৪. Hayes, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭১।

www.pathagar.com

৫. David Howarth, **A Near Run Thing : The Days of Waterloo** (London : Cllins, 1968), পৃঃ V।

৬. ঐ, পৃঃ ৫৭।

৭. ঐ, পৃঃ ২২৩।

৮. Gershoy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩৪।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ অধ্যায়

ইউরোপে বোনাপার্তের অবদান

নাপোলেওনের সাম্রাজ্য নিঃসন্দেহে ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু তাঁর শাসনকাল বিচ্ছিন্নরূপে দেখা সঠিক হবে না। বোনাপার্তের শাসন ছিল বিপ্লবের সম্প্রসারিত রূপ। নাপোলেওঁ বোনাপার্ত স্বয়ং ছিলেন বিপ্লবের মূর্ত-প্রতীক। তাছাড়া, বোনাপার্ত ছিলেন ইতিহাসের এক মহান ব্যক্তিত্ব। আলেক-জান্ডার, সিজার ও শার্লেমেন-এর সঙ্গে তাঁকেও ইতিহাসের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ী ও অসাধারণ শাসক হিসেবে তুলে ধরা হয়। যে অভাবিত বিজয়ের ধারায় তিনি সুদীর্ঘকাল ইতিহাস অলংকৃত করেন তা' নিঃসন্দেহে তাঁর অবিস্মরণীয় সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তিনি ছিলেন রোমান্টিক যুগের শ্রেষ্ঠ সন্তান বা উত্তরসূরি। তাঁর কল্পনার বিলাসবহুল মুহূর্তে তিনি নিজেকে ভাবেন শার্লেমেনের প্রকৃত উত্তরসূরিরূপে।[১] রোমান গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও শার্লেমেনের স্মৃতি দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি এক রণাঙ্গন থেকে আরেক রণাঙ্গনে বিচরণ করেন, প্রভুত্ব স্থাপন করেন ইউরোপে। এ জাতীয় ভাবধারামণ্ডিত আধিপত্যের মাধ্যমে নাপোলেওঁ ইউরোপ মহাদেশে বেশ কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রাখেন।

বোনাপার্তের স্বপ্ন ও আদর্শ

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত এমন এক আদর্শের বাস্তবায়নে ব্রতী হন, যে আদর্শ ইতিহাসের অনেক মহান অধিনায়কের মনে বারংবার উদিত হয় অথচ এর বাস্তবায়ন অপূর্ণ থাকে। এই স্বপ্নাদর্শ ছিল ইউরোপকে ঘিরে। বোনাপার্ত ভাবেন, 'ইউরোপ কখনো স্থির হতে পারে না যে পর্যন্ত না এ মহাদেশে একই কর্তৃত্বের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। রাজ-শাসকবর্গ অনুগত থাকবে একই কর্তৃত্বের প্রতি। কর্তৃত্বের ইচ্ছানুরূপে রাজ্যগুলো বণ্টন হবে।'[২] তাঁর নিজস্ব আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বোনা-পার্ত পুনশ্চ বলেন, 'আমাদের প্রয়োজন একই ইউরোপীয় আইনগত বিধানের, একই ইউরোপীয় আপীল আদালতের, অভিন্ন মুদ্রাব্যবস্থা, অভিন্ন ওজন পরিমাপ ব্যবস্থা। একই আইন-বিধান ইউরোপের সর্বত্র প্রযোজ্য হতে হবে। সব জাতিকে আমি একই ব্যবস্থায় সন্নিবিষ্ট করবো।'[৩] এরূপ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সুমহান পরি-কল্পনা নাপোলেওঁ বোনাপার্তকে রোমীয় আদর্শগত নমুনার প্রতি আকৃষ্ট করে।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে, রোমানদের রাজনৈতিক দিগদর্শন বা মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তিনি অনুসরণ করেন।

ইউরোপীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত যে 'মহা সাম্রাজ্যের' অধিপতি হন নিঃসন্দেহে সেই সাম্রাজ্য যেন তাঁর মতো মহান ব্যক্তিত্বের মাথার ওপর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও ইউরোপের ইতিহাসে তাঁর এই সাম্রাজ্য-প্রচেষ্টা সুগভীর প্রভাব ফেলে। এটা বললে কিছুতেই অত্যুক্তি হবে না যে, নাপোলেওঁ ইউরোপকে ফ্রান্সের আদর্শ ও সংগঠনের কাছাকাছি আনেন এবং এরই মাধ্যমে তিনি ইউরোপের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ভিত্ আন্দোলিত করেন। বস্তুত, নাপোলেওঁ বিপ্লবের পরিধি ইউরোপব্যাপী বিস্তৃত করেন। ইউরোপের বিশাল, বিস্তৃত অঞ্চল পুনর্বার অভিন্ন আইনের নিয়ন্ত্রনাধীন হয়, প্রশাসিত হয় এক ব্যাপক কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে এবং একই কর্তৃত্বের ইচ্ছার প্রতি অনুগত হয়। পোলিশ ও ইলীরীয়, ওলন্দাজ ও জার্মান, ইতালীয় ও বেলজিয়াম জনগণ এক অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইউরোপের বিভিন্ন জাতিকে এক অভিন্ন সত্তায় আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি এরূপ নীতি গ্রহণ করেন এবং এই স্থিরকৃত নীতি ত্বরান্বিত করতে তিনি সক্রিয় হন। নিপুণ ইলিরীয় নাবিকদের তিনি তুলোঁয় যেতে নির্দেশ প্রদান করেন, ওলন্দাজ কর্মকর্তারা ফ্রান্সে অবতরণ করে, আর ফরাসীরা হল্যান্ডে কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে। এভাবে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে আসা-যাওয়া, দেয়া-নেয়ার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এরূপ নতুন সমঝোতা ও বন্ধুত্ব। ফলে প্রতিটি দেশের জনগণ তাদের স্বাভাবিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করতে শিখে, ভাবতে শিখে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ইউরোপের ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রবাহে এরূপ বিবর্তনের তাৎপর্য ব্যাপকতর।

নতুন ইউরোপের ভিত্তি

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত জার্মানী, নেদারল্যান্ডস, ইতালী ও স্পেনে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। (দ্রঃ মানচিত্র-৩-৪)। যে দেশেই তিনি বিজয়ের গৌরব লাভ করুন না কেন সেই দেশে তিনি সযত্নে ফরাসী বিপ্লবী রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান নীতিমালাসমূহ প্রবর্তন করেন। সর্বত্রই সামন্ত প্রথা বিলোপ হয়, বিঘোষিত হয় সাম্য; ব্যক্তি-মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়। চার্চ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়াবাদের পরিবর্তে যথাক্রমে সহনশীলতা ও শিল্প-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। বোনাপার্তের বিধানসমূহ প্রবর্তিত হতেও খুব একটা সময় লাগে নি। ফলে

www.pathagar.com

ভূ-সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়, বিয়ে ও বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে চার্চ ও গির্জার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়, সব নৃশংস ধরনের ফৌজদারী পদ্ধতি পালটে যায়, প্রবর্তিত হয় প্রকাশ্য বিচার-ব্যবস্থা ও জুরী পদ্ধতি। ইউরোপের সর্বকালের সেরা প্রশাসনিক স্কুলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ফরাসী নাগরিকদের দ্বারা পূর্বে অজানা হিসাব-নিকাশের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি, নতুন ধরনের অর্থনীতিক ব্যবস্থা এবং সহজ-সরল আইনের খসড়া প্রণয়ন প্রভৃতির ওপরও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শত শত আলোকিত জনমানুষ এতদিন মন্থরগামী ও গুপ্ত স্বৈর-শাসনের চাপে নিষ্পিষ্ট হচ্ছিলো। এখন তারা বুঝতে পারে সরকারে রীতিবদ্ধ পরিকল্পনার সৌন্দর্য ও মাধুর্য কিরূপ। যেখানে ফরাসী আশ্রিত কোন রাষ্ট্র গঠিত হোক না কেন সেই-খানে সব সনাতন সামাজিক বাধা-বন্ধন বিলোপ হয়। এ জাতীয় পরিবর্তন ও রূপান্তরের ফলে একটি নতুন ইউরোপের ভিত্তি গড়ে ওঠে। নাপোলেওঁ বোনা-পার্তের পরম গৌরবের বিষয় যে তিনি এর সূচনা ঘটান।

ইতালী ও জার্মানীর পুনর্গঠন

নাপোলেওঁ বোনাপার্ত ইউরোপে তাঁর বিজয় লগ্নে জার্মানী ও ইতালীর পুনর্গঠন করেন। এতে এ দু'টি দেশের জাতীয় পুনরেকত্রীকরণে তিনি প্রত্যক্ষ অবদান রাখেন, যদিও এরূপ কোন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি আদৌ তাঁর ছিল কিনা সন্দেহ। জার্মান ও ইতালীর পুনর্গঠনের পেছনে তাঁর নিজস্ব উদ্দেশ্যমূলক পরি-কল্পনা ছিল, কিন্তু অবচেতনভাবে দু'ক্ষেত্রেই তিনি ঐক্যের পথ নির্দেশ করেন। জার্মানীর প্রসঙ্গে প্রথমে আসা যাক। ঐ দেশে তাঁর প্রথম ও প্রধান অবদান ছিল সেই দেশের ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধন। পূর্বে জার্মান রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল ২৫০-এর মতো। তিনি এ সংখ্যা কমিয়ে ৩৯ করেন। ফলে জার্মানীর ভাবী ঐক্যের পথ শুধু সহজ হয় নি, এ ধরনের সংস্কার মহান উদ্দেশ্যজনিতরূপে প্রশংসারও দাবি রাখে। তদুপরি, বোনাপার্ত তথাকথিত 'পবিত্র রোম সাম্রাজ্য' বিলোপ করেন এবং এর পরিবর্তে ফ্রান্সের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠন করেন রাইন কনফেডারেশন। পরিশেষে, তিনি অস্ট্রিয়াকে জার্মান-রাষ্ট্র-ব্যবস্থা থেকে বহিষ্কার করেন। জার্মানীর ভাবী ঐক্য সাধনে এটাও ছিল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এ ক্ষেত্রে আরেকটি বক্তব্যও প্রাসঙ্গিক হতে পারে। জার্মানীতে নাপোলেওনের সরকার জার্মান জনগণের ইতিহাসে নবদিগন্তের সূত্রপাত করে; যদিও সার্বিক কাঠামোগত দিক থেকে জার্মানীর জন্য বোনাপার্তের পরিকল্পনার ঐতিহ্যিক ফরাসী কূটনীতির ধারাই প্রতিফলিত হয়। জার্মান ভাষাভাষী দুই রাষ্ট্র, অস্ট্রিয়া

www.pathagar.com

ও প্রুশিয়া, তাঁর হাতে বিপর্যস্ত হয়, উভয়ে পরিণত হয় ফ্রান্সের ঐতিহ্যগত হয় ক্রুদ্ধ শত্রুতে।[৪]

অন্যদিকে জার্মানীর জন্য তাঁর প্রণীত পরিকল্পনা, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জার্মান রাষ্ট্রের বিলোপ এবং জার্মান কনফেডারেশনের সৃষ্টিতে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর যে কাঠামো পরিদৃষ্ট হয় তা' ইউরোপের শান্তি ও স্বাধীনতার অনুকূলে কতখানি অবদান রাখতে পারে বা বিশ শতকের আধুনিক জার্মান সাম্রাজ্যের ভাব-আকুলতার সৃষ্টি এবং পরিমার্জনে ইন্ধন যুগিয়েছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে[৫]।

ইতালীয় উপদ্বীপও পুনর্গঠিত হয় অনেকটা একই নীতির ভিত্তিতে। নাপোলেওঁ ইতালীকে এক সহজ পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রশাসন করেন। ইতালীর ঐক্যের পরিপন্থী বাধা-প্রতিবন্ধকতা ছিল প্রধানত তিনটি : বিদেশী রাজবংশ, পোপের কর্তৃত্ব ও স্থানীয় সংকীর্ণতার গণ্ডী। বোনাপার্ত কর্তৃক ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মহা আলোড়নের মুখে কিছুকালের জন্য এসব প্রতিবন্ধকতার বাঁধ ভেঙে পড়ে। বিদেশী রাজবংশসমূহ ইতালী থেকে বহিষ্কৃত হয় ১৮০৯ সনে, চার্চ নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রসমূহ ফ্রান্সের দেপার্তমোঁ'তে পরিণত হয় এবং ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর-পর সংগঠিত হয় একক সেনাবাহিনী, প্রবর্তিত হয় অভিন্ন আইন ও নীতিবিধান, অভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এ সবের ফলে এক আধুনিক ইতালীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতীয়তাবাদ

নাপোলেওঁ বোনাপার্তের আমলে ইউরোপ ফ্রান্সের কাছ থেকে যে সব শিক্ষা লাভ করে তার মধ্যে অতি পরিচিত ও চিত্তাকর্ষক হচ্ছে জাতীয়তবাদ।[৬] নাপোলেওনের বাহিনী ছিল অভিনব নীতি জাকোবাঁ্য জাতীয়তাবাদের যথার্থ কার্যকর বাহক। এই নীতির অভিনবত্ব এখানে যে, এতে জাতীয় রাষ্ট্রকে রাজ-নৈতিক-সামাজিক সংগঠনের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তিরূপে ধরা হয় এবং স্বাভাবিক কারণেই এই রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের সর্বোৎকৃষ্ট আনুগত্যের দাবিদার। এই নব্য জাতীয়তাবাদ ছিল এমন একটি বিপ্লবী নীতি যা' বিপ্লবী যুগ ১৭৮৯-১৮১৫ কালে ইউরোপে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এতে ইউরোপের জনগণ তাদের সার্বভৌম অধিকারের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে অনু-প্রেরণা লাভ করে।

প্রশ্ন হতে পারে--কি ভাবে ফরাসীরা এত দ্রুত এরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অংশত এটা ছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে স্বতন্ত্র ভাবধারাপুষ্ট বুদ্ধিজীবীদের

www.pathagar.com

সচেতন উদ্দীপনাপ্রসূত। ফরাসী বিপ্লবীদের মতো এসব বুদ্ধিজীবীরাও আঠারো শতকের দর্শন ও সাহিত্যকর্ম থেকে জাতীয়তাবাদী দীক্ষা গ্রহণ করেন। অংশত এটা ছিল ফরাসীদের প্রতি সহানুভূতির ফলশ্রুতি, বলা চলে তাদেরই অনুকরণের ফসল। নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটার আরো একটি বড় কারণ ছিল ফরাসী সম্প্রসারণবাদ এবং নাপোলেওনের একনায়কভিত্তিক শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান রুষ্ট ও বিরূপ মনোভাব।

জার্মানী ও ইতালীতে জোরপূর্বক হস্তক্ষেপ এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে এই দু' দেশে বোনাপার্ত গণমুখী জাতীয়তাবাদ সঞ্চার করেন। এছাড়াও তিনি পোল্যান্ড ও স্কান্ডিনেভীয় দেশসমূহ, যেমন ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনে গণসমাদৃত জাতায়তাবাদী অনুভূতি জাগিয়ে তোলেন। পরোক্ষভাবে ফিনল্যান্ডেও তিনি জাতীয়তাবাদী চেতনা, উন্মেষে অবদান রাখেন। কেননা ১৮০৯ সনে জার সেই দেশ বিজয় ও অধিকার করেন। নাপোলেওনের হুমকি মোকাবেলা করার মানসে জার ফিনল্যান্ডের জনগণকে এরূপ নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, তিনি তাদের জাতীয় ভাষা ও ঐতিহ্য, তাদের রীতিনীতি ও আইনকানুন এবং তাদের নিজস্ব সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন। এমনকি তুরস্ক সাম্রাজের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব ভূমিধ্যসাগরীয় অনুন্নত অঞ্চলেও জাতীয়তাবাদের প্রভাব অনুভূত হয়। ১৯৯৮ সনের বৃটিশ অভিযান ও বৃটিশ বাহিনীর পরবর্তী উপস্থিতি দ্বারা মিশর বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। গ্রীস প্রভাবিত হয় আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জে (Ionian Islands) বৃটিশ দখলদার ভূমিকা গ্রহনের ফলে। সার্বিয়া (Serbia) ও সন্নিকটস্থ এড্রিয়াটিক উপকূল-ভাগ (Adriatic Coastlands) তথাকথিত ইলীরীয় প্রদেশগুলোর নামে নাপোলেওনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে এসব অঞ্চলেও জাতীয়তা-বাদী প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৮০৭ থেকে ১৮১২ সন অবধি জার তুরস্ক সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। ফলে সমগ্র বলকান অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী বীজ ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি সরকার প্রায় নিরন্তরভাবে ১৭৯৩ থেকে ১৮১৫ সন অবধি ফরাসী বিপ্লবী ও নাপোলেওনের সরকারের বিরুদ্ধে যে কঠোর ও কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয় তার ফলে বৃটিশ জাতীয়তাবাদও বেশ প্রসার লাভ করে। কেননা বৃটিশ জাতি এই সংকটকালের পূর্বে কখনো এতো জমকালোভাবে ও দৃঢ়চিত্তের সঙ্গে ঐক্যের পরিচয় প্রদান করে নি।

নাপোলেওনের আমলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরেক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিবেচনা করা যেতে পারে। নাপোলেওঁ ইউরোপে তাঁর প্রাধান্যকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে গিয়ে তথাকথিত 'মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা' প্রবর্তন করেন।

www.pathagar.com

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটানো। এই পদক্ষেপ আদৌ সুচিন্তিত ছিল না। বিশেষ করে বাণিজ্যিক ও উৎপাদক শ্রেণী সর্বত্র এ ব্যবস্থাকে মোটেই সুনজরে দেখে নি। এ ছাড়া, যত্রতত্র ফরাসী সৈন্যদের অবস্থান, ফরাসী অধিনায়ক ও কর্মকর্তাদের বহুবিধ জবরদস্তিমূলক অর্থ ও ধার্য আদায়, স্থানীয় যাদুঘরসমূহ থেকে শিল্পকলা ও মূল্যবান সামগ্রী সরিয়ে নেয়া প্রভৃতি নাপোলেওঁ বোনাপার্তের একনায়কতিন্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনুভূতির সঞ্চার করে। এরূপ অনুভূতি ছিল জাতীয়তবাদ চেতনাপ্রসূত। প্রত্যেক দেশের প্রায় প্রতিটি শ্রেণীর জনগণ সোচ্চার হয়ে ওঠে যে, তাদের জাতিকে নাপোলেওনের জোয়াল থেকে মুক্ত করতে হবে। বোনাপার্তের কর্তৃত্বাধীন প্রায় প্রতিটি দেশে মুক্তিযুদ্ধের যে পটভূমি রচিত হয় তা' ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনাজনিত। বস্তুত, তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তঃস্থলে নাপোলেওঁ জাতীয়তাবাদের যে বীজ বপন করেন তা' ইউরোপে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত রচনা করতে সাহায্য করে।

ইউরোপের অন্তর্দ্বন্দ্ব

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নাপোলেওঁ বোনাপার্ত বিপ্লবী নীতিমালার প্রসার ঘটান। এসব নীতিমালার মধ্যে ছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, ধর্মীয় গোঁড়ামীমুক্ত চিন্তাধারা, উদারনৈতিক মতবাদ ও সাম্য। কিন্তু এ সব বিপ্লবী নীতিমালা প্রসারের ফলে বিভিন্ন দেশে ঐক্যের চাইতে বিভেদ সৃষ্টি হয় বেশী। এমন কি খোদ ফ্রান্স সরকার ও সমাজ সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়াদিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফ্রান্স দুইরূপ পরিগ্রহ করে: একটি বিপ্লব-বিরোধী, আরেকটি বিপ্লব-পন্থী। একই ধরনের পরিবর্তন ঘটে ইউরোপের প্রতিটি দেশে দেশে যেখানে বিপ্লবী নীতিমালার অনুপ্রবেশ ঘটে। প্রতিটি দেশে বিপ্লবী নীতিমালা নতুন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য-বাদ ও নতুন ধর্মীয় গোঁড়ামীমুক্ত চিন্তাধারা, বিপ্লবী স্বাধীনতা ও সাম্যের বিরোধী এবং একই সঙ্গে অনুরাগীও সৃষ্টি হয়। মুখোমুখি এই দু'বিরোধী শ্রেণীকে 'রক্ষণশীল' ও 'উদারনৈতিক'রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে, বা বলা চলে 'ডান' ও 'বাম'। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'ডান' ও 'বাম' ('Right' and 'Left') প্রত্যয় দুটো ফরাসী বিপ্লবী সংসদ-সমূহের রীতি থেকে প্রচলিত হয়।[1] যারা বিপ্লবের বিরোধী বা সমালোচক ছিল তারা সংসদের সভাপতি বা অধ্যক্ষের ডানে বসতো, আর যারা বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল তারা বসতো বামে।

ইউরোপীয় রাজনীতিতে ডান ও বামের এ জাতীয় বিরোধ ও বিভেদ মোটা-মুটি ও সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হয় ১৮১৫ সনের দিকে। এই বিরোধ ও বিভেদ সামাজিক এবং ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

তদানিন্তন সুবিধাভোগী শ্রেণীসমূহ স্বাভাবিকভাবেই ছিল রক্ষণশীল। এ সবের মধ্যে ছিলেন রাজা, রাজ-পরিবার ও রাজন্যবর্গ, অভিজাত ও পুরোহিতবর্গ, যাজক ও জমিদারবর্গ। এ সব শ্রেণীর লোকজন ছিল বিপ্লব-পূর্বকালে রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার স্তম্ভস্বরূপ। এদের পক্ষে ডানপন্থী হওয়াটাই স্বাভাবিক। এদের বিপক্ষে ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর বেশীর ভাগ। এই শ্রেণীতে পেশাজীবী মানুষ, ব্যাংক কর্মচারী, ব্যবসায়ী, উৎপাদক, দোকানদার, মহাদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকবৃন্দ---এবং এসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত জনজীবনের বিভিন্ন স্তরের আলোকিত বুদ্ধিজীবীও অন্তর্ভূক্ত ছিল। বিপক্ষে আরো ছিল শহরের মেহনতী মানুষ, মাঠে-প্রান্তরের অগণিত মজুর। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সনাতন শাসনামলে এরা সবাই ছিল অশান্ত, অস্থির। স্বাভাবিক কারণে এরা ছিল 'উদারনৈতিক', বামপন্থী বা বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।

ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকেও নাপোলেওন যুগের প্রভাব প্রকট হয়ে ধরা দেয়। ঐ সময়ে ইউরোপ মহাদেশের পশ্চিম দিকে, বিপ্লবী ফ্রান্সের যত কাছাকাছি অগ্রসর হওয়া যেত ততই অধিকতর সংখ্যক উদারনৈতিক জনমানুষের পরিচয় মিলতো। পক্ষান্তরে, যত পূর্বদিকে এবং ফ্রান্স থেকে যত দূর নিরীক্ষণ করা যেত ততই দূর দেখা হতো অধিকতর সংখ্যক রক্ষণশীল জনমানুষের। ইউরোপ মহাদেশে এ জাতীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে পরবর্তীকালে বিবদমান দু'পক্ষকে নিয়ে আরো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে। ফরাসী বিপ্লব ও নাপোলেওঁ আমলের কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে এরূপ দ্বান্দ্বিক আন্তক্রিয়া সূচিত হয়।

টীকা :

১. ১৮০৬ সনে বোনাপার্ত তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে উদ্দেশ্য করে বলেন তিনি যেন পোপকে জানিয়ে দেন যে, 'আমি হচ্ছি শার্লেমেন, সম্রাট হিসেবে চার্চের তরবারী আমার হাতে এবং সে ভাবেই আমি সমীহ লাভে প্রত্যাশা করি।' উদ্ধৃত, Ketelbey, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭
২. উদ্ধৃত, Gershoy. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮৬
৩. উদ্ধৃত, ঐ
৪. Fisher, A History of Europe, পৃঃ ৮৫৫
৫. ঐ, পৃঃ ৮৬০
৬. Hayes, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭৪
৭. ঐ, পৃঃ ৫৭৭

www.pathagar.com

উনবিংশ অধ্যায়

বোনাপার্তের রণনীতি ও কূটনীতি : একটি মূল্যায়ন

প্রলম্বিত সংগ্রাম

ফরাসী রাজনৈতিক মঞ্চে নাপোলেওঁ বোনাপার্তের আবির্ভাব থেকে ওয়াটারলু যুদ্ধে তাঁর চূড়ান্ত পরাজয় ও সাঁ এলেনায় তাঁর শেষ নির্বাসন অবধি এই সময়ের ইতিহাসকে পর্যালোচনার প্রয়াস মেলে এ গ্রন্থে, যদিও এ পর্যালোচনা করা হয় একটি মাত্র ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং প্রত্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে। সেই অসামান্য ব্যক্তিত্ব হলেন নাপোলেওঁ বোনাপার্ত স্বয়ং। কিন্তু ঐ সময়কার, উনিশ শতকের গোড়ার দিকের ইতিহাস বোনাপার্ত একার ইতিহাস নয়, এই ইতিহাস প্রকৃত অর্থে ছিল সমগ্র ইউরোপের ইতিহাস। কেননা বোনাপার্ত শুধু একজন ফরাসী রাজনীতিক বা দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন না, তিনি ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের উত্তরসূরী বা বিপ্লবের সন্তানও। এ বিপ্লবের মৌলিক আদর্শ ও উদ্দেশ্য তিনি যথার্থই লালন করেন এবং সম্ভবত সমগ্র ইউরোপব্যাপী তাঁর রণনীতি ও কূটনীতি পরিচালিত হয় বিপ্লবের নীতিমালা বাস্তবায়নে। ফলে সনাতন ইউরোপের সঙ্গে বিপ্লবী ফ্রান্স এবং স্বয়ং বোনাপার্তের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়, বোনাপার্তের কর্তৃত্বাধীন ফ্রান্স ও সনাতন ইউরোপ জড়িয়ে পড়ে এক দীর্ঘসূত্রী, প্রলম্বিত সংগ্রামে।

'স্থিতিশীল' ও 'বিপ্লবী' সিস্টেমের আন্তক্রিয়া

উনিশ শতকের গোড়ার দিকের সেই সংগ্রাম বা দ্বান্দ্বিক আন্তক্রিয়া থেকে ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কে দুটো মডেল উপস্থাপিত করা যেতে পারে: এর প্রথমটি 'স্থিতিশীল সিস্টেম' ('Stable system'), আর দ্বিতীয়টি 'বিপ্লবী সিস্টেম' ('Revolutionary system')[১]। প্রথম সিস্টেমের লক্ষ্য ছিল ইউরোপের সনাতন ব্যবস্থার স্থিতি স্থাপন বা স্থায়িত্ব বিধান, আর দ্বিতীয়টির লক্ষ্য ছিল সনাতন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন। এই দু'টি সিস্টেমের মধ্যে আন্তক্রিয়া সত্যিকারভাবে কূটনৈতিক পর্যায়ে চলে নি; কেননা সংজ্ঞাগত ভাবে সংলাপ বা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক মত-বিরোধ দূরীকরণের প্রক্রিয়া বা সমঝোতাকে বলা হয় কূটনীতি[২]। ফ্রান্সে বোনাপার্তের শাসনের অব্যবহিত পূর্বে বা তাঁর শাসনামলে যে রাষ্ট্র গঠিত হয়, তা' ছিল বিপ্লবী রাষ্ট্র। বোনাপার্তের অগ্র-অভিযানের ফলে এই রাষ্ট্র বিপ্লবী

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে এবং অচিরেই ফ্রান্স ইউরোপের প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। বোনাপার্তের পতন অবধি তাঁর নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী ফ্রান্স ছিল ইউরোপের প্রতিষ্ঠিত সনাতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হুমকি স্বরূপ ; কেননা, তিনি ফ্রান্সের অনুরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সমগ্র ইউরোপেও ঘটাতে চান।

বিপ্লবী সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য আরো সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় স্থিতিশীল সিস্টেমের মূল্যায়ন থেকে। স্থিতিশীল সিস্টেমে জাতীয় রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শান্তি সংরক্ষণ করা নয়, উদ্দেশ্য ছিল সনাতন শাসক শ্রেণীর আপন স্বার্থ চরিতার্থে স্থিতি বাজায় রাখা। বলা বাহুল্য, এরূপ স্থিতি সাধারণত সনাতন রাজবংশভিত্তিক বৈধ অধিকার বা 'বৈধতার' ('Ligitimacy') সঙ্গে সম্পৃক্ত। অন্য কথায়, ইউরোপের সনাতন শাসকেরা শান্তিকে স্থিতাবস্থা বা স্থিতির নামান্তর হিসেবে গ্রহণ করে এবং স্থিতিশীল কাঠামোর আবরণে নিজ নিজ কর্তৃত্বকে বৈধ কর্তৃত্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভে প্রয়াসী হয়। এভাবে 'শান্তির' সংজ্ঞা দাঁড়ায় নিছক যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব এড়ানো বা পরিহার করা, আর স্থিতি হয় তথাকথিত বৈধতার বাহ্যিক অভিব্যক্তি মাত্র। বলা প্রয়োজন যে, সনাতন ব্যবস্থাভিত্তিক বৈধ শাসকেরা চায় এমন এক আন্তর্জাতিক সমঝোতা বা চুক্তি যার মাধ্যমে কূটনীতি বা পররাষ্ট্র নীতির আদর্শ উদ্দেশ্য, পন্থা বা পদ্ধতি তাদের স্বীয় স্বার্থের কাজে ব্যবহৃত হয়। এ ভাবে স্থিতিশীল ব্যবস্থা সনাতন রক্ষণশীল শাসকদের স্বার্থের অনুকূলে বৈধতার আবরণ গ্রহণ করে, যদিও এই স্থিতিশীল সিস্টেমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় প্রকৃত অর্থে গুটি কয়েক স্বার্থান্বেষী শাসক বা সনাতনপন্থী আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের হাতিয়ারে পরিণত হয়[৩]।

শূন্যমান ভিত্তিক হারজিতের খেলা

নাপোলেওঁ বোনাপার্তের সমর্থিত বিপ্লবী সিস্টেমভিত্তিক কূটনীতির উদ্দেশ্য ছিল তথাকথিত স্থিতিশীল সিস্টেমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পররাষ্ট্র নীতি বা কূটনীতির ধারা বানচাল করা, সনাতন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ভেঙে রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিপ্লবী নীতির ভিত্তিতে গড়ে তোলা। এ ভাবে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, সনাতন স্থিতিশীল সিস্টেম ও নতুন বিপ্লবী সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য ছিল রূপরেখা-ভিত্তিক বা কাঠামোগত। কূটনীতি এ ক্ষেত্রে খুব একটা প্রাসঙ্গিক ছিল না। কিসিঞ্জারের ভাষায়,[৪] দুটি সিস্টেমের মধ্যে মত-বিরোধ নিরসনের জন্য গ্রহণযোগ্য কাঠামো ব্যবহারের আর কোন অবকাশ ছিল না। কেননা খোদ কাঠামোর বৈধতা নিয়েই উভয় সিস্টেমের মধ্যে মত-বিরোধ সৃষ্টি হয়। এভাবে রাজনৈতিক

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতা চলে অনেকটা সমকালীন পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ সিস্টেমের প্রতিযোগিতার মতো—নীতিগত পর্যায়ে।

বলা প্রাসঙ্গিক যে, আঠারো শতকব্যাপী শক্তিসাম্য কার্যকর ছিল অনেকটা নিপুণভাবে, কিন্তু ফ্রান্সে বিপ্লবী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর শক্তিসাম্য নীতি হঠাৎ যেন তার পূর্বকালীন সেই নৈপুণ্য হারিয়ে ফেলে এবং ইউরোপীয় ভারসাম্য বিপ্লবী ফ্রান্সের একক শক্তির হুমকির মুখে আর বাদবাকী শক্তিগুলোকে যথাযথ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে নি। কেননা বোনাপার্তের অধীন ফ্রান্সের বিঘোষিত রাজনৈতিক নীতিমালা ছিল ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের নীতিমালা থেকে ভিন্নতর[৫]। কনসুল্যাট কিংবা রাজকীয় শাসন আমলে বোনাপার্তের সামরিক শক্তি ও প্রতিরক্ষা নীতির একটি ব্যাখ্যাই সুস্পষ্ট : প্রতিপক্ষের ওপর সতত আঘাত হেনে তিনি তাঁর বিপ্লবী সাম্রাজ্য সুসংহত করতে প্রয়াসী হন, সচেষ্ট হন ফরাসী বিপ্লবী নীতিমালা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে দিতে।[৬] এভাবে সনাতন আদর্শভিত্তিক ইউরোপের বিরুদ্ধে বোনাপার্তের কর্মকাণ্ড ছিল সর্বতোভাবে কৌশলগত। তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে, এ ছিল চিরায়িত রাজবংশভিত্তিক শাসকদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আদর্শে উদ্দীপ্ত জনগণের যুদ্ধ[৭]।

এক কথায়, বোনাপার্তের কর্তৃত্বাধীন বিপ্লবী ফ্রান্স ও সনাতন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক ছিল শূন্যমানভিত্তিক—পুরো হারজিতের খেলা; এতে সংলাপ বা সমঝোতাভিত্তিক কূটনীতির ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। দু'পক্ষের মধ্যে শেষ অবধি চলে রণনৈতিক বা কৌশলত আন্তক্রিয়া। বোনাপার্তের ইতালীয় অভিযান, মিশর অভিযান, মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা, স্পেনীয় অভিযান ও পেনিনসুলার যুদ্ধ এবং পরিশেষে মস্কো অভিযান—এসবের প্রত্যেকটিতে বোনাপার্তের শূন্যমান বা হারজিতভিত্তিক রণনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি শত্রুপক্ষকে সর্বতোভাবে নাজেহাল করতে সক্রিয় হন, তৎপর হন প্রতিপক্ষকে সর্বশান্ত করতে।

কৌশলমূলক কূটচাল

একইভাবে বোনাপার্ত কর্তৃক সম্পাদিত কাম্পো ফরমিও, লুনেভিল, আমিওঁ বা টিলসিট-এর মতো প্রভৃতি শান্তি চুক্তিতেও কৌশলমূলক ফন্দি বা কূটচালের পরিচয় মেলে। এ সব কোন চুক্তিই প্রকৃত অর্থে শান্তিচুক্তি ছিল না, ছিল সাবিক কৌশলগত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাময়িক বিরতি মাত্র বা তাঁর কৌশলগত প্রক্রিয়ার অংশবিশেষ। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বোনাপার্ত সত্যিকার

www.pathagar.com

অর্থে প্রথম শ্রেণীর কূটনৈতিক ছিলেন না ; যুদ্ধক্ষেত্রে সম্ভবত তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন, কিন্তু রাজনীতি ও পররাষ্ট্র নীতিতে তিনি পরিচালিত হন ভাবাবেগ দ্বারা[৮]।

এ জাতীয় বক্তব্য হয়তো আংশিকভাবে সত্য, কিন্তু বোনাপার্তের রাজনীতি ও কূটনীতি নিছক ভাবাবেগ দ্বারাই পরিচালিত ছিল বললে একরোখা মতবাদ-রূপে বিবেচিত হবে। কেননা ঐ সময়ে ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নীতি-আদর্শের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট এবং বোনাপার্তের কূটচালে সেই প্রভাবেরও প্রতিফলন ঘটে। অন্য কথায়, তৎকালীন ইউরোপীয় রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পার্থক্য যেহেতু ছিল দুটি প্রতিযোগী সিস্টেমের মধ্যে রূপরেখাভিত্তিক বা কাঠামোগত সেহেতু বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব বোনাপার্তকে ভাবাবেগচিত্ত বলে তাঁকে দোষারোপ করা অমূলক মনে হবে। বিপ্লবী ফ্রান্সের যে-কোন নেতৃত্বের সঙ্গেই সনাতন ইউরোপের দ্বন্দ্ব ছিল একেবারে অনিবার্য। তবু বলা সমীচীন যে, বোনাপার্তের রণনীতি ও কূটনীতিতে সম্ভবত বাস্তবতা জ্ঞানের অভাব ছিল। ফ্রান্স, তথা ইউরোপে বোনাপার্তের প্রাধান্য ততদিন অব্যাহত থাকে যতদিন রণনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখতে পারেন ; পরবর্তীতে সেই শ্রেষ্ঠত্ব হারান বলেই তাঁর চূড়ান্ত বিপর্যয় অবধারিত হয়ে পড়ে।

কিন্তু তৎকালীন প্রতিযোগী স্থিতিশীল ও বিপ্লবী সিস্টেমের মধ্যে কৌশল-গত দ্বন্দ্ব বা শূন্যমানভিত্তিক হারজিতের খেলায় বোনাপার্তের বিপর্যয় বা ব্যক্তি-গত পরাজয়ের গ্লানি সত্ত্বেও পরবর্তী দশকগুলোতে ইউরোপের প্রায় সর্বত্র যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সূচিত হয় তাতে বোনাপার্তের কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। কেননা নীতি-আদর্শ বিজড়িত দ্বন্দ্বে ব্যক্তির বিপর্যয় হলেও আদর্শে উদ্দীপ্ত অধিকার সচেতন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে সেই আদর্শ কখনো হেয় প্রতিপন্ন হয় না। বিপ্লবী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বোনাপার্ত ইউরোপের সেই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আন্দোলিত করেছিলেন, বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে দেন ইউ-রোপের সর্বত্র, সৃষ্টি করেন বিপ্লবী সচেতনতা, ক্রিয়াশীলতার দীক্ষা দেন জন-গণকে, সনাতনপন্থী 'স্থিতিশীল' সিস্টেমের বাঁধ ভেঙে দেন এবং পরবর্তী কয়েক দশকে উপর্যুপরি বিপ্লব ঘটিয়ে ইউরোপের জনগণ তাদের মৌলিক অধিকার আদায়ে তৎপর হয়। নাপোলেওঁ বোনাপার্তের রণনীতি ও কূটনীতির সাফল্যের যথার্থতা বিচার করতে হবে এ দৃষ্টিকোণ থেকেই।

www.pathagar.com

টীকা :

১. Henry A, Kissinger, **A World Restored Europe After Napoleon : The Politics of Conservatism in a Revolutionary Age** (New York : Grosset and Dunlop, 1964); পৃ: ১
২. ঐ, পৃ: ২
৩. ঐ, পৃ: ১
৪. ঐ, পৃ: ৪
৫. ঐ,
৬. Louis Bergeron, **France Uuder Napoleon.** Translated by R.R. Palmer (Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1981), পৃ: ২২
৭. D. G. Wright, **Napoleon and Europe** (London and New York : Longmans, 1984), পৃ: ৫
৮. দ্রষ্টব্য, M. A. Thiers, **History of the Consulate and Empire of France under Napoleon** (London : William E. Nimmo, 1976) Louis R. Gottschalk, **The Era of the Franch Revolution** (Delhi : Surjeet Publications, 1979,) পৃ: ৩৭২

www.pathagar.com

মানচিত্র—১ ইউরোপে বোনাপার্তের সামরিক রণনৈতিক অভিযান

(ক) প্রথম ইতালীর অভিযান ১৭৯৬-১৭৯৭

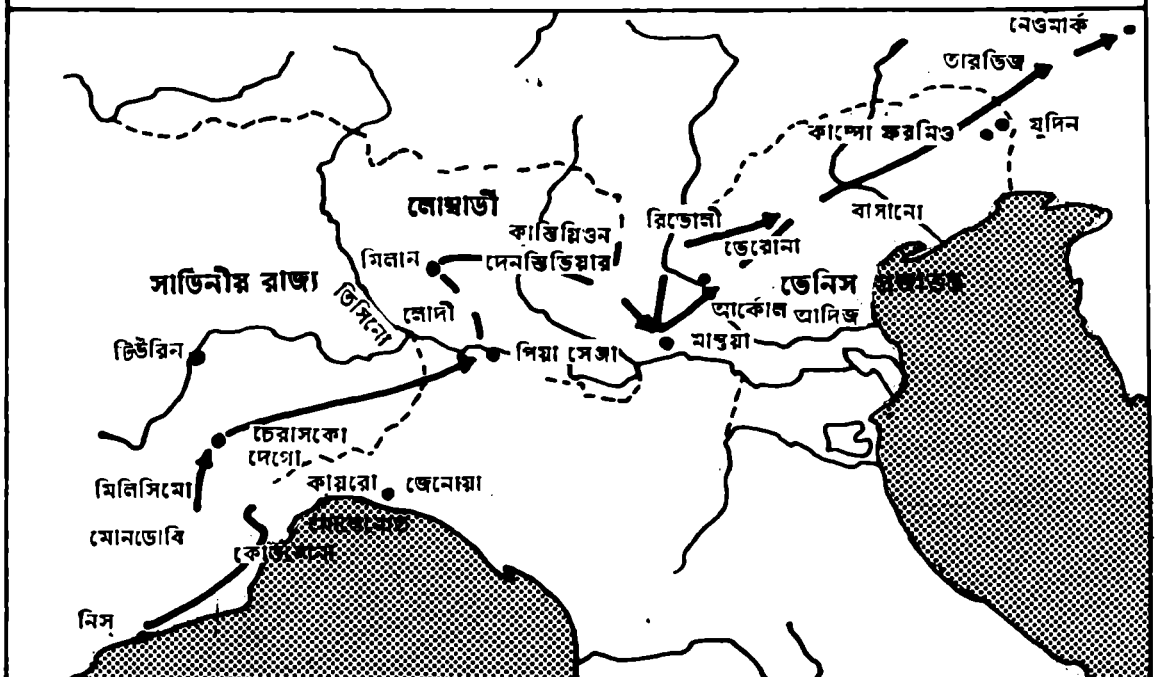

www.pathagar.com

(খ) মিশর অভিযান, ১৭৯৮

www.pathagar.com

(গ) দ্বিতীয় ইতালীয় অভিযান, ১৮০০

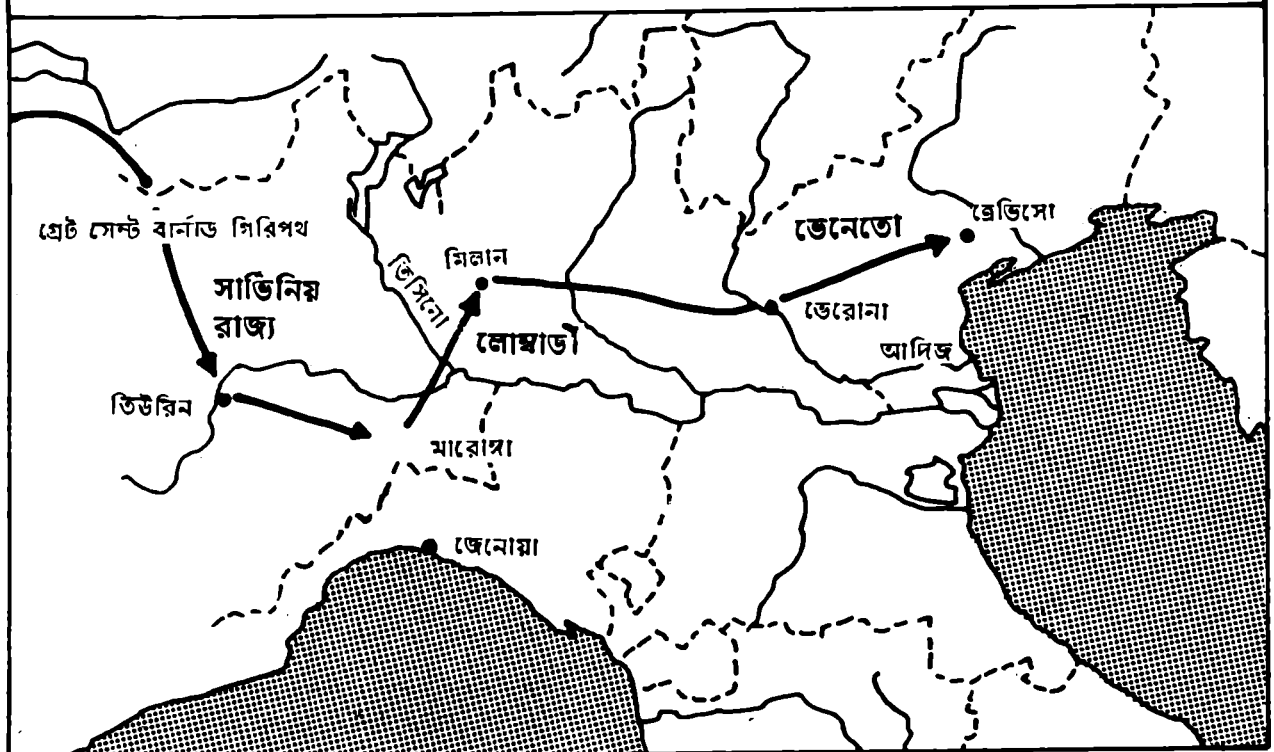

www.pathagar.com

(ঘ) তৃতীয় ইউরোপীয় শক্তি সংঘ, ১৮০৫

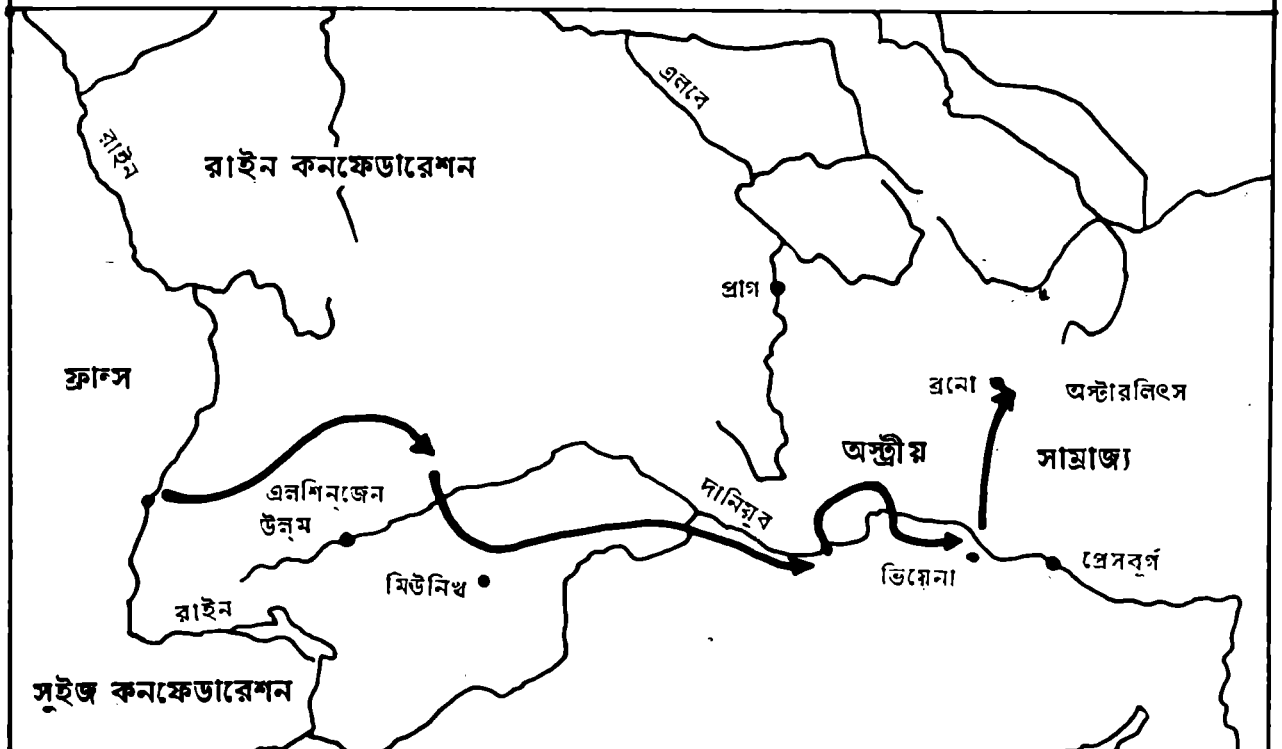

www.pathagar.com

(ঙ) চতুর্থ শক্তিসংঘ, ১৮০৬—১৮০৭

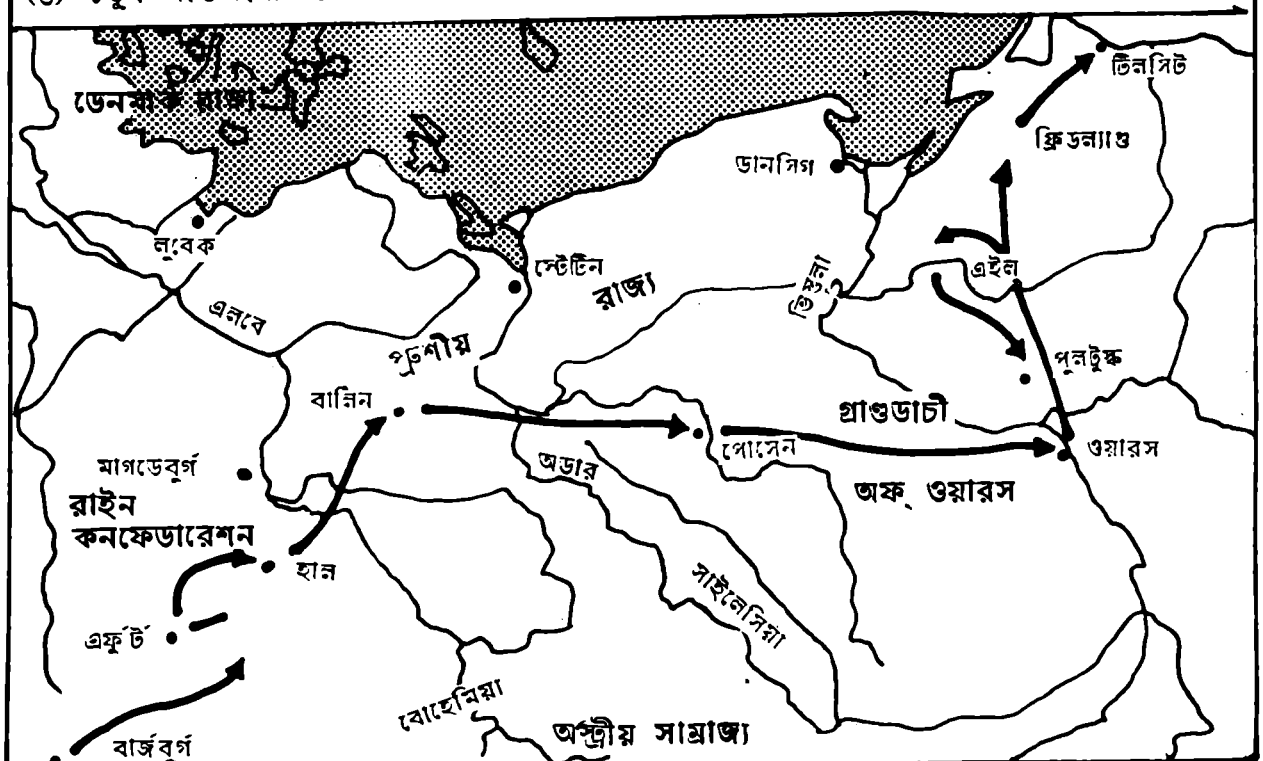

www.pathagar.com

(চ) স্পেনীয় অভিযান, ১৮০৮—১৮১৩

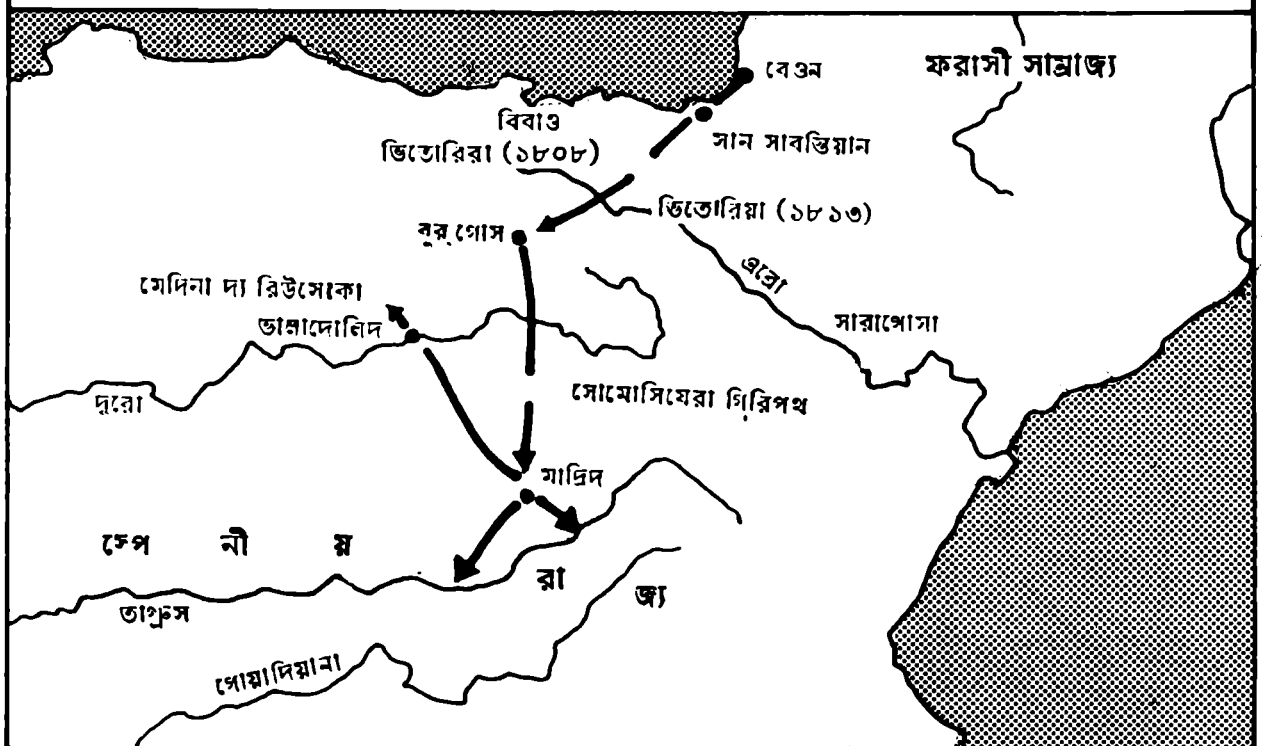

www.pathagar.com

মানচিত্র—৩

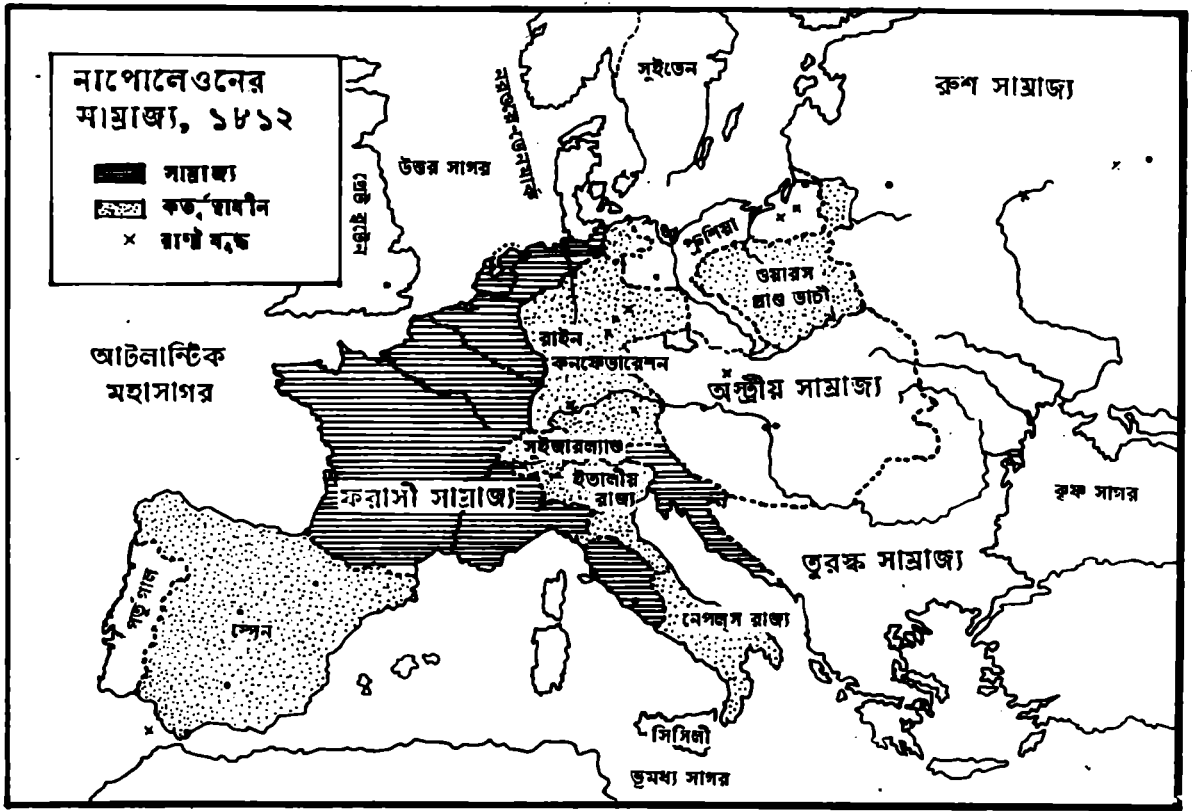

সূত্র : An Enayclopedia of World History: Ancient, Medieval, Modern. F.th Edition. (Boston: Houghton Mifflin Co., 1972), পৃঃ ৬৪৬

www.pathagar.com

চিত্র—১

সম্রাট নাপোলেও বোনাপার্তে

সূত্র ঃ Walder and Milton, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৬—১২৭

www.pathagar.com

চিত্র—২

বোনাপার্তের প্রথম স্ত্রী সম্রাজ্ঞী জোসেফিন

সূত্র ঃ Walder and Milton, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৭

www.pathagar.com

চিত্র—৩ ক

বোনাপার্তের মা

মা লেতিসিয়া, যিনি বোনাপার্তের সময়ে ফরাসী সাম্রাজ্যের রাণী মাতা হন

সূত্র ঃ Walder and Milton· প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৯

www.pathagar.com

চিত্র—৩ খ

বোনাপার্তের ভাই-বোন

ভাই জোসেফ, যিনি প্রথমে নাপলস ও পরে স্পেনের রাজা হন

ভাই লুই, ১৮১০ অবধি যিনি হল্যাণ্ড-এর রাজা ছিলেন

ভাই লুসিয়ঁ, যিনি ১৮১০ সনে বোনাপার্তের নীতি বিরোধিতা করার কারণে নির্বাসিত হন

ভাই জেরোম ১৮০৭ সনে যিনি ওয়েস্টফালিয়ার রাজা হন

বোন মারিয়া আনা এলিজা, যিনি ১৮০৯ সনে তাসকানীর গ্র্যাণ্ড ডাচেস হন

বোন কারোলিনা, যিনি জোয়াসিম মুরা'কে বিয়ে করেন এবং নাপলস-এর রাণী হন

বোন মারিয়া পুলিনা, যিনি রাজপুত্র কামিলো বর্জেসকে বিয়ে করেন

সূত্র : Walder and Milton ; প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৪—১০৫

www.pathagar.com

চিত্র—৪

বোনাপার্তের দ্বিতীয় স্ত্রী সম্রাজ্ঞী মারী লুই এবং তাঁদের সন্তান (জন্ম ১৮১১)

www.pathagar.com

চিত্র—৫

স্যা এলেনায় বোনাপার্তের নির্বাসিত জীবন

সূত্র ঃ Walder and Milton, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত বস্তুপঞ্জী

Atkins, S. R. **From Utrecht to Waterloo : A History of Europe in the Eighteenth Century.** London : Methuen and Co. Ltd. 1965

Bergeron, Louis. **France Under Napoleon.** Translated by R. R. Palmer. Princeton N. J. : Princeton University Press 1981

Bruun, Geoffrey. **Europe and the French Imperium, 1799-1814.** New-York : Harper and Row, 1965

Burns, Edward Mcnall. **Western Civilization : Their History and Culture.** New York : Norton, 1914

Cambridge Modern History, Vol· 1X. Cambridge : Cambridge University Press, 1963

Cobban, Alfred. **A History of Modern France.** Vol. 1 1715-1799. **Old Regime and Revolution.** Harmondsworth. Penguin Books Ltd., 1968

Durant, Will and Ariel. **Rousseau and Revolution : A History of Civilization in France, England and Germany from 1756 and in the remainder of Europe, 1715 to 1789.** New-York : Simon and Schuster. 1967

Ergang, Robert. **Europe : From Rennaissance to Waterloo.** Boston : Heath, 1954

Ferrero, Guglielmo. **The Reconstruction of Europe. Talleyrand and the Congress of Vienna 1814-1815.** Translated by Theodore R. Jaeckel. New York : W. W. Norton and Co., 1983

Fisher, H. A. L. **A History of Europe.** London : Edward Arnold (Publishers) Ltd., 1965

Furet, Francois. **Interpreting the French Revolution.** Translated by Elberg Forster. Cambridge : Cambridge University Press 1978

Gates, David. **The Spanish Ulcer, A History of the Peninsular War.** London : George Allen and Unwin, 1986

Gershoy, Leo. **The French Revolution and Napoleon.** Delhi : Surjeet Publications., 1968

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

অগাস্টাস ৪০
অবাধ নীতি ৭৩
অলিভার ক্রমওয়েল ১০
অষ্টম বছরের সংবিধান ৩৯
অষ্টাদশ লুই ১৮৭, ১৯০
অস্টারলিৎস ৯৯
অস্টারলিৎসের যুদ্ধ ৯৮-৯৯
অস্ট্রীয়া, মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগদান ১৮৪
অস্ট্রীয় অভ্যুত্থান ১৬৭-১৬৯
অস্ট্রীয় লোম্বার্ডী ২৩

আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ, দ্বীপমালা ২৪, ১৯৯
আইবেরীয় উপদ্বীপ ১৫৫, ১৬৪
আওয়ারস্টাড্‌ট-এর যুদ্ধ ১০৪-১০৫
আকর ৩৪
আখপাখ ১০২
আর্চডিউক চার্লস ২০, ১৬৭
আজোরস্‌ ১৮৯
আঁতনে ৬
আঁতিব ১৫
আদম ৬৫
আদ্দা নদী ২২
আধুনিক গেরিলা রণকৌশল ২১
আপিল আদালত ৬৬
আবুকীর উপসাগর ৩৫
আবে সিয়েজ ৩৭, ১১৩
আভিনোঁ ২৩
আমিঁও শান্তি চুক্তি ৪৮-৫০, ৯১-৯২, ২০৪
আরো দিজবোঁ ৫৩
আল কামার ৪৪
আল্‌পস পর্বতমালা ২১, ২৮
আল্লাহ ৬৫
আসপার্ন এসলিং ১৬৮
আসাইনা ৪, ২৫, ৫৫
ইউজিন বোয়ারনে ৮৪, ১৪২
ইউরোপে অন্তর্দ্বন্দ্ব ২০০-২০১
ইউরোপীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ ১৯৬
ইউরোপীয় শক্তিসংঘ, তৃতীয় ৯৫-৯৬
ইউরোপীয় শক্তিসংঘ, ষষ্ঠ ১৯০-১৯১
ইখটে ১৭০
ইতালীর পুনর্গঠন ১৯৭-১৯৮
ইতালীয় অভিযান ২০৪
ইতালীয় রণাঙ্গন ১৩-১৪, ১৭, ২০-৩০, এলভেতীয় প্রজাতন্ত্র ২৯-৩০, জোসেফিন ১৩-১৪ : রোম প্রজাতন্ত্র ২৯ ; লাইগুরীয় প্রজাতন্ত্র ২৪-২৫, লোদীর যুদ্ধ ২২-২৩, সমর পরিকল্পনা ২০-২২, সিসালপাইন প্রজাতন্ত্র ২৩-২৪
ইসলাম ধর্ম ৩৩-৩৪
ইস্ত্রিয়া ৯৯, ১৪৪
ইয়র্ক ১৮৩
ইয়েনা ১৭০
ইয়েনার যুদ্ধ ১০৪-১০৫, ১৩৭
ইংলিশ চ্যানেল ১১০, ১৩৮
ইংল্যান্ড ২৫, ৩০, ৩২, ৪৯

উইলিয়াম অব অরেঞ্জ ১৮৫
উইলিয়াম পিট ৪৩, ৯৫
উপ-প্রিফেক্ট ৫৩
'উপকূল ব্যবস্থা' ১৩৩
উল্‌ম-এর যুদ্ধ ৯৬
এইলু ১০৫
এট্রুরিয়া ৪৬
এডমান্ড বার্ক ১১, ১৮, ৩৮